পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

২৪ বর্ষ] কলিকাতা, বৈশাখ ১৩০৮; ইং মে ১৯০১। [১ম সংখ্যা।

সূচী।

কলিকাতা।

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৭৮ নং, আপার সারকিউলার রোড।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

২৪বর্ষ] কলিকাতা, বৈশাখ ১৩০৮; ইং মে ১৯০১। [১ম সংখ্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিশ্ব জননীকে প্রণাম করিয়া নূতন বর্ষে পদার্পণ করিলাম। পাঠিকাগণের নিকটে নববর্ষের শুভ ইচ্ছা লইয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা পরিচারিকার সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

চীন রাজ্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্ধ ব্যক্তি বাস করে। এইরূপ শ্রবণ করা যায় পাঁচ লক্ষ অন্ধ সে দেশে অবস্থান করিতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীগণ তাম্র নির্ম্মিত অলঙ্কারে আপনাদিগকে ভূষিত করিতে ভালবাসে। পুরুষ এবং নারী উভয়েই এইরূপ সজ্জিত করে।

রোম নগরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গির্জ্জা আছে। উহা সেণ্ট পিটার্স নামে খ্যাত। উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ১৪ মিলিয়ন পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল।

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পতাকা একটী স্ত্রীলোক দ্বারা নির্ম্মিত হয়। উহা দৈর্ঘ্যে ১০০ শত ফিট এবং ৫২ ফিট প্রস্থে। উহা বহন করিতে হইলে ছয় জন ব্যক্তির প্রয়োজন।

নরওয়ে দেশে বারজেন্ নগরে একটী অতি আশ্চর্য্য গির্জ্জা আছে। উহা কাগজ দ্বারা নির্ম্মিত। উহার মধ্যে এক সময়ে এক সহস্র অপেক্ষা অধিক ব্যক্তি উপবেশন করিতে পারে।

যাঁহারা বেলুন দ্বারা আকাশ মার্গে উঠিয়াছেন তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন, আমরা যে আকাশ নীল বর্ণের দেখিতে

পাই তাহা কেবল নিম্ন হইতে ৪৫ মাইল দূর হইতে দেখিলে ঐ বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা বাতাসের বর্ণ। উপরিভাগ হইতে আকাশের বর্ণ কাল বলিয়া বোধ হয়।

অনেকেই আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র নৌকা দ্বারা পার হইতে সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াছে এবং অনেকেই কৃতকার্য্য হইয়াছে। এক সময়ে এক নাবিক সস্ত্রীক উক্ত ভয়ঙ্কর মহাসমুদ্র পার হইয়াছিল। ঐ সকল সময়ে দেখা যায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অপেক্ষা শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে পারে।

সাম্রাজ্ঞী এলেকজান্দ্রা কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে গমন করিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বৃদ্ধ পিতার (King of Denmark) অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। সাম্রাজ্ঞীর ভগ্নী রুশিয়ার ভূতপূর্ব্ব জারিনা, ডেনমার্কে ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিয়াছেন। সাম্রাজ্ঞীর দুইটী ভগ্নী। শ্রবণ করা যায় এই ভগ্নীটিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে বিভিন্ন বর্ণের শিলা বৃষ্টি হয়। উহা নিম্নলিখিত ঘটনা গুলি পাঠ করিলে জানা যায়। প্যালারমো নগরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে রক্ত বর্ণের শীলা বৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মানিতে কর্ণীওলা নগরে লাল বর্ণের বরফ পাঁচ ফুটের অধিক পতিত হইয়াছিল। এক সময়ে একটী জাহাজে কতকগুলি বরফ দ্রবীভূত হইয়া বাষ্প হইবার পর তাহার নিম্নে লাল বর্ণের কর্দ্দমের ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয়। ইটালিতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এবং টাইরল দেশে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্টকের ন্যায় লাল বর্ণের বরফ পতিত হইয়াছিল।

স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের দু'একটী কথা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন অতিশয় সুন্দর ছিল। দাস দাসী প্রভৃতি দরিদ্র ব্যক্তিদিগের প্রতি যে তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ দৃষ্টি যত্ন ও মমতা ছিল তাহা নিম্নলিখিত গল্পটীতে বেশ জানা যাইবে।

রাজকুমারীরা যখন ছেলে মানুষ ছিলেন তখন একদিন তাঁহারা রাজ প্রাসাদের কোন একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একজন স্ত্রীলোক জানালায় কাল রং দিয়া বার্ণিশ করিতেছে। কৌতুক ও রহস্যপ্রিয় বালিকারা আপনাদের স্বভাবের দ্বারা চালিত হইয়া স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে (পোঁছড়া) বুরুষ চাহিয়া লইয়া তাহার গালে সমস্ত কালি মাখাইয়া দিল। তখন সে, দুই গালে ঐরূপ কালি মাখিয়া কি প্রাকারে যুবরাজ এলবার্টের সম্মুখ দিয়া বাহিরে যাইবে, তাহা

ভাবিতে লাগিল এবং লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। যুবারাজ এলবার্ট দেখিয়াই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত বলিল।

মহারাণীর নিকট এই খবর শীঘ্রই পৌঁছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীদ্বয়কে হস্তে ধরিয়া, চাকরাণীদের বাসার দিকে লইয়া গেলেন। রাজকন্যাদ্বয়কে প্রথমতঃ চাকরাণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার এবং দ্বিতীয়তঃ নিকটস্থ দোকানে গিয়া টুপি, শাল, দস্তানা প্রভৃতির সহিত এক স্যুট কাপড় নিজেদের টাকা হইতে ক্রয় করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বালিকারা দাসীর জন্য কাপড় কিনিয়া দিতে খুসী হইলেন কিন্তু তাহারা দাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বড় পচ্ছন্দ করিলেন না; কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতৃ আজ্ঞা পালনে বাধ্য হইলেন। ধন্য মহারাণীর জীবন—তিনি যথার্থই দুঃখী গরীবদিগের মাতা ছিলেন, তাঁহার হৃদয় তাঁহাদিগের দুঃখে কাঁদিত।

রেল গাড়ীতে রেল গাড়ীতে সংঘর্ষণ, এরূপ দুর্ঘটনা, অথবা কয়লার খাদে আগুন লাগিলে বা কোন প্রকার দুর্যোগ ঘটিলে মহারাণী, আহত অনাহত প্রত্যেক ব্যক্তির তত্ত্ব লইতেন এবং যাঁহারা আত্মীয় বন্ধু হারাইতেন, তাঁহাদের শোক সূচক ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্র লিখিয়া সান্ত্বনা দিতেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা গরীব দুঃখী, তাহাদের অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন।

প্রিন্স এলবার্টের মৃত্যুর পরেই মহারাণী প্রথম নেটলি হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে যান। উহার ভিত্তি প্রিন্স এলবার্ট স্থাপন করেন বলিয়া মহারাণী সেই স্থানে যাইতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। উৎকট রোগাক্রান্ত এবং মুমূর্ষদিগের নিকট গিয়া মহারাণী তাহাদের সহিত কথা কহিতেন।

জনেক ভারতের বৃদ্ধ মুমূর্ষ সৈন্য সেখানে ছিলেন, মহারাণী স্বয়ং গিয়া তাঁহার সহিত কথা কহাতে, সে বলিয়া উঠিল;—পরমেশ্বর তোমাকে আজ অনেক ধন্যবাদ—তুমি আমাকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছ—আজ তুমিই আমাকে মরিবার আগে, স্বয়ং মহারাণীকে দেখাইলে। বৃদ্ধের এই কথা মহারাণী ও তাঁহার কন্যা রাজকুমারী এলিশের মনে অত্যন্ত লাগিল। মহারাণী যখন প্রত্যেক রোগীর প্রতি মস্তক অবনত করিয়া তাকাইয়া চলিয়া যাইতেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝা যাইত যে তাঁহার অন্তরে রোগীদিগের কষ্ট দুঃখে ঘন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে।

একজন স্কটদেশীয় পাদ্রির অনাথা কন্যা মহারাণীর সন্তানদিগের লেখা পড়া শিক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম বৎসর যখন কর্ম্ম করেন তখন তাঁর মাতার উৎকট পীড়া জন্মে; ইহা শুনিয়া তিনি মার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন এইরূপ মনে মনে করিতেছিলেন। মহারাণী ইহা

শুনিয়া বলিলেন,—"তুমি এখনি তোমার মার কাছে বাড়ী যাও, তোমাকে কাজ ছাড়িতে হইবে না, যত দিন তোমার আবশ্যক হয় তুমি মার কাছে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা কর, তিনি ভাল হইলে, তুমি এখানে ফিরিয়া আসিও। তোমার অনুপস্থিতিতে আমি ও প্রিন্স ছেলেদের পড়া লইব। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে মার সেবা কর।"

তিনি কয়েক সপ্তাহ মার নিকট থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। মাকে কবরস্থ করিয়া রাজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। মহারাণী দুঃখিনী কন্যাটীকে প্রতিদিন সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতেন; তিনি সততই তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে বুঝাইতেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুর প্রথম সাম্বৎসরিক দিবসে তাঁর মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানিল না। তিনি যখন বাইবেল হইতে একটী প্রার্থনা পড়িয়া রাজসন্তানদিগের শিক্ষা আরম্ভ করিতে গেলেন, মাতার মুখশ্রী মনে পড়িয়া তাঁহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মাতঃ মাতঃ বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রাজ-সন্তানেরা মাতার নিকট গিয়া এই সকল জানাইল। মহারাণী তৎক্ষণাৎ স্কুল ঘরে গিয়া বলিলেন,—"আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে ছেলেরা তোমাকে বিরক্ত করিতেছে—আজ তুমি আর পড়াইও না; সারা দিন ছুটী লইয়া নির্জ্জনে পবিত্র ভাবে মাতার স্মরণার্থে ধর্ম্ম চিন্তায় রত হও।"

এই বলিয়া একটী হাতের গহনায় তাহার মাতার ছবি অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন। মহারাণীর ধর্ম্মভাবে হৃদয় পূর্ণ ছিল। বাইবেল ধর্ম্ম-পুস্তকে অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল।

একজন আফ্রিকার রাজা বহুমূল্য উপঢৌকন মহারাণীর নিকট দূত দ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে মহারাণীকে জিজ্ঞাসা করিও ইংলণ্ডের মাহাত্ম্য, গৌরব ও যশের তত্ত্ব কি?

মহারাণী তাহাতে উত্তর করিয়াছিলেন, দেখ সৈন্য সামন্ত, যুদ্ধ জাহাজ অথবা বিপুল ঐশ্বর্য্য ইংলণ্ডের মাহাত্ম্যের কারণ নয়—দেখ এই বাইবেল পুস্তকই (হস্তে ধরিয়া দেখাইলেন) ইংলণ্ডের যশের প্রধান কারণ।"

গান।

এবার আমি তোমারি হব।

ব'লে তোমায় প্রাণসখা, প্রাণ ভ'রে ডাকিব।

বিরলে বসিয়া, নির্ভয় হইয়া, যত আছে মন দুঃখ সব বলিব।

পাপ কুবাসনা, কুচিন্তা কুকামনা, যত ব্যবধান সব ছাড়িব।

প্রেমভরে মধুর স্বরে, হরি গুণ গান ক'রে তোমার নাম তোমায় শুনাব।

সঙ্গীত হার।

নববর্ষে।

আঁধারের অন্তরাল হ'তে
কে নামিছে ধরাপরে ওই!
চিনিনা জানিনা তারে, তবু এ হৃদয় স্তরে
কি শক্তি জাগায় আজি অজানিত সেই!

আজি এই আকাশ ভরিয়া
আবাহন ধ্বনি উঠে কার!
কেন আজি মর্ম্মতলে, পুনঃ এ কিরণ ঝলে
ঝঙ্কারিয়ে উঠে কেন হৃদি বীণা তার!

সাধ হয় ক্ষুদ্র জীবনের
ভুলি তুচ্ছ সুখ দুখ লাজ,
মিশে জগতের প্রাণে, বিশ্ব সঙ্গীত তানে
ক্ষুদ্র এই আপনারে হারাইতে আজ!

বরষের নব প্রাতে আজ
নব আলো ভাতিছে গগনে;
নীলিমার কোন প্রান্তে, আলোময় পুর হ'তে
পড়িছে কিরণ ছায়া মলিন জীবনে!

পুরাতন পরিচিত আজ
লুকাইল আঁধারের সনে
তাহার কলঙ্ক দাগ, তারি সাথে ডুবে যাক্
জ্যোতির্ম্ময় হাসিটুকু রেখে যাক প্রাণে!

অতীতের দুঃখ অবসাদ
চলে যাক্ অতীতের সনে;
মুক্ত সম্মুখের পথে, স্বশক্তি দ্রুতগ রথে
যাব দেব আশীর্ব্বাদ লইয়া শরণে!

বঙ্গনারী।

একি শুনি শ্রবণে? বঙ্গনারীর এত দূর অবনতি? যে বঙ্গনারীর গুণে চারিদিক মোহিত, সতীত্বের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত ছিল, সেই বঙ্গনারী আজ তাহার সর্ব্ব গুণকে জলাঞ্জলী দিয়া মদ্য পান করিতেছে। হায়! সোণার ভারতের গৌরব কোথায়? তাহার সুন্দর গুণবতী লজ্জাবতী সতী আর্য্যনারীর গৌরব কিরীট ধুলায় লুণ্ঠিত। কত দিনে বঙ্গনারীর এমন নীচ অবস্থা দূর হইবে? কবে তাহাদিগের হৃদয়ে পূর্ব্ব কালের আর্য্যনারীগণের পুণ্যের প্রভাব প্রজ্জ্বলিত হইবে? যে সতীত্বের জন্য চিরদিন এ ভারত ভাগ্যবান্ সে সতীত্ব রত্ন কোথায় লুক্কায়িত হইল? যে সতীত্ব ভারতের গৌরব, ভারতের শিরভূষণ, সেই ভূষণ হারাইয়া ভারতের এত দুর্দ্দশা। কোথায় মৈত্রেয়ীর পতিভক্তি, বনবাসিনী সীতার সতীত্ব? যুগে যুগে সতী সাধ্বীগণের আগমনে এই ভারতের গৌরব কিরীট দিন দিন অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। ইংরাজ মহিলাগণের মধ্যে অনেক সাধ্বী রমণীর জীবন বৃত্তান্ত আমরা পাঠ করি ও শ্রবণ করি। কিন্তু ভারতের ন্যায় কোন স্থানে সতী ও পতিব্রতা নারীর কথা শ্রবণ করা যায় না। ভারত-ভূমি উন্নত মস্তকে সতীত্বের পরিচয় দিতেছে, অন্য দেশীয় নারীগণকেও শিক্ষা দান করিতেছে।

কিন্তু হায়, সে শিক্ষায় এখন কেহ কর্ণপাতও করে না। বর্ত্তমান কালে দেশীয় নারীগণ বিদেশীয় ভাব অধিক গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য নাই, সতীত্বের ভাব নাই। প্রাচীন আচার ব্যবহার কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাহ্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক অবনতি হইতেছে। দেশীয় গুণ সমূহ বিস্মৃত হইয়া বিদেশীয় ভাব অনুকরণ করা কেবল সাধারণের নিকটে হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র। সকল জাতির মধ্যেই দোষ গুণ আছে। তবে দেশীয় আচার ব্যবহার রাখিয়া বিদেশীয় ভাল ভাব গ্রহণ করিলেই উন্নতির সম্ভাবনা। আর দেশীয় আচার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় ভাব গ্রহণ করিলে অবনতির সম্ভাবনা। ইহার জন্যই আজ শত শত মহিলা পাপ পঙ্কে পতিত হইতেছে। বিদেশীয় ভাব, আচার ব্যবহার আমাদের পক্ষে পরিত্যাজ্য।

ভগবান তাঁহার অনন্ত জ্ঞান কৌশলে নানা জাতি নানা ভাব সৃজন করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে সমুদয় মানব জাতিকে এক জাতি ভুক্ত করিতেন। তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রচার করিবার জন্যই আমরা সৃজিত। নানা ভাবে নানা দেশে এক সুরে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য বিভিন্ন জাতির সৃজন।

প্রতিদান।

সংসারের অবস্থাচক্র অনবরত ঘুরিতে ঘুরিতে কাহাকে কোথায় লইয়া যায় মানুষ তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারে না। আজ যে ধনী কাল সে পথের ভিখারী, আজ যে দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে ব্যাকুল ও ব্যতিব্যস্ত, দুদিন পরে তাহারই রাজসম্পদে তাহাকে চিনিতে পারিবে না। সতীশের পিতামহ ধনী বলিয়া সংসারে পরিগণিত ছিলেন, কিন্তু তাহারই ধনের উত্তরাধিকারী সতীশের পিতা দারিদ্র্য পীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুইটী পুত্রকে লইয়া কলিকাতা সহরে বাস করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন সঙ্কুলান করা তাঁহার পক্ষে বড় দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। পরিশেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একজন ময়রার দোকানে এবং ছোটটীকে একজন ধনী ব্যবসাদারের নিকট কাজ শিখিবার জন্য রাখিয়া দিলেন। সতীশের কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বালক একাকী বসিয়া বসিয়া কত আকাশ কুসুম কল্পনা করিত; স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে দেখিয়া তাহারও তাহাদের মত পুস্তক লইয়া বিদ্যালয়ে যাইতে বড়ই সাধ হইত। ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার কোন উপায় না দেখিয়া সে অত্যন্ত

নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তাহার অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা সে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারিত না। সুবিধা মত দুই এক পয়সার পুরাতন পুস্তক কিনিয়া অথবা ধনী সন্তানদের পরিত্যক্ত ছিন্ন গ্রন্থাদি কুড়াইয়া লইয়া সে তাহার অপূর্ণ পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করিত।

এক দিন সতীশকে এইরূপ পাঠে নিযুক্ত দেখিয়া একজন ভদ্রলোকের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ময়রার দোকানের বালক এত মনোযোগের সহিত কি পড়িতেছে, জানিবার জন্য তাঁহার বড় ঔৎসুক্য জন্মিল। নিকটে আসিয়া বালকের হাতে একখানি বাঙ্গালা পুস্তকের ছিন্ন মলিন অর্দ্ধাংশ দেখিতে পাইলেন। ভদ্রলোকটী বালকের সহিত আলাপে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিনম্র ব্যবহার, এবং বিদ্যার্জ্জনে তাহার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া তাহাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। বালককে তাঁহার বাটীর ঠিকানা দিয়া তাহার পিতাকে লইয়া একদিন তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন। তাহার পর হইতে সতীশ তাঁহার পরিবার ভুক্ত হইল।

সে আজ ছয় সাত বৎসরের কথা। কলিকাতা সহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে নলিনীদের বাড়ী। সে দিন সন্ধ্যা বেলায় নলিনী তাহার মামাত ভাই ভগিনীদের লইয়া বাগানে খেলা করিতেছিল। শেষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া তাহার মামাত বোন তরু বলিল, 'ও নলি, রাত হয়ে এলো যে, বাড়ীর ভেতরে চল্‌না, সন্ধ্যাবেলায় বুঝি বাইরে থাক্‌তে আছে?" নলিনী হাসিয়া বলিল, "কেন আমি তো কত দিন রাত পর্য্যন্ত এখানে থাকি। তোমার বুঝি অন্ধকারে ভয় করছে? তবে চল।" নলিনীও পিতা বাড়ী ফিরিয়াছেন কিনা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মাতা দুই বৎসরাবধি পীড়িতা। তাহার উপর আজ এক বৎসর তাহার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। সেই অবধি তাহার পিতাই তাহার খেলার সাথী, তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সুখে দুঃখে একমাত্র বন্ধু। নলিনী সকলকে লইয়া মার ঘরে আসিয়া দেখিল পিতাও সেখানে বসিয়া আছেন। তখন তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। নলিনীর মা বলিতেছিলেন, "ছেলেটী ভাল তো? ওরকম ক'রে থাকৃত, এখন নলিনীকে তার সঙ্গে মিশিতে দেওয়া যেতে পারে তো?" ভুবন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা', তা'র চেহারা দেখলেই বুঝ্‌তে পারবে। তাকে ডেকে আন্‌ছি তোমার কাছে। তার উপর এক দিনেই আমার এমন মায়া হয়েছে!" এমন সময় নলিনীদের দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই আমি ভাবছিলাম নলিনী আজ গেল কোথায়! আমি আফিস থেকে এলাম নলিনীর আমার সাড়া শব্দ নেই?

আজ অনেক সঙ্গী জুটেছে,—আজ আর বাবাকে দরকার নেই,—কেমন?” নলিনী উত্তরের মধ্যে হাসিতে হাসিতে পিতার কোলের উপর উঠিয়া বসিল। ভুবন বাবু সারা দিবসের পরিশ্রমের পর বাড়ী আসিয়া এই সুন্দর সরল শিশু-মুখখানি না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহার সরল সুমধুর ভাষায় তাহার ক্ষুদ্র জীবনের সুখ দুঃখ কাহিনী শুনিয়া তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন। এখন নলিনীই তাহার পিতা মাতার সর্ব্বস্ব। নলিনীকে ক্রোড়ে করিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া পিতা সমস্ত দিনের শ্রান্তি অপনোদন করিতেন। নলিনী যখন রুগ্না মাতার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার উত্তপ্ত ললাটে তাহার শীতল কোমল হস্ত খানি ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিত, সে সময় তিনি সকল রোগ যাতনা, পুত্রশোক বিস্মৃত হইতেন।

নলিনীর পিতার নিকট বেশীক্ষণ কথা বন্ধ থাকিত না। বলিল “বাবা আজ আমরা কত রকম খেলা করছিলাম, একা একা সে রকম হয় না।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল “বাবা, সকলের বাড়ীতেই তো অনেক লোক, আমাদের বাড়ীতে এত কম লোক কেন?” নলিনী দেখিল তাহার কথায় পিতার মুখ বড় বিষণ্ণ হইয়া আসিল। নলিনী সকল কথা স্পষ্ট না বুঝিলেও বুঝিতে পারিল যে ওরূপ কথায় পিতার মনে ধূমাবৃত শোকাগ্নি আবার জ্বলিয়া উঠে। সে তাড়াতাড়ি আবার বলিল, “তা’তে আমার কিছু কষ্ট হয় না বাবা, খালি সমস্ত দিন তুমি আফিসে থাক তাই। মার কাছে তো রাত দিন এসে বিরক্ত করতে পারিনে, এক একবার এসে এখানে বসে থাকি, মা কেমন চোখটী বুজে শুয়ে থাকেন, বড় সুন্দর দেখায়, তাই চুপ করে দেখি।” ভুবন বাবু স্নেহ ভরে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোর একটী সঙ্গী এসেছে নলিনী; তোকে আর একা একা খেলা ক’র্‌তে হবে না; তবে সে তোর চেয়ে একটু বড়, এই আমাদের ফণীর মতন।” তাহার এই কথায় নিকটে দণ্ডায়মান ত্রয়োদশ বর্ষীয় একটী বালক মহা লজ্জিতভাবে মস্তক অবনত করিল। ভুবন বাবু তাহার ভাব দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন, “কিরে ফণী তোর সঙ্গে বেশ ভাব হবে না?” নলিনী নূতন সঙ্গীকে দেখিবার জন্য মহাব্যস্ত হইয়া পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার পা দুখানি ছুটীতে উন্মুখ দেখিয়া পিতা তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন “দূর পাগলী, এখুনি সে আস্‌ছে, তোর মাকে তা’র সঙ্গে একটু ভাব করিয়ে দিবিনে? ফণী, যা তো, আমার পড়্‌বার ঘরে সে বসে আছে তাকে সঙ্গে

ক'রে নিয়ে আয়তো।" ফণী এই কার্য্যভার পাইয়া মহোল্লাসে ছুটিয়া চলিল। নলিনী এবং তাহার সঙ্গী বালক বালিকার দল "সে" নামধারী সেই অপরিচিত সঙ্গীকে দেখিবার জন্য উৎসুক নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। "সে" যে কিরূপ জীব, তাহাদেরই মত হস্ত পদ বিশিষ্ট, কি স্ত্রী জাতি কি পুরুষ জাতি ভুবন বাবু তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। আমরা আকার ছাড়িয়া সহজে কিছু চিন্তা করিতে পারি না। মানুষের স্বভাবই যে অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন বস্তু বা ব্যক্তির বিষয় শুনিলেই মনে মনে তাহার একটী মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়া তবে তাহার বিষয় চিন্তা করিতে পারে। এ বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া যুক্তি তর্ক করিয়া ঠিক করিতে হয় না; নামটী শ্রবণ পথে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নামধারীর একটী কাল্পনিক মূর্ত্তি মানসে আঁকিয়া যায়, তবে হয় তো তাহা মুহূর্ত্ত পরেই মুছিয়া যাইতে পারে। সে যাহাই হউক, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব গুলিও স্বীয় স্বীয় ধারণা এবং কল্পনানুযায়ী এক একটী আকৃতি ভাবিয়া লইয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নলিনীর ছোট মামাত বোনটীর ক্ষুদ্র হৃদয় খানিতে বুঝি সে কল্পিত মূর্ত্তি কিছু ভয়াবহ রকমের হইয়াছিল, তাই সে দিদির হাঁটু দুটীকে অতি নিরাপদ স্থান জ্ঞান করিয়া তাহাই আশ্রয় করিল। ভুবন বাবু বলিলেন, "তোমরা কিন্তু তাকে বিরক্ত কোর না, সে হয়তো তোমাদের সঙ্গে বেশী গল্প ক'রতে পারবে না, সে কখনও কারুর সঙ্গে মেশেনি তো, সে একা একা থাকে।" নলিনী তাহার বড় বড় চক্ষু দুটী তুলিয়া একবার পিতার মুখের দিকে চাহিল। ভুবন বাবু বলিলেন, "পাগলী, সে তোর চেয়ে বড় বটে, কিন্তু তুই তাকে দিদির মত যত্ন করবি, সে বড় কষ্ট পেয়েছে।" তার পরে একটু মৃদুস্বরে বলিলেন, "তার মা নেই নলি!" বলিতে বলিতে চকিত দৃষ্টিতে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন, বুঝি অনতিদূরে ভবিষ্যতে তাঁহার নলিনীর মাতৃহীন অবস্থা তাঁহার মানস নয়নে জাগিয়া উঠিল। নলিনী কেবল নয়নদুটী বিস্ফারিত করিয়া আর একবার পিতার নয়নের উপর স্থাপন করিল।

একটী কৃশকায় বালক ফণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে আসিয়া ভুবন বাবুর নিকট দাঁড়াইল। বালকের পরিধেয় বস্ত্র খানি দেখিবামাত্র অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে সেখানি বহুদিন রজকের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত আছে। গাত্রাবরণের মধ্যে এক খানি "দোলাই" তাহা কিন্তু গাত্র অপেক্ষা মস্তক আবরণ স্বরূপেই অধিকাংশ ব্যবহৃত হইয়াছে! তরু এই মলিনবেশী দোলাই নামক অপরূপ গাত্রাবরণধারী শীর্ণ বালকটীর সংসর্গ হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। বালক

বালিকার দল যেন কিছু একটু অসাধারণের প্রত্যাশায় ছিল, সহসা এই সাধারণ দরিদ্র বালকের মূর্ত্তি দেখিয়া যেন কিছু নিরাশ ও ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু তাহার বেশ মলিন হইলেও এবং তাহার গাত্রবর্ণ রৌদ্র তাপে কি অগ্নি তাপে জানি না অৰ্দ্ধদগ্ধ রকমের দেখাইলেও তাহার গৌরবর্ণ মুখ খানিতে এমন একটী কোমল মাধুর্য্য ছিল, এবং অবলা শিশুদিগের ন্যায় তাহার বড় বড় চক্ষু দুটীর চকিত দৃষ্টিতে এমন একটী সজল করুণ ভাব ছিল যাহাতে নলিনীর পিতার ন্যায় নলিনীরও ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু যেন দ্রব হইয়া গেল। নলিনী এমন করিয়া এত কথা ভাবিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু এখন হইতে সে তাহার মাতৃহৃদয়ে জগতের স্নেহ লুঠিয়া লইয়া সঞ্চয় করিতে শিখিতেছিল। সে আর কিছু দেখিতে পাইল না, কেবল দেখিল দোলাই ঘেরা একখানি ছোট মুখের ভিতরে দুইটী বড় বড় চক্ষু সলজ্জ সসঙ্কোচে অতি ভয়ে ভয়ে যেন তাহার নিকট একটু স্নেহ ভিক্ষা করিতেছে। সে পিতার নিকট আর একটু ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া এক খানি ছোট হাতে তাহার হাঁটুটী দৃঢ়রূপে ধরিয়া সলজ্জ মৃদু হাস্যের সহিত অপর হাতে সতীশের একখানি হাত তুলিয়া লইল।

(ক্রমশঃ।)

ভালবাসা।

যদি ভালবাসা দিতে সাধ হয়
বিনীত সেবক হও।
পর হিত ব্রতে জনমের তরে
মন প্রাণ ঢেলে দাও॥
সংসার সাগর ভীষণ দুস্তর
পার হইবার তরে।
ভালবাসা ধন জলের মতন
দান কর অকাতরে॥
ভাই বোন্ সবে কে কোথায় রবে
শুকের তারার মত।
ভালবাস যদি তার প্রতিনিধি
জ্বলিবে হৃদয়ে শত॥
পর উপকার কর নিরন্তর
হাওয়ার্ড শ্রেণীর মত।
বিধানের ভোগ শান্তি উপভোগ
করিতে পারিবে কত॥
নিজ সুখে রত থাকিলে নিয়ত
নাহি সুখী হবে ভবে।
অশান্ত জীবন কভু কি কখন
সুখী করিতে পারিবে॥
প্রেমে নর নারী সবে বশ করি
জীবন সফল করি।
সুখ হবে শেষ যাবে দুঃখ লেশ
অনায়াসে ভববারি॥
ভাল বেসে যাও ভাল বেসে যাও
করিও না তার আশ।
যে জন ভাবে না প্রত্যাশা রাখে না
পুরাবেন পরমেশ॥

সংসারের দেশে, কি সুখের আশে
ঘুরিয়া মরিছ সবে।
হৃদয়ের ধন প্রেম সঙ্গোপন
অনন্তের তরে রবে॥
তবে বলি শোন ওরে ভ্রান্ত মন
ভালবাসা রাখ প্রাণে।
তরিতে তরাতে মহা তুফানেতে
মত্ত হয় যোগী জনে॥

তরুণ চিত্রকর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই বার বালকের বাড়ী যাইবার কথা মনে পড়িল; যাকে সে মাতৃ-সম্বোধন করিত তাহার কথা মনে করিয়া হৃদয় ভয়ে অভিভূত হইল। সে তাকে ভিক্ষার জন্য পূর্ব্ব দিবস পাঠাইয়া দিয়াছিল কিন্তু বালক কিছুই পায় নাই। সে আর একবার সেই ধাতু নির্ম্মিত শূকরটীকে আদর করিয়া ভীত মনে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলিল। একটী হস্ত-পরিসর সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর একটী অপরিচ্ছন্ন নিরানন্দময় বাড়ীতে সে প্রবেশ করিল। বাড়ীটীতে দরিদ্রতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আছে। অল্পক্ষণ পরেই একটী রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল—যুবতী না হইলেও রমণী দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত নহে। রমণী আসিয়াই বালককে কর্কশ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আনিয়াছিস্?" বালক অত্যন্ত কাতর ভাবে করুণ চক্ষু দু'টী তুলিয়া বলিল,—"মা, রাগ করো না, সত্যই আমি কিছু পাই নি।" রমণী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল এবং বালককে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে লাগিল। বালকের উচ্চ ক্রন্দন ও গোলমাল শুনিয়া কৌতূহল পরবশ হইয়া একটী প্রতিবেশী রমণী কি ব্যাপার দেখিতে আসিল। আসিয়া প্রহারপরায়ণা সেই রমণীর প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভীত হইয়া বলিল "ও কি করছো?" সে রমণী তখন জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় জলিতে ছিল। শুনিবা মাত্র গর্জ্জিয়া বলিল, "আমার ছেলেকে আমি মারিব, তোমার কি? তুমি এখান থেকে দূর হও!" বলিয়া তাহার হস্তস্থিত দণ্ড লইয়া প্রতিবেশিনীকে মারিতে গেল। সেও অস্ত্র শূন্য ছিল না—আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে সে হাতা হাতে করিয়া আনিয়াছিল—তাহার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিল। যখন দুই দিকে এই প্রকার বিপুল যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছিল, বালকও অবসর বুঝিয়া সেই সময় পলায়ন করিল।

একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া দেখিল যে সেই দেবমন্দিরের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বালক একান্ত অবসন্ন হইয়াছে, একটী সমাধির পাদমূলে বসিয়া বালক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। রাত্রে এই দেবমন্দিরের ভিতর সে তাহার

সেই মায়াময় শূকরের সহিত ঢুকিতে পাইয়াছিল—আজ তাহাকে কে ঢুকিতে দিবে? দিবালোকে দেবমন্দিরের শুভ্র গাত্র হইতে যেন কি একটী মহিমাময় জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল। মন্দিরের ভিতরে তখন বন্দনা-গীতের গম্ভীর ধ্বনি উঠিতেছিল—কত লোক আসিল গেল—কিন্তু কই, কেহ সেই ক্ষুধা-কাতর পরিত্যক্ত অসহায় বালককে লক্ষ্য করিল না। বালক অবশেষে শ্রান্ত হইয়া শুভ্র প্রস্তর মূর্ত্তির পদতলে ঘুমাইয়া পড়িল।

কাহার স্পর্শে সে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে ও একজন বৃদ্ধ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি অসুখ করেছে? তুমি কোথায় থাক? তুমি কি সমস্ত দিন এই খানে রয়েছ?" বালক তাঁহাকে সমস্ত বলিল। তিনি বালকের হাত ধরিয়া তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গেলেন। একটী দরজার দোকানে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে একরূপ দস্তানা বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছে ও একটী অৰ্দ্ধবয়স্কা রমণী বসিয়া খুব দ্রুত সেলাই করিতেছেন। পাশে একটী শুভ্র কোমল ছোট কুকুর বসিয়া আছে—বালককে দেখিয়াই সে আহ্লাদে লেজ নাড়িয়া তাহার অভিবাদন করিল। সন্তানহীনা রমণীর কুকুরটী প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল। কুকুরের আহ্লাদ দেখিয়া রমণীও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, বালক ও কুকুর দুজনকে এক সঙ্গে আদর করিয়া বলিলেন, "দেখ নির্দ্দোষেরা পরস্পরকে কেমন চিনিতে পারে।"

বালক সেখানে খাইতে পাইল—রাত্রিতেও সেখানে বিশ্রাম করিল। তাহারা যে সামান্য বিছানাটী দিয়াছিল শ্রান্ত বালকের নিকট তাহা রাজোপযোগী বলিয়া মনে হইল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে সেই সব সুন্দর চিত্র ও ধাতুনির্ম্মিত শূকরের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এইরূপে বালক সেই গৃহে আশ্রয় পাইল। প্রবীণা রমণী তাঁহাকে দস্তানা সেলাই করিতে শিখাইলেন, বালক তাহার ছোট ঘরটীতে জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া রাস্তার প্রাত্যহিক ব্যস্ততা কোলাহল উদাস দৃষ্টিতে দেখিত। সেই ধাতুময় শূকরের কথা আর সেই রাত্রের নিশীথ ভ্রমণ তাহার বার বার মনে পড়িত। তাহার খালি মনে হইত শূকরটী বুঝি তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে—ঐ যে রুদ্ধ দ্বার সন্নিকটে কাহার পদ শব্দ হইল! বালক চকিত হইয়া দরজার দিকে ছুটিত কিন্তু কই? সে বুঝি চলিয়া গিয়াছে।

এক দিন বালক দেখিল কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাহাদের বাড়ী আসিয়াছেন, যাইবার সময় গৃহস্বামিনী বালককে বলিলেন, "ইহাঁর রংএর বাক্সটী লইয়া তুমি ইহাঁর সঙ্গে যাও।" রংএর বাক্স! তবে ইনি একজন চিত্রকর! বালক মহানন্দে তাহার সঙ্গে

সঙ্গে চলিল। আবার কত দিন পরে সে তার বহু দিনের আকাঙ্খিত সেই চিত্রশোভিত ঘরটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। একে একে তাহারা সেই সকল পূর্ব্বদৃষ্ট চিত্রগুলির নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে চিত্রকর তাহার হাত হইতে রংএর বাক্সটী লইয়া তাহাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন। পরে তিনি চিত্রের সরঞ্জাম ঠিক করিতে লাগিলেন। বালকের আর সে স্থান হইতে নড়িবার শক্তি রহিল না। সে ব্যাকুল আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ক'রে ছবি আঁকে আমি একটু দেখিব ?"

চিত্রকর পেন্‌সিল দিয়া ক্যানভাসের উপর ঈশার একটী আলেখ্য দেখিয়া চিত্র করিতেছিলেন—বালক মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে সে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং সমস্ত দিন সে ছবির কথা ভুলিতে পারিল না। সন্ধ্যার পর রাস্তা ঘাট নির্জ্জন হইয়াছে বালক ধীরে ধীরে গৃহের বাহির হইল। বাহিরে বিলক্ষণ শীত, কিন্তু নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলোকে চারিদিক শান্তি-ময় ছিল। বালক জনশূন্য রাস্তা দিয়া তাহার সেই ধাতুময় শূকরটীর নিকট উপস্থিত হইল; অত্যন্ত স্নেহভরে আদর করিয়া তাহাকে জানাইল তাহার জন্য কত আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিয়াছিল। নিস্তব্ধ রজনীতে নির্দ্দোষ বালকের সেই স্নেহালাপ শূকর কি শুনিতে পাইল? বালক যেমন তাহার পিঠে চড়িতে যাইবে কে যেন তাহার বস্ত্র আকর্ষণ করিল; নীচের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। এত রাত্রে এই শীতে তাহার প্রভুপত্নীর সেই আদরের কুকুর তাহার অনুসরণ করিয়াছে! বালক যে কত খানি ভয় পাইল, কুকুর যদি তাহার কিছু বুঝিতে পারে! কুকুর নিশ্চিন্ত হইয়া যেন তার নির্ব্বাক কৌতুহলপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া বলিল, "তুমি এখানে কি ক'রবে? আমিও তোমার সঙ্গে যাব।" বালকের যত কল্পনা সব ভাসিয়া গেল; সে ভাবিতে লাগিল তাহার কি দশা হইবে, যা হোক কুকুরটীকে বুকে করিয়া সে বাড়ীর দিকে দৌড়িতে লাগিল। রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে; হঠাৎ রাস্তায় দুই জন নৈশচর পাহারাওয়ালা আসিয়া ধরিল; তাহারা বালককে চোর ভাবিয়া তাহার নিকট হইতে কুকুরটী কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। বালক চক্ষে অন্ধকার দেখিল; তাহার প্রভুপত্নী কি তাহাকে আর জীবিত রাখিবেন? সহসা তাহার মনে হইল, "মরিতে কষ্ট কি? ভালই তো মৃত্যুর পরে স্বর্গে মাতা মেরীর নিকটে যাইতে পাইব।" মরিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সে শূন্য হস্তে বাড়ী চলিল।

বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিল দরজা বন্ধ, সকলে নিদ্রিত। সে দরজায় খুব ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিল। গৃহস্বামিনী

আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" বালক অবিকম্পিত স্বরে বলিল "আমি, তোমার কুকুর চলিয়া গিয়াছে, আমাকে মারিয়া ফেল।" সমস্ত শুনিয়া রমণী সন্তানহারার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল; প্রতিবেশী সকলে ছুটিয়া আসিল; তাহাদের সঙ্গে সেই চিত্রকরও কৌতূহল পরবশ হইয়া আসিলেন। তিনি সেই অদ্ভুত বালককে কাছে ডাকিয়া স্নেহভরে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক সবই বলিল। সেই রাত্রের শূকরের সহিত তাহার অভিনব ভ্রমণ তাহাও বলিল। চিত্রকর সেই কল্পনাপ্রবণ বালকের তরুণ-হৃদয়ে অসাধারণ শিল্পপ্রিয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, মুগ্ধ হইলেন। অবশেষে একজন থানায় গিয়া পাহারাওয়ালাদের নিকট হইতে কুকুরটী উদ্ধার করিয়া আনিল; তখন আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল। চিত্রকর বালককে কতগুলি ছবি উপহার দিয়া গেলেন।

ছবিগুলি বালকের সর্ব্বস্ব হইল; সে সেই ছবির উল্টো দিকে নিজে পেন্‌সিল দিয়া তাহার সেই প্রিয় শূকরের ছবি আঁকিতে শিখিল। কিন্তু এ দিকে তাঁহার দস্তানা সেলাই করা বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে সেই ছবিগুলির উল্টো দিকে সে সমস্ত ফ্লোরেন্স সহর প্রায় আঁকিয়া ফেলিল। এক দিন সে তাহার প্রভুপত্নীর কুকুরটীকে আঁকিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু নির্ব্বোধ কুকুর যদি কিছু বোঝে! সে এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না; অবশেষে তাহাকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া তাহার ছবি আঁকিতে বসিল। এইরূপ অন্যায় ব্যাপার কুকুরের সহ্য হইল না; সে খুব চেঁচাইতে লাগিল। গৃহস্বামিনী আসিয়া তাহার কুকুরের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন; বালককে কঠিন শাস্তির জন্য বাড়ী থেকে দূর করিয়া দিলেন।

গৃহহীন বালক আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় চিত্রকর সেই পথ দিয়া যাইতে ছিলেন; বালক তাঁহার কাছে আশ্রয় পাইল।

ইহার পর কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত চিত্রশালায় চিত্র প্রদর্শনী হইতেছে। এক স্থানে দুই খানি চিত্র পাশাপাশি ঝুলান। চিত্র দুই খানির কাছে খুব ভীড় হইয়াছে। প্রথম চিত্র খানি একটী ক্ষুদ্র বালকের অশিক্ষিত হস্তাঙ্কিত। চিত্র খানিতে একটী ছোট সাদা কুকুর স্থির হইতেছিল না বলিয়া তাহাকে একটী চেয়ারের পায়ের সঙ্গে বাঁধা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ছবি খানির ভিতর যে কত খানি সত্য ও জীবন্ত ভাব ছিল তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিল। সকলেই শুনিল একটী ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক নিজের চেষ্টায় সেখানি আঁকিয়াছে। তাহার পার্শ্বের বৃহৎ চিত্র খানি দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে সেই ক্ষুদ্র অশিক্ষিত চিত্রকর অবশেষে

একজন বিখ্যাত চিত্রকরে পরিণত হইয়াছে। সে চিত্র খানির বিষয় একটী অতি সুন্দরদর্শন ছিন্নবাস বালক ফ্লোরেন্সের ধাতুময় শূকরাকৃতি জলের কলের উপর ঘুমাইতেছে। বালকের মাথাটী একটু হেলিয়া পড়িয়াছে——নিকটস্থ গ্যাসের আলো বালকের পাণ্ডুকোমল সুন্দর সুপ্ত মুখখানির উপর পড়িয়া যেন তাহাকে কোন বিশ্রামরত নির্দ্দোষ দেবদূতের মত দেখাইতেছিল! সুন্দর স্বর্ণময় ফ্রেমে চিত্র খানি বাধান এবং লতা নির্ম্মিত জয় মুকুট ছবি খানি উপর রক্ষিত—কিন্তু এক খানি সূক্ষ্ম কৃষ্ণ বস্ত্র ছবি খানির উপর লম্বিত রহিয়াছে। ইহার কারণ কি? সেই তরুণ চিত্রকর আজ কোথায়?

সমস্ত যশোরাশিকে অবজ্ঞা করিয়া সেই গৃহহীন তরুণ চিত্রকর তাহার মহৎ হৃদয় খানি লইয়া মাতা মেরীর নিকট চলিয়া গিয়াছে!

সমাপ্ত।

পরোপকার।

(১)

সুখ সুখ করে চিরদিন ধরে
হবে কি পাগল?
পড়ুক না তবু অভাগার তরে
দুটী অশ্রুজল!

(২)

দেখিবে না ফিরে ধরার মাঝারে
কত অশ্রু-নীর,
বিদীর্ণ আকাশ শোক হাহাকারে—
(তবু) রহিবে বধির?

(৩)

এ জগতে তব মিটিবে না তৃষা
অতৃপ্ত কামনা—
যতই তোমার পুরিবে গো আশা
বাড়িবে বাসনা!

(৪)

সুখ বলে যাহা ধারণা তোমার
সে ত নহে সুখ,
যায় না তাহাতে অশান্তি আঁধার
ভরে না তো বুক!

(৫)

আপনারে ভুলে অনাথ শিশুরে
কোলে তুলে লও,
পাইবে সে সুখ, তুমি যার তরে
আকুলিত হও!

(৬)

(দেখ) অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া কাতরে
অনাহারে ক্ষীণ,
তোমাদেরি দিকে চেয়ে আছে ধীরে
গেহ-মাতৃ-হীন!

(৭)

'আপনার' কেহ নাই বলে আর
কেহ তার নাই!
তোমাদের স্নেহ-বক্ষ-মাঝারে
হ'ক তার ঠাঁই!

(৮)

জেনো তুমি আজি সেই অনাথের
জননী হইলে,
অনাহারে মৃত দীন দরিদ্রের
অশ্রু মুছাইলে—

(৯)

স্বর্গ হ'তে তার অভাগী মাতার
প্রেম-অশ্রু-ধার
ঝরিয়া পড়িবে মস্তকে তোমার
সার পুরস্কার !

(১০)

জগত জননী স্নেহ হস্ত দিয়া
রাখিবেন শিরে—
কত নীরব আশীষ পড়িবে ঝরিয়া
তোমাদের শিরে !

(১১)

তখন কি তব মানব জীবন
ধন্য মানিবে না ?
স্বরগের শান্তি তোমার জীবন
স্নিগ্ধ করিবে না ?

লাল পাণি।

লালপাণি সিমলা শিখরে একটী সুন্দর নির্ঝরিণী। ইহা দেখিলে হৃদয় আনন্দে উল্লসিত হয়। স্থানটী অতি মনোহর। আমরা এক দিবস লাল পাণি দর্শন করিতে গমন করি। গমনের পথটী অত্যন্ত কষ্টকর। আমাদের বাটী হইতে গম্য স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত পথ নামিতে হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে যদিও "ডুলি" ছিল আমরা ভয়ে কেহ তাহাতে উঠিলাম না। রাস্তা মধ্যে মধ্যে অতি সরু। এক দিকে "খড্", এক দিকে উচ্চ পর্ব্বত। পথে প্রখর সূর্য্য তাপে আমাদের বড় কষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্য তাপে উত্তাপিত হইয়া সে স্থানে নির্ঝরিণীর নির্ম্মল সলিলে মস্তক হস্ত পদ ধৌত করিয়া দেহ শান্তিময় হইল। ঝর্ণাটী অতি প্রশস্ত। দুই ধারে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড। তাহাদিগকে ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। কি সুন্দর সে ধ্বনি। মনে হইতেছিল শত শত মনোহর বাদ্য বাজিতেছে। আমরা নির্ঝরিণীর পার্শ্বে প্রস্তর খণ্ডের উপরে বসিয়া উপাসনা করিলাম। সে সুন্দর প্রকৃতির শোভা যেন আমাদের প্রাণগুলি হরণ করিতেছিল। গম্ভীর পর্ব্বত ও সুন্দরী প্রকৃতি বৃক্ষ পুষ্প ফল নির্ঝরিণী এক স্বরে সেই বিশ্ব প্রসবিনীর চরণ বন্দনা করিতেছে, উহা দেখিতে অতি মনমুগ্ধকর। নির্ঝরিণীর মধুর কল্লোল ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে বিহঙ্গের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়া আমাদের চিত্তকে মোহিত করিতেছিল। উপাসনাদি শেষ হইলে আমরা আহারাদি করিলাম। আহারের পর নির্ঝারণীর মধ্যস্থিত প্রস্তর খণ্ডের উপর দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে চারি দিক দর্শন করিতে লাগিলাম। কোন স্থানে জলস্রোত ধীরে ধীরে বহিতেছে

কোন কোন স্থানে দ্রুতবেগে বহিতেছে, স্থানে স্থানে জল জমিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মতন হইয়াছে, কোথাও বা ঊর্দ্ধ হইতে উহা মুক্তার ন্যায় পতিত হইতেছে। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শারীরিক ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু মনের আনন্দ তদধিক হইয়াছিল।

আঁধার নিশীথে।

দূর প্রসারিত অনন্ত আকাশ তলে,
নীরব ভাষায় ডাকি তারকার দলে।
তা'রা হেসে চলে যায়, একটী না কথা কয়,
ক্লান্ত আঁখি চেয়ে থাকে আকাশের পানে
কি আশা কি চায় প্রাণ কেবা তাহা জানে।

ঘুমন্ত জগত আর সাড়া শব্দ নাই,
বিরলে প্রকৃতি সনে হৃদয় মিশাই।
বিন্দু প্রায় ক্ষুদ্র আমি, হইব সুদূর গামী
কি কাজ এ নরত্বের ক্ষুদ্র রাজ্য ল'য়ে,
কি কাজ এ সংসারের অত্যাচার স'য়ে।

আবাস আলয় নাই মরতের দেশে
বন্ধুতা বিলোপ হয় হেথায় নিমেষে
ধন ধান্যপূর্ণ ধরা, সম্পদ ঐশ্বর্য্যে ভরা,
দূরে স'রে যায় তারা উপেক্ষি আমায়;
জীবনের সাধ যত আঁধারে মিশায়।

গভীর আঁধারে ঢাকা বিশ্ব চরাচর,
না পাই সন্ধান কোথা আছে আত্মপর।
ঊর্দ্ধস্থিত নভোস্তলে, দীপ্তিমান তারা দলে
সকাতরে ডাকি-তাই চাহিবে কি ফিরে?
মিনতি আমার—রাখ এ মহা পাপীরে!
অনন্তে বিলীন হ'য়ে শুধু গান গা'ব,
সুখ দুঃখ ভেদাভেদ সব ভুলে যা'ব।
কামনা বাসনা সব, হইবে চির নীরব
শ্রবণ শুনিবে শুধু দেবতার ভাষা
আঁধারে পাইব আলো, নিরাশায় আশা।

আত্ম-গরিমা।

পৃথিবীতে আমাদের শত্রু যদি না থাকিত—আমাদের দোষ গুণের বিচার কে করিত? লোকে আমাকে মন্দ বলিবে? আমার কি কোন দোষ আছে? আমরা এই অহঙ্কারেই মত্ত। আমরা লোকের দোষ গুণ কেমন করিয়া বিচার করি? আহা, অমুক লোক এমন ভাল! কেন ভাল? জানিয়াছি সে আমায় খুব প্রশংসা করে। অমুক লোক এমন মন্দ, জগতে আর এরূপ দেখি নাই, কেন সে মন্দ হইল? শুনিয়াছি সে চারিদিকে আমার কুৎসা গাহিয়া বেড়ায়। যে আমাকে মন্দ বলিল তাহার মুখ আর দেখিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের বিচার কি সূক্ষ্ম! নিজেদের দোষ দেখিব কি, আপনার দোষ এবং জ্ঞানচক্ষুর মধ্যস্থলে অহঙ্কার রূপ মহা শত্রু আসিয়া উপস্থিত। চক্ষু কেবল অহঙ্কারকেই দেখিতে পায়, দোষ দেখিবার আর তার ক্ষমতা নাই। ইহা যেমন আশ্চর্য্যের বিষয়, অন্য দিক ভাবিলে তেমনি আরও আশ্চর্য্য হইতে হয়। নিজেদের গুণ দেখিবার সময় তো

আমরা অন্ধ হই না। এমন কি সে সময়ে দুই চক্ষু যেখানে সেখানে সহস্র চক্ষু উন্মিলিত হয়। কাজেই আপনাকে মন্দ বলিব কিরূপে। আচ্ছা যখন জানিলাম নিজের দোষ গুণ বিচারের ক্ষমতা নাই, তখন অন্যে যদি বিচার করে কেন আমাদের এত রাগ হয়? যখন নিজের দোষ দেখিতে পাই না, তখন যদি অন্যে আমাদের দোষ দেখাইয়া না দিত, আমাদের কি দুর্গতি হইত কে জানে। অন্যে দোষ দেখাইয়া দেওয়াতে যদি আমাদের আরও দুর্গতি না হইল তবে কেন তাহাকে শত্রু জ্ঞান না করিয়া মিত্র মনে করিব না? ভগবান আমাদের উন্নতির জন্যই এই সকল নিয়ম করিয়া দিয়াছেন তাহা কেন ভাবিব না। তবে যে কেহ দোষ দেখাইয়া না দিয়া কেবল অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু দোষ দেখাইয়া দেয় তাহাতে তো অনিষ্ট না হইয়া ইষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। আমাকে অন্যে মন্দ বলিবে ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। ইহাতে দেখিতেছি আমিই আমার নিজের যথার্থ শত্রু, কারণ "আমিই ভাল" এই অহঙ্কারেই আমার পতন হইতেছে। পাঁচ জনে একত্রে বসি, অন্যের দোষ গুণ বিচার করিতেই মত্ত হই, কেন নিজেদের দোষ ক্রটী আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অন্যে যে আমার প্রতি দোষারোপ করে, তাহা যথার্থ আমাতে আছে কিনা কেন সে বিষয়ে আপনা আপনি বিচার করিব না? এবং যদি যথার্থ থাকে তবে কেন তাহা পরিহার করিতে যত্নবতী হইব না? বিচার করিব কি বড় ভুল হইয়াছে আর বিচার করা হইল না, সম্মুখে অহঙ্কার মহাশত্রু আসিয়া উপস্থিত। যদি চাই অন্যে আমার দোষ বলিবে না, তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী অহঙ্কারকে আগে দূরে নিক্ষেপ করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আপনার দোষ দেখি এবং তাহা সংশোধনে প্রবৃত্ত হই, এবং ইহার পরিবর্ত্তে আমার চক্ষু এবং গুণের মধ্যস্থলে বিনয়রূপ মিত্রকে স্থাপন করি; আপনার গুণকে অন্তরালে রাখিলে দোষ সহজেই দেখিতে পাইব। আপনি আপনার দোষ সংশোধন করিলে অন্যে দোষ দেখাইবার আর অবকাশ কোথায় পাইবে।

বর্ষশেষে কৃতজ্ঞতা দান।

আজ বৎসরের শেষ দিন। দেখিতে দেখিতে আর একটী বৎসর কাটিয়া গেল। ভগবানের বিশেষ কৃপায় এত দিন যে তাঁহার সংসারে সুখে শান্তিতে বাস করিলাম, বিধাতার আশীর্ব্বাদে যে আর একটী বৎসর নিরাপদে কাটাইতে পারিলাম, জীবনের কত শত বিপদ পরীক্ষায় যে তিনি প্রতি পদে প্রতি মুহূর্ত্তে রক্ষা করিয়াছেন সে জন্য আজ প্রাণভরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার চরণে প্রণাম করি। আর সারা বছর তাঁর কত অনন্ত

করুণা কত স্নেহাশীর্ব্বাদ পাইয়াছি তাহা একবার আজ স্মরণ করি। এই ভবসাগরের কত ভীষণ দুঃখ বিপদ রোগ শোকের সময়ে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, কত ঘোর পরীক্ষার সময় ভয়ঙ্কর নিরাশা অন্ধকারের মধ্যে তিনি অভয় চরণে স্থান দান করিয়া বাঁচাইয়াছেন, মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন, আজ সেই সব কথা একবার মনে করি আর প্রাণভরে সেই মঙ্গলময় প্রাণের দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। নিতান্ত অধম অযোগ্যকেও কত সময় তাঁহার স্বর্গের অমৃতময় আনন্দ শান্তি দান করিয়া উত্তপ্ত প্রাণ শীতল করিয়াছেন পরম সুখী ও কৃতার্থ করিয়াছেন। দুঃখী পাপীর প্রতি কত যে তাঁর অতুল করুণা অসীম ভালবাসা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সারা জীবনে তাঁহার কত অপার দয়া অপরিসীম স্নেহ ভালবাসা পাইয়াছি জীবন থাকিতে কখনও যেন তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও না ভুলি। যাবজ্জীবন তাঁহার চরণে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিয়া, চিরদিন যেন তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনে এ জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয় আজ বৎসরান্তে প্রণত হৃদয়ে কাতর প্রাণে জীবনের দেবতার চরণে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি, এই মিনতি নিবেদন করি।

আর সারা জীবনে সে চরণে যাহা অপরাধ করিয়াছি আজ তাহার জন্য একবার যথার্থ সরল হৃদয়ে, কাতর প্রাণে ব্যাকুল অন্তরে ক্ষমা ভিক্ষা করি। ভগবানের নিকট প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তে কত শত শত অপরাধই না হইয়াছে। সংসারের মোহ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নানা রোগ শোক দুঃখে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া কত অমূল্য সময় অনর্থক নষ্ট করিয়াছি, জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া অলস ভাবে হয়ত কত সময় বৃথা ক্ষেপণ করিয়াছি। করুণাময় পিতার কত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহার অকৃতজ্ঞ অবাধ্য সন্তান হইয়াছি। পুণ্যময়ের অপ্রিয় আচরণ করিয়া নিজ জীবনকে কলুষিত করিয়াছি অন্তর্যামীর নিকট তো কিছুই অবিদিত নাই। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত দিন কত মাস কত বৎসর যে এইরূপে আসিল এবং চলিয়া গেল, জীবনের কত দিন যে কমিয়া আসিল কত সময় যে মিথ্যা ফুরাইয়া গেল অথচ কই কাজ তো এখনও কিছুই করা হইল না। সবই তো বাকি রহিয়াছে; ক্রমে ক্রমে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গিয়া জীবনের সন্ধ্যা কাল আসিয়া উপস্থিত হইতেছে বেলা অবসান হইয়া আসিতেছে। মনরে! কবে সব কাজ শেষ করিয়া লইবে? এই অসীম বিশ্ব সংসার মাঝে কত কাজই করিবার আছে হায়! তাহা তো এখনও করা হইল না। সকলের যত দূর সেবা করা উচিত ছিল করা হইল না, জীবনে যে যে কার্য্য করিবার ছিল করি নাই, আর যাহা না

নববর্ষে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা।

আজ নববর্ষের প্রথম দিন। মঙ্গলময় বিশ্বপিতার আশীর্ব্বাদে আবার আমরা এক নূতন বৎসরে প্রবেশ করিলাম। জীবনের আর এক নব যুগ আজ আরম্ভ হইল। জানিনা এই নববর্ষ আমাদের জন্য কি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। স্বর্গের পিতার কোন্ নূতন আশীর্ব্বাদ আজ দান করিবার জন্য এই নববর্ষ আমাদের দ্বারে উপস্থিত তাহা কে জানে। ভবিষ্যতের গভীর অন্ধকারের ভিতর আমাদের জীবনের ভাবী অবস্থাও এখন কোন্ গভীরতম স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছে। কত প্রকারের সুখ শান্তি আনন্দও তার মধ্যে লুক্কাইত আছে। আবার না জানি কত মহা ভয়ঙ্কর দুঃখ, বিপদের ভীষণ অন্ধকারও আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহা কে বলিতে পারে। আজ কেবল মাত্র আমাদের অনন্ত জীবনের আর এক সোপানে পদার্পণ করা হইল। ইহা যেন আমাদিগকে সেই বিশ্বপিতার অনন্ত রাজ্যের আরও নিকটবর্ত্তী হইতে প্রস্তুত করে। ইহা যেন আমাদের অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে নূতন বৎসরে আমরা নূতন উৎসাহে জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া নব উদ্যমে জীবনের কার্য্য সাধন করিয়া যেন ধন্য ও সুখী হইতে পারি। এই নববর্ষ যেন আমা- করা ভাল ছিল তাহাই হয় তো করিয়াছি। সজ্ঞানে অজ্ঞানে হয় তো কত জনের প্রাণে কতই না আঘাত দিয়াছি, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কত জনের মনে কতই কষ্ট দান করিয়াছি, দয়াময় পিতার অগোচর তো কিছুই নাই। তাঁহার পুণ্যময় জীবন্ত ইতিহাসে এ জীবন গ্রন্থের সকল ঘটনাই জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। কত আর বলিব। আজ বৎসরান্তে সারা জীবনের সারা বর্ষের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য মিনতি করি। তিনি নিজ গুণে সকল দোষ ক্ষমা করিয়া পবিত্র জীবন্মুক্ত করুন।

সন্ধ্যায়।

গিয়েছিনু গ্রাম্য পথে আমরা ক'জনে,
নগরের অবিশ্রান্ত কোলাহল ফেলি,
পরি সে নক্ষত্রময় উজল বসনে,
ধরা পথে ধীর ভাবে নেমেছে গোধূলী।
মেদুর মন্থর গতি সন্ধ্যা সমীরণ,
অলসে পরশি যায় শ্যাম তরুদলে,
জোনাকীর রত্নময় চারু আভরণ,
হীরার মতন যেন পল্লবেতে জ্বলে।
এ হেন সময়ে যেন চপল হৃদয়ে,
অন্য জগতের ভাব উঠিছে জাগিয়া,
নীল নভ পটে ওই তারকারে চেয়ে,
বিমুগ্ধ হতেছে এই চিরলুব্ধ হিয়া।
ওই গগনের পাতে, তারকা অক্ষরে,
চির আকাঙ্খিত কথা লেখা থরে থরে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

দের পক্ষে মঙ্গলকারী হয়, প্রাণে নব আশা নব উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া হৃদয়ে গভীর প্রেমভক্তি দয়া বিশ্বাস বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া যেন আমাদিগকে কৃতার্থ করে। আমরা নববর্ষে নূতন জীবন লাভ করিয়া, অমূল্য রত্ন ধৈর্য্য, শান্তি, ক্ষমা, প্রেমে বিভূষিত হইয়া দিন দিন যেন স্বর্গের পথে অগ্রসর হইতে পারি, দয়াময় আজ এই আশীর্ব্বাদ করুন। নববর্ষ আমাদের জন্য যেন প্রেমময়ের অনন্ত আশীর্ব্বাদ লইয়া উপস্থিত হয়, জীবনে সুখ দুঃখ যাহা আসে, মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টহৃদয়ে বহন করিতে পারি যেন। বিপদে সম্পদে মঙ্গলময়ের চরণে অচলা ভক্তি ও অটল দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক আনন্দমনে সব সহ্য করিয়া করুণাময়ের জয়গান করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পারি যেন। দয়াময়ের চরণে এই নববর্ষের দিনে এই নব আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

নববর্ষে প্রার্থনা।

তোমারি করুণা বলে হে বিভু মঙ্গলময়,
পুরাতন বর্ষ গিয়া, নূতন উদয় হয়।
চলে যাক্ পাপ তাপ, চির ব্যথা পুরাতন,
নবীন পুলকে করি এ হৃদয়ে আবাহন।
যে গেছে সে চলে গেছে, তোমার আনন্দপুর
সেই মর্ম্ম ব্যথা আজি, দাও দেব ক'রে দূর।
অবিশ্বাস অন্ধকার, ক্ষুদ্রতার কালো ছায়া,
কভু না পরশে মোর এই ক্ষুদ্র দীন হিয়া।
নিজ স্বার্থ ভুলে যেন, দেখি চেয়ে দুঃখী পানে,
কাঙালে চাহিয়া দেখি যেন বিন্দু দয়া দানে।
তোমার সন্তান আমি এ কথা না যাই ভুলি,
সত্য ধর্ম্ম পূর্ণ প্রাণে, যেন তব পানে চলি।
যে সুখ দিয়েছ বিভু মোদের আলয় পরে,
মোদের হৃদয় প্রাণ পূর্ণ কৃতজ্ঞতা ভরে।
হে বিভু মঙ্গলময় তোমার ও শ্রীচরণে,
সঁপেছি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার সর্ব্বস্ব ধনে।
এ হৃদয় প্রাণ মোর হোক বিভু তোমাময়,
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক সমুদয়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

চরিত্র।

'চরিত্র' বলিতে অনেক সময়ে আমরা মনুষ্যের বাহিক আচার ব্যবহার রীতিনীতি মনে করি, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে চরিত্র এ সকলের অতীত। বাহিরের ব্যবহারে ভিতরের চরিত্র সময় সময় প্রতিভাত হয় সত্য, আবার পরস্পরের বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা অনেক সময়ে প্রতারিত হইয়া থাকে। একটী শিশু যখনই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার ভবিষ্যৎ চরিত্রের বীজ লইয়া এ সংসারে প্রবেশ করিল। চরিত্র প্রতি জীবনের ব্যক্তিত্ব। ভগবান জীব সৃজন কালে তাহাতে এই ব্যক্তিত্ব স্থাপন করিয়া তাহাকে এই সংসার ধামে প্রেরণ করেন। সৃজনকারী পরমেশ্বর যেমন মনুষ্য দেহে

নানাবিধ গঠন ও মুখশ্রী প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রতি আত্মার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আদর্শ দিয়াছেন। মনুষ্যজীবনের নানা প্রকার অবস্থা, শিক্ষা, সঙ্গ প্রভৃতি মানব চরিত্রে ক্রমান্বয়ে সংলগ্ন হইয়া ক্রমে তাহা পূর্ণাবয়ব ও সম্পূর্ণ পরিপুষ্টিলাভ করে।

বীজের সহিত বৃক্ষের যে সম্পর্ক, চরিত্র ও মনুষ্য জীবনে, তদ্রূপ সম্পর্ক। কৃষক যথাসময়ে বীজ রোপন পূর্ব্বক জল সেচন দ্বারা বীজ অঙ্কুরিত করিল, যতদিন বৃক্ষ উন্নত হইয়া ফলবান না হয়, যথোপযুক্ত সেবা যত্ন আবশ্যক। অঙ্কুরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত কণ্টক বৃক্ষ লতা উৎপাটিত করিয়া সতর্কতার সহিত সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থা হইতে তাহাকে রক্ষা করিলে, সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুর হইতে উপযুক্ত সময়ে ফললাভ করিয়া সুখী হইবে। নচেৎ আলস্য বশতঃ সেবায় নিরস্ত হইলে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে, কিন্তু স্বর্গের বারিবর্ষণ বিনা কৃষকের অশেষ যত্ন বিফল হয়। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে সকলই অকালে বিনষ্ট হয়। মনুষ্যের সকল কার্য্যেই নিজ সাধন চেষ্টা এবং স্বর্গের কৃপা প্রয়োজন।

আমাদের শৈশব ও বাল্যকালে, ভগবান প্রদত্ত এই চরিত্রবীজ রক্ষা ও পরিপুষ্ট করিবার বিষয়ে পিতামাতা দায়ী। সৌভাগ্য তাহার যাহার প্রথম দৃষ্টি বিবেকি মাতার স্নেহপূর্ণ পবিত্র নয়নের প্রতি উন্মিলিত হয় এবং সচ্চরিত্র ঈশ্বরপরায়ণ পিতামাতার নিরাপদ ক্রোড়ে শৈশব বাল্য অতিক্রম হয়। কিন্তু ইহাতেই কি তাহার চরিত্র নিরাপদ হইল? সন্তানের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যে পিতা-মাতার প্রাণ সদা ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত, তাঁহারা সহস্র চেষ্টা ও উপায়ে তাহার জীবনের সকল অবস্থা আয়ত্বাধীন করিতে সক্ষম নহেন। এ পৃথিবীর অবস্থা, সঙ্গ শিক্ষা প্রভৃতি প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম অপরিহার্য্য। প্রকৃতির অনুগমন করিয়া যিনি এই সংগ্রামে জয়লাভ করেন তিনি ধন্য হয়েন।

এ সংসারে অনেক শত্রু, বহু হিংস্র জন্তু, আমাদের চরিত্ররূপ আশ্রয়তরু বিনাশ করিতে নিয়ত উদ্যোগী। যিনি সর্ব্বদা উন্মিলিত বিবেক নয়নে জাগ্রত ও সতর্ক থাকেন, তিনি নিরাপদ হয়েন। মনুষ্যকে কিয়ৎ পরিমাণে অসতর্ক ও অলস দেখিলে, চোর দস্যুগণ সেই সুযোগে তাহার অন্তরে প্রবেশ করে। কিন্তু এরূপ সূক্ষ্ম ও অজানিত ভাবে প্রবেশ করে যে পরিমিত জ্ঞানে মনুষ্যের সকল সতর্কতা পরাভূত ও বিফল হয়। তবে কি দুর্ব্বল জীব এই বিপদ সঙ্কুল সংসারে সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া চিরদিন ভয় বিভীষিকায় জীবন অতিপাত করিবে? পরমেশ্বর কি চিরসংগ্রামের জন্য মনুষ্যাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন? মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে এরূপ নিষ্ঠুর বিধান কখনই সম্ভব নহে। "আমরা যে ধূলিমাত্র ইহা তাঁহার স্মরণে আছে।" তিনি কখনই আমাদিগকে নিমেষের জন্য পরিত্যাগ

করেন না। ভগবানের প্রতিষ্ঠিত চরিত্র অক্ষুণ্ণ ও নির্ম্মল রাখিতে আমাদের প্রাণ যদি বাস্তবিক ব্যাকুল ও ইচ্ছুক হয়, তিনি নিজে প্রহরী হইয়া তাহা রক্ষা করেন। তাঁহার নিজ হস্ত-রচিত সুন্দর মানব চরিত্র, তাঁহার অতি আদরের বস্তু। কৃপণের সঞ্চিত ধনের ন্যায়, তিনি অতি উৎকণ্ঠিত নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেবল ভগবানের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার ঐক্য হইলেই আমরা নিরাপদ অবস্থা লাভ করিতে পারি। নিজ ইচ্ছা বিসর্জ্জন, ইহাই মনুষ্যজীবনের সন্ধিস্থান। এই সংগ্রামে যিনি জয়লাভ করিতে পারেন, তাঁহার হৃদয় আর কিছুতেই আন্দোলিত হয় না। এই শান্তির অবস্থা মানবের প্রার্থনীয়। শিশু সন্তান যেমন জননীর ক্রোড়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত, এই অবস্থা লাভে মানবাত্মা শিশু, সেই পরম জননীর ক্রোড়ে সেইরূপ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত ভাবে ক্রীড়া করে।

ভগিনীমণ্ডলী।

নববিধানের যে সকল ধর্ম্মবীজ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে পুরুষের ভ্রাতৃত্ব এবং নারীর ভগিনীত্ব একটী বিশেষ মত। নারীর ভগিনীত্ব এখন বাস্তবিক একটী বীজস্বরূপ। কালক্রমে ইহা অঙ্কুরিত হইবে, এবং ইহা বৃহৎ বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া ফল ফুলে পুষ্পিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানের প্রসাদে অনেক ভ্রাতৃমণ্ডলী দেখিলাম; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ভগিনীমণ্ডলী আরম্ভ হয় নাই। আর্য্যনারীগণ, ভগিনীমণ্ডলী স্থাপন করিবার জন্য তোমরা আপন আপন কার্য্য আরম্ভ কর। ঈশ্বর পিতা হইয়া যেমন পুত্রদিগের মধ্যে রাজত্ব করিতেছেন, সেইরূপ তিনি রাজরাজেশ্বরী মা হইয়া কন্যাদিগের মধ্যে রাজ্য বিস্তার করিবেন। ঈশ্বরের রাজ্য, ঈশ্বরের পরিবার এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে। কেবল পুরুষদিগের দ্বারা তাঁহার রাজ্য পূর্ণ হয় না। তিনি নরনারী উভয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমপরিবার গঠন করিতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর মনুষ্যপরিবারের অর্দ্ধাংশ পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তিনি সমস্ত শরীরের কল্যাণ কামনা করেন। এখন শরীরের অর্দ্ধভাগে অর্থাৎ কেবল কএক জন পুরুষের মধ্যে বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগ দেখা যায়। সুতরাং এখন ঈশ্বরের পূর্ণ পরিবার গঠিত হইতে পারিতেছে না। বৈরাগ্য ও সংসারাসক্তিতে কিরূপে মিলন হইবে? ব্রহ্মভক্ত পুরুষ এবং সংসারাসক্ত স্ত্রীর সঙ্গে কিরূপে যোগ হইবে? এই জন্য ভগিনীগণ, বারংবার তোমাদিগকে ব্যাকুলতার সহিত বলিতেছি, তোমরাও শীঘ্র শীঘ্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মার পূজা আরম্ভ কর। অন্ততঃ তোমরা কএক জন আর্য্যনারী একত্র হইয়া নিয়মিতরূপে মনের অনুরাগের সহিত মার পূজা করিলে এবং কায়মনোবাক্যে মার ইচ্ছা পালন করিলে তোমাদিগের মধ্যে অচিরেই

ভগিনীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটী পূর্ণাকৃতি ভগিনীমণ্ডলী ভিন্ন কখনও স্ত্রীজাতির পরিত্রাণের পথ পরিষ্কৃত হইবে না। যেমন পুরুষেরা কতকগুলি মূল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কতকগুলি ব্রত পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আপনাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ আর্য্যনারীগণ, তোমরাও কএকটী প্রধান দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া এবং কএকটী বিশেষ ব্রত পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাদিগের মধ্যে ভগিনীমণ্ডলী স্থাপন কর। এই নববিধানের সময় বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত একটী ভগিনীমণ্ডলী প্রস্তুত না করিলে তোমরা কেহই প্রকৃতরূপে সুখী হইতে পারিবে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই ভগিনী-মণ্ডলী প্রস্তুত করিবার জন্য তোমরা আপন জীবন উৎসর্গ কর।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

স্বর্ণরেণু।

ভক্তি শাস্ত্রে নিরাশা মহাশত্রু।

দৃষ্ট বাহ্য বৈরাগ্য অপেক্ষা অদৃষ্ট আন্ত-রিক বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ।

সংসারীর পক্ষে সংসার প্রাচীর, যোগীর পক্ষে সংসার স্বচ্ছ কাচ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

পরিচারিকা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে নূতনভাবে ও নূতন বেশে বাহির হইল। এখন হইতে নিয়মিতরূপে প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিবস বাহির হইবে। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ ঠিক সময়ে ইহা না পাইলে অনু-গ্রহ করিয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে অবি-লম্বে জানাইবেন এই নিবেদন।

বিনীত অনুরোধ যেন পুরাতন গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ বৈশাখ মাসের পরিচারিকা পাইলেই, পুরাতন হিসাব পরিষ্কার করিবার জন্য ১৩০৭ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত পরিচারিকার মূল্য প্রেরণ করেন।

যাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে পূর্ব্ব হিসাবের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকেই জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরিচারিকা পাঠান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

মাসিক পত্রিকা।

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

৪ বর্ষ] কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮; ইং জুন ১৯০১। [২য় সংখ্যা।

সূচী।

কলিকাতা।

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও
বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৭৮ নং, আপার সারকিউলার রোড।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

২৪বর্ষ।] কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮; ইং জুন ১৯০১। [২য় সংখ্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সোলা যদি দুই শত ফিট জলের নিম্নে রাখা যায় উহা ভাসিয়া উঠে না, কিন্তু তাহার উপরে রাখিলে উহা ভাসিয়া উঠে।

সিংহল দ্বীপে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মাকড়সা বাস করে। উহারা পর্ব্বতের উপরে বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসাগুলি পাঁচ ফুট হইতে দশ ফুট পরিধি।

মৌমাছিগণ মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে মধু সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে এক প্রকার মোম সংগ্রহ করে। উহা দ্বারা মধুচক্রের ছিদ্র নির্ম্মাণ করে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রেলে ও ভাড়া গাড়ীতে ৮২,০০০,০০০ লোক পরিভ্রমণ করিতে পারিত। গত বৎসরে ৫০০,০০০,০০০ ব্যক্তি গমনাগমন করিয়াছে।

বিখ্যাত গায়িকা Madame Patti এক বৎসরের ভিতরে ৭০,০০০ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিয়াছে। স্ত্রীলোক দ্বারা পূর্ব্বে কখন এত অল্প সময়ে এত অর্থ সঞ্চিত করা হয় নাই।

ইংলণ্ডে যদি বিদেশ হইতে কাষ্ঠের আমদানী না হইত, তাহা হইলে এত দিনে সে দেশে কাষ্ঠের অনাটন হইত। দেশস্থ বৃক্ষ অতি অল্প, উহা হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলে, অনেক দিন পূর্ব্বে দেশ বৃক্ষশূন্য হইত।

Western Africaতে Dahomey রাজ্যে Werda সহরে একটী সর্পের মন্দির আছে। মন্দিরটী একটী বৃহৎ এমারৎ। উহাতে সে দেশস্থ পাদ্রীগণ এক সহস্র সর্প রাখিয়াছেন। সর্পদিগকে তাঁহারা আপনারা আহার দান করেন।

জলের ঝাপটা।—মধ্যে মধ্যে জলের ঝাপটা চোখে দিলে চোখ বড় ভাল থাকে। এই জলের ঝাপটাকে ইংরাজীতে আইডুস বলে। আইডুস দিবার জন্য ডাক্তার খানায় এক প্রকার যন্ত্রও বিক্রয় হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বিনা যন্ত্রেই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি ঠাণ্ডা জলের উপর মুখ রাখিয়া হাতে করিয়া মুদিতনেত্রে জলের ঝাপটা দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।—স্বাস্থ্য।

লবঙ্গ।—বাজারে সচরাচর যে সমস্ত লবঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়, সে সমুদায় প্রায়ই পুরাতন ও অতিশয় অকর্ম্মণ্য। ঔষধার্থ ব্যবহার করিবার উপযোগী লবঙ্গগুলি তীব্র-সুমিষ্ট-গন্ধ-বিশিষ্ট ও খুব ঝাল-স্বাদযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিলে সেগুলি ঈষৎ তৈলাক্ত বোধ হইবে। উত্তেজক ও বায়ু-নিঃসারক গুণে লবঙ্গ একটী অতি উৎকৃষ্ট মসলা। ইহা দারুচিনি অপেক্ষাও অধিকতর উপকারী। যখন ভাল লবঙ্গ পাওয়া না যায়, অথবা একেবারেই লবঙ্গের অভাব হয়, তখন লবঙ্গের পরিবর্ত্তে দারুচিনিও ব্যবহৃত হইতে পারে। এক পাইট গরম জলে ৩ ড্রাম কুট্টিত লবঙ্গ ভিজাইয়া রাখিবে এবং ঠাণ্ডা হইলে ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে যে ঔষধ প্রস্তত হয়, তাহা অজীর্ণ রোগে, উদরে বায়ু জন্মিলে, কিম্বা কোন প্রকার আন্ত্রিক বেদনায় বিশেষ উপকারী। মাত্রা এক হইতে দুই আউন্স। বমি নিবারণেও ইহার বিশেষ উপকারিতা পরিদৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ গর্ভিণীদের বমন নিবারণের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ উপকারী। সাধারণ দুর্ব্বলতায়, অগ্নিমান্দ্যে বা জ্বরের পর, চিরেতা ও লবঙ্গের আরক সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শে।—স্বাস্থ্য।

তিনটী জীবন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দেখিতে দেখিতে আবার দশ বৎসর হইয়া গেল। আর্য্যকুমার বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াও তাঁহার দিন দিন উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ হইল। আর্য্যকুমার অনেক পরীক্ষা ও শোক পাইয়াছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। নিজে বৈরাগী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত ইচ্ছা পরের মঙ্গলের জন্য। আর্য্যকুমার দিন দিন সত্যের আলোক পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। তিনি আশ্রমে অধিক দিন বাস করিতেন না, দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এমন কি ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি সকল স্থানে সেই বিশ্বপিতার নাম কীর্ত্তন করিলেন। আর্য্যকুমারের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে, তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর

শ্রবণ করিলেই, তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত। তাঁহার মধুর স্বভাবে সকলেই সহজে আকৃষ্ট হইত। দলে দলে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য হইতে লাগিল। আর্য্যকুমার সকলকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া স্বর্গীয় পিতার আশ্রমে একে একে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। ভ্রম, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া শত শত লোকের হৃদয়ে সত্যালোক প্রকাশিত হইতে লাগিল। আর্য্যকুমার অমূল্য সময় এক দণ্ডও বৃথা যাপন করিতেন না। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মন্ত্র তাঁহার জীবনের মন্ত্র হইল। আর্য্যকুমারের জীবন সুন্দর ও পবিত্র।

প্রভাতকুমার সস্ত্রীক অসহায় শিশুদিগের সেবা করিতেন। দেশে দেশে অনাথাশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সহস্র অনাথ দরিদ্র সন্তানদিগের উপকার করিতে লাগিলেন। দয়াবান্ উপকারী বন্ধুগণ অর্থের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে দিন দিন কার্য্যের উন্নতি হইতে লাগিল। যে আশ্রমে প্রভাতকুমার ও বীণাপাণি স্বয়ং সেবক সেবিকা রূপে অসহায় শিশুদিগের সেবা করিতেন, সেটি একটী বৃহৎ অট্টালিকা। তাহাতে দুই শত শিশু বাস করিত। স্থানে স্থানে ইহারই শাখা প্রশাখা নির্ম্মাণ করা হইতে লাগিল। প্রভাতকুমার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তিনিও বীণাপাণি দেবীর ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে পরকে আত্মজ্ঞানে প্রেম ও সেবা করিতে লাগিলেন। ধন্য সে নারীজীবন যাঁহার সমস্ত ইচ্ছা চেষ্টা পরের মঙ্গলের জন্য অর্পিত হয়।

আর ভবেশ চন্দ্র? আর্য্যকুমার যে সময়ে ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন, ভবেশচন্দ্রকে বাহির করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাকে নিরাশ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

দশ বৎসর পরে সেই নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে সেই পুরাতন মন্দির মধ্যে পুনর্ব্বার আর্য্যকুমার ও প্রভাতকুমার নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রণামপূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এক মনুষ্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। আর্য্যকুমার ও প্রভাতকুমার উভয়েই শব্দ শ্রবণে ভাবিলেন কোন ব্যক্তি পূজায় যোগ দিবার জন্যই আসিয়াছে। নবাগত ব্যক্তি ভূমিপরে উপবেশন করিয়া উপাসনায় যোগদান করিল। আর্য্যকুমারের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উক্ত ব্যক্তি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিল না। যে সময়ে আর্য্যকুমার অনুপস্থিত ভ্রাতা ভবেশ চন্দ্রের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন তখন সেই অজ্ঞানিত ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আর্য্যকুমারের শরীর শিহরিয়া উঠিল, তবে কি ভবেশ আসিয়াছে? উপাসনান্তে আর্য্যকুমার উক্ত ব্যক্তির নিকটে কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়-

মান রহিলেন। তখনও সে ব্যক্তি ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতেছিল। আর্য্য-কুমার নীরবে প্রার্থনা করিলেন, পরে ধীরে ধীরে তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'প্রাণের ভাই ভবেশ আবার তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, ভগবান তবে এই মহাপাপীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন। এস ভাই আজ আনন্দের দিনে তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি।" ভবেশের হৃদয়ে এই স্নেহ বাক্যে অনুতাপাগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। সে কাতর রোদন ধ্বনি শ্রবণে পাষাণও বিগলিত হইত। সে দৃশ্য স্বর্গীয়, যে সময়ে আর্য্যকুমার ও ভবেশ উভয়ে উভয়কে প্রেমালিঙ্গন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভবেশের অশ্রুজলে আর্য্যকুমারের পৃষ্ঠ দেশ সিক্ত হইতে লাগিল। আর্য্যকুমার উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের চরণে অনুতপ্ত ভ্রাতার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। পতিতপাবন কাতরশরণ উভয়ের হৃদয়ে শান্তি প্রেরণ করিলেন। ভবেশ পরে গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "ভাই ইচ্ছা হয় আবার জীবন আরম্ভ করিয়া ভগবানের চরণ সেবায় নিযুক্ত করি।" আর্য্য-কুমার বলিলেন, "এখনও জীবন আছে, ভাই নিরাশ হইও না, এস আমরা সকলে মিলিয়া সেই বিশ্ব জননীর চরণ সেবায় অবশিষ্ট জীবন দান করি।" ভবেশের সেই দিন হইতে জীবন পরিবর্ত্তিত হইল। সেই দিন হইতে তাঁহার নব জীবনের সঞ্চার হইল। স্বর্গে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। কারণ "যে সকল ব্যক্তির অনুতাপের কোন প্রয়োজন নাই এরূপ নব নবতি জন স্বর্গে গমন করিলে যেরূপ আনন্দ হয়, একজন পাপী অনুতাপ করিলে স্বর্গে সেইরূপ আনন্দ হয়।" ভবেশ আর্য্য-কুমারকে অত্যন্ত ভক্তি ও প্রেম করিতেন। আর্য্যকুমারও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আর্য্যকুমারের জীবন সন্ন্যাসী বৈরাগীর, ভবেশের অনুতপ্ত পাপীর, আর প্রভাতকুমারের গৃহস্থ বৈরাগীর। এই তিনটী জীবনই স্বর্গীয়। ইহাদের জন্য স্বর্গে দেব দেবীগণ আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই তিনটী জীবন ক্রমেঃ ক্রমেঃ ধরাধামে স্বর্গের সমাচার প্রচার করিতে লাগিল। বহু বৎসর পরে যাত্রীগণ আর্য্যকুমারের পুণ্যাশ্রম দর্শনে গমন করিলে দেখিত, নদীকূলস্থ একটী রমণীয় উদ্যান মধ্যে তিনটী সমাধি। প্রথমে আর্য্যকুমারের পরে ভবেশচন্দ্রের ও পার্শ্বে প্রভাত-কুমারের। এ পৃথিবীতে তাঁহাদের জীবনের এই শেষ চিহ্ন। কিন্তু সেই স্বর্গ-ধামে সেই সুন্দর জীবনগুলি অতিশয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল, এবং স্বর্গের উদ্যানে সেই তিনটী স্বর্গীয় জীবন পুষ্পের ন্যায় চির প্রস্ফুটিত ও চির অমর হইয়া রহিয়াছে।

সমাপ্তঃ।

আর একটী স্বপ্ন।

দুই পথিক।

আর একবার স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম এক স্বর্গীয় দূত এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর বসিয়া নীরবে সুপ্ত ধরণীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। আমি নিকটে গিয়া বলিলাম, "দেবী পরমেশ্বরের দেখা পাইব কিরূপে?" আমার কথা শুনিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ!"

দেখিলাম সহসা ধরণী জাগিয়া উঠিল, কোলাহলে কর্ণ যেন বধির হইল। দেখিলাম পৃথিবীর এক প্রান্তে এক সুদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথ চলিয়াছে। পথ অতি সঙ্কীর্ণ, চারিদিকে ঘন বৃক্ষ সমূহের ছায়া পড়িয়াছে। পথের মাঝে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড, কোথাও বা অন্ধকার গহ্বর, কোথাও বা প্রখর জলস্রোত। এই পথে অসংখ্য পথিক চলিতেছে। বৃদ্ধ যুবা বালক বালিকা রমণী সকলেই চলিয়াছে। কেহ প্রস্তর খণ্ডের উপর পড়িয়া যাইতেছে, কেহ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সুদীর্ঘ পথের প্রান্তে এক প্রকাণ্ড স্বর্গের দ্বার অবরুদ্ধ। দেখিলাম সকলকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাগ্রগামি একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চলিতেছে। তাঁহার গম্ভীর শান্ত মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় তিনি কোন যোগী বা মহাপুরুষ। কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, এক মনে ধীরে ধীরে তিনি সঙ্কীর্ণ পথের শত শত বাধা অতিক্রম করিয়া সেই দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং দ্বারে আঘাত করিলেন—কিন্তু দ্বার খুলিল না। তাঁহার পশ্চাতে একজন বৃদ্ধ দরিদ্র কৃষক আসিতেছিল। বৃদ্ধ চলিতে চলিতে দেখিলেন তাঁহার পদতলে এক জন আহত যুবা পড়িয়া রহিয়াছে, অমনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে ধীরে উঠাইলেন। আবার চলিতে চলিতে দেখিলেন, এক রমণী পৃষ্ঠে এক গুরু বোঝা বহন করিয়া নতদেহে অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে। তাহার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর থর থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বৃদ্ধ কৃষক অমনি তাহার বোঝার কিয়দংশ নিজ পৃষ্ঠে লইলেন। আবার দেখিলেন একটী বালক পথভ্রান্ত হইয়া ভীত ভাবে এদিক ও'দিক বেড়াইতেছে, অমনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সোজা পথে লইয়া গেলেন। এইরূপে সকলকে সাহায্য করিতে করিতে অবশেষে তিনি ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সেই দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। প্রখর আলোকে আমার চক্ষু ঝলসিয়া গেল, আমি সেই দিকে চাহিতে পারিলাম না কিন্তু শুনিলাম কে বলিতেছে—"প্রভু ভগবান এত দিনে তোমার দেখা পাইলাম!"

আর এক জন বলিল, "প্রভু তোমার এই কি বিচার? আমি এত কষ্টে, আগ্রহ

হৃদয়ে, উৎসাহিত মনে আপনার নিকট আসিলাম আর দেখা পাইলাম না? আমি সমস্ত জীবন এই জন্য উৎসর্গ করিলাম। সংসারত্যাগী হইয়া এক মনে এই পথে চলিলাম তথাপি দেখা পাইলাম না?"

তখন এক ধীর গম্ভীর স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, "তুমি পথে কি করিলে, কি দেখিলে?

উত্তর হইল, "প্রভু ভগবান, আমি কোন দিকে চাহি নাই, কিছুই দেখি নাই। আমার কিছু দেখিবার অবসর ছিল না। আমি এই দ্বার লক্ষ্য করিয়া একাগ্রচিত্তে প্রাণপণে পথের সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছি।"

আবার ধীর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল, "কৃষক তুমি পথে কি করিলে, কি দেখিলে?"

উত্তর হইল,—"প্রভু আমি এই দ্বার লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু দেখিলাম পথে আমার ন্যায় অসংখ্য পথিক, কেহ পড়িয়া আছে, কেহ দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতেছে, কেহ গুরু ভার স্কন্ধে লইয়া অতি কষ্টে চলিতেছে ইহাদের দেখিয়া বড় ব্যথিত হইলাম কিন্তু আমি একলা, দুর্ব্বল; এই অসংখ্য মনুষ্যের কিরূপে সাহায্য করিব। আমি কেবল মাত্র তিন জনের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি, তাই আসিতে বিলম্ব হইল।"

তখন আবার ধীর গম্ভীর স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল—"সন্ন্যাসী আবার সেই পথে ফিরিয়া যাও এবং চারি দিক চাহিয়া দেখো।"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীস্নেহলতা সেন।

প্রবাল বলয়।

(চিকিৎসকের গল্প।)

(ইংরাজী হইতে)

এক দিন প্রাতঃকালে আমার ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড (Mr. Strafford) নামে এক জন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন। দ্বার খুলিয়া মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। লোকটি মধ্যবয়স্ক হইবে ও দেখিতে সুপুরুষ। আমি তাঁহাকে বসিতে দিলাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমার আশা বোধ হয় বৃথা হইবে।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "মহাশয় সে বিষয় আমিই স্থির করিব।"

"হ্যাঁ, অবশ্য আপনিই স্থির করিবেন। আপনার সাহায্যের আশায় আসিয়াছি—কিন্তু আমি নিজের জন্য আসি নাই। আমার একটী কন্যা আছে"—এই বলিয়া থামিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

"আপনার কন্যার কি রোগ হইয়াছে?"

"কি রোগ?"—এই বলিয়া মিষ্টার ষ্ট্যাকোড উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও পুনরায় বলিলেন, "কোন বিশেষ রোগ হয় নাই। জানি না আপনি কিছু করিতে পারিবেন কি না। আমার কন্যা আমার এক মাত্র সন্তান অন্ধ—জন্মান্ধ—"

"জন্মান্ধ! তবে বোধ হয় আপনার আশা বৃথাই হইবে, কারণ যাহারা জন্মান্ধ তাহাদের রোগ প্রায় আরোগ্য হয় না, আর আমিও চক্ষুর চিকিৎসা বিশেষরূপে করি না, তবে—"

"আমি সে জন্য আপনার নিকট আসি নাই। আমি ইউরোপের বড় বড় প্রধান চিকিৎসকগণকে কন্যার চক্ষু দেখাইয়াছি সকলেই বলিয়াছে যে আরোগ্যের কোন আশা নাই। অন্ধ হওয়াতে আমার কন্যার কোন বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। তাহার এমন অভ্যাস হইয়াছে ও এরূপ উত্তম শিক্ষা পাইয়াছে যে অন্যান্য বালিকাদের ন্যায় সমুদায় করিতে পারে—এমন কি, ঘোড়ায় পর্য্যন্ত চড়িতে পারে। আমরা সহরে থাকি না, কণ্ট্রীতে (Country) বাস করি। আমার কন্যা লণ্ডনে থাকিতে ভালবাসে না।"

"আপনার কন্যার রোগের বিশেষ লক্ষণগুলি কি?"

"তাহার কোন রোগ নাই। সুস্থ মানুষের ন্যায় খায় দায় ঘুমায়।"

"তবে আপনার চিন্তার কারণ কি?"

"কি কারণে এত চিন্তিত হইয়াছি তাহা আপনাকে বলিতেছি। আমি ধনী আমার মৃত্যু হইলে আমার কন্যা আমার সমুদায় ধন সম্পত্তির এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী হইবে মাস হইল বেজিল উইনচেষ্টার (Bajil Winchester) নামে এক ব্যক্তি আমাদের গ্রামে আসিয়াছিল এবং সেখানে একটা সরাইয়ে (Inn) থাকিত। লোকটি কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, কেহ জানে না। তাহার বয়স চল্লিসের উপর হইবে, দীর্ঘকায় এবং দেখিতে মন্দ নয়। কিন্তু লোকটিকে প্রথম হইতেই আমার ভাল লাগে নাই। অশুভক্ষণে তাহার সহিত আমার কন্যার পরিচয় হইল। উইনচেষ্টার তাহার প্রাণ বাঁচাইয়া ছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার কন্যা ঘোড়ায় চড়িতে পারে। সে প্রত্যহ ঘোড়ায় চড়িত। এক দিন সন্ধ্যাবেলা সে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ ঘোড়াটা ভয় পাইয়া ছুটিতে লাগিল এবং রেলের লাইনের উপর গিয়া পড়িল। কি সর্ব্বনাশ হইত জানি না। যে স্থানে উইনচেষ্টার ছিল, দৌড়িয়া গিয়া ঘোড়ার গতিরোধ করিল। এই ঘটনার পর আমি তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম। সেই দিন হইতে উইনচেষ্টার সর্ব্বদা আমার বাড়ীতে যাওয়া আসা করে। প্রথম হইতে দেখিলাম যে আমার কন্যার উপর তাহার বিশেষ ক্ষমতা (Influence) ছিল, আমার বিশ্বাস লোকটা তখনই

বালিকাকে হিপ্‌নটাইজ্ (Hypnotise যাদু) করিয়াছিল। কিছু দিন পরে বেজিল উইন্‌চেষ্টার আমার কন্যার নিকট বিবাহের কথা বলে এবং বালিকাও সম্মতি দেয়। আমার কন্যার ব্যবহারে মনে হয় যে সে তাহাকে অত্যন্ত ভাল-বাসে, এবং এখন এইরূপ হইয়াছে যে আমি যদি এ বিবাহে সম্মতি না দি তা হ'লে তাহার স্বাস্থ্য বুদ্ধি প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে পারে।"

"আমি কিরূপে আপনার সাহায্য করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

"লোকটা যে মেরীকে হিপ্‌নটাইজ্ করিয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি তাহাকে বিপরীত দিকে হিপ্‌নটাইজ্ করিতে পারেন তাহার ক্ষমতা হইতে আপনার ক্ষমতায় আনিতে পারেন তাহা হইলে এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। উইন্‌চেষ্টার বালিকার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, এবং তাহাকে যে ভালবাসে না তাহাও নিশ্চয় জানি—কেবল তাহার অর্থের লোভে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। অন্ধ পত্নি, কে চাহে?"

"তা বলিতে পারি না, আমি অনেক মেয়ে দেখিয়াছি যাহারা অন্ধ হইয়াও পরমাসুন্দরী এবং যাহারা বিবাহ করিয়া সুখে সংসার করিতেছে।"

তাহা সত্য, আমার কন্যা কেবল অন্ধ, নইলে পরমাসুন্দরী হইত। কিন্তু তাহার অন্ধ চক্ষু দুইটীর উপর একটা মোটা সাদা পর্দ্দা আছে, এই কারণে তাহার মুখে এক অস্বাভাবিক এবং সময় সময় অদ্ভুতভাব দেখা যায়।"

আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আপনি এত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? আমার বোধ হয় আপনার কন্যাকে যদি ঐ লোকটার নিকটে বা সম্মুখে না যাইতে দেন এবং আপনার যে বিবাহে মত নাই তাহা বিশেষরূপে তাহাকে বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে তাহার এই ভাব চলিয়া যাইতে পারে। আপনি তাহার পিতা তাহাকে আজ্ঞা করিবার আপনার অধিকার আছে।"

মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মহাশয় আমার কন্যার যে এখন কত দূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। এই দুর্ঘটনার পূর্ব্বে আমার মেরীর ন্যায় এমন নম্র, সুশীলা, বুদ্ধীমতী, পিতৃমাতৃ-ভক্ত বাধ্য সন্তান আর বোধ হয় জগতে ছিল না—কিন্তু এখন তাহার বিপরীত হইয়াছে। তাহার যেন জ্ঞান বুদ্ধি লজ্জা সরম সমুদায় লোপ হইয়াছে। আমাকে স্পষ্ট বলিয়াছে যে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে বেজিল উইন্‌চেষ্টারকে বিবাহ করিবে। আমার মিনতি বা রাগ কিছুই গ্রাহ্য করে না। লোকটা এখন আমাদের গ্রামে নাই, হঠাৎ দুই এক দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার এত ক্ষমতা যে বোধ হয় দূর হইতেই মেরীকে হিপ্‌নটাইজ্ করিতেছে। মহাশয় আপনি

কি কিছু করিতে পারিবেন না? আমার কি আশা ত্যাগ করিতে হইবে? আমার এক মাত্র প্রাণাধিকা সন্তানকে কি এই অজ্ঞাত লোকটীর হাতে জন্মের মত দিতে হইবে?"

"মহাশয়, আমি অত্যন্ত দুঃখীত হইলাম, কিন্তু এ অবস্থায় কি করিলে ভাল হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার যথাসাধ্য করিতে প্রস্তত আছি, কিন্তু—"

"আচ্ছা, আপনি কি শীঘ্রই এক দিন সুবিধা মত আমার বাড়ীতে গিয়া আমার কন্যাকে দেখিতে পারিবেন?"

"হাঁ অবশ্য, আমি আহ্লাদের সহিত যাইব, কিন্তু আমার উপর অধিক আশা রাখিবেন না।"

"আপনি যত শীঘ্র পারেন আসিবেন, মেরীর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত আছি।"

আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা আমি আগামী শনিবার যাইব এবং দুই তিন দিন থাকিব।"

মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীস্নেহলতা সেন।

ধনঞ্জয় নামের বিবরণ।

মহাবীর অর্জ্জুন বিরাটরাজভবনে অবস্থিতি কালে বিরাটনন্দন উত্তরের নিকট নিজ দশ নামের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ধনঞ্জয় নামের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত হইল।

একদা যুদ্ধ কালে অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর আমরা যখন হস্তিনা নগরে বাস করিতাম, আমার জননী প্রতি দিন শিব পূজা করিতেন; প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া নানা উপহারে হরের পূজা করিতেন।

এ দিকে গান্ধারী দেবী সুবলনন্দিনী তিনিও শিবপূজা করিতেন। এইরূপে উভয়ে পূজা করেন কেহ কাহাকেও জানাইতেন না। দৈব যোগে একদিন উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। গান্ধারী বলিলেন "কুন্তি! তুমি কি কারণে এখানে আসিলে? সঙ্গে ফল পুষ্প দেখিতেছি, দেবতা পূজা করিবার নিমিত্ত কি আসিয়াছ?" ইহা শুনিয়া মাতা কহিলেন, "আমি যে সর্ব্বদা পূজা করি। তুমি কি কারণে এখানে আসিলে বল?" ইহা শুনিয়া গান্ধারী বলিলেন, "তোর এত অহঙ্কার! আমার পূজিত শিব তুই কি প্রকারে পূজা করিস্? আমি রাজার গৃহিণী, রাজার জননী, তুমি কোন ভরসায় শূলপাণির পূজা কর?"

তাহাতে মাতা বলিলেন, "গান্ধারী! কেন! এরূপ বলিতেছ, তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়া সেই জন্য কি এত তিরস্কার করিলে? যে দিন অবধি আমি কুরুকুলে আসিয়াছি সেই অবধি সকলে জানে আমি ফল ফুলে শিব পূজা করি।

এত দিন বনের ভিতর ছিলাম। এখন আপনার দেশে আমি আসিয়াছি, আমার পূজিত দেবতা তুমি কেন পূজিত কর? ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুরকে জিজ্ঞাসা কর আমার এই শিব কে পূজা করিতে পারে?" ইহা শুনিয়া গান্ধারী বলিলেন, "পূর্ব্বের অহঙ্কার ছাড়। তোমার শিব পূজায় এখন কি অধিকার আছে? সকলের অনুমতিতে আমি হরের পূজা করি। সকলের নিকটে গিয়া তুমি জিজ্ঞাসা কর। ফল ফুল এখান হইতে দূর কর। এখান হইতে চলিয়া যাও। পুনরায় পূজা করিতে আসিলে ভাল হইবে না।"

তখন মাতা বলিলেন, "আমি এত দিন এ দেশে ছিলাম না, সেই জন্য বুঝি সকলে তোমাকে মহেশের পূজা করিতে বলিয়াছে? ভগিনী, আর পুনর্ব্বার এখানে আসিও না। শিবপূজা করিলে সর্ব্বদা আমাদের কলহ হইবে।"

এই প্রকারে উভয়ের ঝগড়া হইল দেখিয়া শিবলিঙ্গ হইতে সদাশিব বাহির হইয়া কহিলেন, "দুই জনে কেন কলহ করিতেছ? কলহ ছাড়িয়া দুই জনে আমার কথা শ্রবণ কর। আমি সকলের ইষ্ট দেবতা, সকলেই আমার পূজা করে। আমাকে ভাগ করে এমন শক্তি কাহার? আমার অর্দ্ধ অঙ্গ পর্ব্বতকুমারী, কেহ আমার অংশ করিতে পারে না। তোমরা দুই জন কুরুবধু সমান সুমতি, উভয়ের পূজায় আমি বড় প্রীত। আপনার বলিয়া যদি বল তবে আমি কাহারও নহি। কিন্তু রাজপত্নীর আমি পূজিত হই। তোমরা দুই জনে রাজপত্নী, দুই জনে রাজমাতা, উভয়ে সর্ব্বদা আমার পূজা কর। যদি এক জনে আমায় পূজা করিতে চাহ, তবে আমার দৃঢ় বাক্য কহি, শুন। সুগন্ধিযুক্ত মনোহর সহস্র স্বর্ণের চম্পক, তাহার মাণিক কেশর থাকিবে, ইহা লইয়া প্রভাতে প্রথমে যে আমাকে পূজা করিবে নিশ্চয় জানিও শিব তাহারই হইবে। এমন উপায়ে যে আগে পূজা করিবে তার পুত্র এ রাজ্যের রাজা হইবে।" শিবের মুখে এই কথা শুনিয়া গান্ধারী আনন্দিত হইয়া আমার মাতাকে উপহাস করিয়া কহিল, মহেশ্বর নিশ্চয় তোমারই হইল, পুত্রগণের নিকট হইতে শীঘ্র চম্পক লইয়া আইস। এই কথা বলিয়া আপন গৃহে গিয়া শত পুত্রে আহ্বান করিলেন। কুন্তীর সহিত কলহের কথা জানাইয়া কহিলেন সহস্র সুবর্ণ চম্পক আমাকে আনিয়া দাও, প্রভাতে শিবপূজা করিব। ত্রিপুরারি স্বয়ং কহিয়াছেন, যে এইরূপে পূজা করিবে তার পুত্র রাজ্য অধিকারী হইবে। এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র কারিকর আনিতে আদেশ করিল। মণি মুক্তা সহ শত মণ স্বর্ণ ভাণ্ডার হইতে দিল।

আমার জননী হরের বচন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। স্বামীহীনা, পুত্রগণ শিশু, পরগৃহে বাস,

পরের অন্নে পালিত, কি করিবেন, কাহাকে কহিবেন, এই সকল ভাবিয়া দুঃখিত মনে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। ভোজনের সময় হইল, ভ্রাতাগণ আসিল, ক্ষুধায় কাতর হইয়া বৃকোদর জননীর নিকট অন্ন চাহিল, মাতা দুঃখেতে মৌনী হইয়া রহিলেন, উত্তর দিলেন না। উত্তর না পাইয়া ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখে রন্ধন সামগ্রী ছিল, সকল দ্রব্য লইয়া ধর্ম্মরাজের সম্মুখে রাখিল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, কুশল বল। ভীম বলিল মাতা কেন কথা কহেন না? দ্বিতীয় প্রহর বেলা, অস্ত্রশিক্ষার পরিশ্রমে ক্ষুধায় কাতর দেহ, এ পর্য্যন্ত অন্ন হয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলে মাতা কথা কহেন না। সেই জন্য আমি এ সকল দ্রব্য লইয়া আসিয়াছি; ভেবে ছিলাম রন্ধন হইলে আপনার আহারের পর কিছু আহার করিব, কিন্তু এখন আজ্ঞা হইলে কিছু আহার করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতা কি কারণে অধোমুখে আছেন তাহা না জানিয়া কি সুখে তুমি খাইবে?

পুনঃ গিয়া মাতাকে শীঘ্র জিজ্ঞাসা কর কি হেতু তিনি মাথা হেঁট করিয়া আছেন। ভীম বলিল হে নরবর! আমা দ্বারা হইবে না। অনেক ডাকিলাম মাতা উত্তর দিলেন না। ক্ষুধাতে আমার অঙ্গ জ্বলিতেছে, এই বলিয়া কম্পিত কলেবর মাথা হেঁট করিয়া ভীম বসিয়া পড়িল। নৃপবর সহদেব ও নকুলকে পাঠাইলেন, মাতা কাহাকেও কিছু উত্তর দিলেন না। অবশেষে ধর্ম্ম নরপতি আমাকে আজ্ঞা করিলেন। আমি জননীর পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিলাম "তোমাকে দুঃখিত দেখিয়া রাজা দুঃখিত, ভীম ক্ষুধায় আকুল, ক্রুদ্ধ চিত্ত, সহদেব নকুল সকলে অত্যন্ত ক্ষুধিত। জননী গো কি দুঃখ তোমার আমাকে বলিতে হইবে।" আমার কথা শুনিয়া মাতা ক্রন্দন করিয়া শঙ্করের বচন কহিলেন, "সহস্র হেমচাঁপা ত্রিলোচন চাহিয়াছেন। গান্ধারীর আজ্ঞায় কর্ম্মিগণ চম্পক গড়িতেছে। তোমাদের বলিলে কি হইবে? তোমরা কি করিবে? এই জন্য আমার অঙ্গ দুঃখের আগুণে জ্বলিতেছে।" আমি বলিলাম, "মাতা যত পুষ্প চাহ, আমি দিব।" মাতা বলিলেন "কেন তুমি মিথ্যা বলিতেছ। তুমি কোথা হইতে দিবে? কোথায় ধন পাবে?" আমি বলিলাম, "মাতা তুমি নিশ্চিন্ত হও। কেন আমি মিথ্যা কহিব? এখন রন্ধন কর, অন্ন জল খাও, তুমি যত পুষ্প চাহ, আমি আনিয়া দিব।" এই সকল শুনিয়া মাতা সন্তুষ্ট হইয়া রন্ধন করিলেন, সকলকে অন্ন দিয়া আপনি ভোজন করিলেন। তখন বলিলেন, "পুষ্প আনিয়া দাও। সমস্ত দিন গেল, রজনী আসিল, কতক্ষণে তুমি কনক পুষ্প আনিয়া দিবে? এই কথা জননী বার বার বলিতে লাগিলেন। আমি যত বলি মাতা প্রবোধ মানেন না, সমস্ত রজনী এই ভাবে গেল। প্রভাত সময় আমি ধনুক লইয়া গুণ

চড়াইলাম। দ্রোণাচার্য্য গুরু পদে নমস্কার করিয়া উত্তর দিকে যুগল অস্ত্র ছাড়িলাম। বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া লইয়া কুবের আলয় হইতে সুগন্ধি কনক চাঁপা শিবের উপরে অজস্র ধারে বর্ষিত হইল। বাহিরে, ভিতরে পুষ্পে পূর্ণ হইল, আর শূন্যস্থল দৃষ্টি হইল না।

জননীকে বলিলাম, "স্নান করিয়া আইস, পুষ্প আনিয়াছি এখন ত্রিপুরারিকে পূজা কর।" জননী আনন্দিত হইয়া মহেশের পূজা করিলেন। সদানন্দ তুষ্ট হইয়া মাতাকে বর দিলেন, "তোমার পুত্রগণ কুরু কুলে রাজা হবে। আজ হইতে একা তুমি আমারি পূজা কর। সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন, ধনপতিকে জিনিয়া তুমি আমার পূজা করিলে এই জন্য আজ হইতে তোমার নাম ধনঞ্জয় হইল।" এই সকল শুনিয়া উত্তর কহিল, "বীরচূড়ামণি এখন বল সুবলনন্দিনী কি করিল।" অর্জ্জুন কহিলেন, গান্ধারী প্রাতে উঠিয়া সহস্র কনক পুষ্প হেমপাত্রে লইয়া নানা পুষ্প চন্দনসহ বহু নারীগণকে সঙ্গে লইয়া শঙ্করকে পূজা করিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন যাইবার পথ নাই, শিবের আলয় পুষ্পেতে পূর্ণ। দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষন্নবদনে কুন্তীকে দেখিয়া বলিলেন, "বিবরণ কহ?" মাতা কহিলেন এই পুষ্পে আমি পূজা করিলাম, উমাস্বামী আমাকে বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন। এই শুনিয়া গান্ধারী দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া পুষ্প জল ফেলিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন এবং নিজের পুত্রগণকে এইরূপে বলিতে লাগিলেন। সাধ্বী কুন্তী, সাধু পুত্রগণকে গর্ভে ধরিয়াছিল। আমার অকারণ শত পুত্র হইল।

জনক ঋষি।

শুকদেব যখন জনক রাজার নিকট যোগাভ্যাস করিতে গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া "এরূপ সংসারী ব্যক্তি কিরূপে যোগী হইতে পারে?" মনে মনে প্রশ্ন করিতে ছিলেন। জনক তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে একটী তৈলপূর্ণ পাত্র দিয়া বলিলেন, "তুমি এই পাত্রটী লইয়া আমার সমস্ত রাজধানী দেখিয়া আইস, দেখিও যেন এক বিন্দু তৈলও মাটিতে না পড়ে।" শুকদেব তাহাই করিলেন। সমস্ত রাজধানী পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। জনক তাঁহাকে কোথায় কি দেখিলেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিলেন। তৈলপাত্র হইতে এক বিন্দু তৈলও মাটিতে পড়ে নাই। কেন পড়ে নাই? তিনি বলিলেন "আমি এ দিকে ও দিকে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বদা মন তৈল পাত্রের দিকে ছিল যেন এক বিন্দু তৈলও না পড়িতে পারে।" জনক বলিলেন আমারও বিষয় ভোগ এইরূপ সংসারের যাবতীয় কার্য্য আমি করি,

কিন্তু মন সর্ব্বদা সেই দিকে স্থির থাকে, সর্ব্বদা সাবধান থাকি যেন সেই চরণপদ্ম হইতে এক বিন্দুও টলিতে না পারি।”

জনক বলিয়াছিলেন।—

অনন্তং বত মে বিত্তং
যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং
ন মে দহ্যতি কিঞ্চন॥

“আমার এই অনন্ত বিত্ত আছে বটে, অথচ আমার কিছুই নাই; সমস্ত মিথিলা নগরী দগ্ধ হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না—তাহাতে আমার কিছুই আসে যায় না।”

অনিত্য সংসারে নিত্য কি?

পৃথিবীতে কোন্ দ্রব্য চির দিন থাকে? প্রাণের প্রিয়তম স্নেহের সামগ্রী, যাহার অদর্শনে মানুষ অস্থির হয়, সেই দ্রব্যই ভগবানকে দিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইল। কে তবে আপনার? আজ যাহাকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিলাম, কাল তারে নিষ্ঠুর প্রাণে বিসর্জ্জন দিলাম। এই কি পৃথিবীর নিত্যতা? সবই যে অনিত্য, অস্থির, কিছুই স্থায়ী কিছুই আমার নহে। তবে কেন মিছে আমার আমার করি। এই যে বহু দিন পরে সে সুন্দর মুখছবি স্বপনের ন্যায় নিকটে দেখিলাম, কৈ আর ত দেখিতে পাই না। এ কি ভ্রম? মায়ার খেলা? দেখা দিয়ে দূরে যায়, ধরিতে গেলে ধরা দেয় না। এক দিন অতি যতনে, স্নেহপাশে হৃদয়ের সঙ্গে যাকে বেঁধে রেখেছিলাম আজ সে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে কোন্ অজানিত দূর দেশে পলাইয়াছে। আমার প্রাণ সর্ব্বদাই কাতর। কিন্তু সে আর ত পৃথিবীর মায়ায় বদ্ধ নহে। সে যে বন্ধন ছিন্ন করে সঙ্গীদলে মিশেছে। আর এ পাপ জীবন থাকতে তার কোমল প্রাণের সঙ্গে মিশিতে পারিব না? আর এ ভবের মায়া থাকতে সে স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ মায়ায় মিলিত হতে পারব না। কবে হরির কৃপা হবে, পাপ জীবন মুক্ত হয়ে অমর নগরে অমরাত্মা সনে মিশে সুখী হব।

বিমল।

প্রাণের বিমল ধন!
তোরে দিয়া বিসর্জ্জন,
কি সুখে করিব আর জীবন ধারণ।

যেই দিন ছাড়ি মোরে
তুমি বৎস গিয়াছরে,
তোমার বিরহে প্রাণ ধরিতে না পারি।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
হয়েছে অকস্মাৎ,
বিষম শোকের ভার বহিতে না পারি।

কেমনে সহিনু বৎস
কেমনে রে আমি
পাষাণ তো ফেটে যায় নহিরে পাষাণি।

লৌহময় দেহ মম
কঠিন সে বজ্রসম
তা নহিলে সহিত কি তব তিরোধান।

তব শোক হৃদি মাঝে
বাজের অধিক বাজে
বাহির না হয় এই কঠিন পরাণ।

ভীষণ অগনি সম
হৃদয়ে লেগেছে মম
বিষম যাতনা তার ব্যাথায় কাতর।

এই শোক বজ্র সম
প্রভুর পেরিত মম
প্রভুর আদেশে ভক্ত করে বিষ পান।

নহি তো ভকত আমি
জান তো অন্তর্যামী
পরীক্ষা অনলে কিসে পাব পরিত্রাণ।

তোমার আদেশ বাণী
বিশ্বাসীর শিরোমণি
আদেশ পালনে যীশু ক্রুশে দিয়া প্রাণ।

তোমার ইচ্ছার জয়
হোক ওহে দয়াময়,
যাতনা সহিতে মোরে দাও কিছু বল।

এক বৃক্ষে দুটী ফুল
ফুটেছিল সমতুল
গগন মুরতি আহা নয়ন রঞ্জন।

স্বপনে কি জাগরণে
সে মুরতি পড়ে মনে
ভুলিব কেমনে আহা থাকিতে জীবন।

আছে আত্মা আছে স্মৃতি,
আছে সেই দেহ মতি,
কেমনে ভুলিব বল তোমার বদন।

রাখি নাই চিত্রপট
হৃদয়ে সুধু অঙ্কিত
নয়ন মুদিয়া দোঁহে করি দরশন।

সে দর্শনে নাহি শান্তি
কেবল মনের ভ্রান্তি
দুঃখের আগুণ শুধু উঠেরে জ্বলিয়া।

প্রভু) দিয়াছেন আমারে
করিবারে সংশোধন
অগ্নি তাপে তপ্ত হয় যেমন কাঞ্চন।

দিয়াছেন জ্বালি বুকে
পুত্র শোকানল
সে আগুণে পুড়ে পুড়ে হবরে নির্ম্মল।

বিষম যাতনা ঘোর
পিষিছে হৃদয় মোর,
শান্তিহারা হয়ে তাই ভ্রমিতেছি আমি।

করিয়াছি মহা পাপ
তাই এত পাই তাপ
কিবা নিবেদিব সব জান অন্তরযামী।

দিয়াছিলে দয়া করে
ত্রুটি দেখে নিলে কেড়ে,
কর যাহা ইচ্ছা হয় জীবনের স্বামী।

আর লিখিব না এই
আমার শোকের গাথা,
যে শুনিবে যে পড়িবে সে মরমে পাবে ব্যথা।

শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী দেবী।

ইহলোক ও পরলোক।

বিশ্বজননী এই জগৎ রচনা করিয়া কি বিচিত্র কৌশলে ইহাকে চালাইতেছেন! কত সুখে, কত আদর ও যত্নে তাঁহার সন্তানগণকে লালন পালন করিতেছেন। আমরা কেন হাহাকার করিয়া বেড়াই, এ জগতে সুখ পাইলাম না, কেবল দুঃখই ভোগ করিতে আসিলাম। যখন প্রাণ প্রিয়জনকে হারাই, মনে হয় তখনই বুঝি আমার প্রতি পরমেশ্বরের দয়া ও করুণার শেষ হইল। কিন্তু পরে যখন মন প্রশান্ত ভাব ধরে, তখন যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকেই তাঁহার প্রেমের পরিচয় পাই। পাখীর সুমিষ্ট গানে তিনিই আমার তাপিত প্রাণ শীতল করেন। বিবিধ কুসুমের রূপলাবণ্যে, রঙ্গের ছটায়, অদৃষ্ট চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া মন কিরূপ আনন্দে পূর্ণ হয়। কুসুমের সুমিষ্ট আঘ্রাণে শুষ্ক হৃদয় সৌরভদাতার প্রতি ভক্তিরসে সিক্ত হয়। সুপক্ক ফলের সুমিষ্ট রসে রসনা শীতল হয়।

প্রকৃতি দেবী আমাদিগকে তুষিবার জন্য, আমাদের সম্ভোগের জন্য এত প্রকার আয়োজন করিয়াছেন, তবে আর কেন দুঃখ করি। ধিক সে জীব, যে এ সকল সুখ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নয়। যত দিন পরমেশ্বর আমাদিগকে পৃথিবীতে রাখিয়াছেন, যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন, যদি আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি, তবেই আমাদিগের মানব জন্ম সফল হইল। নতুবা কেবল পার্থিব সুখের অন্বেষণে গেলে আত্মার উন্নতিসাধন না হইয়া বরং আত্মার আরও অবগতি হয়।

মা যে ছেলেকে বেশী ভালবাসেন, তাহাকে ভাল করিবার জন্য বেশী শাসন করেন, তেমনি বিশ্বজননী যে সন্তানকে বেশী স্নেহ করেন তাহাকে অসার সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া পরকালে তাহার জন্য অনন্ত সুখ সঞ্চিত রাখেন।

পরমেশ্বর যে কয়টা দিন পৃথিবীতে রাখেন, ভালরূপে কাটাইতে পারিলেই অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়।

সন্ধ্যা আগমনে মাতা যেমন শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য হাতে ধরিয়া অনেক ভুলাইয়া শয়নাগারে লইয়া যান, শিশু যাইতে যাইতে ভাঙ্গা খেলনা গুলির দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকায়, তাহার মন সেগুলি ফেলিয়া যাইতে পারে না—হাজার মূল্যবান জিনিষ দিলেও শিশুকে সন্তুষ্ট করা যায় না—প্রকৃতিজননী ঠিক সেইরূপে আমাদের খেলনা গুলি একে একে হাত থেকে কাড়িয়া লইয়া আমাদিগকে দেবলোকে বিশ্রাম আগারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদিগকে যাইতে হয়; কিন্তু এই জানিত দেশ অপেক্ষা সেই অজানিত দেশ যে কত উৎকৃষ্ট তাহা আমরা ঘুমের ঘোরে বুঝিতে পারি না।

হে দয়াময়ী আমাদিগের মত পাপী সন্তানের উপর তোমার অপার দয়া। ইহলোকে এত সুখ, এত সম্পদ দিয়াছ, পরলোকে না জানি আমাদের জন্য আরও কত সুখ শান্তি অপেক্ষা করিতেছে। এখন তোমার চরণে এই প্রার্থনা যেন এ পৃথিবীর কটা দিন তোমার কার্য্য সাধিয়া তোমার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারি এবং পরলোকে তোমারি চরণতলে তোমার ভক্ত সন্তানের সহিত মিলিত হইতে পারি।

১

কেন মন ম্লান সদা,
বারেক হাসিয়া চাও,
আপনারে ভুলে গিয়ে,
পরহিতে প্রাণ দাও।

২

তটিনী সাগর পানে
ছুটিতেছে অনুদিন,
সাগরে বাড়ায়ে, দেখ
সাগরেই হয় লীন।

৩

সৌরভ সৌন্দর্য্য রাশি
কোমল-কুসুম প্রাণ,
সলাজে ভ্রমর আর,
মানবেরে করে দান।

৪

শ্রান্ত পথিকের তরে,
বহে মৃদু সমীরণ
সমুন্নত তরু রাজি
করে স্নিগ্ধ ছায়া দান।

৫

সুনীল জলদ মালা,
উত্তপ্ত ধরণী প'রে
সুশীতল বারিধারা
বরষে অমৃত ধারে।

৬

মন তুমি জেগে উঠ,
ঘুমায়ে থেকো না হায়,
আপনারে সমর্পণ
কর জগতের পায়॥

শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত।

জীবনের চিন্তা।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সময় এইরূপে ক্রমাগত যাইতেছে ও আসিতেছে; এই যাওয়া আসার ভিতর জগতে কত ঘটনা ঘটিতেছে ও সেই ঘটনা চক্রের ভিতর লীলাময় শ্রীহরির কত লীলা সংঘটিত হইতেছে তা কে বুঝিবে? ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব সে সব চিন্তা করিতে গিয়া অকূল চিন্তা সাগরে ডুবিয়া যেন আত্মহারা হইয়া যায়। আর প্রাণ যেন আপনা হইতে সেই দেবদেব মহাদেবের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাতেই মিশাইয়া যাইতে চায়। সময়ের গতিতে সুখ-দুঃখমিশ্রিত ঘটনা চক্রের ভিতর দিয়া এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর জীবনের কত বৎসর চলিয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধেক জীবন ত কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত পরি-

বর্ত্তন হইল, কত ঘটনা ঘটিল, অনন্ত-জীবনের জন্য অনন্ত-শিক্ষা রহিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কত টুকু শিক্ষা হইল, আর অনন্ত-রাজ্যে অনন্ত পথে কত দূর অগ্রসর হইলাম, পথের সম্বলই বা কি করিলাম? জীবনের উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে কি করিলাম? অসীম জগতের সেই অনন্ত স্রষ্টা বিশ্বপতি বিধাতা কত কাজ, কত কর্ত্তব্য দিয়া জীবনকে কত সুন্দর করিয়া সৃজন করিলেন। হায় নিজ দোষে সেই সকল কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া পরম দেবতার চরণে কত অপরাধ করিয়াছি। আর এই যে তিনি এত দিন কত বিঘ্ন বাধা হইতে রক্ষা করিয়া, কত সুখ শান্তি দান করিয়া, এ জগতের মাঝে রাখিয়াছেন, করুণা-ময়ের অনন্ত করুণার জন্য কি পরম দেবতার চরণে যথার্থরূপে হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতে পারি? হায়! কিছুই ত হইল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নিজের জীবনেরও কিছুই করিতে পারিলাম না, জগতেরও কিছুই করিলাম না। এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে অকূল সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া যেন হাবুডুবু খাইতেছি। কেমন করে সেই পরম দয়াময়ীর চরণতলে একটু স্থান পাইব, ইহা ভাবিয়া প্রাণ আকুল হইতেছে। এখন "পথের সম্বল হরিনাম কেবল," এই মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া যেন প্রাণপণে সাধন করিতে পারি। স্বর্গের দেবতার আশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় বল লাভ করিয়া যদি জগতের একটী অশ্রুকণা মুছাইতে পারি ও একটী সন্তপ্ত হৃদয়ের সন্তাপ এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের সান্ত্বনা দ্বারা শান্ত হয়, তাহা হইলেও এ পাপ জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হইবে, পরিত্রাণ পাইবে। অবশিষ্ট জীবন এখন সেই ভবকাণ্ডারী দীনবন্ধু শ্রীহরির চরণে দৃঢ় বিশ্বাস ও চির নির্ভর স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সকল সাধন করিয়া অনন্ত সুখময় শান্তিধামে শ্রীহরির চরণাশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, এ ক্ষুদ্র কাতর প্রাণের একমাত্র ভিক্ষা।

"মাতৃবিয়োগে"

প্রার্থনা।

হে হরি করুণাসিন্ধু,
অন্তিম কালের বন্ধু;
অভয় চরণে প্রভু স্থান দাও মাকে।

যদি কিছু পাপ থাকে,
দয়া ক'রে ক্ষম তাকে;
তোমার চরণে দাসী এই ভিক্ষা মাগে।

দুর্ব্বল মানব স্বভাবে,
সতত পাপ সম্ভবে;
তাই হে প্রার্থনা আজ করি শ্রীচরণে।

তুমি নাথ অন্তর্যামী,
সবার হৃদয়স্বামী;
পাপ পুণ্য সততই দেখিছ নয়নে।

করিয়া তোমার নাম,
দেহ ছাড়ি গেল প্রাণ;
শান্তি নিকেতনে স্থান দাও দয়া ক'রে।

আছে হে শাস্ত্রে প্রমাণ
করিলে তোমার নাম
একবার ডাকি, তোমা মহা পাপী তরে।

অজামিল পাপী ছিল,
পুত্রে ডাকি তরে গেল,
এমন পবিত্র তব দয়াময় নাম।

মহাপাপী রত্নাকর,
মানস্থরে ভয়ঙ্কর;
তব নামে পার হ'ল ভব পারাবার।

আমরাও মহাপাপী,
কাতরে যদি হে ডাকি;
অবশ্য তরাবে তুমি ভব কর্ণধার।

দয়াময় নাম তব
লেখা চরাচরে
অবশ্য শ্রীপদে স্থান দিয়াছ তাঁহারে।

ওহে হরি দয়াময়
নাশ হে শমন ভয়
তোমার কৃপায় জীব যায় ভব পারে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী দেবী।

ইচ্ছা।

স্বেচ্ছাধীন মানব আপনার ইচ্ছা বলে এই জগতে পরিচালিত হইতেছে। ইচ্ছা যে দিকে লইয়া যাইতেছে মানুষ সেই দিকে যাইতেই উদ্যত। যে ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা পুণ্যাকাঙ্ক্ষা করি, আবার সেই ইচ্ছারই বশবর্ত্তী হইয়া পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। একই ইচ্ছা মানবকে দেবতা কিম্বা পশু করিতেছে, এই একই ইচ্ছা মানবকে স্বর্গ কিম্বা নরকে লইয়া যাইতেছে। ভাবিলে বাস্তবিক বড়ই আশ্চর্য্য হইতে হয়। এখন দেখিতেছি এই ইচ্ছাই মনুষ্যকে পাপ এবং পুণ্য পথে লইয়া যাইবার একমাত্র মূল। স্রষ্টা আমাদিগকে কি স্বাধীনতাই প্রদান করিয়াছেন। যেমন ইচ্ছা করিতেছি, জীবনকে সেই ভাবেই পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, কেহ বাধা দিবার নাই। কিন্তু বাধা না দিলেও স্রষ্টা নিশ্চয়ই দেখিতেছেন, তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার প্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করিতেছে কি না। মন বলে ইচ্ছা করে আমি খুব ভাল হই, আমার জীবন খুব উচ্চ হয়, কিন্তু কিছুতে হয় না। ভ্রান্ত মন জানে না যে, যেখানে প্রকৃত সৎ ইচ্ছা, নিশ্চয়ই সেখানে তাহার কার্য্য সিদ্ধ হয়। সৎ ইচ্ছা বলে মন হইতে রাগ একেবারে বিদায় করিয়া দিই, কিন্তু রাগের একটু কারণ পাইলে অসদিচ্ছা আসিয়া রাগকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। এইরূপে মনের মধ্যে সৎ এবং অসদিচ্ছা সর্ব্বদাই সংগ্রাম করিতেছে, যার শক্তি অধিক, যে অধিক প্রবল, তাহারই জয়। ইহা আমরা নিশ্চয়ই জানি যে অসদিচ্ছার জয়ে মনুষ্যজীবন পশুত্বে পরিণত হয়

এবং স্বর্গ ভোগের পরিবর্ত্তে নরক ভোগই ঘটিয়া থাকে। তবে আমরা কাহার জয় কামনা করিব? জানিয়া শুনিয়াও আমরা স্বাধীন ইচ্ছাকে অসৎ পথে লইয়া গিয়া পাপের ভাগী হই। জানিয়াও যে ইচ্ছা করিয়া পাপ করি, এ পাপের প্রায়-শ্চিত্ত কোথায়? আমাদের দুর্গতি কেবল আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার বলে। কবে আমাদের শুভ বুদ্ধি হইবে? কবে আমরা ভগবান প্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছাকে সৎ পথে লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইব? অন্তরে যদি প্রকৃত ইচ্ছা থাকে, জীবন উচ্চ করিব, নিশ্চয়ই তাহার জয় হইবে। প্রবল ইচ্ছা কোন বাধা মানে না।

আমাদের সুবুদ্ধি হউক, সুমতি হউক, আমরা ভগবান প্রদত্ত স্বাধীনতার মূল্য বুঝিয়া লই, এবং সৎ ইচ্ছার দ্বারা অসদিচ্ছাকে পরাজিত করিয়া উচ্চ প্রকৃতি লাভ করি।

প্রার্থনা।

এই বিমল প্রভাতে, বিমল হৃদয়ে
করিব তোমারি সাধনা।
ও রাঙা চরণে বিভু দয়াময়—
সঁপিয়া দিইব আপনা।

এই কুসুমের গন্ধে, বিহগের ছন্দে
কি ভাব জাগিছে পরাণে।
ওই রবির কিরণ পূরবে ফুটিছে
জীবন দিতেছে ভুবনে।

এ জগৎ যেন একই সুরে বাধা
তোমা পানে সবে ধায়।
ওই সুরে দাও এ হিয়া বাঁধিয়া
সেও যেন তোমা পায়।

হৃদয় কুটীরে তোমারি আসন
জেগে থাক্ দিবা রাতি।
মুগ্ধ এ মোর মানস নয়নে
জাগিবে তোমার ভাতি।

তোমারে স্মরিয়া বিভু তোমারি দয়ায়,
শত শান্তি সুখ মোরা লেভেছি হিয়ায়;
অতি দীন মোরা তব কৃপার ভিখারী,
দুঃখী জনে তুমি বিনে কার দয়া হরি।

যে ভাবে কাটিল দিন তোমার কৃপায়,
এমনি আবার যেন সুখে চলে যায়;
যা পাইব প্রতি দিন জীবন প্রহরে,
তব আশীর্ব্বাদ জানি লইব সাদরে।

সুখে থাকি দুঃখে থাকি হে মঙ্গলময়,
তোমাতেই পরিপূর্ণ হোক এ হৃদয়;
তোমাতেই তৃপ্ত লভে দুরন্ত বাসনা,
তোমাতেই যেন মোরা হারাই আপনা।

তুমি হ'লে ধ্যান জ্ঞান, এই প্রাণ মন,
সকলি তোমারে যেন করি সমর্পণ;
তোমারি সন্তান তব দয়ার ভিখারী,
মোদের চরণে রেখো দয়াময় হরি।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

যথার্থ নিশ্চিন্ত কে ?

সকলেই বলে এ পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত ব্যক্তিই সুখী; কিন্তু যথার্থ নিশ্চিন্ততা কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় সকলের বোধগম্য নহে। সাংসারিক অভাব সম্বন্ধে অর্থাৎ আপনার ও আত্মীয় স্বজনের ভরণ, পোষণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের নিশ্চিন্ততাকে অনেকে নিশ্চিন্ত অবস্থা মনে করেন। অনেকের মনের ধারণা, সংসারের সকল অবস্থা অনুকূল হইলে কোন দুশ্চিন্তা আর মনকে আন্দোলিত করিতে পারে না। তবে ঐ প্রমোদের ত্রিতল গৃহে মনোহর পালঙ্কোপরি শয়ান সুন্দরী রমণীর মুখ কেন বিষাদ পূর্ণ? পুত্র পৌত্র পরিবেষ্টিত, সকল প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতার অধিকারিণী ঐ বৃদ্ধার কপোল দেশে কেন অসন্তোষ উদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশিত?

সাংসারিক অবস্থা অনুকূল হইলে মনুষ্যের মন তৎসম্বন্ধে চিন্তামুক্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতেই নর নারী কি বিমল সুখশান্তির অধিকারী হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বভাবতঃ আমাদের মনে আর এক প্রশ্নের উদয় হয়। মানবের প্রকৃত দুঃখ কি? স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃত দুঃখের কারণ বাহিরে নহে; কিন্তু অন্তরে। মানব প্রকৃতির বিকৃত অবস্থাই দুঃখের কারণ। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে যে সকল প্রবৃত্তি ও বৃত্তি দিয়াছেন, তাহাদিগকে ঠিক স্বভাবের পথে পরিচালিত করিলে, তাহারা মঙ্গলের কারণ হয়; আর যদি আমরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া, তাহাদিগকে স্বভাবের সীমা অতিক্রম করিতে দিই, তবে তাহারাই সমূহ বিপদ দুঃখের কারণ হয়। ক্রোধ লোভ হিংসা প্রভৃতি রিপু সকলেরও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু ইহাদিগকে নিজ বশে অর্থাৎ বিবেকের আয়ত্তাধীন রাখিয়া পরিচালিত করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইয়া, যদি আমরা ইহাদের বশীভূত হই তবে ইহারা নানা প্রকার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের হেতু হয়।

যাহার অন্তরে ক্রোধ প্রবল, ক্রোধানলে তাহার প্রাণ সদাই দগ্ধ হয়। ভগবান প্রদত্ত, নর নারীর মুখের কমনীয় কান্তি এই ক্রোধানলে বিলুপ্ত হয়। রমণী অতুল সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও ভীষণাকার ধারণ করে, সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী শান্তিময়ী লাবণ্য, রিপুর প্রচণ্ড প্রতাপে ভীত হইয়া তাহা হইতে দূরে পলায়ন করে। শান্তিরস আস্বাদনে তাহার হৃদয়ও সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়ে। অন্যের সুখ দেখিলে যাহার প্রাণ কাতর হয়, জন সমাজে তাহার ন্যায় আর কে অসুখী? কাহারও সঙ্গে আলাপে বা সহবাসে, সে ব্যক্তি আনন্দলাভ করিতে পারে না। হিংসাজনিত নানাবিধ উদ্বেগে তাহার সময় অতিবাহিত হয়। অন্যের দোষ অন্বেষণে ও অনিষ্ট সাধনে তাহার জীবনের

সকল চেষ্টা উদ্যম নিঃশেষিত হয়। সৎ চিন্তা বা সৎকার্য্যের অবকাশ তাহার দুর্ভাগ্যে আর কখন ঘটে না। যাহার মন কেবল পরচ্ছিদ্র অন্বেষণে ও অন্যের অনিষ্ট সাধনে নিয়ত নিরত, তার মনের অশান্তির সহিত সংসারের কোন কষ্টের তুলনা হয় না। সে পৃথিবীর অন্যান্য সকলের অধিকারী হইয়াও নিরানন্দে জীবন যাপন করে। সর্ব্বদা ভাই ভগিনীর মঙ্গল কামনায় নিরত, পরসুখে সুখী ব্যক্তি সামান্য পর্ণ কুটীরে বাস করিয়া যে আত্মপ্রসাদ ও নির্ম্মল শান্তি সম্ভোগ করেন; রাজ প্রাসাদের অতুল ঐশ্বর্য্য সে আনন্দের নিকট অতি তুচ্ছ জ্ঞান হয়। অতএব জীবনের প্রথম অবস্থা হইতে যিনি আপনার প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিতে যত্নবতী হন, নানা বিঘ্নময় সংসারে তিনিই প্রকৃত সুখী ও নিশ্চিন্ত অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হন। ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থাধীন ও দেবপ্রেরিত সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ চক্রের ন্যায় এ সংসারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; সে সকল মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু নর নারী শুদ্ধ বিবেকী ও সংযতেন্দ্রিয় হইলে এই সকল পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যেও সন্তুষ্ট চিত্তে সুখশান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারে।

বিবিধ সংগ্রহ।

নেওয়ার চেয়ে দেওয়া ভাল।

একদা সন্ধ্যার সময় একজন জ্ঞানী প্রোফেসার, একটী চপলস্বভাব ছাত্রকে লইয়া সন্ধ্যাভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রোফেসার এই চঞ্চলমতি ছাত্রের সহিত সে সময় একটী গভীর জ্ঞানের কথার অবতারণা করিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তিনি পথ পার্শ্বে এক জোড়া ছিন্ন মলিন পাদুকা দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, বোধ হয় কোনও দরিদ্র ব্যক্তি, নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে যাইবার সময় সেই স্থানে রাখিয়া গিয়া থাকিবে।

সহসা যুবক প্রোফেসারের প্রতি চাহিয়া বলিল, "বেশ মজা হইবে, আসুন আমরা একটা তামাসা করি। আমরা এই জুতা জোড়াটী লইয়া ঐ ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব চলুন, তাহা হইলে যার ঐ জুতা জোড়াটী সে আসিয়া, জুতা না পাইয়া কি করে দেখিতে পাইব!"

"না তাহা করিও না, বালক তুমি কখনও দরিদ্রের দ্রব্যে আমোদ করিও না। তাহাদের ক্ষতি করিও না। কিন্তু তুমি ধনী, তুমি জুতা না লুকাইয়া, ইচ্ছা করিলে অন্য প্রকারে আমোদ করিতে পার। ঐ প্রতি জুতার মধ্যে একটী করিয়া ডালার (স্বর্ণমুদ্রা) রাখিয়া দাও, এবং চল আমরা ঐ ঝোপের মধ্যে লুকা-

ইয়া দেখি, সে ব্যক্তি তাহা পাইয়া কি করে।”

সেই প্রোফেসার ও ছাত্র ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। সারা দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহে, আনত বদনে, মলিন জীর্ণ বসনে, একজন দরিদ্র ব্যক্তি সম্মুখের মাঠ পার হইয়া আসিল। এক হস্তে ভূমিতে পতিত গাত্রের কোট তুলিয়া পরিধান করিতে করিতে, এক পাটি জুতাতে যেমন চরণ প্রবেশ করাইবে, অমনি জুতাতে-কঠিন দ্রব্যের স্পর্শ অনুভব করিয়া, যেমন পুনরায় খুলিয়া চাহিয়া দেখিতে গেল, অমনি সেই ডলারটী পাইল। আশ্চর্য্য হইয়া সে চারি দিকে চাহিল, বিস্মিত নয়নে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই ডলারটী দেখিল। নিকটবর্ত্তী চারি পাশে অনুসন্ধান করিল। কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া, আকুল ভাবে চাহিয়া, ডলারটী পকেটে রাখিয়া, যেমন অন্য জুতাতে চরণ প্রবেশ করাইতে যাইবে অমনি অন্য ডলারটীকে দেখিতে পাইয়া, আনন্দে পুলকে অবসন্ন প্রায় হইয়া, ভূমিতে জানু পাতিয়া, বিশ্বাসপূর্ণ আকুল নয়নে, স্বর্গের পানে চাহিয়া, উচ্চস্বরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তাহাতে প্রফেসার ও ছাত্র শুনিলেন, এই ডলার দুটী কি প্রকারে তাহার অনশনে পীড়িত স্ত্রী ও কাতর ক্ষুধিত সন্তানগুলিকে রক্ষা করিবে।

ছাত্রের নয়ন করুণায় অশ্রুপূর্ণ হইল। প্রোফেসার ছাত্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “কেমন, তুমি সে প্রকারে তামাসা না করিয়া, এ কাজে কি সুখী হইলে না?”

অশ্রু জড়িত কণ্ঠে ছাত্র বলিল, “মহাশয় আপনি অদ্য আমায় যে শিক্ষা দিলেন আমি তাহা ইহজন্মে ভুলিব না। আমি এখন সে কথার অর্থ বুঝিতেছি, “নেওয়ার চেয়ে দেওয়া ভাল।”

“It is better to give than to receive.”

আমরাও যেন তাহা করিতে পারি। আশা আকাঙ্খা ছাড়িয়া যেন শুধু দান করিতে পরোপকার করিতে শিখি। ইহা কত ক্ষুদ্র গল্প, কিন্তু ইহাতে শিখিবার অনেক আছে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

MOTTOES FROM THE BRAHMO POCKET DIARY.

1st January.

Almighty God, may our lives praise Thee forever, may fervent thanksgivings always arise from our souls unto Thee.

প্রার্থনা।

১লা জানুয়ারি।

মোরা যেন দিবানিশি তোমারেই ডাকি,
তব নামসুধা সদা অধরে বিরাজে;
তব জ্যোতি পূর্ণ যেন হয় দুটি আঁখি,
তোমারে সদাই রাখি হৃদয়ের মাঝে।

তোমারে শুনাই সদা আকুল প্রার্থনা,
হরষ আনন্দ পূর্ণ বিমল অন্তরে ;
তোমারে সর্ব্বস্ব সঁপি হারায়ে আপনা
তোমাতে মগন রই যেন চিরতরে।

2nd January.

Lord admit me unto Thy Universal and Eternal Church that I may have communion with all truth, and with all Thy saints and prophets.

২রা জানুয়ারী।

তোমার অসীম এই অনন্ত মন্দিরে,
নিরজনে ধর্ম্ম শিক্ষা শিখাও আমায়।
সত্যের মধুর আলো জ্বালিয়া অন্তরে,
বিশ্বাসের ভরে যেন নেহারি তোমায়
তুমি সত্য, তুমি ধর্ম্ম, তুমি ধ্যান জ্ঞান
একমাত্র ধ্রুবতারা অকূল সংসারে।
তোমারে সর্ব্বস্ব সঁপি, সঁপি মন প্রাণ
লভিয়াছি চিদানন্দ হৃদয় মাঝারে।

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

3rd January.

Sayeth the Lord :—Tell poor and disconsolate India to take comfort in the thought that though weary and fainting, she is on my lap and that I am nursing her day and night.

৩রা জানুয়ারী।

তুমি ত ডাকিছ সবে করুণ আহ্বানে,
তবে কেন সবে শুনিছে না ?
সে আহ্বান ধ্বনি পশি পাষাণ পরাণে,
জাগালনা তোমার করুণা।
তুমি ত বসিয়া আছ দিবসে নিশীথে
তারা আলেয়ার আলো হেরি যায় ভ্রান্ত পথে
মৃগ তৃষিত কায় সদা মরে।

4th January.

Plant Thy holy temple in my house and enable me, Lord of my life, to perform my daily duties and manage all my domestic concerns according to Thy will.

৪ঠা জানুয়ারী

আমার এ গৃহ হোক মন্দির তোমার,
অনুরক্ত ভক্ত হব আমরা সকলে ;
জাগায়ে ও জ্যোতি রাশি হৃদয় মাঝার,
পূজিব তোমারে সদা ভক্তি পুষ্পদলে
মোদের হৃদয় প্রাণ হউক বিমল,
আমরা সদাই যেন তব স্পর্শ পাই ;
তোমারি মহিমা পূর্ণ হউক সকল,
জগদীশ এই ভিক্ষা আর কিছু নাই।

5th January.

My God, help me to remain a little child in Thy house for

৫ই জানুয়ারী।

জগদীশ দয়া ক'রে এই দয়া কর,
আমি যেন শিশুসম হই ;
বিশাল সহায়শূন্য সংসার ভিতর,
জানিব না কিছু তোমা বই।
নিতান্ত শিশুর মত জননীর কোলে,
তেমনি রাখিও দেব মোরে ;
তোমারে ডাকিব সদা, সুধা মা মা বোলে,
তুমি চেও সদা স্নেহ ভরে।

6th Jauvary.

Lord teach me to be truly humble so that I may be able to sit at the feet of those whom I look upon as my inferior.

৬ই জানুয়ারী।

প্রভু গো শিখাও মোরে শান্ত নম্র হতে,
আমি যেন কারো পানে চাহিনা গরবে।
ক্ষুদ্র ধূলি কণা সম মিশাব ধূলাতে,
দীন হতে দীনতর হয়ে থাকি ভবে।
দীন হলে দীননাথ পাইব তোমায়,
কাতরে করুণা কর হেন দীনবন্ধু ?
পাপী তাপী জনে কেবা যাচে এ ধরায়,
কে ঢালিছে সমভাবে করুণার সিন্ধু !

সংবাদ।

বাগদাদে প্লেগ দেখা দিয়াছে শুনা যাইতেছে।

কলিকাতায়—আহ্লাদের বিষয়—প্লেগ ক্রমেই অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে।

ইটালির ভূতপূর্ব্ব সম্রাট হাম্বার্টের (Humbert) হত্যাকারী (Bressi) ব্রেসী নামক ব্যক্তি অল্প দিন হইল আত্ম-হত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সুবিখ্যাত জন বানিয়ান (John Bunyan) লিখিত "যাত্রিকের গতির" প্রথম মুদ্রাঙ্কন (১৬৭৮ খৃঃ প্রকাশিত) সম্প্রতি ১৪৭৫ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।

Census দ্বারা জানা গিয়াছে গত '৯১ খৃঃ হইতে এখন পর্য্যন্ত লণ্ডনে ৩০৭৭১৭ জন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বর্ত্তমান শালের লোক সংখ্যা ৪৪৩৬০৩৪।

জাভাদ্বীপে কেলোয়েট (Keloet) নামক স্থানে অগ্ন্যুৎপাৎ হইয়া বহু প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং ইহার অনর্গল ধূম বৃষ্টিতে পার্শ্বস্থিত ছয়টী গ্রাম একেবারে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

স্বর্ণরেণু।

এক দুই তিন চা'র গুনিতে গুনিতে যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমনই ভিতরের বস্তু দেখিতে দেখিতে নিরাকারের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

২৪বর্ষ।] কলিকাতা, আষাঢ় ১৩০৮; ইং জুলাই ১৯০১। [৩য় সংখ্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

তাজমহল নির্ম্মাণ জন্য ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

রুসিয়াতে প্রতি বৎসর মৎস্য বিক্রয় করিয়া ১০ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জিত হয়।

ইউরোপে বেলজিয়ম (Belgium) দেশে সর্ব্বাপেক্ষা লোক সংখ্যা অধিক।

ইউনাইটেড ষ্টেট্সে (United States) ৪৭টী চীন দেশীয় মন্দির আছে।

ভল্লুক ছয় মাস, অশ্ব ২৫ দিন এবং সর্প ২১ দিন বিনা আহারে জীবিত থাকিতে পারে।

দগ্ধস্থানে অণ্ডের শ্বেত ভাগটি লেপন করা অতি আরামপ্রদ। অনেক সময় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

সূর্য্যের একটী অদৃশ্য বেগুনী রংএর কিরণ আছে। উহা দ্বারা মনুষ্যের সর্দ্দিগর্ম্মী হয়; গ্রীষ্মের উত্তাপে হয় না।

বাভেরিয়া (Bavaria) দেশে শিশুরা প্রায় জীবিত থাকে না। এক সহস্রের মধ্যে দুই শত শিশু এক বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবিতে (West-minister Abbey) তিনটী স্ত্রীলোককে কবরাবৃত করা হইয়াছে। লেডি পামারষ্টন, (Lady Pamerston) লেডি অগষ্টা ষ্টান্‌লি, (Lady Augusta Stanley) এবং মিসেস্ গ্লাড্‌ষ্টোন, (Mrs. Gladstone)।

বর্ত্তমান সময়ে দুই খানি চিত্র আছে যাহা পৃথিবী মধ্যে অধিক মূল্যবান। বিখ্যাত চিত্রকর, Meirronier চিত্র খানির মূল্য ৩২০০০ পাউণ্ড এবং Millet চিত্র খানির মূল্য ৩০০০০ পাউণ্ড স্থির করিয়াছেন।

গ্রেট ব্রিটেনে (Great Britain) ৩০৫০০০০০০টী মেষ আছে, ফ্রান্সে (France) ২১৫০০০০০ ; জারমেনিতে (Germany) ১১০০০০০০ ; রুসিয়াতে (Russia) ৪৪৫০০০০০ এবং স্পেনে (Spain) ১৩২৫০০০০।

ইট মহারাজ্ঞী মারগারেটের আদেশে সম্রাটের হত্যা স্থানে একটী সমাধি নির্ম্মাণ করা হইতেছে। উহা একটী মন্দিরের ন্যায় হইবে। সম্মুখে একটী ক্রুশ নির্ম্মাণ করা হইবে। মন্দিরের দ্বারে দুই দিকে দুইটী প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হইবে, একটী শোক পরিচারক অপরটী মৃত্যুর প্রতিমূর্ত্তি।

ইটালির সম্রাটকে যে ব্যক্তি হত্যা করিয়াছিল, সে সম্প্রতি আত্মহত্যা করিয়াছে। কারাগার রক্ষকের নিকট এরূপ শ্রবণ করা যায় যে ইদানীং বন্দীর মন বড় অস্থির হইয়াছিল। মৃত্যুর দুই তিন দিন পূর্ব্বে শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল, এবং তাহার স্ত্রী, সম্রাট্ ও গভর্ণমেণ্টকে তিন খানি পত্র লেখে। সে স্বীয় বস্ত্র দ্বারা একটী রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া আপনার গলদেশে বন্ধন করিয়া আত্ম হত্যা করিয়াছে। একটী পত্রে সে লিখিয়াছিল, "যে আমি আমার পাপের জন্য অনুতাপ করিতেছি এবং এ কষ্টে আমি জীবিত থাকিতে পারিব না।" কারাগারের প্রাচীর মধ্যে Bresci রক্ত দ্বারা লিখিয়াছিল "প্রতিশোধ"।

সাত বৎসর পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঘটনাটী ঘটিয়াছিল। এ্যাবি ব্রুনিও (Abbe Bruneau) নামক একটী পাদরীকে লেভাল (Laval) নগরে ফাঁসী দেওয়া হয়। এরূপ প্রমাণিত হয় যে এ্যাবি ফ্রাইকট (Abbe Fricot) দেশস্থ পাদরীকে তিনি হত্যা করেন। যে সময়ে পাদরীকে ফাঁসী দেওয়া হয় সেই সময়ে তিনি দুইবার বলিয়াছিলেন, "আমি নির্দ্দোষী, আমি নির্দ্দোষী।" মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এক খানি পত্র এক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিবার জন্য রাখিয়া যান। উহা উক্ত কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহ পাঠ করে নাই। অনেক দিবস পরে এক জন স্ত্রীলোক এরূপ বলিয়াছে যে সে এ্যাবি ফ্রাইকটের (Abbe Fricot) নিকটে নিজ পাপ স্বীকার করিয়াছিল। পাদরীদের এরূপ ধর্ম্ম যে, কেহ তাঁহাদের নিকটে পাপ স্বীকার করিলে তাহা অন্য কাহাকেও বলিবেন না। এ্যাবি ব্রুনিও (Abbe Bruneau) তাঁহার নির্দ্দোষ জীবন দান

করিলেন তথাপি মুখ বন্ধ করিয়া রাখি-লেন। তিনিই যথার্থ বীর।

মুক্তবেশে চিদাকাশে বেড়াবি যোগের ভরে।

মন এত চঞ্চল অস্থির হও কেন? সর্ব্বদাই চিত্ত অস্থির। যত কাজ কর্ম্ম করিনা কেন, মন কিছুতেই স্থির নহে। আত্মা, তোমার কি আর এ দেহ পাশে বদ্ধ থাকিতে বাসনা নাই? সদাই প্রাণ উড়, উড়, যেন কোথায় ছুটে যেতে চাহে। আর বাধা বিঘ্ন মানে না, আর দেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিতে চাহে না। অস্থির চিত্ত আমার কবে স্থির হবে? কবে হৃদয়ের গভীর শোকের আগুন নির্ব্বাপিত হইবে। কেন আর মায়া পাশে মনটাকে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করি। এতদিন দেখিলাম এ সকল পার্থিব কার্য্যে শান্তি সুখ নাই। আত্মা, তুমি আসল কাজ কর। শেষ সময়ে যেন বলিতে না হয় ব্যর্থ জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিলাম, কি করিতে গিয়া কি করিয়া আসিলাম। জীবনের কাজ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া লই। সময় আসিতেছে আর অপেক্ষা করিতে পারি-না। যাহা করিবার বাকি আছে করিয়া লইতে হইবে।

ভবের লীলা খেলা দেখা সাঙ্গ হল এখন নূতন রাজ্যের নব লীলা দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল।

যাহাদের সঙ্গে বহুদিনের বিচ্ছেদ, সেই সকল অমরআত্মার সঙ্গে মিলিত হইবার আশায় এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছি। যেমন নূতন দেশে যাইবার জন্য আগ্রহ উৎসাহ হয়, ব্যস্ততা হয় তেম-নই সে রাজ্য ও একটী নূতন রাজ্য, একবার গেলে আর আসিতে ইচ্ছা হবে না। সে সুখের আস্বাদন একবার পাইলে পৃথিবীর কোলাহলপূর্ণ অশান্তির স্থানে আর ফিরিয়া আসিতে বাসনা হবে না। মুক্ত আত্মা আর পিঞ্জরে বদ্ধ হইতে চাহিবে না। যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীকে পিঞ্জর মুক্ত করিলে তাহার আনন্দ হয়, তেমনই এ দেহ পিঞ্জর হইতে আত্মা মুক্ত হইলে আর কি ফিরিয়া আসিতে চাহে? কবে এ আত্মা নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে চিদাকাশে মুক্ত বেশে উড়িয়া যাইবে। দূর হইতে দূরান্তরে লোক হইতে লোকান্তরে অনন্তে মিশিয়া যাইবে। সাঃ—

"মতি-গজ।"

(হস্তির গল্প।)

এক সময়ে ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। একজন সাহেব কাফি চাষ করিবার মানসে জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের গুঁড়ি সরাইবার জন্য অনেক হস্তি ভাড়া করিয়া কার্য্যে আরম্ভ হইল। যে হাতী

গুলির বড় দাঁত আছে তাহারা দাঁতের উপর তুলিয়া কাষ্ঠখণ্ড সরাইয়া ফেলে এবং যাহাদের নাই, তাহাদের রজ্জুর সাহায্য দরকার হয়। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হস্তীটীর নাম "মতি-গজ" কিন্তু তাহার মাহুতটী অতি জঘন্য লোক ছিল। এমন মূল্যবান হস্তী রাজার উপযুক্ত, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন সে দেশে থাকায় মাহুত নির্ব্বিঘ্নে আপনার হাতীকে খাটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। এইরূপে যখন হাতে দুই চা'র পয়সা জমিত তখনই সে নেশা করিয়া মাতাল হইত এবং বেচারা হাতীকে অঙ্কুশ দ্বারা অত্যন্ত নির্ম্মমের ন্যায় প্রহার করিত। মতি-গজ জানিত তাহার প্রভু বেতন প্রাপ্ত হইলেই পুনরায় তাহাকে আদর ও যত্ন করিবে এবং তাহাকে কিঞ্চিৎ সুরাপানার্থ দিবে। সেই জন্য অত মার খাইলেও সে কিছু বলিত না, সহ্য করিত।

মতি-গজ সুরা পান করিতে অত্যন্ত ভালবাসিত; আর কিছু না পাইলে— সামান্য তাড়ি পান করিয়াই সন্তুষ্ট হইত। রাস্তার মধ্যঃস্থলে মতি-গজের সম্মুখের দুই পদের মাঝ খানে, দিশা মাহুত প্রতি দিন নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকিত। গাড়া, ঘোড়া, কিম্বা মনুষ্য কেহই মাহুতের কোন অনিষ্ট করিতে সাহস করিত না। দিশা, মতি-গজের স্কন্ধে উঠিয়া, প্রতি দিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাকে শুঁড়ি উঠাইতে হুকুম দিত; মতি-গজ মাহুতের আজ্ঞা পাইবামাত্র আপনার সুদীর্ঘ দুই দণ্ড দ্বারা কাষ্ঠ সমূহ সরাইতে আরম্ভ করিত। সারা দিন এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সন্ধ্যাকালে মতি তিন শত পাউণ্ড ওজনের বৃক্ষের পাতা ইত্যাদি খাদ্য এক কোয়ার্ট রম কিম্বা তাড়ীর সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইত। দিশাও সে সময় আহার করিয়া মতির পায়ের তলায় শুইয়া মনের আনন্দে গান করিত। প্রতি সপ্তাহে দিশা মতিকে লইয়া নদীতে স্নান করিতে যাইত। ফিরিয়া আসিবার সময় মতি, বড় বড় ডাল ভাঙ্গিয়া শুঁড়ে করিয়া টানিয়া আনিত।

এইরূপে দিশা কিছুদিন শান্ত ভাবে কাটাইল। তাহার সুরা পানের ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হইতে আরম্ভ হইল। সামান্য একটুতে তাহার মন উঠিত না। এক দিন সে সাহেবের নিকট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার মা মরিয়া গিয়াছেন আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন।"

"সাহেব শুনিয়া বলিলেন, তোমার মার কত বার মৃত্যু হইতে পারে? ইহার পূর্ব্বে তুমি দুইবার আমাকে আসিয়া বলিয়াছ, তোমার মা মারা গিয়াছেন। যাও যাও, মিথ্যা কথা বলিও না। আপনার কাজ কর।

দিশা বলিল,—সে বারে ত আমার মাসী মারা যান, মা আর মাসী দুই এক, সেই জন্য মা মারা গিয়াছেন,

বলিয়াছিলাম।" তাহার ১৮টী ছোট ছেলে, আমায় মানুষ করিতে হইবে; এই বলিয়া মেঝেতে মাথা ঠুঁকিতে আরম্ভ করিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাকে খবর দিল।"

দিশা উত্তর করিল, "ডাকে খবর আসিয়াছে।"

সাহেব বলিলেন,—"এ পর্য্যন্ত ত এখানে ডাক ঘর খোলেই নাই; যাও যাও, আপনার কাজ দেখ গিয়া, আর মিথ্যা বকিও না।"

দিশা আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "আমাদের দেশে মহামারী উপস্থিত, আমার স্ত্রী, ছেলে সকলে মৃতপ্রায় হইয়াছে।"

সাহেব বলিলেন—চিহুনকে ডাক, দিশার বাড়ীর কাছে তাহার বাড়ী। চিহুন আসিবা মাত্র সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—এ ব্যক্তির কি স্ত্রী আছে?

চিহুন বলিল, "না, আমাদের গ্রামের কোন্ মেয়ে ইহাকে বিবাহ করিতে যাইবে? বরং উহার হাতীকে বিবাহ করিবে তবু উহার দিকে তাকাইবে না।"

সাহেব তখন বলিলেন,—"দেখ যদি ভাল চাও, এই বেলা ফিরিয়া যাও এবং কাজ কর; নতুবা মুস্কিলে পড়িবে।"

তখন দিশা সরল ভাবে সত্য কথা বলিল, "আমি দুই মাস যাবৎ মদ খাইতে পাই নাই; আমি মনে করিতেছি, দিন কতক ছুটী লইয়া একবার খুব প্রাণ ভরিয়া মদ খাইয়া লইব, সেজন্য আপনার কাছে আসিলাম, আপনি আজ্ঞা দিন।"

তখন সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন দিশা, তুমি এখন সত্য কথা কহিয়াছ; তোমাকে আমি এই মুহূর্ত্তে ছুটী দিতে সম্মত আছি; কেবল মতি-গজের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিয়া দাও। সে তোমার আজ্ঞা ভিন্ন আর কাহারও কথা শুনে না।

তখন দিশা বলিতে লাগিল, "হুজুর চল্লিশ হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকুন। আমি কেবল দশ দিনের জন্য যাইতেছি। আপনি মতি-গজকে এখানে আনিতে হুকুম করুন।"

মতি-গজ উপস্থিত হইল—দিশা অতি আদরে সম্ভাষণ করিয়া হস্তীকে বলিল—তুমি আমার কলিজার টুক্‌রা, তুমিই সুরাপায়ীদিগের রক্ষক—তুমি মহৎ ক্ষমতাশালী—আমি দশ দিনের জন্য যাইতেছি, ভাল করিয়া কার্য্য করিও; চিহুন দশ দিনের জন্য তোমার মাহুত হইবে, সে তোমাকে যখন যাহা আজ্ঞা করিবে তাহাই করিও। এখন শুঁড় দিয়া চিহুনকে তুলিয়া উপরে বসাও। সে তৎক্ষণাৎ শুঁড়ে করিয়া চিহুনকে তুলিয়া আপনার পৃষ্ঠে বসাইয়া দিল। দিশা চিহুনের হাতে অঙ্কুশ দিল। যখন রাস্তা খোঁড়ে তখন যে প্রকারে খোন্তার উপরে আঘাত করে চিহুন ঠিক সেইরূপে অঙ্কুশ দ্বারা মতি-গজের মস্তকে বিন্দিতে লাগিল। মতি ভয়ানক জোরে ডাকিয়া উঠিল। দিশা তখন মতিকে চিহুনের

নিকট বিদায় লইতে আজ্ঞা করিল। মতি শুঁড়ে করিয়া দিশাকে জড়াইয়া দুইবার উপরে তুলিয়া নামাইয়া দিল। কাহারও নিকট বিদায় লইতে হইলে মতি ঐরূপ করিত।

দিশা তখন সাহেবকে বলিল, "আমি মতিকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছি, সে দশ দিন চিহুনের সহিত থাকিয়া কার্য্য করিবে।" এই বলিয়া দিয়া জঙ্গলের মধ্যে অন্তর্ধান হইল। মতি-গজ জঙ্গলের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সরাইতে গেল।

চিহুন মতি-গজের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিল, কিন্তু মতির মন বড় অসুখী; কিছুতেই প্রফুল্ল হইত না, পুরাতন মাহুতের জন্য ভাবিত। চিহুন বিবিধ প্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য দিয়া মতিকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত; তাহার ছোট ছেলে ও স্ত্রী হাতীকে অনেক যত্ন করিত; কিন্তু মতি-গজ দিশার ন্যায় অবিবাহিত ছিল, তাহারা পারিবারিক সুখ কি তাহা জানিত না। মতি কেবল দিশার জন্য—সুরাপানের জন্য—অপেক্ষা করিয়া থাকিত। মতি আপনার কার্য্য প্রতি দিন বেশ ভাল করিয়া সম্পন্ন করিত; ইহা দেখিয়া সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতেন। দিশা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া আপনার এক স্বজাতির বিবাহের দলে মিশিল ও খুব নাচ গাওনা করিয়া মদ খাইয়া পড়িয়া রহিল।

এগার দিন গত হইল তবুও দিশার দেখা নাই। মতি-গজ দিশাকে এগার দিনের দিন দেখিতে না পাইয়া চারি দিকে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

চিহুন মতিকে ডাকিতে লাগিল—মতির কোন মতেই ধরা দিবার মন নাই; ক্রোধে কান খাড়া করিয়া রাম্প! শব্দ করিতে লাগিল। অবশেষে চিহুন অনন্যোপায় হইয়া রজ্জু দিয়া কোন প্রকারে মতিকে ধরিয়া গলা বাঁধিয়া আনিল।

চিহুন সাহেবকে গিয়া সমস্ত জানাইল, তিনি ক্রোধে চাবুক লইয়া বাহিরে আসিলেন। কিন্তু মতি তাঁহার হাতে চাবুক দেখিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল, তিনি ভয়ে বারাণ্ডায় পলাইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন কাল সর্প এবং আর একটী হস্তী দ্বারা মতিকে যথেষ্ট শাস্তি দিবেন, কিন্তু তাহারা মতি-গজকে দেখিয়া ভয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

তখন সাহেব নিরস্ত হইলেন। মতি-গজ সমস্ত দিন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আপনার আবাসে ফিরিয়া আসিল তখন আহারের সময়। চিহুন মতিকে বলিল তুমি যদি কাজ না কর তবে তুমি আহার পাইবে না। যাও জঙ্গলে ফিরিয়া যাও।

মতি-গজ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। চিহুনের কুটীরে তাহার একমাত্র শিশু হামা দিয়া বেড়াইতেছিল, মতি তাহাকে শুঁড়ের উপর জড়াইয়া

চিহ্নের মাথার ১২ ফিট উপরে তুলিয়া রাখিল। তখন চিহ্ন ভয়ে বলিতে লাগিল, "দোহাই মতি-গজ—আমার ছেলেকে মারিয়া ফেলিও না; উহাকে নামাইয়া দাও, আমি ময়দার পিষ্টক ১২ খানা তৈয়ার করিয়া রসে ভিজাইয়া তোমাকে এখনই খাইতে দিব; আর দুই শত পাউণ্ড পরিমাণ কচি কচি ইক্ষু তোমাকে আনিয়া দিব; দোহাই তোমার চরণে, আমার ছেলেকে নামাইয়া দাও।"

মতি-গজ জানিত চিহ্ন তাহার এক মাত্র শিশুকে অত্যন্ত ভালবাসে, সেজন্য উহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য এবং নিজে তামাসা দেখিবার জন্য আরও উপরে তুলিয়া ধরিল।

এত খাবার দিবে, শুনিয়া মতি তখন সন্তুষ্ট হইয়া ছেলে নামাইয়া দিল। তখন চিহ্ন মতিকে যাহা যাহা দিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সমস্ত আনাইয়া মতির সম্মুখে রাখিল। মতি অতি আনন্দে সমস্ত ভোজন করিল।

মতি তাহার পর দিশার অন্বেষণে জঙ্গলে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমস্ত দিন গেল তবুও দিশার দেখা পাইল না।

হস্তীর বজ্রনাদে অরণ্যের সকল জন্তু এবং বেদিয়ারা ত্রস্ত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে দিশা ফিরিয়া আসিল। সাহেবের সম্মুখে মতি-গজকে আনিতে হুকুম হইল। দিশা ভীষণ শব্দে ডাকিল, তৎক্ষণাৎ মতি ছুটিয়া দিশার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিবা মাত্র মতি-গজ দিশাকে শুঁড়ের কাছে টানিয়া আনিয়া কত প্রকারে দিশাকে আদর করিতে লাগিল এবং উভয়েই আনন্দে উল্লসিত হইল।

দিশা তখন মতির পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

সাহেব এই সকল দেখিয়া রাগ করা দূরে থাকুক, বিস্ময়াভিভূত হইয়া রহিলেন। ধন্য পরমেশ্বর ধন্য! বন্য জন্তুকেও তিনি এত বুদ্ধি দিয়াছেন।

শ্রীস্নেহলতা দত্ত।

ভিখারিণী।

১

ভিখারিণী বেশে, জগতের দ্বারে
ফিরি গো কিসের তরে?
অন্তর আশীষ, স্নেহ, প্রীতি-ভিক্ষা
দাও সবে ক্ষীণ করে।

ব্যথিতের তরে, যদি দীর্ঘশ্বাস,
বহে তোমাদের প্রাণে,
যদি ভাসে জলে, তোমাদের আঁখি
হেরিয়া ভিখারী জনে।

৩

তা হ'লে আমার ভিখারী জীবন
হইবে কৃতার্থ চির—
জনমের মত ভুলিব বিষাদ
হইব প্রশান্ত ধীর।

সন্ধ্যা সমীরণ মধুর ব্যজনে
জুড়ায় তাপিত প্রাণ
শ্রান্ত হৃদয়ের দূর করে শান্তি,
বিহগের মিষ্ট গান।

সাঁঝের তারকা, মোর হৃদি পাণে
কেন মিটি মিটি চায় ?
অন্তরের কথা— মরমের ব্যথা
বুঝি বা জানিতে পায় !

সারাটী রজনী জাগিয়া নীরবে
সাধিছ আপন কাজ,
সরল প্রকৃতি, তাই আপনারে
প্রকাশিবে এত লাজ।

যথা অশ্রু, হাসি, খেলে শূন্য হৃদে,
সেইরূপে, মেঘমালা,
চাহে খেলিবারে, উর্ম্মিমালা সনে
কতই নূতন খেলা ;

কখন বা চায় আপন আঁধারে
ঢাকিতে তরল কায়া,
কভু সাধ হয়, স্বচ্ছ দরশনে
হেরিবারে নিজ ছায়া।

পূর্ণিমার শশী যথা কালে আসি
নভোমাঝে বসি সুখে,
সুমধুর আলো ঢালে ধরা পরে
ঢালে ভাগীরথী বুকে

১০

তেমনি সকল মানব হৃদয়ে
ঢালে কি বিমল সুখ,
হেরিয়া মাধুরী, নৃপতি, ভিখারী
সবাকার দরে বুক।

১১

যদি দাও বিধি পুনর্জন্ম সবে,
মরণের অন্তরালে,
কুসুম আকারে রচিও আমারে
কোমল-লতিকা-কোলে

১২

যেন গো আমার লতিকা-জননী
জড়ায়ে বৃক্ষের ডালে,
রহে নিরাপদে, আশ্রিত তাঁহারি,
প্রবল প্রণয় কালে॥

শ্রীস্নেহলতা দত্ত।

গ্রীষ্ম।

কি প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজ, ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের উত্তাপে প্রাণ অস্থির। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক; চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ। বার বার তৃষিত নয়নে আকাশ পানে তাকাইয়া

দেখি মেঘের উপর, জল আসিতেছে কি না, কৈ জল? ভগবানের সৃষ্টি বুঝি এই বারে রসাতলে যায়। ইংরাজ জাতি যে এত জ্ঞান কৌশলে নানা বিজ্ঞান বাহির করিতেছেন, এ উত্তপ্ত ধরাতলকে কেহ তো স্নিগ্ধ শীতল বারি দিয়া সুশীতল করিতে পারেন না।

কত শত লোক গ্রীষ্মের উত্তাপে তাপিত হইয়া "হা জল" "হা জল" করিতেছে। শূন্য আকাশে বিন্দু মাত্র মেঘ কেহ তো আনয়ন করিতে পারে না। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় কি কখন প্রখর সূর্য্য কিরণ ম্লান হয়? যখন বিশ্বরাজের ইচ্ছা হইবে তখনই প্রখর সূর্য্যতেজকে মেঘরাশি আসিয়া আচ্ছাদন করিবে, গভীর ঘন মেঘ হইতে মুসলধারে জলরাশি নিপতিত হইয়া উত্তপ্ত ধরাতলকে সুশীতল করিবে।

ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখি, দেখি তাঁর সৃষ্টি তিনি কি কৌশলে রক্ষা করেন। কি উপায়ে উত্তপ্ত প্রকৃতি দেবীকে স্নিগ্ধ করেন ও শীতল করেন।

সতী সাবিত্রী।

হিন্দু রমণীগণ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে জানিয়া নানারূপ ব্রত গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে একটী প্রধান ব্রত "সাবিত্রী ব্রত" এই মহৎ উচ্চ ব্রতটি গ্রহণের কারণ পরজন্মে আর বৈধব্য যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে না হয়। যদিও ইহা হিন্দু রমণীর পক্ষে সম্পূর্ণ ভ্রম, যে পুনরায় জন্ম লইতে হইবে। কারণ পর-জন্ম আর নাই।

বিধাতার কি আর কাজ নাই যে এক একটী মানুষকে হাজার বার পৃথিবীতে আনিতেছেন আবার পুনঃ পুনঃ জন্ম দিতেছেন?

বর্ত্তমান যুগে সভ্য সমাজে এ বিশ্বাসটী পরিত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তবে ব্রতগুলি যে উচ্চ ইহা জানিতে হইবে। সাবিত্রীর ন্যায় সতী আর এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। এমন পবিত্র পতিব্রতা নারী জীবনের দৃষ্টান্ত, সকলেরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। সাবিত্রী দেবী যখন জানিলেন তাঁহার প্রিয়তম স্বামী এক বৎসর কাল মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইবেন, ইহা জানিয়াও ঐ পতিকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। যখন যম আসিয়া তাঁহার স্বামীকে লইয়া যাইতে চাহিল তখন তাঁর সতীত্বের তেজে পরাস্ত হইয়া সত্যবানকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, সতীকে যম পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারেন না।

এই সকল সতী রমণী আমাদের দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। আজও তাঁহাদের সতীত্বের তেজে এ ভারত-ভূমি সমুজ্জ্বলিত রহিয়াছে। এই জন্য হিন্দু রমণীগণ জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশীতে সাবিত্রী ব্রত গ্রহণ করেন। ধন্য ভারত, ধন্য রমণী কুলের গৌরব সতী রমণীগণ!

তোমাদিগকে জীবনের ভূষণ করিয়া রাখি।

সমুদ্র-দর্শনে।

হে মাত জলধি! তব উপকূলে
আসিয়াছি আজ ব্যগ্র কুতূহলে,
প্রসারিত তব স্নিগ্ধ নীল জলে
ঘুচাইতে অবসাদ।

কল্পনা নয়নে শতবার মোরে
দেখা দিতে মা গো কত রূপ ধ'রে,
তোমার মহিমা ভাসিয়া অন্তরে
জাগাত অনেক সাধ।

সংসারের তপ্ত ধূলি মাঝে থেকে
দুই আঁখি মোর গেছে বুঝি ঢেকে,
পথহারা হৃদি খুঁজে ফিরে কা'কে,
কাঁদিত শান্তি তরে।

এসেছিল যারা খেলা সাঙ্গ করে
ছিঁড়ে স্নেহ ডোর ফিরে গেছে ঘরে,
শত ডাকে তবু সাড়া দিবে নারে
এ বিশাল বিশ্ব পরে।

তুমি চিরদিন হাসিয়া ফুলিয়া
উদ্দাম নবীন চলেছ বহিয়া,
নাহি শ্রান্ত হ'লে গাহিয়া গাহিয়া
অনাদি কল্লোল রব।

যবে তরুশাখে গাহিত না পাখী,
ফুটিত না ফুল পরিমল মাখি,
তুমি যেতে ব'হে গাহিয়া একাকী
ও রহস্য গীত তব!

অনন্ত আকাশ শূন্যেতে ভাসিত,
তুমি বক্ষে লীন আছিলে শায়িত,
চরাচর ব্যাপি শুধু শিহরিত
সুবিশাল নীরবতা!

আজি কে জাগিয়া শুভ্র বাহু তুলে
জননী গো কা'রে ডাকিছ আকুলে,
কি ব্যথা বাজিছে ঐ বক্ষ তলে
কি আবেগময়ী কথা!

ফেনিল উচ্ছ্বাসে তরঙ্গ তুলিয়া
সহসা কি চাহি আসিছ ছুটিয়া,
মিটিল না সাধ যাইছ ফিরিয়া
গুঞ্জরি হতাশ ভরে।

ভাবেতে বিভোর আসিছ যাইছ,
তরঙ্গ আঘাতে দিক মুখরিছ,
ধ্বনি প্রতিধ্বনি কেবলি তুলিছ,
কার আশা হৃদে ধরে?

মা গো তব প্রতি চাহিয়া চাহিয়া
এই ভাবে মোর উথলিছে হিয়া—
জগত জননী মূরতি আসিয়া
পূরিছে হৃদয় প্রাণ।

কতই সে প্রেম, কত আকুলতা,
নীরব গভীর কত ব্যাকুলতা,
যাহারি একটি স্নেহের বারতা
তুমি করিতেছ দান!

শতবার ক'রে ক্ষমেছে আমারে,
শতবার ক'রে আমারি দুয়ারে,
সস্নেহে আসিয়া ফিরেছে কাতরে,
আমি অভাগ্য অতি!

হায় মোর প্রাণে সঙ্কীর্ণ বাসনা
করেছে সতত স্বার্থ আরাধনা,
ছোট খাট ছিল অনেক যাতনা,
না ছিল সহানুভূতি।

এবে মা গো তোর সুবিশাল নীরে
উছলিত তোর প্রেম পারাবারে,
বিসর্জ্জিনু আজি এক একটি ক'রে
যত মোর সুখ দুখ;

আমার কিছুই রাখিব না আর,
ভূমাতে আনন্দ জানিয়াছি সার,
জাগিবে তোমার উন্মুক্ত উদার
হৃদয়ে আমার সুখ!

প্রতিদান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সতীশ এখন বিংশতি বৎসরের যুবক। কিন্তু যৌবনের অগ্নিময় তেজ, উদ্যম এবং নব নব আশায় চাঞ্চল্যময় ছায়া সেই দোলাই ঘেরা ছোট মুখ খানির করুণ কোমল লাবণ্য বিলোপ করিতে পারে নাই। বিশেষ সতীশ আজ রোগ শয্যায় শায়িত; পীড়িতের মুখে স্বভাবতঃই এমন একটা করুণ ভাবের ছায়া আসিয়া পড়ে যাহাতে লোকের সহানুভূতি স্বতঃই সে আকর্ষণ করে। তাই বোধ হয় সতীশের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভুবন বাবু এবং নলিনীর মনে তাহার সহিত প্রথম পরিচয়ের দিন এত স্পষ্ট হইয়া উদয় হইতেছিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল সতীশের পিতা আসিয়াছেন। নলিনী গৃহান্তরে চলিয়া গেল, ভুবন বাবুও কিয়ৎক্ষণ বসিয়া উঠিয়া গেলেন। সতীশের পিতা তাহার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন। বিবাহ! সতীশের বিবাহ! সতীশ চম্‌কিয়া উঠিল, কিন্তু নীরবে নিমীলিত-নয়নে পিতার সকল কথা শুনিয়া যাইতে লাগিল। পাত্রীর পিতা এক জন অতি সমৃদ্ধিশালী সম্ভ্রান্ত লোক; সতীশের বিদ্যাশিক্ষার সমুদায় ব্যয় ভার বহন করিবেন, এবং তাহার ইচ্ছা থাকিলে তাহাকে বিলাতে পাঠাইতেও প্রস্তুত; পাত্রীও খুব রূপবতী ইত্যাদি সকল কথা শুনিয়া সতীশ ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, আমি এখন বিবাহ করিতে পারিব না।" পিতা ভাবিলেন প্রথমে সকলেই ওরূপ বলিয়া থাকে, কিন্তু যখন দেখিলেন তর্ক বিতর্কে কিছুই ফল হয় না, পুত্র স্থির-প্রতিজ্ঞ, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন, যাহাতে সে বিবাহে সতীশের অনিচ্ছা আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু পিতার এত আগ্রহের কারণও সে বুঝিতে পারিল। তাহার দুইটা পাশের মূল্যস্বরূপ তাহার পিতাকে যে তাহার ভাবী শ্বশুর কয় সহস্র মুদ্রা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন! সুখে বসিয়া অপরের মস্তকে কণ্টকী ফল ভাঙ্গিয়া আহারের পরিতৃপ্তি লাভ করা বেশ নিরাপদ এবং নিষ্কণ্টক; কিন্তু দারিদ্রের তীব্র জ্বালার উপরে উত্তমর্ণদিগের উৎ-

পীড়ন যে কিরূপ সুখকর তাহা কি সে জানে? সে যে এত বড় উপযুক্ত পুত্র হইয়াছে, কখনও কি পিতা তাহার নিকট কিছু প্রত্যাশা করিয়াছেন? আজ কেবল এই টুকু মাত্র তাঁহার ইচ্ছা, তাহাতে তাহারই শত গুণ মঙ্গল এবং উন্নতির সম্ভাবনা, অথচ তাহার বিবাহে যৌতুক স্বরূপ লব্ধ সেই টাকাতে পিতাকেও ঋণদায় হইতে মুক্ত করা হইবে। এই টুকু উপকার কি পুত্রের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না? যাহাকে আহার পরিধেয় দিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, আজ সেই পুত্র কিনা পিতার এই ইচ্ছা টুকু পূর্ণ করিতেও অসম্মত, এমনিই কলিকাল! ইত্যাদি পিতার সকল বক্তব্য শুনিয়া সতীশ বলিল, যে এইবার স্বাস্থ্য লাভের পর সে কোন একটা কাজের চেষ্টা দেখিবে, এবং তাঁহার ঋণ পরিশোধের জন্য সচেষ্ট থাকিবে; কিন্তু এই বিবাহের জন্য যেন তিনি তাহাকে অনুরোধ না করেন। ইহার পরে পিতা পুত্রে আরও অনেক কথা হইল, পরিশেষে পিতা একান্ত নিরাশ এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া গেলেন, "তবে থাকো বাপু, যা' ভাল বুঝ কর, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত।"

সতীশ সুস্থ হইয়া কত দিন ভাবিয়াছে ভুবন বাবুকে তাহার এই বিবাহ সম্বন্ধের কথা বলিবে, কিন্তু এক দিনও বলিতে পারিল না। যদি তিনি তাহার বিবাহে অনিচ্ছার কারণ বুঝিতে পারেন! যদিও বিবাহে পণ লওয়া সম্বন্ধে ভুবন বাবুরও তাহারই ন্যায় অমত সে জানিত। কিন্তু যদি এ প্রস্তাবের কথা ছাড়িয়া বিবাহ বিষয়ে তাহার মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সে কি বলিবে। তিনি যদি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে কি ভাবিবেন। কোথায় সতীশ আর কোথায় নলিনী! তাহাদের মধ্যে যে কতখানি দূরত্ব কতটা ব্যবধান তাহা সতীশ বেশ বুঝিত। কিন্তু সে তো কখনও কোন দুরাশাকে মনে স্থান দেয় না; স্বপ্নেও কখন ভাবে না যে নলিনী তাহার হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া হৃদয়ের পবিত্র ভালবাসা দিয়া কি তাহার চরিত্রের, তাহার সৌন্দর্য্যের সম্মান করাতে কোন পাপ আছে? সুদূর নীলিমার বক্ষে ঐ তারাগুলি আমাদের এই ধূলিময় ধরণী হইতে কত কোটী ক্রোশ দূরে আমাদের কলঙ্কিত স্পর্শ থেকে কত উচ্চ কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের সৌন্দর্য্যের পূজা করিতে পাইব না? নিকটে পাইব না বলিয়া কি তাহাদের স্নিগ্ধ মধুর দীপ্তি দেখিবার আকাঙ্খা পরিত্যাগ করিতে পারি? সতীশ সংসারের মত ভালবাসিত না; তাহার ভালবাসা পৃথিবীর প্রেমের মত স্বার্থ জড়িত ছিল না। আপনার সুখ কি আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি তাহার চিন্তার মধ্যে স্থান পাইত না। প্রেমাস্পদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াও যদি তাহাকে সুখী করিতে হয়, তাহাতে প্রাণের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া

গেলেও, সে যন্ত্রণা ভুলিয়া সেই বিচ্ছেদে আনন্দিত হওয়াই যথার্থ প্রেমিকের স্বভাব। প্রকৃত ভালবাসায় মানুষ আপনাকে ভুলিয়া যায়। সতীশ আপনাকে ভুলিতে শিখিয়াছিল। নলিনী সৎ পাত্রে বিবাহিত হউক, পতি পুত্র লইয়া সংসারে সর্ব্ব প্রকারে সুখী হউক সতীশের ইহা প্রাণের ইচ্ছা ছিল। শুধু সে নিজের বিবাহের কথা ভাবিতে পারিত না। সে কথা তাহার কখনও মনে হয় নাই। এখন তাহার পিতার কথায় তাহার মন বড় অস্থির হইল। তাহার মনে হইল যেন সে নিজে বিবাহ করিলেই শুধু নলিনী তাহার পর হইবে। তাহাদের ভালবাসিবার, সেবা করিবার, উপকার করিবারও যেন তাহার কোন অধিকার থাকিবে না। সে তো আর কিছুরই আশা করে না, শুধু নলিনীর স্মৃতি টুকুকে অপরের স্পর্শ হইতে অকলঙ্কিত রাখিয়া হৃদয়ের মধ্যে পূজা করিতে চায়। কিন্তু ভগবানের বুঝি সেরূপ ইচ্ছা হইল না, তাই বোধ হয় সতীশের সে আকাঙ্খাও পূর্ণ হইল না।

(ক্রমশঃ।)

আবাহন।

এস এস তুমি আমার দুয়ারে
আমি তব নহি পর,
যেই বিশ্বে তুমি লভেছ জনম
সেই বিশ্বে মোর ঘর।

দারুণ বর্ষায় বসি তরুতলে
সহিবে সলিল ধারা,
রুধিয়া জানালা আমি ব'সে র'ব
হইয়া আপনা হারা?

ইহা কভু নহে মানব ধরম
নহে ত Dutiful,
আপনার মাঝে আপনারে বাঁধা,
শুধুই মোহের ভুল।

হ'য়ে থাক যদি সুখ-শান্তি হারা
এস গো আমার ঘরে,
হৃদয়ের রক্ত সঁপিব গো আমি
তোমার সুখের তরে।

তোমার জগত যদি হ'য়ে থাকে
ওগো উধাও শ্মশান!
এস মোর বাড়ী মোর সব দিয়া
ফুটাব তোমার গান।

মোর সব দিয়া তোমারে হাসাব
এবার ক'রেছি সার।
আপনার মাঝে আপনারে আমি
নারি গো বাঁধিতে আর।

যদিও অসীম মানব জীবন
ক্ষুদ্র পরিসর তার,
অসীমের সনে তবু জড়াজড়ি
কি অপূর্ব্ব একাকার!

ক্ষুদ্র হ'য়ে কেন আপনারে ল'য়ে,
রহিব ধরার মাঝে,—
অসীমের ছবি হৃদয়ে ফুটাব
খাটি তোমাদের কাজে।

এ সাধনা মোরে সাধিবারে দাও
ওগো তোমরা সবাই !
তোমাদের তরে যেন বিশ্ব মাঝে
আমি আপনা হারাই।

যে আছ যেখানে দুখী তাপী জন,
এস গো আমার ঘর!
তোমরা আমার আমি তোমাদের
ভেবনা একটু পর।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (সরস্বতী
প্রেমগাথা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেত্রী।

প্রবাল বলয়।

(চিকিৎসকের গল্প)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি, গ্রামের জন্য রওনা হইয়া যথা সময় সেখানে পৌছিলাম। দেখিলাম ষ্টেসনে মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিলাম নূতন কিছু ঘটিয়াছে। আমার সহিত সেক্ হ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন, "আপনি এসেছেন এ জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি, এখন শীঘ্র গাড়ীতে চলুন।"

"কেন কি হইয়াছে?"

"পরে বলিব, কিন্তু এখানে না; এই যে গাড়ী।" বলিয়া আমাকে ঠেলিয়া নিজে উঠিলেন এবং কোচমানকে বলিলেন, "বাড়ী যাও।" জুড়ী গাড়ী দ্রুতবেগে চলিল।

আমি আবার বলিলাম "কি হইয়াছে?"

তিনি টুপি খুলিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে শুনুন। ঐ লক্ষ্মীছাড়াটা আবার আসিয়াছে এবং মেরীকে লইয়া পলাইয়া যাইবে স্থির করিয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিয়াছিল, কাল মেরী প্রাতঃকালে বাড়ীর নিকট অতি গোপনে তাহার কাছে বনে যাইবে। আমার সরলা নম্র সুশীলা বালিকা অবশেষে তাহার ইচ্ছাধীন হইয়া এই পাপ কর্ম্মে স্বীকার হইল। অতি গোপনে বনে গিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা কিছুই জানিতাম না, ঘটনাক্রমে আমি সেই স্থানে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম মেরী একটা বড় বৃক্ষ ঠেস্ দিয়া স্থিরভাবে স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—যেন মোহ অবস্থায় আছে। আমি তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া নাম ধরিয়া ডাকিলাম। অমনি তাহার চমক ভাঙ্গিল; ফিরিয়া আমার দিকে চাহিয়া তাঁহার ঐ স্থানে আসিবার উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে বলিল। আমি অনেক বুঝাইলাম আদর করিয়া স্নেহবাক্য দ্বারা মন ফিরাইতে চেষ্টা করিলাম—কিন্তু যেন প্রস্তর-মূর্ত্তির সহিত কথা কহিলাম। সে অটলভাবে বারে বারে বলিতে লাগিল। "আমি তাহার কাছে যাচ্ছি, সে আমাকে ডেকেছে।" আমি দেখিলাম তাহার ন্যায়-অন্যায় লজ্জা-সরম কিছু জ্ঞান নাই, তাহার হৃদয়ের সকল ভাব ঐ দুরাচারের অপূর্ব্ব প্রবল ইচ্ছার

অধীন। আমি বলপূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া বাড়ী লইয়া গেলাম। তাহাকে তাহার মাতার নিকট রাখিয়া আমি তখনি সেই সরাইয়ে গেলাম। শুনিলাম বেজিল উইন্‌চেষ্টার (Basil Winchester) সে দিন প্রাতঃকালেই কাহাকেও না বলিয়া জিনিস পত্র লইয়া এবং গ্রামে অনেকের কাছে ঋণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেন গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না।” মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড নীরব হইলেন। আমি বলিলাম, “বেশ হয়েছে চলিয়া গিয়াছে।”

“কিন্তু মেরী যে মরো-মরো হইয়াছে।”

“অত খারাপ হইয়াছে কি ?”

“হ্যাঁ, আমি আপনাকে সত্যই বলিতেছি। লোকটার যে কি রকম ক্ষমতা ছিল তাহা আপনাকে বলিতে পারি না। তাহার সহিত আলাপ হওয়া অবধি আমার কন্যার স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে খারাপ হইতেছিল এবং কাল হইতে একেবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে—যদিও একটু ঘুমায় তাহা যেন মোহ অচেতন অবস্থার ন্যায়—স্বাভাবিক নিদ্রা নয়। আর সেই অবস্থার মাঝে প্রলাপ বকিয়া উঠে। কেবল একটী জিনিসে সান্ত্বনা পায়।”

“সে জিনিসটা কি ?”

“উইন্‌চেষ্টার তাহাকে একটা প্রবাল বলয় দিয়া গিয়াছে এবং বলিয়াছে যে উহা বাহুতে পরিলে তাহার হৃদয়ের ভাব এবং মনের ইচ্ছা জানিতে পারিবে, এবং ঐ বলয় উহাদের দুজনকে যোগ করে—উহাদের দুজনের মধ্যে বন্ধন। এই প্রবাল বলয়টা যেন বালিকার প্রাণ সম হইয়াছে। সারা দিন উহা বুকে ঢাকিয়া বসিয়া থাকে এবং মনে করে উহার দ্বারা তাহার সহিত আন্তরিক আলাপ করিতে পারিবে!” আমার বোধ হয় উইন্‌চেষ্টারের শক্তি চালনায় আপনার কন্যার মস্তিস্কের ও মনের বিকার হইয়াছে। এখন যাহা করিবার শীঘ্রই করা উচিত। প্রবাল বলয়টা তাহার নিকট রাখা উচিত নয়, উহা কাড়িয়া লওয়া উচিত।

“আমরা তাহা চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু সবই বৃথা! যেখানেই কেন না লুকাইয়া রাখ, মেরী নিশ্চয় খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইবে। কাল যখন একটু ঘুমাইয়া ছিল মেরীর মাতা ধীরে ধীরে তাহা খুলিয়া লইয়া তাঁহার আলমারির দেরাজে চাবি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মেরী একটু পরে জাগিয়াই একেবারে সোজা আলমারির কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, সেই দেরাজে হাত রাখিয়া মাতার নিকট চাবি চাহিল এবং বলিল, “মা আমি এই দেরাজ হইতে আমার বালা বাহির করিব।”

মেরীর মাতা চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, “তুমি কি করিয়া জানিলে বালাটা ওখানে আছে ?”

“একটা তীক্ষ্ন আলোক পথ দেখাইয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। মা আমাকে

শীঘ্র দাও, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, এখনি দাও।”

তিনি কি করিবেন অগত্যা বালা ফিরাইয়া দিলেন, বালা পাইয়া মেরী তাহা বুকে চাপিয়া তাহার ঘরে চলিয়া গেল। এই যে বাড়ী পৌঁছিয়াছি! ডাক্তার হালিফ্যাক্স এখন মেরীকে দেখিতে চলুন। আপনি যে আসিবেন তাহা সে অবগত আছে কিন্তু আপনি যে ডাক্তার তাহা জানে না—আমাদের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছি।”

একটী সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে গাড়ী থামিল, আমরা নামিয়া হলে প্রবেশ করিলাম। চাকরের প্রতি চাহিয়া মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড বলিলেন, “মেম সাহেবকে খবর দাও যে আমরা আসিয়াছি।” একটু পরে মিসেস্ ষ্ট্রাফোর্ড (Mrs. Strafford) ব্যস্ত ভাবে ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি লম্বাকৃতি মধ্য বয়স্কা দেখিতে সুন্দরী। তাঁহার গম্ভীর শুষ্ক বদনে শোকের চিহ্ন সুস্পষ্ট এবং নয়ন অশ্রুপূর্ণ। “মেরী কেমন আছে” বলিয়া মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড তাঁহার পত্নির সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন।

“সেই রকমই আছে” বলিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

“কিছু খাওয়াইতে পারিয়াছ কি?”

“না, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে।” “আমার কণ্ঠনালি বন্ধ হইয়া গিয়াছে” বলিয়া সমস্ত আহার ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। এই মাত্র বালাটা বুকে চাপিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।”

আমি তখন বলিলাম, “চলুন এখনি তাহাকে এই অবসরে দেখিতে যাই—নিদ্রা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে দেখিলেই ভাল হইবে। মেরীর মাতা বিষণ্ণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “আপনি বোধ হয় ভুলিয়া যাইতেছেন যে মেরী অন্ধ—তাহার নিকটে নিঃশব্দে নীরবে গেলে কিছুই টের পাইবে না।” এই বলিয়া তিনি সিঁড়ীতে উঠিয়া উপরে চলিলেন, আমরা তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, “মেরী বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছে। উইন্‌চেষ্টার চলিয়া গিয়াছে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা হইল, প্রতি মুহূর্ত্তে যেন তাহার জীব শক্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছে। হিপ্‌নটিসিমের কি ভয়ঙ্কর শক্তি!”

“হ্যাঁ এই ক্ষমতা অতি অনিষ্টকর এবং যত শীঘ্র আপনার কন্যা উহার মন্ত্রবল হইতে মুক্ত হয় ততই ভাল।”

ডাক্তার মহাশয়, আমার এক এক সময় মনে হয় যে সেই ব্যক্তি না ফিরে এলে আর কোন উপায় নাই। সে মেরীর মন, ইচ্ছা, শক্তি সমুদায় বশ করিয়াছে, সে স্বাধীনতা দিতে পারিবে। এই মেরীর ঘর বলিয়া তিনি একটী দ্বার খুলিলেন। আমরা নিঃশব্দে প্রবেশ করিলাম। ঘরটী সুন্দর ও সুসজ্জিত। অস্তমিত সূর্য্যের কিরণ একটী উন্মুক্ত জানালা দিয়ে প্রবেশ করিয়া ঘরটীকে

আলোকিত করিয়াছে। দেখিলাম এক কোনে একটী সুন্দর সোফায় (Sofa) এক জন বালিকা ঘুমাইয়া আছে। বালিকা কেবল মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। বদনের সমুদয়ই অতি সুগঠিত। বড় বড় মুদ্রিত চক্ষু দুইটীর পাতা কপোলে পড়িয়াছে ললাট ও নাসিকা সুগঠিত গোলাপবর্ণ ওষ্ঠাধর, স্বর্ণবর্ণ এলো কেশ চারিদিকে পড়িয়া তাহার সুন্দর বিবর্ণ মুখ খানিকে যেন জ্যোৎস্না বেষ্টিত করিয়াছে। এমন সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ মুখ ও সুগঠিত দেহ অনেক দেখি নাই। তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে হৃদয়ে একটা বড় আঘাত লাগিল। আহা! এই সুন্দর বালিকা, ধনী পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, ইহাকে হারাইলে তাহাদের এই অতুল ধন সম্পত্তি লইয়া কি করিবে, কি প্রয়োজন, বৃদ্ধ বয়সে কিরূপে এ শোক সহ্য করিবে? বালিকার বিবর্ণ শুষ্ক মুখ দেখিয়া মনে হইল যে আর অধিক দিন বাঁচিবার আশা নাই।

আমি ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া তাহার একটি কোমল ছোট হাত ধরিলাম এবং দেখিলাম নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল, অন্য হস্তে সেই প্রবাল বলয়—তাহা বুকে চাপিয়া রাখিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহার ললাটের ঘন কুঞ্চিত কেশ সরাইয়া তাহার নিঃশ্বাস লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সহসা বালিকা তাহার চক্ষু উন্মীলন করিল।

কি অদ্ভুত দৃশ্য, আমি চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। এতক্ষণ মনে ছিল না যে বালিকা অন্ধ—কিন্তু এখন কি পরিবর্ত্তন। সেই লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য যেন কোথায় অদৃশ্য হইল। তাহার পরিবর্ত্তে মুখ যেন কুৎসিত এবং এক ভয়ঙ্কর ভাবে পূর্ণ হইল। নিদ্রায় তাহার বড় বড় মুদ্রিত চক্ষু দুইটী খুব সুন্দর দেখাইতে ছিল, কিন্তু এখন চক্ষু কি অস্বাভাবিক! চক্ষুর ভিতরে তারা নাই, কেবল একটা সাদা মোটা পর্দার আবরণ, আর কিছুই নাই একেবারে বড় কোন দাগ বা কোন রেখা নাই—যেন দুইটা সাদা গোলাকার পদার্থ! এ প্রকার চক্ষু পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

"আমাকে কে স্পর্শ করিল?" বলিয়া বালিকা ভীত ও চমকিত হইয়া সোফায় উঠিয়া বসিল। "আমার বিপক্ষে কে এসেছে? মা, তুমি কোথায়?"

"এই যে মেরী" বলিয়া মাতা কন্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

"মা, কে এসেছে? এ ব্যক্তি যে আমার শত্রু, ও কে মা?"

আমি মৃদু স্বরে বলিলাম, "আর লুকাইয়া কোন ফল নাই, আপনি মেরীকে সমুদায় বলুন।"

"আমার নিকট হইতে কিছু লুকাইতে পারিবে না" বলিয়া বালিকা সোফা হইতে উঠিয়া আমার অতি নিকটে আসিয়া চমকিত ভাবে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "আপনি কে? শীঘ্র বলুন।"

"আমি তোমার পিতার বন্ধু। আশা করি তোমারও বন্ধু হইব। শুনিতেছি তুমি বড় বিপদে পড়িয়াছ।"

"হ্যাঁ, আমার মনে বড় অশান্তি, আমার বড় বিপদ।"

"আমি ডাক্তার, বোধ হয় তোমার কিছু করিতে পারিব।"

মেরী উচ্চ হাসি হাসিল, "ডাক্তার? ডাক্তার আমার কি করিবে? আমার তো কোন বাহ্যিক ব্যারাম নাই, কিন্তু আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বক্ষের রক্ত বিন্দু বিন্দু ঝরিতেছে, হৃদয় শীতল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই প্রবাল বলয়টা—ইহাতে তাহার জীবনের একটু অংশ আছে।" এই বলিয়া বালিকা বলয় বুকে চাপিয়া ধরিল।

"মেরী আমার কথা শুন এখন উইন্‌চেষ্টারের প্রবল ইচ্ছার বশ, তুমি—"

"তাতে আমার কোন দুঃখ বা ভয় নাই। তাহার বশে আমি অত্যন্ত সুখী, নিজেকে ধন্য মনে করি।"

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম, "তুমি হিপ্‌নটিসিমের ভয়ঙ্কর মন্ত্রবলে পতিত হইয়াছ।"

ইহা শুনিয়া বালিকা চম্‌কিয়া সভয়ে চারিদিক চাহিয়া দৌড়িয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইল।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীস্নেহলতা সেন।

দলিত কুসুম।

(Longfellowর Evangelineএর ছায়া অনুকরনে।)

এই পুরাতন বন, অশথের তরু
মরমরে, দীর্ঘ তার বাহু প্রসারিয়া।
শৈবালে আবৃত, পরি শ্যামল বসন
গোধূলি আলোকে যেন ধীর ব্রহ্মচারী
কহিছেন সবাকারে ভবিষ্যৎ বাণী।
অদূরে প্রস্তর খণ্ডে পড়িছে উছসি
আকুল সাগর বারি। সমীরণে বহি
আসিছে গম্ভীর ধ্বনি, ক্ষুদ্র বনভূমি
সেই প্রতিধ্বনি বুকে উঠিছে কাঁপিয়া।
এই সেই বনভূমি—কোথা তবে সেই
জীবন্ত হৃদয় গুলি! মৃগ শিশু সম
শিকারীর বংশী রবে উঠিত নাচিয়া।
কোথা সে কুটীরগুলি দরিদ্র সম্পদ,
গ্রামবাসী চাষীলোক রহিত যেথায়।
নদীর তরঙ্গ সম, কাননের তলে
মানব জীবন যেন গিয়াছে বহিয়া।
ধরণীর ম্লান ছায়া আছিল ঘিরিয়া
তবু হৃদয়েতে ছিল স্বরগের আলো।
ভেঙ্গেছে কালের স্রোত সেই গৃহগুলি,
গৃহবাসী চির তরে লয়েছে বিদায়·
শুষ্ক পাতা, ধূলি সম পড়েছে ছড়ায়ে।
দুরন্ত ঝটিকা যেন লইয়া তাদের
উড়াইয়া ফেলে দেছে, সাগর মাঝার,
কিছু নেই স্মৃতি শুধু রয়েছে এখনো।
বিশ্বাস কর গো যদি শুন এ কাহিনী
স্নেহ, প্রেমে ভরা সেই আশা বালিকার,
ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা যার অতুল ধরায়,

নারীর সৌন্দর্য্য মাঝে কি অসীম প্রেম!
আকুল উচ্ছ্বাস ভরে গাহে তরুলতা
যার এ কাহিনী আজ (ও) সে বিজন বনে।
গ্রাম্য বালিকার প্রেম, পুরাতন সেই
গ্রামবাসীদের সুখ, আনন্দ আলয়ে।
সেই পুরাতন দেশে, সমুদ্রের তটে
ছিল ক্ষুদ্র গ্রাম এক। উপত্যকা তার
ফলে ফুলে ছিল পূর্ণ, পূর্ব্ব দিকে ছিল
বিস্তৃত প্রান্তর এক। গ্রাম্য পশুপাল
সেথায় চরিত গিয়া। গ্রামবাসী মিলে
উন্নত প্রাচীর এক করেছিল সেথা,
যেন না প্রান্তরে পশে জোয়ারের জল।
দুরন্ত শীতের কালে খুলে দিত দ্বার
খেলিত সাগর বারি প্রান্তর মাঝার।
পশ্চিমে দক্ষিণে ছিল শস্য ক্ষেত্রগুলি
বিস্তৃত হইয়া সেই সমতল ভূমে।
উত্তরেতে পুরাতন সুনিবিড় বন,
উন্নত পর্ব্বত শ্রেণী পরশে গগন
সমুদ্র কুয়াসা সেথা বেঁধে আছে ঘর
রাখিয়া দুইটী আঁখি গ্রামের উপর।
সেই গ্রামে গৃহগুলি রঙিন সুন্দর।
নিদাঘ মধ্যাহ্নে যবে অস্তগামী রবি
রঞ্জিত করিয়া দিত গ্রাম্য পথ গুলি,
বাতায়নে গৃহ দ্বারে পড়িত ছড়ায়ে।
সে সময়ে গ্রাম্য নারী বালিকা সকলে
বসিয়া রহিত সবে। কারো বা বসন
নীল শুধু, কারো লাল, কারো শুভ্র বেশ।
অলস ভাবেতে কাটে স্নিগ্ধ সন্ধ্যা বেলা।
মৃদু কথা কহে বৃদ্ধা, বালিকা, ষোড়শী
খুলিয়া দিয়াছে কণ্ঠ সঙ্গীত তরঙ্গে।
সেই পথে আসিতেন গ্রাম্য পুরোহিত,
বালক বালিকা সবে অসীম পুলকে
ছুটিয়া যাইত কাছে, কারো চুমি মুখ
কারে বা আশীষ করি তুষিতেন সবে।
সদয় মহাত্মা তিনি, শিশুদের লয়ে
যেতেন সেথায়, যেথা বৃদ্ধা বালা, নারী
সম্ভ্রমে দাঁড়াত হেরি, তাহাদের সবে
জিজ্ঞাসেন সে দিনের শুভ সমাচার।
তার পর ক্লান্ত দেহ, শস্য ক্ষেত্র হতে
আসিছে গ্রামের লোক। ক্রমে অস্তগামী
রবি ডুবে, ধরা কাঁপে গোধূলী আলোকে,
মন্দির হইতে আসে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি
প্রতি গৃহে বাহিরায় নীল ধূম শিখা।
আনন্দ আরাম শান্তি ভরা গৃহগুলি।
সেই খানে, সেই গ্রামে আনন্দ পুলকে
গ্রামবাসী বাস করে, ঈশ্বরের প্রেমে
মানবের প্রাণভরা স্নেহের মাঝার।
ভয়হীন, দ্বেষহীন, সরল উদার,
কখনো সভয়ে তারা রুধেনাকো দ্বার,
সে গ্রামে দুরাত্মা নাই, উন্মুক্ত দুয়ার
দিবসের আলো সম, গৃহবাসী হৃদি
তেমনি উদার। ধনী আর দরিদ্রতে
নাহিক প্রভেদ। হৃদয় শোণিত সম
তারা যেন আপনার সহোদর ভাই।
সেই খানে কিছু দূরে সমুদ্রের তটে
বীরবল বাস করে। সেই ক্ষুদ্র গ্রামে
সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী, শ্রেষ্ঠ সবাকার।
একাকী কৃষক তার একটি দুহিতা
নয়নের মনি সেই ষোড়শী নলিনী;
ক্ষুদ্র গ্রামে বিকশিত সৌন্দর্য্য লতিকা,
বৃদ্ধ সে কৃষক তার মস্তক উপরে
কত যে গিয়েছে শীত, নাহিক সীমানা,

তবুও সে দৃঢ় আজি, যেমন অদূরে
প্রাচীন পাদপ স্থির তুষারে আবৃত।
শুভ্র তুষারের সম কেশ দাম গুলি
তেমনি মস্তকে তার শোভিছে কেমন।
নয়ন প্রফুল্ল হয় নলিনীরে হেরি,
সপ্তদশ বসন্তের আনন্দ প্রতিমা।
কালো দুটী আঁখি তারা, অদূরে যেমন
ক্ষুদ্র কণ্টকের মাঝে শোভে ক্ষুদ্র ফল।
কালো বটে, কিন্তু সেই ঘন পক্ষ জালে
কি সুন্দর শোভে তার সে দুটী নয়ন।
গ্রামের উৎসব কালে, নবীন বসনে
আবরি সুচারু তনু, নলিনী সুন্দরি
হাসি মুখে দেয় সবে আহার যতনে।
কি শোভা তখন যবে, নিদাঘ প্রভাতে
শুনি দূরে মন্দিরের আহ্বান সঙ্গীত
যায় সেথা পূজিবারে। সুনীল বসনে,
শুভ্র আবরণে ঢাকি মস্তক যতনে।
শ্রবণেতে নীল দুল, অতি পুরাতন
তাহাদের যতনের সঞ্চিত সম্পত্তি।
জননী কন্যারে দেয় এই বংশ রীতি।
সর্ব্বাপেক্ষা যে স্বর্গীয় মধুর আলোক
খেলিছে আননে তার, ছার মর দ্রব্য
বাড়াতে পারে কি শোভা সে আলোর চেয়ে।
উপাসনা সাঙ্গ করি, কহি মনোকথা
গৃহে ফিরে, ঈশ্বরের দত্ত পবিত্রতা
খেলে তার সারা অঙ্গে। বীরবল গৃহ
শোভিতেছে সিন্ধু তটে, সম্মুখে তাহার
ছায়া দান করে সাদা বৃহৎ পাদপ।
বন্য লতিকায় ঘেরা গৃহ দ্বার গুলি
সেই স্থানে বিশ্রামের সুন্দর আসন।
কোথা বা পালিত পশু আনন্দে খেলিছে
সম্মুখে শস্যের স্তূপ যতনে সঞ্চিত
যতনে পালিত সেই বিহঙ্গের দল
কলকণ্ঠে গায় গান। অদূরে কাননে
ঢালিছে অমৃত ধারা বনের বিহগ।
এইরূপে শান্তি সুখে ঈশ্বর প্রসাদে
কৃষক কাটায় দিন। সুন্দরী নলিনী
গৃহ কাজ করে সুখে। উপাসনা গৃহে
কত যে যুবক তারা উপাসনা ভুলি
চেয়ে থাকে মুখে তার। ইষ্ট দেবী সম
যেন সে তাদের কাছে। কত যে যুবক
এসেছিল বিবাহার্থে। কেহ বা অধীরে
চেয়ে থাকে পথ পানে সে যাবে বলিয়া।
একটি মুখের বাণী শুনিবার তরে
চায় কেহ আশা ভরে। কহে কেহ তারে
সুমধুর প্রেম বাণী। সে চাহেনা কভু
ফিরিয়া তাদের পানে। হৃদয়েতে তার
এক মাত্র দেবতার পবিত্র আসন।
বিমল প্রণয়ী তার, তারে বাসে ভাল।
বিমলের পিতা সেথা শিল্প কর্ম্মকার
সুমন্ত তাহার নাম। যশ যেন এসে
বাঁধা আছে চির দিন দুয়ারেতে তার।
বীরবল সনে তার বন্ধুতার ডোর
পড়েছে শৈশব হতে। বালক বালিকা
ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এক বৃন্তে যেন
দুইটী কুসুম সম। শৈশবে তাহারা
দোঁহে দোঁহাকার ছিল খেলিবার সাথী।
গ্রাম্য পুরোহিত দোঁহে সাদরে যতনে
দিইতেন শিক্ষা নব, শিখাতেন গান,
পাঠ সাঙ্গ হলে তারা চলে যেত ছুটে।
শিল্পকার গৃহ দ্বারে রহিত দুজনে,
দেখিত সে শিল্পগুলি বিস্মিত হইয়া।

শরতের সন্ধ্যা কালে আঁধার ঘনায়
আসিত যখন ধীরে, সেই শিলা পানে
রহিত চাহিয়া দোঁহে। সহসা স্ফুলিঙ্গ
উড়িয়া যাইত দূরে অনল হইতে,
হাসিয়া বলিত তারা পরী মেয়েগুলি
যেতেছে তাদের সেই মন্দিরে আপন।
বিহঙ্গের মত তারা আনন্দ উল্লাসে
ছুটিয়া বেড়াত সেই পর্ব্বতের তলে,
প্রান্তরের মাঝে কভু অন্বেষিত তারা
সেই বন ভূমে অমূল্য প্রস্তর খণ্ডে
মায়াপুরী হতে পাখী আনে যা কুলায়।
সে প্রস্তর লভে যে, সে হয় ভাগ্যবান।
এইরূপে কাটে দিন, দেখিতে দেখিতে
বাল্য খেলা সাঙ্গ হ'ল। বিমল এখন
হয়েছে নবীন যুবা, আনন তাহার
স্নিগ্ধ প্রভাতের মত সুন্দর সরল।
তাহারি সে আলো নিয়ে আলো হয় ধরা।
গিয়াছে বালিকা কাল, নলিনী এখন
ষোড়শী সুন্দরী, সেই হৃদয়ে তাহার
রমণীর আশা সুখ জাগিছে সদাই।
হাসির সুখের যেন কনক কিরণ
বলে সবে নলিনীরে। কিছু দিন পরে
সে যখন যাবে তার পতির গেহেতে
আনন্দিত হবে গৃহ সে আলোক পেয়ে।
প্রেম পুণ্যে পূর্ণ হবে। প্রভাত কমল
সুন্দর শিশুর মুখ উঠিবেক ফুটে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীসরোজকুমারী সেন।

জীবন-বীণা।

১

বাজরে জীবন-বীণা
বাজরে আবার;
প্রকৃতি শুনিতে চায়,
বাজ একবার।

২

সুমধুর লয় তানে
সঘনে ঝঙ্কার করি;
বাজরে জীবন-বীণা
শুনিরে পরাণ ভরি।

৩

বাজরে জীবন-বীণা
মনোবৃত্তি-সখীগণে;
গাইবি সকলে মিলে,
ললিত-পঞ্চম তানে।

৪

সপ্তমে লহরী তুলে,
হইয়ে মধুর যন্ত্রী;
বাজরে জীবন-বীণা,
পরশি হৃদয়-তন্ত্রী।

কুমারী মধুপ্রভা চট্টোপাধ্যায়।

কেন ডাক আর?

১

কেন তুমি ডাক মোরে
সখা ব'লে আর;
রয়েছে মায়ায় বদ্ধ
পরাণ আমার।

মোহ মদে মত্ত আমি
রয়েছি সদাই ;
তোমার মধুর ধ্বনি,
শুনিতে না পাই।

ষড় রিপু মিলে সবে
শুনিতে না দেয় ;
হৃদয়ে থাকিয়া তারা
বিবাদ বাধায়।

৪

পদে পদে পড়ে যাই
চলিয়া ফিরিতে,
শক্তি নাই আর মোর
উঠিয়া দাঁড়াতে।

৫

তুলে লও হাতে ধ'রে
তোমারই পথে ;
বেঁধে রাখ মোরে সদা,
তোমারই সাথে।

৬

তোমার নামের মালা
গলায় পরায়ে ;
ডাকিয়া লও গো মোরে
অমর-আলয়ে।

কুমারী মধুস্রবা চট্টোপাধ্যায়।

আর ডেকো না।

কে তুমি ডাকিয়া যাও সন্ধ্যার আঁধারে,
আর আমি কথা কহিব না ;
মরতের অসরল মিষ্ট ব্যবহারে,—
আর আমি ফিরে চাহিব না।

দূরে ফেলে যাব যত বিশ্বের বিভব,
নিবৃত্তির নিরাপদ কোলে ;
ফুটন্ত ফুলের দলে সুখে মিশে রব
যবে তারা বায়ু ভরে দোলে।

আমি ভালবাসি ওই বিজলীর খেলা,
সীমা অন্ত আকাশের গায় ;
পুলকে লুকায় কেন করি অবহেলা,
মেঘের আঁধারে মিশে যায়।

সৌর জগতের মাঝে আপনা ঢাকিয়ে
দেখিব সৃষ্টির রূপ রাশি !
ক্ষুদ্র জ্ঞান মহত্ত্বের কাছে বিকাইয়ে,
রব মহা চেতনায় মিশি।

দ্যুলোকের ভাষা লেখা নক্ষত্র অক্ষরে,
নির্জ্জন নিশীথে পাঠ করি ;
দৃষ্টিহীন হ'লে তবু জাগিবে অন্তরে,
অবিদ্যার তমো পরিহরি।

চাঁদের রেখাটী যবে গগনে উদয়,
আঁধার আমার অবসানে ;
অখণ্ডের খণ্ড জ্যোতি নিরখি হৃদয়
ছুটে যায় অতীন্দ্রিয় পানে !

অসার্থক জীবনের আকাঙ্খা অপূর্ণ
শুদ্ধ হো'ক তাহাদেরি সাথে;
আমার অস্তিত্ব যেন হ'য়ে যায় চূর্ণ,
যাই যেন দেবত্বের পথে!

শ্রীকাঃ—

স্ত্রীলোকের বিশেষ বিশেষ দোষ।

১৭ই জুলাই, ১৮৭৯।

আমরা অনেক সময় স্ত্রীলোকের গুণা-লোচনা করিয়া থাকি। এবার তাঁহা-দিগের স্বাভাবিক বিশেষ দোষগুলি আলোচনা করা যাউক। আর্য্যনারী সমাজের সভ্যগণ যাহাতে আপনাদিগকে সেই সকল দোষ মুক্ত করিতে পারেন যেন তাহার চেষ্টা করেন। স্ত্রীলোকের একটি দোষ যে, তাঁহারা স্বজাতির অর্থাৎ অন্য স্ত্রীলোকের গুণ লক্ষ্য করিতে পারেন না। সহজেই এক জন নারী অন্য নারীর দোষ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন, কিন্তু গুণ শীঘ্র উপ-লব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহাদের দ্বিতীয় দোষ পরশ্রীকাতরতা। তবে ইহাতে পুরুষ স্ত্রী উভয়েই তুল্য অপ-রাধী। অনেক পুরুষেরও এ দোষ বিলক্ষণ আছে। আর একটী দোষ অপমান বহনে অসমর্থ হওয়া অর্থাৎ অভিমান। এই অভিমান যদিও প্রথম অবস্থায় বিশেষ অনিষ্টকর হয় না, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অবশেষে ক্রোধে পরিণত হয় ও প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রবল করিয়া দেয়, তাহাতে পরিণামে বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করে। স্ত্রীজাতির আর একটী বিশেষ দোষ "স্বার্থপরতা"। এই বৃত্তি স্ত্রীলোকের মনে সকল দোষ অপেক্ষা প্রবল। ইহার আর একটী নাম মায়া। কারণ, মায়ার প্রভাবেই স্বভাবতঃ আপনার সম্পর্কীয় যাহা কিছু তাহার উপর মনের অধিক টান হয়, তজ্জন্য স্বার্থপরতাও বৃদ্ধি হয়। সাধা-রণতঃ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অনেক কম স্বার্থপর। কারণ, মায়াবৃত্তি পুরুষের মনে কম। নারীগণের আর একটী দোষ এই যে, তাহারা খোসামোদ বুঝিতে পারে না। শীঘ্রই খোসামোদ শুনিয়া ভুলিয়া যায়। তোষামোদের অর্থ কেবল গুণ বর্ণনা বা প্রশংসা করা নহে, যথার্থ চতুর তোষামোদকারীরা কখনই সম্মুখে সুখ্যাতি করিবে না, কিন্তু এমনি কৌশল করিয়া নানা উপায়ে তোষামোদকে রূপান্তর করিয়া প্রকাশ করিবে, এবং তাহাকে প্রকৃত ভাবের তুল্য করিয়া দিবে যে কখনই স্ত্রীলোকে তাহা বুঝিতে পারিবে না, এবং সহজেই তাহার মন তোষামোদকারীর প্রতি অতি অনুকূল হইয়া যাইবে। অন্য সকলেই সেই তোষামোদ বুঝিতে পারিবে, কিন্তু কেবল যাহাকে খোসামোদ করা যায় সে বুঝিতে পারিবে না। এই তোষামোদ বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়া অনেক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। বিশেষ-রূপে এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

স্ত্রীপ্রকৃতির আর একটী দোষ এই যে, তাঁহারা অনেক অনেক সময় নীতি সম্বন্ধে যাহা ভাল লাগে তাহাই করেন এবং যাহা ভাল লাগে না তাহা করেন না। অনেক সময় এমন হইতে পারে যে যাহা ভাল লাগে না তাহা হয়ত ভাল অর্থাৎ করা উচিত, এবং যাহা ভাল লাগে তাহা হয়ত করা উচিত নয়। লোকের প্রকৃতিই এই যে কোন সময় ভাল কাজও ভাল লাগে, আবার কোন কোন সময় যাহা ভাল নয়, তাহাও ভাল লাগে, এ সময়ে মনের ইচ্ছার অনুযায়ী কার্য্য করিলে বিষম অনিষ্ট হয়। কিন্তু এমন স্ত্রীলোক অল্প দেখা যায় যাঁহার মনে এত দূর বল আছে, যাহাতে ভাল লাগিলেও সে কার্য্য করিবার ইচ্ছাকে দমন করিতে পারে, এবং যাহা ভাল লাগে না তাহাও উচিত হইলে সকল সময় করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মন্দ পুস্তক পাঠের কথা উল্লেখ করিব। নাটক নভেল ইত্যাদি পাঠে স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ ব্যগ্র হয়। কিন্তু মন্দ নভেল দ্বারা ঠিক মন্দ সঙ্গের তুল্য অনিষ্ট ঘটে। নভেলের বিশেষত্ব এই যে তাহার ভিতর মন্দকে সুন্দররূপে সাজান থাকে। দুঃখের বিষয় এই উক্তরূপ উপন্যাস পড়া কর্ত্তব্য নয় জানিয়াও নারীগণ তাহা পাঠে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। লিখিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা যদি কুরুচি বশবর্ত্তী হন, অনায়াসে পাপ মন্দকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া পাঠক পাঠিকার সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারেন। যে কার্য্য, যে ভাব, যে ব্যবহারের উপর অত্যন্ত ঘৃণা হওয়া উচিত, হয়ত লেখক এমন করিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পাঠ করিলে ঘৃণার পরিবর্ত্তে দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়। এই সকল পুস্তক পাঠে অজ্ঞাতসারে মর্ম্মে মর্ম্মে বিষ প্রবেশ করে, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। মনে কর, এক খানি উপন্যাসস্থ ঘটনা তোমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে, তুমি যদি জীবনের কোন সময় উক্তরূপ অবস্থায় নীত হও, তোমার স্বভাবতঃই তাহার ন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইবে, ইহাতে হয়ত সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। অতএব পুস্তক পাঠ সম্বন্ধে নারীগণের অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলা কর্ত্তব্য। আর নীতসম্বন্ধে এই নিয়মে চলিতে হইবে, যাহা ভাল লাগে না তাহা যদি কর্ত্তব্য হয় তাহাই করিবে, আর যাহা ভাল লাগে তাহা যদি অনুচিত হয় কখন করিবে না।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

স্বর্ণরেণু।

যোগগৃহে প্রবেশ করিবার দ্বার বৈরাগ্য।

চিন্তা ক'রে প্রীতি দেওয়া স্মৃতি শাস্ত্র,
দেখে প্রেম দেওয়া দর্শন শাস্ত্র।

২৪ বর্ষ। শ্রাবণ, ১৩০৮। ৪র্থ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

24th Year. AUGUST, 1901. No. 4.

সূচী।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড ; আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত
ও বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত
এবং ১২৫নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

COVER PRINTED AT THE KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৪ বর্ষ] কলিকাতা শ্রাবণ ১৩০৮ আগষ্ট ১৯০১ [৪র্থ সংখ্যা

মহারাজকুমারী সুকৃতী দেবীর দীক্ষা।

কে তুমি দাঁড়ায়ে দেবী অপরূপ-সাজে !
দেবত্বের মহাদৃশ্য মানব সমাজে !
বিনয়াবনত শিরে, মৃদুমন্দ ধীরে ধীরে,
নিক্ষেপিছ পদ মহা কর্ত্তব্যের পথে !
আরোহিবে বিধানের পুণ্যময় রথে ?

বৈরাগিণী বেশে কে তুমি ? কোথায় তোমার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার রত্নভূষণ ? বুঝিয়াছি আজ তুমি পৃথিবীর অসার বসন ভূষণে সন্তুষ্ট নও, স্বর্গের মহামূল্য রত্নের অধিকারিণী হইবার জন্য রাজপদকে অগ্রাহ্য করিয়াছ। কুসুমচন্দনে শোভিত সুকোমল দেহলতা পবিত্র জ্যোতিতে অধিকতর সৌন্দর্য্যময়ী হইয়া আত্মীয় স্বজনের প্রাণকে মুগ্ধ করিতেছে। শঙ্খ নিনাদে যেন এই শুভ সমাচার প্রতিধ্বনিত হইয়া অশরীরী অমরাত্মাগণকে আহ্বান করিতে অগ্রসর হইতেছে। ধূপের সুগন্ধে যেন এক অপার্থিব ভাব আসিয়া আমাদের নির্জ্জীব প্রাণকে সজীব করিয়া তুলিতেছে। জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমার, যখন তাঁহার প্রিয়তমা ভগ্নী সুকৃতী দেবীকে লইয়া দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিলেন তখন মনে হইল যেন কোন এক দেবদূত, উনবিংশ শতাব্দীর আর্য্যনারীগণের অধঃপতন দেখিয়া, আদর্শরূপে একটী দেবকন্যা সঙ্গে লইয়া মর্ত্ত্যে প্রবেশ করিলেন !!

বর্ত্তমান যুগের সভ্য জগতে এই নব দৃশ্য দেখিয়া কাহার না হৃদয় মুগ্ধ হয়। বিশেষতঃ রাজপরিবারে। কে জানিত যে কুচবিহার রাজ্যে নববিধানের নব জ্যোতি প্রবেশ করিয়া পুরাতন পাপের অন্ধকার বিদূরিত করিবে ! ভোগ বিলাসের পরিবর্ত্তে আজ গৈরিক বসনে রাজকন্যাকে সসজ্জিত করিয়াছে ! ব্রহ্মানন্দের শুভ ইচ্ছা আজ পূর্ণ হইল। কুচবিহার রাজ্যে তাঁহার কন্যা দানের শুভ ফল আজ ফলিল ! ধর্ম্মের জন্য তিনি যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা আজ সার্থক হইল। যাহা কখনও কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই চর্ম্ম চক্ষে আমরা আজ তাহা দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

জয় বিশ্বপতি বিধাতার জয় !!

মহারাজকুমারী স্থকৃতি দেবীর শুভ পরিণয়।

শুভ দিনে শুভক্ষণে লয়ে শুভ আশীর্ব্বাদ,
দাঁড়াইতে সভাতলে আকুল হৃদয় আজ।
এ নহে উদ্বাহ শুধু এ যে মহা সম্মিলন,
স্বর্গবাসী দেবর্ষীর মহা ইচ্ছা সম্পূরণ।
যে বীজ রোপন করি তিনি গিয়াছেন চলে,
আজি তাহা মহা তরু সুশোভিত ফুলে ফলে।
মঙ্গলময়ের জয়, জয় নববিধানের,
জয় জয় মহারাণী, জয় তাঁর হৃদয়ের।
কন্যারূপে মহারাণী বিধাতার আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হলো তাঁহা হতে জনকের মহা সাধ।
রাশি রাশি বিঘ্ন বাধা পর্ব্বত সমান কত,
সাধ্বীর হৃদয় বলে চূর্ণ সব ধূলী মত।
আজি ধন্য মহারাজা ধন্য তাঁর মহারাণী,
তোমারে স্থকৃতি দেবী সবে ধন্য বলে মানি।
জননী চরণ চিহ্নে চলিয়ো সংসার পথে,
জননী হৃদয় বল লভিয়ো ও হৃদয়েতে।
দেখ বৎসে আঁখি তুলি স্বর্গেতে দেবাত্মাগণ,
করিছেন তোমাদের আশীর্ব্বাদ বরিষণ।
সকলের শুভ ইচ্ছা সকলের আশীর্ব্বাদ,
গ্রহণ করিয়া শিরে বারেক দাঁড়াও আজ।
পাইবে স্বরগ হতে ও হৃদয়ে নব বল,
নববিধানের আলো হবে আরও সমুজ্জ্বল।
যত কিছু বিঘ্ন বাধা সকলি চলিয়া যাবে,
তোমার হৃদয়ালোকে অন্ধকার দূর হবে।
বাড়াও চরণ বৎসে হও আজি অগ্রসর,
তোমা হতে শ্বশ্রু কুল হউক উজ্জ্বলতর।
জ্যোতির মুকুট পরি আজি নব বধূ বেশে,
দেবর্ষী দৌহিত্রী দেবী পশিবে নূতন দেশে।
আনত মস্তকে বহি দেবর্ষীর আশীর্ব্বাদ,
হে সুকৃতি সুকৃতীতে পূর্ণ কর তাঁর সাধ।

আধ্যাত্মিক উদ্বাহ।

পতি পত্নিকে, পত্নী পতিকে, ধার্ম্মিকও করিতে পারেন অধার্ম্মিকও করিতে পারেন। ব্রহ্মহীন স্বামী, স্ত্রীকে ব্রহ্মহীন করিতে পারেন, সংসারী স্ত্রী চেষ্টা করিলে স্বামীকে সংসারী করিতে পারেন; এ ক্ষমতা দম্পতীর যে আছে তাহা কে না স্বীকার করিবে? ইতিহাস দ্বারা এ বিষয়ের প্রমাণ হইয়াছে। তথাপি পৃথিবীতে বিবাহ হয় এবং ধার্ম্মিকেরাও বিবাহ করেন। স্ত্রী এবং পুরুষের কি স্বভাব? কিরূপে উভয়ের মিলন হয় একথা ভূত কিম্বা বর্ত্তমানে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে নিহিত আছে। বিবাহ কেন হয়? স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের মধ্যে এ সম্বন্ধ কেন? আমরা ইতিহাসে এ প্রশ্নের মীমাংসা যদিও দেখিতে না পাই, আশা আছে সহস্র বৎসর পরে ইহার মীমাংসা হইবে। ঈশ্বর যখন দুই প্রকৃতি সৃজন করিলেন, এবং তাহাদের মধ্যে উদ্বাহ নিয়ম করিলেন, তখন তিনিই জানেন ইহার মর্ম্ম কি। এক প্রকার বিবাহ হয় পশুর মধ্যে। স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করে, সন্তানাদি হয়, ইহা বুঝা যায়। পুরুষ পশু এবং স্ত্রী পশু দুই জনে মিলিত হইল কেন? সন্তান রক্ষার জন্য ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। বিবাহের আর একটী উদ্দেশ্য এই বুঝিতে পারা যায় যে, অশরীরী সন্তান আত্মার পালনের জন্য দেব স্বামী, দেবী স্ত্রী পৃথিবীতে ধর্ম্মের পরিবার রাখিয়া যান। আর্যনারী সমাজ বিশ্বাস করেন পুরুষ এবং স্ত্রী দুই জন দুই জনকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত। আর দুই জনের সংসারে বাস করিবার অভিপ্রায় এই যে, সন্তানদিগকে পালন এবং চালনা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন। আর্য্য সমাজে ইহা কত দূর হইতেছে? যে স্ত্রী স্বামীর এবং যে স্বামী স্ত্রীর হিংসা, বিলাস, সাংসারিকতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করে এবং হরিনাম করিতে পরস্পরকে প্রস্তুত না করে, তাহারা স্ত্রী স্বামী নামের উপযুক্ত নহে। যে পরিবারে স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বদা স্বর্গের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে পরিবারের কল্যাণ হইবে। স্ত্রীর উচিত এ প্রকার চেষ্টা করা। তাঁহাদের মনে করা উচিত, স্বামীর শরীর নাই। যাহা আছে দুদিনের। যদি অশরীরী স্বামী ও স্ত্রীর মিলন হয়, নিরাকার হইয়া যদি দুজনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া সংসারে লক্ষ্মী স্থাপন করিতে পারেন, সন্তান পালন করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহারা ঐ নামের উপযুক্ত। আর্য্যনারী সমাজ কি এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? ইনি এমন করিয়া স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে চান, যে যথা সময়ে নিরাকার স্বামীকে যাহা কিছু আশা ভরসা সব সমর্পণ করিয়া স্বামী দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা করেন। আর্য্যনারী ঘরে থাক, ঘরে বসিয়া আমোদ কর, ঘরের লক্ষ্মী হও, ঘরের ধন সম্ভোগ কর, ঘরে জ্ঞান শিক্ষা

কর, এবং ঘরে বসিয়া স্বামীর সাহায্যে ব্রহ্মধন সঞ্চয় কর। কত অল্প লোকে এ প্রকার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সঙ্কুচিত হইও না। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এরূপ উদ্বাহই প্রচলিত হইবে। স্ত্রী স্বামীর কাছে বসিতে ভীত হও, স্বামী স্ত্রীর কাছে বসিতে ভীত হও। এখনও তোমরা পরস্পরকে চেন নাই। দুজনে ব্রহ্মকে ডাক, তিনি বুঝাইয়া দিবেন, কে যথার্থ স্বামী, এবং কে যথার্থ স্ত্রী। ডাকিতে ডাকিতে দুজনে ব্রহ্মচরণে মিলিত হইয়া যাইবে; সংসারে পুণ্য শান্তি বাড়িবে।

কেশবচন্দ্র।

উৎসব উপলক্ষে রচিত

ধীরে ধীরে ধীরে পুরাণো চলে গেল,
সাজিলা নব বেশে ধরা;
তবুও হে প্রভু এ হৃদয় কেন,
পুরাণো জঞ্জালে ভরা।

তোমার শুভ ইচ্ছা স্মরেছি শতবার,
লভেছি শত শুভ ফল;
হে করুণাময় তোমার করুণায়,
পেয়েছি হৃদে কত বল।

হে প্রভু একি! উৎসব অহ্বানে
পরাণ কাঁপে আজি কেন?
লাজে নত শীর মলিন আনন,
শত অপরাধী যেন।

বিদারী হৃদয় দেখ দয়াময়
(সেথা) কত আবর্জ্জণা আছে;
এ হৃদয় লয়ে দাঁড়াব কেমনে
উৎসব মন্দির মাঝে।

দারুণ মোহ পাশে বাঁধা হৃদয়
ক্ষত বিক্ষত এই প্রাণ;
এ নব বরষের শুভ উৎসব দিনে
দয়াময় দাও বর দান।

দাও দয়াময় দাও ছিঁড়ি এ মোহ পাশ
কারা মুক্ত হউক এ প্রাণ;
তোমার জিনিষে যদি এত লুব্ধ এই প্রাণ
ফিরাইয়া লও প্রভু দান।

ধীরে ধীরে ধীরে যেতেছি মরণ পথে
মোহের ছলনে ভুলে
কাজ নাই তবে এ খেলায় প্রভু
দাও তুমি এ খেলাও তুলে।

দাও ধৈর্য্য ক্ষমা, দাও পুণ্য প্রেম
এ নব ভূষণে সাজি;
তোমার চরণতলে এ মহা উৎসবে
দাঁড়াইতে পারি যেন আজি।

জেফতা দুহিতা।

দাঁড়াইয়ে যৌবনের উছলিত কূলে
শুনি সখি মরণ আহ্বান;
কনক-স্বপন ঘোর এখনও নয়নে মোর,
এখনও ধ্বনিছে প্রাণে সে সঙ্গীত তান!

অলক্ষিতে বিকশিত নবীন যৌবনে
মধুময় যবে দেহ মন;
মোহ বিজড়িত তান— মুখরিত মুগ্ধ প্রাণ,
তা'রি মাঝে শুনি ঐ ডাকিছে মরণ!

শুনিবি কি; রণে জয়ী পিতার আমার
আছিল যে প্রতিজ্ঞা মহান;
"স্বগৃহ প্রবেশ দ্বারে প্রথমে দেখিব যারে
দেবের উদ্দেশে তা'রে দিব বলিদান!"

পিতা মম ফিরিছেন বিজয়ী সংগ্রামে
আমি শুধু জানিতাম তাই;
পুনঃ কত দিন পরে আসিছেন ফিরি ঘরে,
সে গৌরব সুখ ছাড়া কিছু জানি নাই।

গৃহ ছাড়ি তাই সখি গিয়েছিনু ছুটে
বাহিরিয়া উল্লসিত চিতে;
সুগম্ভীর বাদ্য সনে বিজয় সঙ্গীত তানে
আহ্বানি বিজয়ী বীরে গেছিনু আনিতে।

অভাগিনী আমি সখি পারিনি বুঝিতে
তখন সে বিষাদ পিতার;
বিভোরা গৌরব সুখে দেখিনু পিতার মুখে
যাতনা কালিমাচ্ছায়া তীব্র অশ্রুধার!

প্রতিজ্ঞা সে স্থিরতর তবুও তাঁহার
পিতা মম ভক্ত বীরবর ;
বীরের দুহিতা সখি, দেবতার প্রীতি লাগি
জীবন শোনিত দিতে হব কি কাতর ?

কিন্তু মম অতৃপ্ত এ আকুল হৃদয়
আজও সখি পারিনি বাঁধিতে ;
মধুময় ভালবাসা, প্রাণের নবীন আশা
আমি যে পারিনে সখি পারিনে ভুলিতে !

কত যে গো মধুভরা আমার জগৎ
আলোময় নবীন ধরণী ;
মধুর উষার স্মৃতি, সাঁঝের মিলন প্রীতি,
স্নিগ্ধ মধুর নিতি আমার রজনী !

শৈশব কোরক শুধু উঠিছে ফুটিয়া
মোহময় প্রথম যৌবনে ;
নব এক প্রেম ডোর পড়েছে হৃদয়ে মোর,
অপূর্ব্ব বন্ধন সেই ছিঁড়িব কেমনে !

জীবনের গ্রন্থি টুটি ছিঁড়ি সে বন্ধন
যদিও ভুলিতে পারি তায় ;
শূন্য স্বর্ণ ঘট সম বৃথা এই দেহ মম
ইস্রেল রমণী কুলে রবে নাম হায় !

জনম ভূমির আশা আমা হ'তে হায়
সখি তবে পুরিল না আর ;
বড় সাধ ছিল মম কনক-কুমার সম
মেশায়া তনয় হবে জঠরে আমার।

অমুঢ়া নামের লজ্জা ঘুচাইতে সখি
আসিল না তনয় আমার ;
নারীর চরম সাধ, বিধাতার আশীর্ব্বাদ—
গেল কি জনম বৃথা জেফথা-দুহিতার ?

মাতৃ হৃদয়ের মম রুদ্ধ হাহাকার
ঘুচিল না সখি এ জীবনে;
সন্তানে বুকেতে ধরি কি সুখ আস্বাদে নারী,
লভিব না তা'র স্বাদ আমি এ ভুবনে!

নূতন বরণে ফুটি উঠিছে ধরণী
মোর কাছে নব আলোকেতে;
লইয়ে অপূর্ণ আশা অতৃপ্ত জীবন তৃষা
চলিলাম আমি সখি যৌবন প্রভাতে!

ব্যর্থ মম জীবনের অভিশাপ যেন
লাগে নাকো তোদের জীবনে;
সুখী কর, সুখী হও, মেশায়া জননী হও
ধন্য হো'ক নাম সখি তোদের ভুবনে!

আনন্দের গান মম সাঙ্গ সখি আজ
আসিয়াছি শোক গীত লয়ে;
পিতার চরণে সখি লয়েছি সময় মাগি
ব্যর্থ জীবনের গাথা গাহিব কাঁদিয়ে।

সখি তোরা সাথে আয় এ শেষ সময়ে
সাথে মিলি গাহিব তোদের;
ফিরিব পর্ব্বতে বনে, গাহিব তোদের সনে
মাসদ্বয় ব্রত সখি, লয়েছি শোকের।

সময় ফুরাবে যবে এই খানে সখি
অন্তশয্যা রচে মোর যেন;
দেব পূত এ অচলে, উন্মুক্ত আকাশ তলে
দেবতার তরে যেন যায় এ জীবন।

এই খানে খেলিয়াছি সুখের শৈশবে
চিন্তাহীন আনন্দে মাতিয়া;
এই সে অচল পরে, অব্যক্ত সুখের ভরে
উঠিয়াছে শিশু কণ্ঠ দিক মুখরিয়া!

এই খানে যৌবনের প্রথম প্রভাতে
হাসিয়াছি কি সুখে ভাসিয়া ;
এই কাননের মাঝে বিজন মধুর সাঁঝে
সুখের মূহুর্ত্ত কত গিয়েছে কাটিয়া !

প্রিয় তাই এই স্থান, হেথা যেন গাঁথা
আছে মোর জীবনের কথা ;
তোদের নিকটে তাই, অন্তিমের ভিক্ষা চাই
অন্তিম শয়ন মম রচে দিস্ হেথা ।

বঙ্গনারীর জন্য আক্ষেপ

যে দেশের নারী জাতিকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করা হয়, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, সতীত্ব, পবিত্রতা, কার্য্যশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলের আদর্শ বলিয়া অভিহিত করা হয় সেই নারী জাতির আজ কি দুর্দ্দশা কি অধঃপতন ! হায়, সভ্যতার অনুকরণ করিতে গিয়া কত মহা পাপের অন্ধকার আসিয়া নারী জাতিকে গ্রাস করিল। প্রচীন কালে অজ্ঞান অন্ধকারের সময় সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় সতী সাধ্বী নারীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, সতীত্ব ধর্ম্মপালন, ব্রহ্মচর্য্যপালন সাধন, গার্হস্থ্য জীবন ধারণ প্রভৃতি আপনাদের জীবনের সদ্‌গুণের গৌরবে জগতকে মোহিত ও ধন্য করিয়া গেলেন ; সেই দেশে আজ নারীগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ আদর্শ সকল চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া কি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন ! সুসভ্য ইয়ুরোপীয় মহিলাগণ নানা প্রকার সুখ আমোদ ও বিলাসিতার মধ্যে থাকিয়াও আপনাদের জীবনকে কত উচ্চ সাধু কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া কি সুন্দর পবিত্র ভাবে রহিয়াছেন। কত রকমে অনাথ অসহায় রুগ্ন নিরাশ্রয় ভাই ভগিনীদের সেবা যত্ন করিয়া কত সুখ শান্তিই অনুভব করিতেছেন। আর বঙ্গ মহিলাগণ সেই পূর্ব্বকার অতিথি সেবা গার্হস্থ্য জীবন ধারণ প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য সকল ভুলিয়া গিয়া ঘোর বিলাসিতার সুখে মগ্ন হইয়াছেন ; আপন আপন সন্তান পালনও কত কষ্ট জনক বলিয়া মনে করেন। ভগিনিগণ উচ্চ উচ্চ পুস্তক পড়িয়া যেরূপ গৌরবান্বিতা হইতেছেন, সেইরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ উচ্চ কার্য্য দ্বারা জীবনকে ধন্য

করিতে পারিলে কতই মিষ্ট ও কতই সুখের হয়। আহা সে দিন আমাদের কবে হইবে? সর্ব্বশক্তিমান ভগবান দয়া করে সেই শুভদিন ও শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল প্রাণ গুলিকে সুখী ও কৃতার্থ করুন এই প্রার্থনা।

শ্রীমতী সুঃ—

কন্যার জন্মতিথি দিনে মাতার আশীর্ব্বাদ।

জানিনাকো আজি কেন না হইতে নিশি ভোর,
আপনা আপনি গেল ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর।
ত্রয়োদশ বৎসরের কত স্মৃতি পুরাতন,
সহসা জাগিয়া প্রাণে আকুল করিছে মন।
নব বস্ত্র আভরণে সাজায়ে সুতনু তোর,
আজিকার দিনে কত আনন্দ হইত মোর,
এখন এখন বৎসে সে সাধ আমার নাই,
শুধু পুতলীর মত তোরে না সাজাতে চাই।
এখন তো তুমি আর ক্ষুদ্র বালিকাটী নয়,
বিকাশ উন্মুখ বৎসে এখন যে ও হৃদয়।
জননীর স্নেহ নিড়ে ঘুমাবার দিন নাই;
এখন সংসার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে বল চাই।
বিমুক্ত যেখানে বৎসে অনন্ত জ্ঞানের দ্বার
দাঁড়াও আজিকে সেথা আশীর্ব্বাদ লয়ে মার।
শিক্ষয়িত্রী সকলের বিনয়ে চরণ ছুঁয়ে,
যাও সকলের কাছে আশীর্ব্বাদ মাগ গিয়ে।
আজি হতে নবোদ্যমে কর আরও প্রাণপণ,
জীবনের ব্রত যেন হয় সেথা সুসাধন।
বিদ্যার মন্দির বৎসে সুপবিত্র তীর্থ স্থান,
অচঞ্চল হয়ে সেথা কর চিত্ত সমাধান।
সাধন করিয়া সিদ্ধ ফিরিবে যখন ঘরে,
সেথাকার আলো যেন থাকে হৃদি আলো করে।
বিদ্যার মন্দির নহে বৎসে উহা রত্নাগার,
ওই রত্ন লাভে আছে সকলের অধিকার।

ও রত্ন লভিতে তুমি করিও পরাণ পণ,
ক্ষতি ভাবিও না তার যদি যায় ও জীবন ;
এই ছার হীন দেশে নারী জন্ম অতি ছার,
বহিতে হয় না যেন তেমন জীবন ভার।
আপনি খুঁজিয়া তুমি লও আপনার স্থান,
আকর্ষণ কর বৎসে সকলের সুসম্মান।
বিদ্যারত্নে বিমণ্ডিত উজ্জ্বল মুকুট পরি,
মায়ের আঁধার হৃদি দিও তুমি আলো করি।
সাধি আপনার কায, ফিরিবে যখন সুখে,
আবার তুলিয়া লব এই স্নেহ ভরা বুকে।
কাছে নাই বলে তুমি বিষাদিত নহে প্রাণ,
থাকুক না গিরি, নদী, মাঝে শত ব্যবধান।
স্মরিয়া মায়ের মুখ পেয়োনাকো ব্যথা আজ,
নবোদ্যমে নব বলে সাধ আপনার কায।
বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে যদি মার প্রতি,
মায়ের স্নেহের ঋণ ভুলিয়া না যাও যদি।
বিদ্যা বিভূষিতা হয়ে সুধিও মায়ের ধার,
ইহা বই আর কিছু চাহেনাকো মা তোমার।

সন্তানের প্রতি জননীর কর্ত্তব্য।

সন্তানের প্রতি জননীর প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, ধর্ম্মশিক্ষা দান করা। জননীর মনোবৃত্তির সহিত সন্তানের মনোবৃত্তি গঠিত হয়। একটী কায়া, অপরটী ছায়া, কায়ার যা ভাব ছায়াতে তাহা প্রতিভাত হইবেই। চাকচিক্যময় উজ্জ্বল বসনে সজ্জিত, সুন্দর সুখাদ্য দ্রব্যে পরিপোষিত করিলেই কি মাতার কর্ত্তব্য পালন করা হয়? সকলেরই ইচ্ছা সন্তানের কোনও ক্লেশ না হয়, চরণে চলিতে না কণ্টক বিদ্ধ হয়, মাছিতে পিঁপড়াতে জ্বালাতন না করে। কি ধনী কি দরিদ্র শিশু সন্তানকে সমান স্নেহেই প্রথমে প্রতিপালন করেন, তবে দরিদ্রের যাহা অসাধ্য, ধনীর তাহা আয়াস সাধ্য। সেই জন্য ধনী পুত্রদিগের শিক্ষা যেরূপ সুচারুরূপে হওয়া সম্ভব, দরিদ্রের তাহা আকাশকুসুম, অসম্ভব।

আজকাল কি ধনী, কি গৃহস্থ সকলকারই বসনানুরাগ ও বিলাসিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য কালে সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিবার নানা সুযোগ হইতেছে, আজকাল অল্প, বিস্তর সকলেই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই। লেখা পড়া জানে না, এমন মূর্খ কয়জন আছে? কিন্তু লেখা পড়া পাঠাভ্যাস শিক্ষার সহিত কি নিয়মিত ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়? অতি শৈশবে যখন শিশু প্রথম বাক্যস্ফুট হয়, তখনই তাহাকে সেই অনন্ত প্রেমময় জগদীশ্বরের চরণে নত হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তখন হইতে তাহাদের জানা কর্ত্তব্য যে উপরে একজন আছেন, তাঁহাকে ভয় ভক্তি ও সম্মান করাই জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেই শিশুদিগকে জগদীশ্বরের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণত হইতে শিখাইলে, অভ্যাস বশতঃ সেই শৈশব হৃদয়েই ধর্ম্মের বীজ মুকুলিত হইয়া উঠিবে। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে প্রত্যহ তাহাদিগকে একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা করাইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাহাতে তাহারা দিবসের অন্যায় কর্ম্মের জন্য জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা চাহিয়া, সুখের জন্য স্বচ্ছন্দতার জন্য তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। নির্দ্ধারিত দিবসে ও নিয়মিত সময়ে বা ঘটনা উপলক্ষে সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের আরাধনা ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম সকলেরই মূলমন্ত্র সেই অনন্ত প্রেমময় জগদীশ্বর। জগদীশ্বরের চরণে স্বীয় সন্তানকে প্রণত করাই জননীর প্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশিক্ষার স্থান বা মন্দিরের কি আবশ্যক? জগৎপিতা জগদীশ্বরের এই অনন্ত সংসার মন্দিরে, যদি প্রতি নর নারী তাঁহার উপাসক হইয়া তাঁহার উপাসনায় তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হন, তাহা হইলে অন্য স্থানের কি আবশ্যক? প্রতি সংসারী গৃহস্থ যদি আপনার গৃহালয় পবিত্র শুদ্ধ রাখিয়া, প্রীতি প্রফুল্ল মনে তাঁহাকে দিনান্তেও সন্তান পরিবৃত হইয়া একবার ডাকিতে পারেন, তাহা হইলেই সংসার স্বর্গ হইবে। আমরা ইংরাজী হইতে প্রায় সকলই অনুকরণ করিতেছি, তবে তাহার ভালটী কেন না অনুকরণ করিব? একদা আমি এক জন মিশনরী মহিলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বালক বালিকাগুলি রাত্রিবাস পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বসিবার কক্ষে আসিল। সেই মহিলা আমার নিতান্ত পরিচিত বন্ধু। তাঁহার শিশু সন্তানগুলি আপনাদের প্রার্থনা বলিয়া রাত্রের জন্য বিদায় হইতে আসিয়াছিল, ছোট মেয়েটী তিন বছরের, সব কথাও পরিষ্কার রূপে বলিতে পারে না। তখন সেই ইংরাজ মহিলাটী বলিলেন, "Do you like to hear my Children's Prayer?" আমি সানন্দে শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় ছোট মেয়েটী প্রথমে ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া করজোড়ে মাতার ক্রোড়ে মুখটী রাখিয়া ধীরে ধীরে অস্পষ্ট জড়িত ভাষায় বলিতে লাগিল—

"Our father which art in heaven. Hallowed be thy name, Thy Kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the Kingdom, and the power, and the glory for ever. Amen."

আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম, তাহার পর মাতার মুখ চুম্বন করিয়া আমার নিকট আসিয়া Good night বলিয়া শয়নে চলিয়া গেল। তাহার অন্য ভাই বোন, একের বয়স চার ও অন্যের বয়স ছয়, তাহারা অতিশয় গম্ভীরভাবে বসিয়া এই প্রার্থনাটী বলিয়া চলিয়া গেল। যে সময় তাহারা এই প্রার্থনা বলিতেছিল, সেই সুন্দর সুকুমার হাস্যপ্রফুল্ল আননে যেন স্বর্গীয় আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাস্তবিক ক্ষুদ্র শিশুর মত স্বর্গীয় পবিত্র এমন আর এ পৃথিবীতে অন্য কি দ্রব্য আছে?

ধর্ম্মের দিকে মন না থাকিলে ক্রমশঃ স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল হইয়া উঠাই সম্ভব। স্কুল ও কলেজে কুশিক্ষার মূলমন্ত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বালকেরা মাতৃক্রোড় হইতেই স্কুলে গমন করে। সকালে উঠিয়াই, মুখ হাত ধুইয়া, জলযোগ করিয়া মাষ্টারের নিকট পড়িতে বসে, তাহার পর তাড়াতাড়ি স্নান আহারাদি সমাপন করিয়া স্কুলে ছোটে। সেখানে ভাল মন্দ সকল প্রকার শিক্ষা পাইয়া গৃহে আসিয়া খেলিতে না খেলিতে মাষ্টারের তাড়া। তাহার পর ঘুমচোখেই আহার সমাপন করিয়া নিদ্রা। ইহা আজকাল বালক এবং বালিকা উভয়েই করিয়া থাকে। কখন সে ধর্ম্মের কথা ভাবিতে বা শিখিতে অবসর পায়?

যাঁহারা মধ্যস্থ বা ধনী, তাঁহাদিগের গৃহে দাসী চাকরের অভাব নাই। শিশুকাল হইতেই বালক বালিকারা তাহাদিগের নিকট হইতে নানা প্রকার অশ্লীল কথা ও গালি শিখিয়া থাকে। এ বিষয়ে সকল জননীরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আবশ্যক। স্কুলেও বালকেরা শীঘ্র তৈয়ার হইয়া উঠে। (অবশ্য সকল বালক নহে, ইহা সাধারণতঃ) অনেকেই দুএক প্রকার মাদক ও নেশায় অভ্যস্ত হয়, মিথ্যা কথা কহিতে আরম্ভ করে। শৈশব হইতে ধর্ম্মভীরু হইলে স্বেচ্ছাচারিতা কখনও প্রবল হয় না, এবং জনক জননী ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে স্নেহ বন্ধন কখনও শিথিল হয় না। কি করিলে সন্তানের মঙ্গল হয় এ চিন্তা সকল জনক জননীর বক্ষে অহোরাত্র জাগিতেছে। শুধু শিক্ষায় কার্য্য হয় না। একে বলিলে অন্যে হাসিবে, উপহাস করিবে, ভাল কথাটাও উপহাস যোগ্য হইয়া উড়িয়া যায়। একের দ্বারা সকল কার্য্য হয় না। পরস্পরের সৌহৃদ্য থাকিলে সকল কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে। "আমি

বড়" এই জ্ঞান আজকাল বিশেষ প্রবল হইয়াছে, এ জ্ঞান জন্মিলে আর উন্নতির আশা থাকে না। নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, উপহাস করা একটা বিশেষ অপরাধ, বিশেষ পাপের মধ্যে। এই ভাবের বীজ শিশুহৃদয়ে বপিত হইলে তাহা ক্রমে ভয়ানক হইয়া উঠে। হয় ত স্কুলের ক্লাসে ছেলে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে, মাতা পিতা ধরা খানাকে সরা জ্ঞান করিয়া পুত্রকে যথেষ্ট সাদর উপহার দিয়া থাকেন, এবং পুত্রের বন্ধুগণকে যথেষ্ট আহারাদি করান, পুত্রেরও হৃদয়ে অহঙ্কারের বীজ বপিত হইল। দ্বিতীয় বৎসর আর সে ততটা পরিশ্রম করে না, সে জানে সে ভাল, সে ভালই হইবে। একজামিন দিয়া অকৃতকার্য্য হইলে শারীরিক অসুস্থতার ভান্ করিয়া বসিবে। তৃতীয় বৎসর তত দূরও অগ্রসর হইতে হয় না। আজকাল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ও দরিদ্রের সন্তানদিগকে স্কুলে শিক্ষিত করা কি কষ্টকর। সারা দিবসের পরিশ্রমের, সেই মুখে রক্ত উঠা অর্থে, হৃদয়ের সার আশায় তাঁহারা সন্তানদিগকে বিদ্যাভ্যাসে পাঠান। তাহারা যদি না ভাল হয়, পিতা মাতাকে ভক্তি প্রীতি না করে, সে অসীম স্নেহের ঋণ না স্নেহে যত্নে পরিশোধ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে কি ভয়ানক। তাহারা হয় ত বলিবে "বাপ মা আর এমন নূতন কি করিয়াছেন? বাপ মার কার্য্য করিবেন নাত বাপ মা হয়েছিলেন কেন?" সত্য পিতা মাতা আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, কিন্তু সন্তানের কি পিতা মাতার প্রতি কোনও কর্ত্তব্য নাই? সেই জন্য যখন সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু অস্ফুট ভাষায় হৃদয়ে অমৃতধারা ঢালিতে শিখে, যখন তাহাদের হৃদয়ের ভিতর পবিত্রতা মুকুল স্নেহে প্রেমে বিকশিত হইয়া থাকে, তখনই তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষা আবশ্যক। যে সময় সংসারের কোন প্রকার দাগ তাহাদের স্বচ্ছ নির্ম্মল কাঁচের মত হৃদয়ে পড়ে না তখন প্রথমে ধর্ম্মের পবিত্র ছায়া ফেলিলে বা ফেলিতে চেষ্টা করিলে, তাহার হৃদয় স্বভাবতঃই ধর্ম্মের দিকে টানিবে। হিন্দুদিগের গৃহে শিশুদিগকে অন্যায় কুসংস্কার পরায়ণ করা কখনও উচিত নহে। সহস্র দেব দেবীর মহাত্ম্য ক্ষুদ্র শিশু কোন প্রকারে বুঝিতে পারিবে না, এবং বুঝা অসম্ভব। কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম সকলেরই মূলমন্ত্র সেই অনন্ত প্রেমময় জগদীশ্বর। সেই জগদীশ্বরের চরণে শিশুদিগকে প্রণত করাই জননীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। সে কালের সহিত এ কালের তুলনা হয় না। যখন সে কাল আর নাই, তখন আর এ কালের সহিত তাহার টানাটানি কেন? আমাদিগের প্রপিতামহ পিতামহের আমলে যাহা ছিল এখন কি তাহার কণামাত্র আছে? আবার এক শত বৎসর অতীত হইলে নিশ্চয় এখনকার সময়ের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিবে। আজকালকার প্রতি জননীই অল্প বিস্তর শিক্ষিতা সেই জন্য আজ কালকার সন্তান পালন তাঁহারা সুচারুরূপেই করিতে পারেন।

আজকাল কি ধনী কি গৃহস্থ সকলেই সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাহারা সাহেবী স্কুলে পড়িয়া, সুন্দর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া, ফুটবল টেনিস খেলিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইবে, বড় হইলে বিলাত যাইবে, একজামিন পাস করিয়া আসিয়া. সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে এই কামনা প্রায় সকল জনক জননীরা বক্ষে পোষণ করিতেছেন। সেই প্রকার শিক্ষায় তাহারা ক্রমে কেমন ভয় ও সম্মানের কথা ভুলিয়া যায়। বিলাসিতার অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া দীন আত্মীয় স্বজনকে অবজ্ঞা করিতে শিখে, ক্রমে অভ্যাসের দরুণ পিতা মাতার প্রতিও ভক্তি শ্রদ্ধা কমিয়া আসে। তখন জনক জননীর অসীম স্নেহে কি আঘাত লাগে, তাহা কি দারুণ নিরাশাময় বোধ হয়। যে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য অকাতরে সকল ক্লেশ সহিতেছি, সে যদি বড় হইলে তাহা না বুঝে সে কি ভীষণ নিরাশা! সেই জন্য প্রথম হইতেই বালক বালিকা-দিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া একান্ত আব-শ্যক। যাঁহার অনন্ত মহিমায় আমরা নারী জন্মের সার জন্ম 'জননী' নামে অভিহিত হইয়াছি, তাঁহার নিকট সন্তান বক্ষে ধরিয়া কি আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না? জননীর হৃদয়ে সন্তান স্নেহ যেমন মধুর যেমন পবিত্র যেমন নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, এরূপ আর কোনও স্নেহে নাই। শিশুর মত পৃথি-বীতে আর কিছুই পবিত্র নাই। আমরা সেই শিশুর পবিত্র কোমল অন্তরে কি ধর্ম্মের বীজ বপন করিব না? উদ্যানে সুগন্ধি কুসুমের বৃক্ষ রোপন করিলে কত যত্ন কত সলিলসেক আবশ্যক। যাহার বৃক্ষ সে রোপন করিয়া কত আশায় আগ্রহে প্রত্যহ কবে পল্লব বিকশিত হইয়া মুকুল ফুটিবে বলিয়া চাহিয়া থাকে। সূর্য্যের কনক কিরণে যখন বৃক্ষকে আলোকিত করিয়া কুসুম ফুটিয়া উঠে তখন তাহার কি আনন্দ! সকল যত্ন এবং পরিশ্রমের সার্থকতা হয়। সেইরূপ জননীর স্নেহউদ্যানে এই সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষের মত সন্তানগুলি যখন ধর্ম্মে ও নানা গুণে বিভূষিত হইয়া ফলে পুষ্পে বিকশিত হইয়া উঠে তখন কি আনন্দ। যেমন সকলের ইচ্ছা পুত্র কন্যা ধনে মানে সম্পদে ধন্য হউক, তেমনই পুত্র কন্যা ধার্ম্মিক পরোপকারী হউক দয়ালু স্নেহময় জ্ঞানবান বিদ্বান হউক এ ইচ্ছাও কি হয় না? ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ। যাঁহারা ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহারা কর্ম্মবীর এবং তাঁহাদের চিরস্মরণীয় নাম চিরদিনই পূজনীয় থাকিবে। বাল্যকাল হইতে শিশু-দিগকে দয়ালুতার দৃষ্টান্ত দেখান উচিত। দাসী চাকরকে স্নেহ দয়া করিতে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের প্রতিও দয়া রাখিতে; ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে শিখান উচিত। যাঁহার যেমন ক্ষমতা তিনি শিশুর হস্তে ভিখারীকে ভিক্ষা দিলে, ভিখারীর কষ্ট বুঝাইতে চেষ্টা করিলে সে ক্রমে বুঝিবে দানশীলতা জীবনের একটী কর্ত্তব্য।

শিশুর সহিত কোন দ্রব্যের তুলনা হয় না। এই পাপ তাপপূর্ণ জগতে, তাহারা স্বর্গের পবিত্র পারিজাত।

বাল্যকালে জনক অপেক্ষা জননীর সহিত শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাহারা জনককে সর্ব্বদা দেখিতে পায় না, এবং সর্ব্বদা পিতার নিকট শিক্ষা পাওয়াও ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু জননীকে সর্ব্বদাই দেখে, এবং সর্ব্বদাই জননীর চক্ষে চক্ষে থাকে। সেই জন্য জননীরা অনায়াসে শিশুর বাক্যস্ফুট হইলে নানা শিক্ষার কথা বলিতে পারেন। শিশুদিগের সম্মুখে কখনও পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা করা উচিত নহে। একে ত আজ কাল প্রায় সকলেই নিজেকে বড় ও নিজেকে ভাল মনে করিয়া অন্যকে তুচ্ছ করিতে শিখিতেছে। এবং অল্প বয়স্ক বালক বালিকারা অন্যের খুঁত ধরিতে, অপারগতা দেখিয়া উপহাস করিতে বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছে। দরিদ্র আত্মীয় স্বজনকে সম্মান ও স্নেহ করিতে শেখা কর্ত্তব্য। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "Charity and Duty begin at home" এই কথায় সকলকারই চলা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের প্রবাদটী যথার্থ আমাদের দেশের মত "ঘর জ্বালানে পর ভালানে" আমি জনক জননীর উদাহরণে সহস্র স্থানে দরিদ্র অনুগৃহিত ব্যক্তিকে বালক বালিকাদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াছি। ইহা অতিশয় হৃদয়হীনতা। পৃথিবীতে যত ক্ষণজন্মা কৃতবিদ্য, শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন-চরিতে জানা যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অর্থের স্বচ্ছলতাই জগতে ধনবানের পদবী। পৃথিবীর ধনরত্ন অপেক্ষা, স্বর্গীয় পবিত্রতার সরলতার দয়ালুতার আধার পুত্ররত্ন কাহার না বাঞ্ছনীয়? শুধু অর্থের সাহায্য সর্ব্বদা প্রয়োজন হয় না, মুখের একটী মাত্র মিষ্ট কথায় সময়ে সময়ে হৃদয়ে শান্তিধারা ঢালিয়া দেয়। অনেক ধনী পুত্রের দরিদ্র আত্মীয়ও সময়ে সময়ে ইউনিভারসিটির উচ্চ স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তবু তাহাদের মাষ্টার পণ্ডিতের অভাব।

শিশুদিগের জিদ কখনও বজায় রাখা ভাল নহে। শিশু কাঁদিতেছে, মুক্তা ঝরিতেছে বলিয়া অমনই তাহার সকল আব্দার কখনও পূর্ণ করা উচিত নহে। সময়ে সময়ে 'চাঁদ চাওয়া' ছেলে লইয়া জননীরা বিব্রত হইয়া পড়েন। একটা গল্প আছে একটী আব্দারে ছেলে মাকে বলিল, "আমি চিনি খাব" মা চিনি দিলে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না আমি চিনি খাব না, সর্ব্বত খাব" মা তাড়াতাড়ি বাটিতে জল দিয়া চিনি ভিজাইলেন সে বলিল, "না চিনি খাব" তখন মা রাগিয়া বকিতে বকিতে এক মুঠা চিনি আনিয়া দিলে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে লুটাইয়া পড়িয়া সর্ব্বতের বাটি দেখাইয়া বলিল, "না আমি ঐ চিনি খাব।" এরূপ আব্দার আজকাল ঘরে ঘরে। শিশুকাল হইতে আপন আপন মনের মত দ্রব্যাদি পাইয়া

ছেলেরা ক্রমশঃ কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। সেই জন্য যখন তাহারা অল্প অল্প সব বুঝিতে পারে তখনই তাহাদের ইচ্ছা দমন করা উচিত। জননীর শিখান উচিত তাহাকে (Self willed) হইলে চলিবে না, জননীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতেই হইবে। তাহা হইলে ক্রমে বড় হইলে তাহারা জীবনের কার্য্য করিতে ও ঈশ্বরের সুআজ্ঞা শুনিতে প্রস্তুত হইবে।

শিশুর অল্প জ্ঞান হইলে কোন প্রকারে লোভ দেখাইতে শিখান কর্ত্তব্য নহে। আমি দেখিয়াছি অনেক স্থলে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে "ইহা দিব, তাহা দিব" বলিতে হয়, কিন্তু তাহা অন্যায়। যদি যথার্থ সে দ্রব্যটা দিবার থাকে ত কথাই নাই, যদি মিথ্যা হয় ত দুইটা পাপ শিখান হয়, এক মিথ্যা কথা দ্বিতীয় লোভ। আমরাই যদি মিথ্যা কহি ত আমাদিগের সন্তান কহিবে না কেন? সত্যের চেয়ে মূল্যবান আর জগতে কি থাকিতে পারে?

ভয় দেখাইতে শিখানও তদ্রূপ, একে ত বাঙ্গালীর ছেলেকে তাহা শিখাইতে হয় না। তাহা ব্যতিত ভূত প্রেত জুজু চোরের ভয় দেখাইয়া ভীত হইতে শিখান উচিত নহে। বাঙ্গালী কি, আমি অনেক ইংরাজকে 'বগিওয়ালার' নামে ভয় দেখাইতে দেখিয়াছি। শিশুকাল হইতে যত নির্ভীক সাহসী হইবে, ততই চরিত্রের উন্নতিতে সাহায্য করিবে। পরের অক্ষমতা লইয়া হাসা, অন্যের বিপদে অগ্রসর না হওয়া, এই সব কাপুরুষোচিত কর্ম্ম বালক বালিকাদিগকে কোন রূপ শিখিতে দেওয়া উচিত নহে।

সর্ব্বশেষে এই কথা, জননীর অলসতা ত্যাগ করিয়া সংসারের সহস্র গৃহ কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রত্যহ ঘণ্টা খানেক বা ঘণ্টা দুই নানা প্রকার জ্ঞানের ও ধর্ম্মের কথা বলা উচিত। জননীর মনোবৃত্তির সহিত সন্তানের জীবন গঠিত হয়।

সন্তানের মঙ্গল ইচ্ছা সকলেই করেন, কিন্তু কেবল মাত্র অসার ইচ্ছায় কি সফল কাম হওয়া যায়? কোন্ জননীর ইচ্ছা উচ্ছৃঙ্খল নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পুত্র হয়? সকলেরই মনে স্নেহময়, ধার্ম্মিক উন্নতমনা, কার্য্যক্ষম পুত্ররত্নের বাসনা জাগিতে থাকে। সকল পিতা মনে মনে এই বাসনা পোষণ করেন "পুত্র বংশের মুখোজ্জলকারী হইয়া চিরসুখী হউক," সুপুত্রের পিতা হইয়া সকলেই ধন্য হইতে বাসনা করেন। কিন্তু শুধু ইচ্ছাতেই বা কি হয়? আমাদের দেশে জাতীয় একতা ও হৃদ্যতার একান্ত অভাব। সমাজেও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কোন দৃঢ় বন্ধন নাই। আমরা শুধু বিদেশীয় অনুকরণতায় ব্যস্ত রহিয়াছি। আমাদিগের জাতীয় উন্নতিতে ও সমাজের উন্নতিতে কয়জনের মন আছে? আমরা বিদেশীর চক্ষে, স্বদেশীর নিকট কি করিয়া সমাজের শীর্ষক হইব তাহারই ধ্যানে মগ্ন। কখন আমরা নিজের জন্য নিজেদের সন্তানের জন্য মঙ্গল চিন্তা করিব? ইহা কাহারও দোষ নহে, সময়ের দোহাই দিয়া তাহারই শিরে এই দোষ নিক্ষেপ করা

উচিত। আমরা একটা শুভ কর্ম্মে যদি দশ জনে মিলিত হই, কিন্তু তাহাও ক্ষণ-বাতাসের ভরে, লোকের কথায় ভাঙ্গিয়া যায়। কারণ আমাদের চিত্তের বল নাই। ধৈর্য্য বিনা কোন সুকর্ম্ম হয় না, কিন্তু আমরা চিরদিনই অধৈর্য্য। সবুরে মেওয়া ফলা আমাদের ভাগ্যে নাই, তবে যদি কেহ মেওয়াশুদ্ধ গাছ আনিয়া সম্মুখে ধরে ত ফলাস্বাদ করিতে অনিচ্ছুক নই। বিনা আয়াসে বিনা কষ্টে, বিনা যত্নে যদি কোন উত্তম দ্রব্য পাই ত ঘরে বসিয়া লইতে পারি। তাহার জন্য মাথা ব্যথা করান অসম্ভব। বঙ্গদেশে আজকাল সকল সমাজে, সকল জাতিতেই ধর্ম্মশিক্ষা-শ্লথ হইয়াছে। সেই জন্য সকল জননী মাত্রেরই একটু দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা আব-শ্যক। জননীর প্রধান কর্ত্তব্যই সন্তান পালন, এবং সন্তানকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা। ধর্ম্ম বিনা কোন সুকর্ম্ম হয় না, সকল কর্ম্মবীরই ধার্ম্মিক ছিলেন।

"O Lord, how happy should we be
If we could cast our care on Thee,
If we from self could rest;
And feel at heart that One above,
In perfect wisdom, perfect love,
rking for the best.'

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

প্রতিদান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দিন কয়েক পরে তাহার পিতার সঙ্কট পীড়ার সংবাদ লইয়া তাহার পিতার একজন বন্ধু সতীশের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ভদ্রলোকটীর গাড়ী দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল; তিনি তাহার পিতার অনুরোধে সতীশকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। সতীশ ভুবন বাবুকে বলিয়া তাঁহার সহিত শকটে আরোহণ করিল। কিন্তু গাড়ীর গতি তাহার পিতার বাসা বাটীর বিপরীত দিকে দেখিয়া ভদ্র-লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে তাহার পিতা একজন বন্ধুর বাড়ীতে রহিয়াছেন।

তিনি সতীশকে একটা ঘরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। পিতাকে দেখিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া-ছিল, ভদ্রলোকটীর ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সে কিছু অধৈর্য্য হইয়া পড়িতে ছিল। কিন্তু নানা প্রকার দুশ্চি-ন্তার ভিতরেও সেই বাড়ী কাহার তাহাও তাহার জানিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কারণ সেই সুবৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকার অধি-

স্বামী যে তাঁহাদের সম অবস্থাপন্ন কোন বন্ধু হইবেন, তাহা অসম্ভব। অথচ তাহার পিতার বন্ধুদের মধ্যে যে কাহারও ধনীর তালিকায় নাম আছে তাহা সে জানিত না। তাহার পিতার সুসময়ে যাঁহারা বন্ধু ছিলেন, সতিশদের দারিদ্র দুঃখের অবস্থাতে তাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ বা যোগ রাখাকে তাঁহারা বিশেষ শ্লাঘাজনক মনে করিতেন না। কিন্তু এই বিপদের সময় পীড়িতাবস্থায় এমন বন্ধু কে যিনি রোগের সেবা করিতে এবং আনুষঙ্গিক সকল প্রকার অসুবিধা বহন করিতে প্রস্তুত! সতীশ এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময় তাহার পিতা সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সতীশ পিতাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। তাঁহার শরীরে তো রোগ বা কোন অসুস্থতার চিহ্ন মাত্রও নাই। সতীশের বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া তিনি হাসিয়া পুত্রের নিকট আসিয়া বসিলেন। যেন তাঁহার অসুখের কোন কথাই হয় নাই, এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

সতীশ সকল কথা শুনিয়া অবাক্, স্তম্ভিত হইল, পুত্রের সহিত পিতার এই রূপ প্রতারণাময় ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইল। শুনিল মধ্যে আর এক দিবস মাত্র আছে, তৎপর দিনই তাহার বিবাহ! বিবাহের উদ্যোগ, আয়োজন সকলই হইয়াছে। এখন তাহার সম্মতির জন্যও আর অপেক্ষা নাই। সে যত ক্ষণ, বিবাহ প্রস্তাব লইয়া পিতার সহিত মনান্তর হওয়া অবধি তাঁহার সহিত আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই ভাবিয়া অনুতপ্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে বিজন কক্ষে বসিয়া তাঁহার দর্শন প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া পড়িতেছিল; যতক্ষণ কল্পনায় পিতার রোগ যাতনা ক্লিষ্ট চোখের নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টির নীরব তিরস্কারে আপনাকে ব্যথিত বোধ করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার পিতা সেই সুবৃহৎ অট্টালিকারই অন্য এক দিকে তাহার বিবাহ সংক্রান্ত সেই দিবসের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগে ব্যাপৃত ছিলেন। সতীশের বাক্যস্ফুরণ হইল না; তাহাকে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দ দেখিয়া এবং তাহার চোখের যাতনাময় চাহনিতে আপনাকে তিরস্কৃত ভাবিয়া তাহার পিতা নিজের দোষ স্খালনে ব্যগ্র হইলেন। বলিলেন "তা' কি করব বল বাবা, আমি ভদ্রলোককে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম। তুমি যে ও রকম ক'রে এক গুঁয়ে হয়ে বেঁকে বস্‌বে, তা'তো আর আগে জান্‌তাম না; আমরা বাপু জানি বাপের মতেই ছেলের মত। তা' তখন কি আর ভদ্রলোকের কথা ভাঙ্গা যায়!" অবশ্য তাও কি কখন হয়; তদুপরি আবার ভদ্রলোকের কথা ভঙ্গ হইলে তৎ সঙ্গে রজত খণ্ড কয় সহস্র প্রাপ্তির যে মনোরম আশা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন তাহাও চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলিসাৎ হয়! তৎপরে বলিলেন, "এখন বাপের উপর রাগ করছ, এর পরে বুঝ্‌বে, বাপ তোমার হিত কি অহিত করেছিল। আপনার পড়া শুনা নিয়ে থাক; সংসারের ধারা তো জান না বাবা; এখানে পাঁচ জনের মধ্যে

মাথা তুলে দাঁড়াতে হ'লে একটা মুরুব্বি চাই, একটা দাঁড়াবার জায়গা চাই। আর আজ না হয় দুদিন পরে তো বিয়ে করতে; সকল দিকেই ভাল হয়েছে বাবা, বুঝে দেখ।" সতীশ বুঝিল কি না জানি না; কোন কথা বলিতে পারিল না; নীরবে মুখ ফিরাইয়া উন্মুক্ত বাতায়ন পথে দৃষ্টি স্থাপন করিল।

পিতা বহুক্ষণ অন্য কার্য্যে উঠিয়া গিয়াছেন, সতীশ সেই থানে একই ভাবে বসিয়া গবাক্ষ পথে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। সূর্য্যদেব কিরণ রথে আকাশ পথে আরোহণ করিতে করিতে কিরণোজ্জ্বল, কর্ম্মব্যস্ত, শব্দ মুখরিত পৃথিবীর এক কোণে গবাক্ষ ছিদ্র দিয়া সেই কর্ম্ম বিহীন, চিন্তামগ্ন যুবকের মুখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে আপন পথে চলিয়া গেলেন। নিদাঘ সূর্য্যের তপ্ত কিরণ ধারা তাহার দেহকে স্পর্শ করিতেছিল কিনা সতীশের দেহ যেন সে সম্বন্ধে অসাড় হইয়া গিয়াছিল। সতীশ সংসারের 'ধারা' বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল কিনা জানি না। সে ভাবিতেছিল মানুষ মানুষের সঙ্গে এত প্রতারণা করে কেন; তাহার বিশ্বাসের আশ্রয় স্তম্ভ নির্দ্দয় কঠোর হস্তে ভাঙ্গিয়া দেয় কেমন করিয়া! ভব সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গে ভীত, পাঁচ জনের তরণী বাহিত বিক্ষিপ্ত, আন্দোলিত জলরাশির সহিত সংগ্রামে ক্ষীণ বল, শ্বাসরুদ্ধ জীব মাথা তুলিবে কেমন করিয়া যদি নিকটস্থ যাঁরা, সবল সাহায্য দানে সক্ষম যাঁরা, তাঁরাই চারিদিকের জলরাশিকে আরও আন্দোলিত করিয়া দেন, তাহার আশ্রয়কে চূর্ণ করিয়া সমুদ্র অতলে নিক্ষেপ করেন! জননীর ভালবাসা সতীশ কবে সম্ভোগ করিয়াছে তাহার মনে নাই; দুঃখ যাতনায় মায়ের মধুর সান্ত্বনা সহানুভূতি কেমন তাহা জানে না; স্নেহ স্নিগ্ধ করুণাসুন্দর মাতৃ মূর্ত্তিও স্মরণ নাই। অতি শৈশব হইতে হৃদয়ের প্রথম ভালবাসা, ভক্তি পিতাকেই দিতে শিখিয়াছে। সংসারের গতিকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে হইত বটে, অন্তরে সেই শিশু সতীশের মত সে তাঁহারই ছিল। হৃদয়ের ভালবাসা, বিশ্বাস নির্ভর সে পিতার চরণে ঢালিয়া দিয়াছিল। সেই পিতা আজ নিজ হস্তে তাহার সরল বিশ্বাসের আশ্রয় স্তম্ভ ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছেন। প্রাণের মধ্যে অতি উচ্চ আসনে যাহাকে স্থাপন করা যায়, হৃদয়ের সেই অতি প্রিয় বস্তু সে আসনের অযোগ্য জানিতে পারিলে, বড়ই আঘাত লাগে।

তাহার উপর স্বীয় ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তায় সতীশ কূল পাইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল মাত্র আর এক দিবস; তাহার পরেই তাহার এবং তাহার অতীত জীবনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান পড়িয়া যাইবে; তাহার এত দিনের সযত্নে পোষিত প্রাণের প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য সমুদায় চিরদিনের মত সমাধিস্থ করিতে হইবে। চকিতে বিদ্যুতের মত তাহার প্রাণের মধ্যে কে একবার বলিয়া গেল 'পালাও'। আবার

কে বলিল পালাইবে, কাপুরুষের মত সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? সতীশের নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল, দ্রুত স্পন্দিত বক্ষঃস্থলের উপর হস্তদ্বয় চাপিয়া হৃদয়ের সহিত বলিল, "দয়াময় বল দাও, ঠিক পথ দেখিয়ে দাও।" সরল বিশ্বাসের প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না; হৃদয়ের মধ্যে আশ্বাস সান্ত্বনা লাভ করিল। সতীশ ভাবিল তাহা হইবে না, পলাইবে কেন? তাহার স্বীয় কল্পনা নির্দ্দিষ্ট পথের বিপরীত দিকে তাহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে যখন চলিত হইতে হইতেছে, তখন ইহার ভিতরে ইচ্ছাময়ের কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে। তবে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আর নলিনী! নলিনী সংসারে সকল সুখ সম্পদের অধিকারী হউক, সতীশ চিরদিন তাহার মঙ্গলের জন্য আপনার সুখকে তুচ্ছ করিবে। সতীশের মনে হইল, যে নলিনীর প্রতি তাহার হৃদয়ের ভাব ভগবানের চক্ষে অনুচিত বোধ হইয়াছিল, তাই তাহার জীবনের গতি ফিরাইবার জন্য এই অভিনব আয়োজন!

সময় কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না; কাহারও আনন্দ বাসরকে নিকটে আনিয়া কাহারও জীবনের সকল সুখ শান্তি আনন্দকে দূর হইতে দূরে পশ্চাতে ফেলিয়া দিনের পর দিন অনন্ত কাল সাগরে বিলীন হইতেছে। দুই দিবস কাটিয়া গেল; সতীশের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের সপ্তাহদ্বয় পরে এক দিন সতীশ ভুবন বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিল। সেই পুরাতন গৃহ, সকলই সেই, কিন্তু সে সতীশ যেন নয়। সে যেন এখন এ বাড়ীর নিতান্তই 'পর'! অতি ভয়ে ভয়ে, সঙ্কুচিত চরণে সতীশ ধীরে ধীরে ভুবন বাবুর বসিবার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি চৌকিতে বসিয়া পড়িতে ছিলেন, সতীশকে দেখিয়া পুলকিত হর্ষ ব্যাকুল হইয়া নিকটে ডাকিলেন। সেই স্নেহ কোমল পুরাতন পরিচিত কণ্ঠস্বরে সতীশ বিহ্বল হইল। ভুবন বাবুর সম্ভাষণের কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও নিকটে যাইতে পারিল না। তখন তাহার সকল শক্তি যেন কে হরণ করিয়া লইল। সহসা কি ভাবিয়া সতীশ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল! ভুবন বাবু সতীশের প্রকৃতি জানিতেন; শৈশবেও যে কখনও অপরের সম্মুখে এরূপ আত্মবিস্মৃত হইত না, তাহার চক্ষে সামান্য দুঃখে অশ্রু ধারা বহে নাই ভাবিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত, চিন্তিত হইলেন। সতীশের নিকট উঠিয়া গিয়া তাহার স্কন্ধে স্নেহহস্ত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে সতীশ, হঠাৎ এ রকম হ'লে কেন?" সতীশ নিজেই বুঝিতে পারিল না কি হইয়াছে! শুধু, সেই চির পরিচিত গৃহে পুরাতন কণ্ঠস্বরে তাহার অতীত জীবনের স্মৃতি আসিয়া তাহাকে যেন বিহ্বল করিয়াছিল, তাই সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না! গোপনে অন্তরের নিভৃতে যে অশ্রু উৎস নিয়ত ছুটিতেছে, বাহিরে তাহার প্রকাশ্য অবরুদ্ধ রাখি-

কেও, সামান্য একটী কথায় এক সময় মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল আয়াস, বহু দিনের সাধন নিষ্ফল হইয়া যায়; বহু দিনের রুদ্ধ হৃদয়ের আকুল আবেগ একটু স্নেহ-করুণ কোমল স্পর্শে দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

(ক্রমশঃ।)

MOTTOES FROM THE BRAHMO POCKET DIARY.

7th January.

My Father, I have forgotten the simple lesson of charity. Because I am poor, can I not be charitable? Teach me to be good to others.

৭ই জানুয়ারী।

শত প্রণিপাত প্রভু চরণে তোমার,
তোমারি এ দয়া প্রভু তোমারি করুণা।
এই সুখস্রোত বহে জীবনে আমার,
তোমারি চরণে আমি সঁপেছি আপনা।

কর আশীর্ব্বাদ এই শিশুরে আমার,
তব পুণ্য জ্যোতি আলো ঢালো ও জীবনে
বাড়িয়ে উঠুক পেয়ে আশীষ তোমার,
রেখো দেব স্নেহ ছায়ে চিরাশ্রিত জনে।

প্রার্থনা।

8th January.

Ascension of the Minister at
9-53 A. M. 1884.

Long since has this little bird 'I' soared away from this Sanctuary, I know not where, never to return again.

Peace! Peace! Peace!

৮ই জানুয়ারী।

দেহের পিঞ্জর হতে ক্ষুদ্র প্রাণ পাখী,
চলে গেছে শুনে কার মধুর আহ্বান।
কে দেখালে নব জ্যোতিঃ অলক্ষে থাকি
সর্ব্বস্ব তেয়াগি কারে সঁপে দিলে প্রাণ?

কে জানে মহিমা তব রহস্য অপার,
কোথা কোন মেঘ পারে শান্তির আলয়।
পরিশ্রান্ত যেথা স্থান পায় জুড়াবার,
শান্তি নামে, চিরশান্তি দাও শান্তিময়।

9th January.

Grant, O Lord, that I may love and honour the prophets and martyrs of ancient times, who lived and died for me.

৯ই জানুয়ারী।

জগদীশ এই ভিক্ষা মোর কামনার
অতীত গৌরব আর ভবিষ্যত বাণী
পূজা হোক, পূজনীয় অতীত আমার
ভক্তিভরে নত হয়ে যেন তাহা মানি।

এই কর জগদীশ চির ভক্তিভরে
তোমারে সর্ব্বস্ব সঁপি, সর্ব্বস্ব আমার।
সদা আরাধনা ক'র হৃদয় মন্দিরে
প্রেম পুষ্পাঞ্জলি দিব চরণে তোমার।

10th January.

Each letter of the Divine name proves a formidable power for chasing away sin and strengthening virtuous habits.

১০ই জানুয়ারী।

কি মহিমা কিবা শক্তি ও মধুর নামে,
পাপ তাপ দূরে যায় সেই সুধা পানে।
ধর্ম্মের মুকুল যেন বিকশিয়া ফুটে
আনন্দ লহরী ধারা সারা প্রাণে ছুটে।
কি মহিমা ওই নামে জানে দুঃখী জন,
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু কাঙ্গাল শরণ।
তোমার ও সুধানামে ব্যথা যায় দূরে
নব শক্তি জাগে যেন সদা মর্ম্ম পুরে।

11th January.

Teach me, my Father, to live in mankind and for the good of mankind.

১১ই জানুয়ারী।

দাও পিতা শিক্ষা মোরে, মানবের সম
যেন এ জীবন আমি পারি কাটাইতে।
নীচ বৃত্তি যদি হতে চলে যাক্ মম,
পশু না হইয়া থাকি এ জীবন পথে।
এসেছি যে কাজে আমি যাইনাকো ভুলে,
সংসার কুহকময় মায়াজাল দিয়া
লালসা বাসনা আনে হৃদয়ের কূলে,
তাহতে থাকুক দূরে চির মুক্ত হিয়া।
প্রত্যেক পরীক্ষা যেন হয়ে যাই পার
তোমার অতুল ওই অসীম দয়ায়।
দীন হীন হই তবু সন্তান তোমার
এ কথা জাগায়ে যেন রাখি এ হিয়ায়।
এসেছি মানব রূপে, মানবের সম
সুপথে জীবন পিতা যেন কাটে মম।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ইউরোপে ফরাসীগণ সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি।

ব্রেজীলে (Brazil) পূর্ব্বকালে স্বর্ণের ওজনে জই বিক্রয় হইত।

এরূপ শ্রবণ করা যায় স্বচ্ছ জলে সূর্য্য কিরণ ১৫৪০ ফিট অবধি নিম্নে প্রবেশ করিয়া থাকে।

চীন দেশীয় লোকেরা নিজ নাম লিখিবার সময় প্রথমে তাহাদিগের পদবী ও পরে নাম লেখে।

ব্রাসেল (Brussel) নগরে এক কৃষকের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সে পৃথিবীতে সকল শিশুদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভারী। তাহার ওজন এক মণ, তুই সের।

সুইডেনের (Sweden) মহারাজা প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত প্রতি মঙ্গলবার নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহারা উক্ত দিবসে মহারাজার সমীপে স্বীয় কষ্ট জানায়।

লণ্ডনের মিউজিয়ম্ (museum) মধ্যে একটী বহু পুরাতন দ্রব্য আছে। উহা কুইন হাষ্টুর (Queen Hastu) সিংহা-

সন। তিনি নাইল (Nile) উপত্যকায় খৃষ্টের জন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন।

মার্চ্চ মাসে রাজ পরিবারে বিশেষ বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হয়। যথা, ১০ই মার্চ্চে বর্ত্তমান সম্রাটের বিবাহ হয়। ২১এ প্রিন্সেস্ লুইসের বিবাহ হয়, এবং তাঁহার জন্মদিন ১৮ই মার্চ্চে। ডিউক অফ্ কেম্ব্রীজ ২৬এ মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। এই মাসে ডিউক অফ্ আল্‌বানীর মৃত্যু হয়। কুইন ভিক্টোরিয়ার মাতারও এই মাসে মৃত্যু হয়।

সংবাদ।

কুচবিহারের মহারাণী আমাদের নূতন সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। উভয়েই তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন ও আদর যত্ন করিয়াছিলেন।

সম্রাট এডওয়ার্ড সপ্তম, ১২ই জুন তিন সহস্র সৈন্যকে পুরস্কার স্বরূপ মেডেল দান করিয়াছেন। উহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধ করিয়াছে। সম্রাট সর্ব্ব প্রথমে লর্ড রবার্টস্‌কে প্রদান করেন।

ভূতপূর্ব্ব বুয়ার প্রেসীডেণ্ট ক্রুগার-পত্নীর প্রিটোরীয়াতে মৃত্যু হইয়াছে। শেষ সময়ে স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। এরূপ শুনা যায় তিনি অতি দয়াবতী সাধ্বী রমণী ছিলেন, এবং যে কেহ তাঁহাকে জানিত তাঁহার সুন্দর স্বভাবে মুগ্ধ হইত।

সাম্রাজ্ঞী এ্যালেক্‌জান্দ্রা, সম্প্রতি গ্রেট ব্রিটেন্ ও আয়ার্লাণ্ডের যত পরিচারিকা (Nurse) আছে তাহাদিগকে পুরস্কার স্বরূপ মেডেল দান করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড ডাফারিণের মধ্যম কন্যা লেডী হার্মায়োনী তাঁহার জীবন এই উচ্চ কর্ম্মে দান করিয়াছেন। সাম্রাজ্ঞী যে কয়টী Nurseকে প্রথমে মেডেল দান করিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে লেডী হার্মায়োনী একজন। সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭০ জন Nurse উপস্থিত ছিল।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি, আমাদের স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা, প্রিন্সেস্ রয়েল, এম্প্রেস্ ফ্রেডারিক অফ্ জার্ম্মেনী, ৫ই আগষ্ট পরলোক গমন করিয়াছেন। এরূপ শ্রবণ করা যায় শেষ অবধি তাঁহার জ্ঞান ছিল। প্রিন্স হেন্‌রী ব্যতীত অন্য সন্তানগণ বেষ্টিত হইয়া তাঁহার জীবন শেষ হয়। তিনি অত্যন্ত সাধ্বী ও বিদুষী রমণী ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফ্রেডারিকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার ছয়টী সন্তান। জ্যেষ্ঠ পুত্র উইলিয়াম দ্বিতীয় জার্ম্মেনীর বর্ত্তমান সম্রাট।

অতিশয় দুঃখের বিষয় ঢোলপুরের মহারাণা ও মহারাণী উভয়ের এক দিবসে মৃত্যু হইয়াছে। মহারাণী, মহারাণার রোগের

সময় সমস্ত ক্ষণ নিকটে বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন, পরে মহারাণার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরে তিনি রাজকর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কার্য্যভার তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করেন ও নানাবিধ রাজকার্য্য তাহাদের সাধন করিতে আজ্ঞা দেন। তিনি এরূপ বলিয়াছিলেন, "আমি চলিয়া গিয়াছি, তোমরা এখন আমি যাহাদিগকে রাখিয়া গেলাম তাহাদিগকে ভালরূপে দেখ।" পরে তিনি অন্য ঘরে গমন করেন, সে স্থানে কনিষ্ঠ রাজকুমার ও রাজকন্যা ক্রন্দন করিতেছিল, রাজকুমার মাতাকে আহ্বান করিয়া বলিল, "মা আমাকে কোলে কর।" মহারাণী নীরবে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বামীর মৃত্যু গৃহে প্রবেশ করেন। সে স্থানে স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করা যায় না। পূর্ব্বকালে সতীগণ সহমরণে প্রাণ দান করিতেন। কলি কালে ইনি সেই দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। যাঁহার সহিত চির বন্ধনে বাঁধা ছিলেন তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ধন্য দেবী, ধন্য সতী, ধন্য পতিব্রতা নারী। মহারাণার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরও হয় নাই। তাঁহার হৃদয় সরল ছিল, ও মৃত্যুকে কিছু মাত্র ভয় ছিল না। এক সময় কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "এক্ষণে আমার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, আমার মৃত্যু হইলে কিছু দুঃখ নাই, মৃত্যুর জন্য আমি প্রতীক্ষা করিতেছি"; অতুল ঐশ্বর্য্য সুখ বেষ্টিত ছিলেন তথাপি তাঁহার হৃদয় বৈরাগী ছিল। যুবরাজের বয়স উনবিংশ বৎসর। তিনিই এক্ষণে ঢোলপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

স্বর্ণরেণু।

মনুষ্যের অবিশ্বাসে ঈশ্বর দূরে, বিশ্বাসে তিনি নিকটে।

মতের মিলন, এবং রুচির মিলন বন্ধুতা নহে, কিন্তু দীনবন্ধু যাঁহার জীবনবন্ধু তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

যিনি সংসারে থাকিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরের হস্ত দেখেন এবং তাঁহার অভয় চরণ পূজা করেন, তাঁহার নিকট স্ত্রী পুত্র সকলেই পরিত্রাণ পথে সহায়।

যিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শী তিনি সংসারকে ধর্ম্ম শিক্ষার একটী প্রধান বিদ্যালয় বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন।

২৪ বর্ষ। ভাদ্র, ১৩০৮। ৫ম সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

24th Year. SEPTEMBER, 1901. No. 5.

সূচী।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড; আর্য্যনারীসমাজ কর্তৃক সম্পাদিত
ও বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত
এবং ১২৫নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

COVER PRINTED AT THE KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৪ বর্ষ] কলিকাতা ভাদ্র ১৩০৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১ [৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

এরূপ শুনা যায় যে মনুষ্যের শিরের গঠন দেখিয়া তাহাদিগের স্বভাব বুঝা যায়। কাহারও কাহারও শিরের গঠন লম্বা, কাহারও কাহারও স্থূল। যাহাদের শির লম্বা তাহারা স্বাধীন উচ্চাভিলাষী ও পরিশ্রমী। যাহাদের শির স্থূল তাহাদের স্বভাব উহার বিপরীত, উহারা শান্তিপ্রিয় এবং উহারাই দীর্ঘজীবি হয়।

এরূপ শ্রবণ করা যায় যে শ্বেত জন্তুদিগের ঘ্রাণ শক্তি নাই। শূকর এবং মেষ জন্তুদিগের মধ্যেই অধিক শ্বেত দেখিতে পাওয়া যায়। একজন কৃষক ইহা প্রথমে আবিষ্কার করে। সে দেখিত ঘ্রাণ শক্তি না থাকাতে তাহার শ্বেত শূকরগুলি অধিক দিন বাঁচিত না; বিষাক্ত চারা ভক্ষণ করিত এবং এইরূপে অকালে তাহাদের মৃত্যু হইত।

প্যারীস (Paris) নগরে একটী কবর স্থান আছে, উহাতে কুকুরদের কবর দেওয়া হয়। উহার মধ্যে একটী কুকুর চল্লিশটী প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, একচল্লিশটী প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহার নিজের প্রাণ হারাইয়াছে। কোন এক রমণী তাহার শিশু সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থ একটী কুকুরের কবরের উপর প্রস্তরে এরূপ লিখিয়াছে, "আমার শিশুর প্রাণ রক্ষার্থ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ইহা নির্ম্মিত হইল।" এরূপ অনেক কবর আছে।

পৃথিবীতে কতকগুলি অত্যন্ত আশ্চর্য্য খেলনা আছে। এক জন রুসিয়ার (Russia) প্রিন্সের একটী নাট্যশালা আছে। উহা নির্ম্মাণ করিতে ১২০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। এরূপ কল আছে তাহা চালাইলে পুত্তলিকাগণ ঠিক জীবিত মনুষ্যের ন্যায় অভিনয় করে এবং ফনোগ্রাফ দ্বারা কথা কহিতে পারে।

এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তির একটী খেলনা আছে। উহা একটী চমৎকার ব্যাপার, উহাতে দেশ গ্রাম গির্জ্জা হ্রদ নদী নির্ম্মিত হইয়াছে। এবং কল চালা-

ইলে হ্রদে নৌকা চড়িয়া লোকে বেড়াইতে আরম্ভ করে, রাস্তায় গাড়ী চলিতে থাকে, বালকেরা রাস্তায় ক্রীড়া করে, এবং রেলে গাড়ী চলিতে থাকে।

বারলিনে (Berlin) একজন ধনী বৃদ্ধ সৈনার আর একটী আশ্চর্য্য খেলনা আছে। উহা একটী সৈন্যদল, উহার মধ্যে অশ্বারোহী পদাতিক উভয়ই আছে। কল চালাইলে আশ্চর্য্যরূপে সুকৌশলে যুদ্ধ করিতে থাকে।

প্রবাল বলয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মেরী জননীর গলা ধরিয়া ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল, "মা, এই ব্যক্তিকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে বল। আমাকে বশ করিতে আসিয়াছে, এ আমার শত্রু, ইহাকে যাইতে বল।"

"মেরী, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। ইনি তোমার পিতার বন্ধু, তোমার কোন অনিষ্ঠ করিবেন না।

"না মা, উনি আমার বালা লইতে আসিয়াছেন আমি নিশ্চয় জানি।"

আমি নিকটে গিয়া বলিলাম, "তুমি ভুল বুঝিতেছ, আমি প্রতীজ্ঞা করিতেছি তোমার বলয় স্পর্শ পর্য্যন্ত করিব না।"

বালিকার মুখের ভয়ের ভাব দূর হইল, ধীরে ধীরে বলিল, "আমার বালা না লইলে আমি সব করিব, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।"

"এক কথায় বলয় রাখিতে দেবো, তাহা এই যে তুমি এখন কিছু আহার করিবে।"

"আমি তাহা পারিব না, আমার কণ্ঠনলী বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

"উহা তোমার মনের ভ্রান্তি। তুমি তোমার পিতা মাতাকে অত্যন্ত মনকষ্ট দিতেছ। মিসেস্ ষ্ট্রাফোর্ড আপনি মেরীকে নিচে লইয়া চলুন, সেখানে কিছু খাইবে।" এই বলিয়া আমি নিচে গেলাম। একটু পরে মাতা ও কন্যা আহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম মেরীর নম্র শান্ত ভাব, তাহাকে একটু আহার করাইলাম। বিনা আপত্তিতে নীরবে আহার করিল। একটু পরে আমাকে চমকিত ভাবে বলিল, "ডাক্তার মহাশয় আপনি কি আমাকে হিপ্‌নটাইজ (Hypnotize) করিবেন?"

"না, কিন্তু তোমার মন এখন দুঃখে দুর্ব্বল হইয়াছে, আমি আমার মনের বল দ্বারা, তোমার মঙ্গলের জন্যই, তোমাকে আমার ইচ্ছাধীন করিব।"

"হ্যাঁ আমার হৃদয় এখন শোকপূর্ণ, আমি বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছি।"

আমি এই কথায় যেন কর্ণপাত করিলাম না, নীরবে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম তাহার পর মেরীর পিতাকে বলি-

লাম, "আপনার কন্যার সহিত একলা আলাপ করিতে চাই, যদি অনুমতি দেন তো করিব।"

"অবশ্য" বলিয়া দুজনে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বালিকার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম, "ঘরে যে আগুণ জ্বলিতেছে তাহা টের পাইতেছ ?" শীতের জন্য (Fire place) আগুণ জ্বলিতে ছিল।

"হ্যাঁ।"

"বোধ হয় আগুনের উত্তাপে টের পাইতেছ।"

"হ্যাঁ, কিন্তু কেবল তাহা নয়, আমার চক্ষু সে দিকে আকৃষ্ট হয়, মনে হয় যেন আলোক দেখিতে পাইব, বোধ হয় সকল অন্ধ মানুষ ইহা অনুভব করে। আমার চক্ষুর বিষয় কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি জন্মান্ধ, কখনও এ শক্তি পাইব না, কিন্তু তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। ঈশ্বর যাহা দেন নাই, যাহা কখনও পাই নাই তাহার অভাব ও অনুভব করি নাই।" খানিক ক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা মেরী বলিয়া উঠিল, "আমার কি বিপদ হইয়াছে তাহা বোধ হয় জানেন না। যিনি আমাকে বিবাহ করিবেন তিনি চলিয়া গিয়াছেন।"

"হ্যাঁ তোমার পিতার নিকট সকল কথা শুনিয়াছি, সে যে মন্দ লোক তাহা তো এখন বুঝিতে পারিতেছ ?"

"কিন্তু তাহাকে আমি ভালবাসি, সে গিয়েছে বলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। সমস্ত জগত যেন অন্ধকার দেখিতেছি, আর দিন রাত্রি যেন হৃদয়ের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া বহির্গত হইতেছে শীঘ্রই রক্ত শুকাইয়া যাইবে। আর বেশী দিন বাঁচিব না।"

"যদি ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া আইসে তুমি কি সুখী হইবে।"

"তাহা—ঠিক—জানি না, কিন্তু হৃদয়ের রক্ত আর বহির্গত হইবে না।" এই কথাগুলি একটু থতমত ভাবে বলিল।

"যখন দুজন মানুষ পরস্পরকে ভালবাসে তখন একত্র থাকিলে সুখী হয় ইহা তো শুনিয়াছ ?"

"হ্যাঁ তাহা শুনিয়াছি, আমার এত দিন সেই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু—কিন্তু—আমার মনে কখনও সুখ ও শান্তি অনুভব করি নাই। যখন বেজিল উইন্‌চেষ্টার নিকটে থাকিত তখন আমার নিজের মনের বল বা ইচ্ছার উপর কোন ক্ষমতা থাকিত না, সে যাহা বলিত তাহা যেন কি অজ্ঞাত ক্ষমতা দ্বারা বাধ্য হইয়া করিতাম, যেন কি এক ভয়ঙ্কর শক্তি আমাকে তাহার প্রতি আকর্ষণ করিত।" খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মেরী আবার বলিল,—"এই প্রবাল বলয়তে যেন তাহার একটু অংশ আছে, যখন ইহা বুকে চাপিয়া ধরি তখন মনে হয় যেন কঠিন শক্ত রজ্জু আমাকে কোথায় টানিয়া লইতেছে, কিন্তু আমি যখন তাহার নিকট যাইতে চেষ্টা করি তখন কি যেন গতিরোধ করে। আমার হৃদয়ের রক্ত যেন বিন্দু বিন্দু বহির্গত হয় ইহা যেন স্পষ্ট অনুভব

করি। ডাক্তার মহাশয় আমি কত দিন এইরূপে কাটাইব?"

"তোমার কোন ভয় নাই শীঘ্রই সকল কষ্ট দূর হইবে। এখন ঘুমাইতে চেষ্টা কর।"

আমি বাহিরে গিয়া দেখিলাম মেরীর পিতা ও মাতা দুইজনেই আমার জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আমি তাহার মাতাকে বলিলাম, "আপনি মেরীকে উপরে লইয়া যান আর যাহাতে একটু ঘুমায় তাহার চেষ্টা করিবেন।"

মেরী অবিলম্বে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইল। রাত্রের আহারের পর আমি ও মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলাম এমন সময় মেরীর মাতা সহসা সেখানে আসিয়া বলিলেন,—"আমি সেই বালাটা আবার লইয়াছি।"

আমি ব্যস্ত ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, "আপনি কি সত্যই লইয়াছেন তা' হ'লে এখনি ফিরাইয়া দিউন।"

"কেন, বালাটার জন্যই তো আরও এই সকল ভুলিতে পারিতেছে না।"

"মিসেস্ ষ্ট্রাফোর্ড আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি মেরীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি উহা লইব না, আর হঠাৎ ঐ রকম করিয়া কাড়িয়া লইলে কোন ফল হইবে না বরং অনিষ্ঠ হইবে।" তাঁহার মুখ চুন হইয়া গেল, এবং উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলেন, "এখন তো আর কোন মতে উহা আনিতে পারিব না। সন্ধ্যা বেলা এক বৃদ্ধা বেদিয়া রমণী আসিয়াছিল তাহাকে দিয়াছি। সে বলিল যে তখনই এ গ্রাম হইতে চলিয়া যাইতেছে। এখন——"

মিসেস্ ষ্ট্রাফোর্ডের কথা আর শেষ হইল না। সহসা সেইখানে মেরী প্রবেশ করিল। তাহার শুভ্র লম্বা রাত্রের পোষক (Night gown) পরিধানে, তাহার সুন্দর সোণার বরণের এলো কেশ পৃষ্ঠ ঢাকিয়া পড়িয়াছে, তাহার সাদা চক্ষু দুটী উন্মিলন, কিন্তু মুখের ভাবে বুঝিলাম যে নিদ্রিত অবস্থায় হাঁটি-তেছে। না থামিয়া বালিকা ধীরে ধীরে বারাণ্ডার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাগানে চলিল। আমি তাহার পিতা মাতাকে নীরবে তাহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলাম। আমরা তিন জনে নীরবে তাহার অনুসরণ করিলাম। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে ধীরে ধীরে বালিকা যেন কোন অপার্থিব মূর্ত্তির ন্যায় চলিল। সেই শুভ্র সুন্দর দেহ, সেই কেশ, যেন জ্যোৎস্নারই কিরণ রাশি আসিয়া পৃষ্ঠে স্রোত বহিয়া যাইতেছে, সেই ছোট ছোট কোমল শুভ্র পা দুটী রাস্তার পাথর জঙ্গল কাঁটার উপর দিয়া ফেলিয়া যাই-তেছে, সমস্তই যেন কোন অদ্ভুত স্বপ্নের অপূর্ব্ব দৃশ্য! খানিক দূর গিয়া একটী ছোট কুটীরের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া মেরী তাহা ঠেলিয়া খুলিল। তাহার সঙ্গে আমরা ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহের আলোকে দেখিলাম একজন বৃদ্ধা বেদিয়া রমণী অপর এক রমণীর নিকট বসিয়া আছে। বৃদ্ধার ক্রোড়ে একটী শিশু এবং তাহারই হাতে সেই প্রবাল

বলয়।" মেরী নীরবে সেই বলয় শিশুর হাত হইতে কাড়িয়া লইল। গৃহস্থিত দুই রমণী সহসা রাত্রে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বালাটা লইয়া মেরী তৎক্ষণাৎ ফিরিল। আমি গৃহের রমণী দুজনকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া আবার বালিকার সঙ্গে চলিলাম। মেরী পুনরায় সেই পথ দিয়া গৃহে ফিরিল, এবং তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রবাল বলয়টা বুকে চাপিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

আমি মেরীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মিষ্টার ও মিসেস্ ষ্ট্রাফোর্ড আমার উপর আশা করিয়া রহিয়াছেন। বালিকার এই মোহ কিরূপে ভাঙ্গিবে? ঐ ব্যক্তি যে অন্ধ বালিকাকে ভয়ঙ্কর রূপে হিপ্‌নটাইজ্ করিয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমি বিষণ্ণ চিন্তিত হৃদয়ে নিদ্রিত বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একবার মনে হইল যে যদি বালিকা অন্ধ না হইত—সহসা মনে এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিল! আমি দাঁড়াইয়া বালিকার মুখের উপর ঝুকিয়া তাহার বড় বড় দুইটী চক্ষু অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলাম, তাহার পর দ্রুত পদে অপর গৃহে বালিকার পিতার নিকট গেলাম। আমাকে দেখিবা মাত্র তিনি বলিলেন, "মেরী কেমন আছে?"

"মেরী এখন ঘুমাইতেছে। আপনাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছি। আপনার কন্যা হিপ্‌নটিসিমের ভয়ঙ্কর মন্ত্র বলে পতিত হইয়াছে তাহা দেখিতেছেন এবং তাহার যে কোন ক্ষমতা নাই, বুদ্ধি সুদ্ধি, লজ্জা সরম, মনের সমুদায় ভাব লোপ হইয়াছে। কিন্তু আপনার বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা সরল হৃদয়া নম্র কন্যা যদি অন্ধ না হইত তাহা হইলে তাহাকে বোধ হয় রক্ষা করা যাইত। আহা, যদি তাহাকে তাহার চক্ষু দুটী দেওয়া যাইত!"

ষ্ট্রাফোর্ড শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যাহা অসম্ভব তাহা করিতে পারেন না।"

আমি নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলাম, "মহাশয় আমি অসম্ভব যাহা তাহা করিতে পারিব বলিতেছি না। কিন্তু আমার মনে একটা নূতন আশা হইয়াছে। আমি তাহার চক্ষু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিয়াছি তাহার চক্ষু দুইটী অন্য অন্ধের ন্যায় নহে। চক্ষুর ঠিক মধ্যস্থলে একটু উচু আছে এবং তাহার কথার ভাবে মনে হয় যে তাহার হৃদয়ে দর্শন শক্তির একটা ভাব আছে—ইহা অন্ধ মনুষ্যের থাকে না। আমার বিশ্বাস ঐ মোটা সাদা পর্দ্দার ভিতরে তাহার সম্পূর্ণ উত্তম দুইটী চক্ষু আছে।"

আমার কথা শুনিয়া মেরীর পিতা যেন চমকিয়া উঠিলেন। মনের আবেগে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার কম্পিত হস্ত দ্বারা আমার হস্ত ধরিলেন।

"আপনি কি বলিতেছেন! যে আশা

ভ্রমের মত হৃদয় হইতে দূর করিয়াছি তাহা অনর্থক জাগাইয়া দিবেন না।”

“মহাশয় আপনি অস্থির হইবেন না। আপনার কন্যার এখন যে রকম অবস্থা হইয়াছে তাহাতে উহার মন একেবারে অন্য দিকে নিবেশ করিলে এই হিপ্‌নটিসিমের মন্ত্র হইতে উদ্ধার করিবার আশা আছে, নচেৎ আপনার কন্যা আর অধিক দিন বাঁচিবে না। আমি আপনাকে কোন আশা দিব না, আমি নিজে এখনও কোন আশা করি না, কিন্তু আমি যাহা করিব স্থির করিয়াছি তাহাতে কোন অনিষ্ঠ হইবে না যদি অনুমতি দেন তো একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, কিন্তু আর একবার মেরীর চক্ষু ভাল রূপে দেখিয়া এবং তাহার সহিত এ বিষয় কথা কহিয়া আপনাকে সমুদায় বলিব।”

আমরা স্নান আহার করিলাম, তাহার পর মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড আমাকে মেরীর ঘরে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বালিকার নিকট বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কেমন আছ?”

“আমি এখন একটু ভাল আছি। আপনি কাছে থাকিলে হৃদয়ের অশান্তির ভাব দূর হয়।”

আমি খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া তাহার পর বলিলাম, “আলোক পদার্থ কি রকম তাহা একটা কি মনে ধারণা করিতে পার?”

মেরীর মুখ লাল হইয়া গেল একটু লজ্জিত ভাবে বলিল, “আপনাকে কি করিয়া মনের ভাব বুঝাইব। আমি যখন সূর্য্যের প্রখর আলোকে দাঁড়াই তখন মনে কি রকম আনন্দ হয়, আলোক কি রকম তাহা কল্পনা করিতে চেষ্টা করি, মনে হয় যেন এখনি দেখিতে পাইব, চক্ষুর মধ্যে কি রকম একটা নূতন ভাব হয়, অন্য সময় তাহা থাকে না। উজ্জ্বল আলোকে এক অবর্ণনীয় ভয়ঙ্কর সহস্র ঝঙ্কারিত বাদ্যের শব্দ শুনিতে পাই। যেন সহসা শত বাদ্য যন্ত্র বাজিয়া উঠে। সন্ধ্যাবেলা আলোকে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন কোন মৃদু শান্ত ধীর মধুর সঙ্গীত শুনিতেছি, আর অন্ধকারে যেন সকল নিস্তব্ধ মনে হয় সেই কল্পনার গীত বাদ্য কিছুই আর শুনিতে পাই না। কিন্তু আমি কি বকিতেছি।”

“না তুমি তোমার মনের ভাব সুন্দর রূপে বলিয়াছ। আচ্ছা এখন একবার সূর্য্যের আলোকে দাঁড়াইয়া আমাকে তোমার মনের ভাব বল।”

মেরী তৎক্ষণাৎ একটা উন্মুক্ত জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, “কি করিয়া জানিলে ঐ জানালার দ্বারা প্রভাতের আলোক ঘরে আসিতেছে।”

“আমি সেই মহৎ ভয়ঙ্কর ঝঙ্কার শুনিতে পাইলাম। এক এক সময় মনে হয় যেন এই গভীর অন্ধকার বিদীর্ণ হইয়া যাইবে আর আমি দেখিব।”

“স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক আমি একবার তোমার চোখ দুটী ভাল করিয়া

দেখি।" এই বলিয়া আমি বালিকার নিকটে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্নেহলতা সেন।

আত্ম-সংযম।

করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে এ পৃথিবীতে দুঃখ ভার বহন করিতে প্রেরণ করিয়াছেন, এ কথাতে তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে দোষারোপ করা হয়। অথচ আমরা যদি সংসারের লোকের জীবন ও অবস্থা আলোচনা করি, অধিকাংশ মনুষ্য-জীবন দুঃখ প্রপীড়িত প্রতীয়মান হয়। কিন্তু জীবের দুঃখ কষ্টের উৎপত্তি স্থান অথবা কারণ আবিষ্কার করিতে কে যত্ন করে।

স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের অধিকাংশ কষ্ট যাতনা আমরা নিজে সৃষ্টি করি কিম্বা নিজেরা নিজেদের দুঃখের কারণ হইয়া থাকি।

মানুষের সুখ দুঃখ দুই শ্রেণীর। দৈহিক ও মানসিক। আমাদের দৈহিক সুখ দুঃখ আংশিক দৈবাধীন, কিন্তু মানসিক সুখ-দুঃখ সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্বাধীন। দেখা যায় একই রূপ অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ সুখী, অপর এক ব্যক্তি তাহাতে অসন্তুষ্ট ও অসুখী। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয়, তাহারা স্বীয় স্বীয় চিত্তে প্রবৃত্তির অবস্থানুসারে সুখী বা অসুখী।

মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের কল্যাণ ও শিক্ষার জন্য ভৌতিক জগত ও পৃথিবীর সকল প্রকার দৈবিক ঘটনা ও অবস্থার সঙ্গে আমাদের নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, আবার সে সকল আমাদের আয়ত্বাধীন করিতে শক্তিও দান করিয়াছেন। নর নারী হৃদয় মন সংযত করিতে সক্ষম হইলে বাহ্য প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি উভয়ই স্বায়ত্বাধীন করিতে পারেন। আত্ম-সংযমই ঐ সকল আয়ত্বাধীন ও এ সংসারে সুখ শান্তি লাভ করিবার এক মাত্র উপায়। আত্ম-সংযম মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও বীরত্ব। আত্ম-সংযম ব্যতীত মনুষ্য মনুষ্য নামের উপযোগী হইতে পারে না। নিকৃষ্ট প্রাণীর ন্যায় নর নারী যদি আপনাকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের অধীন হইতে দেয় তবে আর তাহাদের সঙ্গে মনুষ্যের কি প্রভেদ রহিল। বৃত্তি ও প্রবৃত্তির হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলে, স্বাধীনতা মহা রত্ন হইতে আমরা বঞ্চিত হই। নিকৃষ্ট প্রাণীগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে যদি আমরা আকাঙ্ক্ষা রাখি, তবে আত্ম-সংযম দ্বারা দৈহিক ও মানসিক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলকে স্ববশে রাখিতে যত্ন করিতে হইবে।

এই আত্ম-সংযম শক্তিই নর নারীর নৈতিক জীবন ও ব্যক্তিগত চরিত্রের ভিত্তিভূমি। বাইবেল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, "যিনি নগর জয় করেন, তাঁহা অপেক্ষা যিনি আপনার মনকে জয় করিতে পারেন, তিনি বলবান।" যিনি

স্বীয় চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যকে শাসনাধীন রাখিতে সক্ষম, তিনি প্রকৃত বলশালী। মনুষ্য সমাজের প্রতি ব্যক্তি যদি আত্ম-সংযম ও আত্ম-সম্মান করিতে সাধন করেন তবে যে সকল ভীষণ পাপ কলঙ্কে বর্ত্তমান মানব সমাজ নিমগ্ন তাহার অধিকাংশ অপসারিত হয়।

চরিত্রের একটী প্রধান অবলম্বন অভ্যাস, এই অভ্যাস পরিচালনার গুণে অথবা দোষে আমাদিগকে স্বর্গের দিকে অগ্রসর করে কিম্বা নরকে নিমগ্ন করে। আত্ম-সংযম ব্যতীত অভ্যাস সৎ পথে পরিচালিত করিতে কখন পারে না। মনের সমুদায় প্রবৃত্তি ও বাসনা আত্মবশে রক্ষা করা অর্থাৎ মানব প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বিবেকের অধীনস্থ করিলে আমরা প্রকৃত স্বাধীন ও মনুষ্য নামের উপযোগী, নতুবা প্রবৃত্তিও বাসনার দাস ও ক্রীড়া সামগ্রীরূপে স্রোতে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইলে, সংসারের বিবিধ অবস্থাচক্রে পড়িয়া দুঃখ যাতনা ভোগ করিতে হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি। হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) নামে পণ্ডিত বলিয়াছেন, "মানব চরিত্রে আত্ম-সংযমের প্রাধান্য, আদর্শ মানবের পূর্ণতার একটী লক্ষণ।" আত্ম-সংযম দ্বারা মনুষ্য চরিত্রগত উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে। আত্ম-সংযম দ্বারা নর নারীর প্রবৃত্তিগত ও প্রকৃতিগত পশুত্ব ক্রমশঃ স্খলিত হইয়া তাহাদের জীবনে ও চরিত্রে দেবত্বের প্রভাব বি[illegible] হইয়া অলৌকিক কার্য্যকারী হয়।

দলিত কুসুম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পুনঃ ধরা পরে হ'ল বসন্ত বিকাশ,
রবির কিরণে হ'ল সবি আলোময়।
বিহঙ্গ গাহিয়া সদা মধুকল কণ্ঠে
উড়িছে বিমান পথে, শস্য ভার লয়ে
কৃষক সঞ্চিছে যত্নে। ক্ষুদ্র গ্রামে হ'ল
দুরন্ত শীতের পরে বসন্ত সঞ্চার।
নীহারে আবৃত ধরা হ'ল আলোময়।
কুসুম সুরভিবাহী মলয় সমীর
বহে ধীরে ধীরে, শুষ্ক ম্লান ধরা হ'ল
নবীন মাধুরীময় শিশুটীর সম,
পরিয়া বিকচ সেই শ্যামল বসন।
চঞ্চল সাগর বারি প্রশান্ত বিমল,
শান্তির-আলয় হ'ল যেন সেই গ্রাম।
একই রাগিণী মধু বাজে চারিধারে।
বালক বালিকা থেকে, আনন্দের ধ্বনি
ভাসিছে সুদূর হ'তে বিহঙ্গ গুঞ্জন
যেন প্রণয়ীর মৃদু প্রণয় বচন।
উপরে মহান্ রবি চাহি প্রেমভরে
পরিয়া কিরণময় রঙ্গিন বসন।
সেই রাঙ্গা আভা কভু পড়িছে শিশিরে,

কভু পল্লবেতে জলে, উজলে কিরণ
যেন কত মণিময় অপূর্ব্ব ভূষণ।

আপনার কার্য্যভার সাধিয়া যতনে
দিবস, বিদায় নিল গোধূলির কাছে।
গোধূলী আপন সেই নীরবতা লয়ে
নেমে এল ধরা পথে, নক্ষত্র ভূষণ
শোভিছে অলকে তার। পশুপাল সব
গৃহে ফিরে গেল, পথে উড়াইয়া ধূলি,
আগমন জানাইল ধরায় সন্ধ্যার।
নলিনী আপন মনে, এমনি সময়ে
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে, মুগ্ধ আনমনা।
গোধূলীর ম্লান আলো ধীরে নিভে গেল,
বিমল গগনে শোভে চন্দ্রকর হাসি।
সম্মুখের উদ্যানেতে ফুল রাশি রাশি
হাসিয়া ফুটিয়া আছে, সমীর নীরবে
চোরের মতন ধীরে চুরি করে যায়
মধুর সুবাস তার।

সেই সন্ধ্যা বেলা
নলিনীর পিতা বসি গৃহেতে আপন,
চাহিয়া প্রদীপপানে। অগ্নিশিখা যেন
মৃদু সমীরের ভরে উঠিছে কাঁপিয়া,
কখনো প্রাচীরে ছায়া কখনো মিলায়।
বৃদ্ধ চেয়ে আত্মহারা, সহসা জাগিয়া
আনন্দ উল্লাসে গায় সুখের সঙ্গীত।
কত অতীতের কথা, সেই বৃদ্ধ বুকে
হ'ল প্রভাবিত। যেন তার বাল্যকাল
এসেছে সম্মুখে, এমনি সুখের দিনে
সুখের শৈশবে সেই জননীর অঙ্কে
কি সুখ তখন? নলিনী আসিয়া, ধীরে
জনকের পাশে, বসিয়া রহিল, চেয়ে
তাঁর মুখ পানে, শুনে বৃদ্ধ কণ্ঠে সেই
আবেগ উল্লাস ভরা সুরহীন গান।
গান সাঙ্গ হল।

নীরবে বসিয়া দোঁহে
সহসা শুনিল দূরে পদ শব্দ কার,
সম্মুখে খুলিয়া গেল গৃহের দুয়ার।
বৃদ্ধ জানে আসিয়াছে শৈশবের প্রিয়
বন্ধু সুমন্ত তাহার। নলিনী জানিল
তাঁর সাথে আগমন প্রেম দেবতার।
"প্রিয় বন্ধু এস এস, কহে বীরবল
তোমার বিহনে শূন্য আসন তোমার,
এস কহি পূর্ব্ব কথা।" নলিনী তখন
সাদরে আনিয়া দিল মিষ্টান্ন যতনে।
সুমন্ত বিষাদে কহে "সুখী বীরবল
কখনো তোমার মন দুঃখ ছায়া এসে
করে না মলিন, তুমি শুধু কৌতুকেতে
হাসি খেলা লয়ে, হরষে কাটাও দিন।
জান না কি আমাদের বিমল আকাশে
পড়েছে মেঘের ছায়া? কে জানে তেমন
হবে না মোদের ভাগ্য অন্ধকারময়?
শুন নাই সিন্ধু তটে রাজার তরণী
আসিয়াছে? কেন যে এসেছে এই গ্রামে
জানেনাকো কেহ। এই আজ্ঞা প্রচারিল
কল্য ধর্ম্ম মন্দিরেতে গ্রামবাসী জনে
যাইতে হইবে। গ্রামবাসী মনে হায়
কত যে সন্দেহ, জাগে কত শত ভয়!"
কহে নলিনীর পিতা, "কিছু নয় ভাই
মিত্রভাবে আসিয়াছে রাজার তরণী,
বুঝি রাজ্যে শস্য নাই, ফলেনি সুফল,
সে হেতু এসেছে তারা।" গ্রামবাসী জন
বলে না তা, কহে পুনঃ ব্যাকুলিত হয়ে
সুমন্ত বালক সম, অজানা বিষাদ
দেখিয়া সম্মুখে যেন "জান না কি ভাই

কত গ্রামে কত শত সরল বিশ্বাসী
গ্রামবাসী জনে রাজা দিল নির্ব্বাসন,
এ গ্রামের বহু লোক চলে গেছে ভয়ে
নিবিড় গহন বনে। সভয়ে কম্পিত
হৃদি কত লোক ভাই, আছে অপেক্ষায়
না জানি কি ঘটিবেক অদৃষ্টে তাদের
বিনা মেঘে বুঝি কা'ল হবে বজ্রাঘাত।
বুঝি অস্ত্র রাশি সব লইবে ছিনিয়া
কে জানিছে রাজ আজ্ঞা"

'নিরাপদ মোরা'

হাসিয়া কহিল সেই কৌতুকী কৃষক।
নাহি অস্ত্র, নাহি যন্ত্র, মোরা অস্ত্রহীন,
নাহি আমাদের তবে কোনই বিপদ।
কেন বন্ধু ভাবিতেছ বিষাদ ভাবনা?
আজি নিশাকালে কোন বিষাদ তিমির
আসিতে দিব না এই গৃহের দুয়ারে।
জান না কি সারা দিন কত পরিশ্রমে
নূতন করিয়া পুনঃ রচেছি যতনে
শস্যাগার বর্ষতরে, এস দুই জনে
আমাদের সন্তানের আনন্দ বাড়ীতে
রহিব আনন্দে! সম্মুখের বাতায়নে
বিমল নলিনী দোঁহে, নলিনী শুনিল
পিতার হরষ বার্ত্তা, সরমে চঞ্চল,
হইল আরক্ত তার কপোল যুগল।
কৃষকের শেষ কথা হয় নি বিলীন
হেন কালে খুলি দার করিল প্রবেশ
বৃদ্ধ গ্রাম্য পুরোহিত প্রধান সবার।
দলপতি আসি গৃহে করিলা প্রবেশ,
অতি বৃদ্ধ, কিন্তু তবু সমুদ্রের বুকে
তরণী ক্ষেপনী যেন পড়িছে নুইয়া
ভাঙ্গে না কখন। সেই মত বৃদ্ধ সেই
নুইয়া পড়েছে তার বয়সের ভারে
তবু দৃঢ়। অতি শুভ্র দীর্ঘ কেশ রাশি
ছড়ায়েছে স্কন্ধ দেশ, উন্নত ললাট।
নিজের আছিল তাঁর শিশু ছেলে মেয়ে।
তবুও গ্রামের শিশু তাঁহারে হেরিয়া
কোলেতে উঠিতে চায়। তাঁহারে পাইয়া
ক্ষুদ্র শিশু হিয়াগুলি হরষে ভাসিত।
যদিও জ্ঞানেতে পূর্ণ, স্থির ন্যায়বান,
তবু তাঁর প্রাণ শুভ্র শিশুর সমান।
সকলে বাসিত ভাল, শিশুদের কাছে
তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়। শুনাতেন তিনি
দূর বনান্তর কথা, দানব রাক্ষস
আসিয়া বেড়াত যেথা। পরীর কাহিনী
যাহারা নিশিথ কালে শিশুদের কক্ষে
আসি ভাসিয়া বেড়ায়। এইরূপে সব
করিতেন তুষ্ট তিনি বালক বালিকা।
দলপতি আসি গৃহে করিলে প্রবেশ
সুমন্ত কহিল তাঁরে "পিতা ধর্ম্মমন্ত
আপনি কি শুনেছেন গ্রাম্য সমাচার?
কেন যে এসেছে তরী পারেন বলিতে?"
ধীর ভাবে ধর্ম্মমন্ত কহিলা তখন
"শুনেছি অনেক বৎস, নাহি জ্ঞান মোর
কি হেতু এসেছে তারা। তবে মনে মোর
অনেকের মত হয় সন্দেহ সতত,
আমাদের সুখ শান্তি এসেছে নাশিতে।"
সুমন্ত আবেগ ভরা ব্যাকুলিত স্বরে
কহিল তখন "এই কি ধর্ম্মের বল?
দুর্ব্বলের পরাজয় সবলের কাছে?
মানবের এই ধর্ম্ম ন্যায়ের বিচার?"
ধর্ম্মমন্ত ধীরে ধীরে পুনঃ বলিলেন
"মানব অন্যায় করে কিন্তু ন্যায়বান
জগদীশ, শেষে হয় জয় চির দিন
সত্য ও ন্যায়ের। শুন অতি পুরাতন

একটী কাহিনী যাহা চিরদিন তরে
গাঁথিয়া রেখেছি সদা অন্তরে আমার।
'অতি পুরাতন দেশ,' (মনে নাই নাম)
বেদীর উপরে এক প্রস্তরের মূর্ত্তি
ছিল বিচারক, বাম হস্তে ছিল তার
পাত্র এক, দক্ষিণেতে তীক্ষ্ণ তরবার,
সেথা হ'ত প্রত্যেকের দোষের বিচার।
ভুল ক্রমে নীড় ভ্রমে কোনও বিহঙ্গ
কখনো বাঁধিলে বাসা, তীক্ষ্ণ তরবার
অমনি করিত শেষ সহসা তাহার।
ন্যায়ের বিচার স্থল, লৌহ হস্তে যেন
সেথায় হইত সব দোষের বিচার
সহসা ঘটনা এক ঘটীল সেথায়
ধনী গৃহ হ'তে চুরি গেল মুক্তাহার,
পড়িল সন্দেহ এক দাসীর উপর।
বিচার হইলে পর লভি প্রাণদণ্ড
প্রস্তরের মূর্ত্তি পানে হয়ে অগ্রসর
গেল বালা, যেথা আছে তীক্ষ্ণ তরবার।
স্বর্গীয় পিতার কাছে তার নির্দ্দোষিতা
গেল চলি। সহসা সে দেশ ভূমি যেন
দুরন্ত ঝটিকা আসি নিল উড়াইয়া।
দেবতার রোষানল বজ্ররূপ ধরি
পড়িল মূর্ত্তির পরে, হস্তে হ'তে তার
তীক্ষ্ণ তরবার খসি পড়িল ভাঙ্গিয়া।
বাম হস্তে পাত্র সেই, ধূলি চূর্ণ সম
ধূলিতে মিলায়ে গেল। সেই খানে ক্ষুদ্র
এক বিহঙ্গের নীড়ে, সেই মুক্তাহার।"
এতেক কহিয়া শুদ্ধ হন ধর্ম্মমন্ত
সুমন্ত আসন ছাড়ি কহিবারে কথা
উঠিল দাঁড়ায়ে কিন্তু তবু বাক্যহীন।
হৃদয়ের কথা তার ভাতিল আননে
যেন বাতায়নে শুভ্র জর্মান তুষার।

পিতার পাইয়া আজ্ঞা নলিনী তখন
স্বহস্তে নির্ম্মিত সেই মিষ্টান্ন আনিয়া
দিয়ে গেল। ধর্ম্মমন্ত আনন্দেতে অতি
করিয়া আহার, নলিনী ও বিমলেরে
করিলেন আশীর্ব্বাদ ডাকিয়া যতনে।
সম্ভাষন করি সেই বৃদ্ধ দুই জনে
লইলা বিদায়।

নলিনী তখন আসি
খেলিবার পাশা আনি রাখিল সম্মুখে
হরষ উল্লাসে মাতি বৃদ্ধ দুই জনে
খেলিতে লাগিল। কেহ হাসে যবে তার
জয় লক্ষ্মী আসে, কভু বা নীরবে রয়।
সেই কালে বাতায়নে প্রণয়ী দুজন
গোপনে পুলকে কয় প্রণয়ের কথা
অতি মৃদুস্বরে, দেখিছে দুজনে চেয়ে
কেমন সুন্দর ওই চন্দ্রের কিরণ
পড়েছে সমুদ্র বক্ষে, যারে বক্ষে ধরি
চঞ্চল সাগর বারি, স্থির অচঞ্চল।
রজত কিরণ ধারা পড়েছে কেমন
শ্যাম দূর্ব্বাদল বুকে। আকাশ প্রাঙ্গনে
শত শত তারা ফুল ফুটেছে কেমন,
তারা যেন দেবতার "ভুল না আমায়"—
—(for get me not)

হইল অতীত সন্ধ্যা, দূর ঘণ্টাধ্বনি
জানাল প্রহর গত। অতিথি দুজন
উঠিয়া বিদায় ল'য়ে। দুয়ারে দাঁড়ায়ে
নলিনীও বিমলের প্রেম কথা যেন
হয় নাকো শেষ। যায় আর ফিরে চায়
শয়নে গেলেন পিতা, নিভায়ে প্রদীপ
নলিনী চলিলা ধীরে কক্ষে আপনার।
তাহারি মতন, তার শয়নের কক্ষ

মহামূল্য দ্রব্য ভারে নহে সুরঞ্জিত।
তবে তার গৃহ দ্রব্য সুসজ্জিত সব।
যতনে সিন্দুকে তার শিল্প কর্ম্মগুলি
তোলা আছে, যাবে যবে পতির আলয়ে
দিবে তারে এই সব স্বহস্তে নির্ম্মিত
যতনের উপহার। নিভায়ে প্রদীপ
দাঁড়াইল এসে ধীরে বাতায়ন পাশে
মুক্ত বাতায়ন দিয়া চাঁদের কিরণ
সহস্র ধারায় গৃহে পড়িছে তাহার
যেন সমুদ্রের স্ফীত তরঙ্গের মত।
নলিনী সুন্দরী যেন সেই চন্দ্রালোকে
আরও সুন্দর। স্বপনেও জানিত না
অদূরেতে বৃক্ষতলে প্রণয়ী তাহার
তাহারি ছায়ার পানে অনিমেষ আঁখি
নেহারিছে। নলিনীর হৃদয়ের পটে
ভাসিছে যাহার ছবি। সহসা কেমন
বিষাদের ভার বুকে জাগিল তাহার।
যেমন সহসা এক ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড
ক'রে দিল অন্ধকার, নিভে গেল সেই
চন্দ্রমার দীপ্ত আলো। নলিনী তখন
ধীরে ধীরে গেল তার শয্যায় আপন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বনমধ্যে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসার আগমণ।

পাণ্ডবগণকে বনবাসে পাঠাইয়া দুর্য্যোধনের তথাপিও চিত্ত সর্ব্বদাই তাহাদের নির্যাতনের নিমিত্ত কৌশল করিতে লাগিল। বৈর নির্যাতনের নিমিত্ত হিংসা পরবশ লোকের এইরূপই হয়। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যখন আপন ভ্রাতা ও দ্রোপদী সহ চৌদ্দ বৎসর বনবাসে অবস্থিতি করিতেছিলেন, দুর্য্যোধন ভাবিল ইহারা বনবাসে আছে তথাপি সুখে রহিয়াছে, ইহাদিগকে কোন প্রকারে অপদস্থ লাঞ্ছনা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া কর্ণের সহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। এমন সময় এক দিন দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে দুর্ব্বাসা মুনি হস্তিনা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা দুর্য্যোধন মুনির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপনি শত ভ্রাতা সহ গিয়া মুনির চরণে দণ্ডবৎ করিয়া শীতল জলে চরণ ধৌত করিয়া রত্ন সিংহাসনে বসাইলেন, পরে করজোড়ে নানা বিনম্র বচন বলিতে লাগিলেন।

মুনি বলিলেন, "তুমি পৃথিবী মধ্যে অতি ভাগ্যবান, ক্ষত্রিয় কুলে এ মহা বংশ বিখ্যাত। তোমার পিতামহগণ যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন তেমনই তুমিও আপন কুলধর্ম্ম রক্ষা করিও।" এই বলিয়া আরও নানারূপ উপদেশ দান করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। এক দিন দুর্য্যোধন একাকী বসিয়া শকুনি কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া

কহিল, "দেখ ভাইগণ আমি মনে স্থির করিয়াছি যে স্থানে পঞ্চ ভাই বনবাসে আছে, দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান, তাহারই প্রসাদে ইহারা পরিত্রাণ পায়। শুনিয়াছি কিঞ্চিৎ রন্ধনে দেবের প্রসাদে লক্ষ জনে তাহা ভক্ষণ করে। যতক্ষণ যাজ্ঞসেনী নিজে আহার না করেন যত লোক যায় সকলেই অন্ন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা ভোজন করিলে আর কেহ কিঞ্চিৎ চাহিলে পায় না প্রতি দিন এই প্রকারে সকলকে কৃষ্ণা খাওয়ায়। রাত্রি দশ দণ্ডের সময় নিজে কিছু আহার করে। সেই সময় মুনিরাজ শিষ্য সঙ্গে সেই স্থানে যাইবেন। পঞ্চ ভাই সেবায় অক্ষম হইবে দোষ দেখিয়া মহামুনি ব্রহ্মশাপ দিবেন। পাণ্ডব বংশ মরিবে। আমাদেরও সন্তাপ দূর হইবে। তোমাদের সকলের কি ইচ্ছা বল? তবে মুনিরাজকে এই কথা কহিব।" রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া সকলে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল। বলিল "মহারাজ আপনার যা ইচ্ছা হয়।"

আর এক দিন দিনান্তে মুনিরাজকে নিকটে লইয়া কৌরবকুল বসিল। মুনিবর দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজা তোমার সেবায় অত্যন্ত প্রীত হইলাম, তোমার যশে ভুবন ভরিয়াছে। এখন বর প্রার্থনা কর আমি স্বস্থানে যাই।" মুনির কথা শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন গদগদ ভাবে বিনয় করিয়া বলিলেন, আপনার আশীর্ব্বাদে ধন ধর্ম্ম পুত্র বিভব পৃথিবীতে প্রচুর। রাজ্য সৈন্যে পরিপূর্ণ আছে কেবল আপনার চরণে ভক্তি থাকুক। আর একটি ভিক্ষা যদি কৃপা হয়, কিন্তু বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি। যে স্থানে পাণ্ডুর তনয়গণ বনমধ্যে বাস করিতেছে দশ দণ্ড রাত্রিতে শিষ্য সমভিব্যাহারে আপনি সে স্থানে উপস্থিত হইবেন। সকলে বলে পাণ্ডুর নন্দন পরম ধার্ম্মিক, একবার পরীক্ষা করিয়া তাদের ভক্তিভাব দেখিবেন। প্রত্যহ ভক্তিভরে দেবতা দ্বিজের পূজা করে। সকালে সকল দ্রব্য উপস্থিত থাকে, কৃষ্ণা নিত্য নিয়মিতরূপে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান। তাহার মধ্যে যদি লক্ষ জন অতিথি আসে সে সময় নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে। তথায় যত লোক যায় অনায়াসে সকলে ভোজন করে। সেই নিমিত্ত বিলম্বে আপনি তথায় যাইবেন। দশ দণ্ড রজনী উত্তীর্ণ হইলে যাজ্ঞসেনী পাক সমাপন করিয়া আহার করিবে। যে সময়ে সকলে শয়নের উদ্যোগ করিবে সেই সময়ে শিষ্যগণ সঙ্গে তথায় যাইবেন। আপনি ভিন্ন সন্দেহ দূর করিতে আর কেহ নাই অবশ্য আপনি গিয়া দেখিবেন।"

দুর্য্যোধনের এই বিনয় বাক্য শুনিয়া মহামুনি কহিতে লাগিলেন, "তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি সর্ব্ব স্থানে যাইব। রাজা যুধিষ্ঠিরের সত্যের ভাব জানিব ও দ্বিতীয়, পুষ্করের নীরে স্নান করিব, তৃতীয়, তোমার বাক্যে এ কাজ করিব। হে মহারাজ শীঘ্র আমায় বিদায় কর।"

এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন আনন্দ মনে সকলকে প্রণাম করিল। শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া মুনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। মুনি দুর্য্যোধনের নিকট বিদায় লইয়া শিষ্যগণ সঙ্গে আনন্দিত মনে যাইতে লাগিলেন, এবং শিষ্যগণকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "চল সকলে এই পথে প্রভাস তীর্থে গমন করি। তথায় বনমধ্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিব ইহা চির দিনের ইচ্ছা, তাহারা পঞ্চ ভাই পরম ধার্ম্মিক। প্রভাসের স্নান, আর ধর্ম্মের সন্তোষ, দুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ পূর্ণ করা, অনায়াসে তিন কাজ এক কালে হইবে।" এই বলিয়া মুনি পূর্ব্ব দিকে চলিতে লাগিলেন। যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে যান জনপদ ছাড়িয়া তাঁহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ব দিকে চন্দ্রোদয় হইল, কুমুদিনী কৌমুদী বিকশিত দেখিয়া, প্রফুল্ল মনে বনের শোভা দেখিতে দেখিতে দুর্ব্বাসা ঋষি যাইতে লাগিলেন। পথে শিষ্যগণ সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে রাত্রি কালে যেথানে ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির বাস করিতেন তথায় উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির মুনির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পঞ্চ ভ্রাতা সহ কিছু দূরে আসিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন, এত রাত্রে কি নিমিত্ত মুনির আগমন? দুর্ব্বাসা মুনি অল্প দোষে মহা ক্রুদ্ধ হইবেন। যুধিষ্ঠির ভাবিলেন কেন মিথ্যা চিন্তা করি ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা অবশ্য তাহাই হইবে। দেখিতে দেখিতে দশ সহস্র শিষ্য সঙ্গে মুনিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

ভালবাসা

পৃথিবীতে ভালবাসা অর্থ যে কি তাহা যে আমরা সকলেই জানি ইহা বলিতে পারি না। বঙ্গনারী ভালবাসার নাম শুনিলেই লজ্জায় অধোবদন করে। ভালবাসা যে কেবল স্বামীর জন্যই আছে তাহা ভাবা অন্যায়। ভালবাসা নানারূপে স্ত্রী জীবনকে সজ্জিত রাখে। ভাই, ভগিনী, বন্ধু বান্ধব, স্বামী, গৃহ, অলঙ্কার, দেশ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, পুস্তক বিদ্যালয়, গল্প, কথা, নাচ, গান বাজনা, ফুল, পাখী এ সকলকেই ভালবাসা যায়। স্ত্রী জীবনে বারো আনা ভালবাসা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, আর চার আনা মাত্র, কর্ত্তব্য বোধ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ইত্যাদি ভাব। ভালবাসার প্রতিদানের অপেক্ষা না করিয়া কেবলই ভালবাসা দিয়া নারীপ্রাণ সুখী হয়। ভালবাসাই সংসার সোপানের প্রথম সোপান সংসার গৃহের ভিত্তি, সংসার উদ্যানের বিকশিত কুসুম। ভালবাসা না থাকিলে কি আজ এই শত শত বঙ্গনারী এমন সুন্দর ভাবে সংসার করিতে পারিত? কোথাকার অপরিচিত, অজা-

নিত হয়তো কুরূপা! হয়তো মূর্খ! তাহার সঙ্গে বিবাহ হইল, পরক্ষণেই তাহাকে স্বামী বলিয়া ভালবাসিতে শিখিল, স্বামীর গৃহকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিল, কেহ তাহাকে কিছু বলিল না কিন্তু সে নূতন বধু নব অনুরাগ দানে সকলকে মোহিত করিল। ভালবাসা যাহার হৃদয়ে যত পরিমাণে সে তত পরিমাণে সুখী। ভালবাসা, ক্ষমা, শান্তি সকলই আনে। কত দোষ, ভালবাসা ক্ষমা করিয়া আবার ভালবাসে। ভালবাসা তবে গর্হিত নহে, ভালবাসা তবে লুকাইবার প্রয়োজন নাই। ভালবাসা স্বর্গীয় ভাব। ভালবাসা সকলকে দিই, যে "ভালবাসা" সংসারের মূলে, যে "সংসার" বঙ্গনারী জীবনের "দর্পণ" সে ভালবাসা সকলেরই উচিত বিশেষ রূপে সাধন করা।

আমার জীবন। *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আপনার বাড়ী কত দূর এই কথা দুই চারিবার জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইলাম "অনেক দূর?" তখন আমি কি করিব বুঝিতে পারিলাম না। আমার সেই বন্ধুকে দেখিবার জন্য এক একবার এদিকে ওদিকে ঘুরিলাম। সৌভাগ্য ক্রমে আমার স্নেহ প্রতিমা বাল্যবন্ধু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। আমাকে দেখিয়া ও আমার মুখে যাহা যাহা ঘটিয়াছে শুনিয়া বন্ধুর মুখ হঠাৎ কেমন গম্ভীর হইয়া গেল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষের জল মুছিল আমি ভাবিলাম সেই যুবার বিপদ শুনিয়াই দুঃখিত হইয়াছে কিন্তু শেষে জানিয়াছিলাম আমার দুঃখেই কাঁদিয়াছিল। দুই জনে অনেক পরামর্শের পর সেই যুবা পুরুষকে শ্রীনগরে লইয়া যাইতে স্থির করিলাম। আমার সেই যষ্টীর উপর নির্ভর করিয়া যুবাকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিলাম। পথে কতবার শ্রান্ত হইয়া যুবা বিশ্রাম লাভ করিলেন। আমাদের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবার কালে আমার পালিত ব্যাঘ্রশাবক, ভল্লুক, হরিণ, হস্তীশাবক প্রভৃতিকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ডাকিবা মাত্র লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া এক দৌড়ে পশুগুলি আমার কাছে আসিল। বলিতে হাসিও পায় ও লজ্জাও হয় কিন্তু যুবক এমনই ভয় পাইলেন, আসিয়া আমার আঁচল প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন ব্যাঘ্র, ভল্লুক সকলই বুঝি বন্য ও হিংস্রক।

আমি গৃহদ্বারে উপনীত হইবা মাত্র পিতা মাতা আসিয়া আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার সে রাত্রের

* ১৩০৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস দেখুন।

সকল বিবরণ তাঁহাদের বলিলাম। মাতার মুখ গম্ভীর হইল, কিন্তু পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া গৃহের ভিতরে গেলেন, দীপালোকে দেখিলাম পিতার চক্ষে অজস্রধারে ধারা বহিতেছে। মাতাও কাছে আসিয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তায় জানিলাম, সেই যুবা যদি অবিবাহিত হন আমার তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে, আর যদি তিনি বিবাহিত হন তবে আমায় চির ব্রহ্মচারিণী হইতে হইবে। আমাদের সে শ্রীনগর যদিও এই পৃথিবীরই একটী গ্রাম তথাপি তাহা স্বর্গের মত। অন্য কোন দেশের লোক এখনও সে প্রদেশে প্রবেশ করে নাই। পিতা মাতা সে জন্যই এত বুঝি গম্ভীর হইলেন ও কাতরতার স্বরে আমাকে এই বঙ্গীয় যুবার পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন। সেই রাত্রে দুই চারি জন পিতার বন্ধু বান্ধবের সাক্ষাতে আমার শুভ পরিণয় হইল। ভাই পাঠিকা, আমাকে নির্লজ্জ বেহায়া বলিও না, কিন্তু আমাদের দুই জনের হস্ত যখন একত্র হইল তখন দেখিলাম উপরে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিয়া আরও হাসিল, শ্রীনগর আরও শ্রীযুক্ত হইল, ফুলের গন্ধ আরও সুগন্ধ হইল, তখন আমার কাছে সকলই মধুময় হইল। বিবাহের পর আহারাদি হইল, শুনিলাম সেই রাত্রে আমাদের শ্রীনগর হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। প্রথম একটা কষ্ট হইল, বড় আঘাত পাইলাম, কিন্তু ভাবিলাম, "আমার স্বামীই এখন শ্রীনগর।" কিছুক্ষণ পরে আমার স্নেহের আধার পিতা মাতা, আমাদের উভয়ের মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, মা আমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "মা তুমি সতী হও, পতিব্রতা হও, শ্রীনগরের শ্রী বঙ্গে লয়ে যাও।" পিতা মাতার চরণধূলি মাথায় ল'য়ে বিদায় হইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সিমলা সহরে আসিলাম। স্বামী আমার মাথার ঘোমটা টানিয়া দিয়া বলিলেন, "আমার হাত ধরিয়া সিঁড়িতে উঠ উপরে এস।" তাই করিলাম, পর দিন অনেকেই জানিল, আমার স্বামী বিবাহিত সুতরাং দলে দলে সকল বন্ধুর স্ত্রীগুলি আমাকে দেখিতে আসিল। আমার লজ্জা, ভয়, তেমন কিছুই ছিল না। স্বামী দুএকটী যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাই তাহাদের প্রশ্নোত্তর করিলাম। যখন পিত্রালয়ের নাম কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বলিলাম, "পার্ব্বতীয় জমিদার, আমরা ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি ইত্যাদি। সৌভাগ্যের বিষয় সে দিন আমি আশাতীত সুখ্যাতি পাইয়াছিলাম। শীতের সময় ছুটী হইল দেশে সকলে ফিরিল, আমিও শ্বশুরালয়ে গেলাম। আত্মীয়েরা অনেকেই স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট, কারণ "কোথাকার একটা জঙ্গলী, গরীবের মেয়ে বিয়ে ক'রেছে।" স্বামীর ইহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার উপর অনেকের হিংসা কারণ দাস দাসী কিম্বা বৃদ্ধাগণ সকলেই আমাকে অধিক স্নেহ করেন। আমি যথাসাধ্য সকলের সেবায়

নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই জানিলাম, "বঙ্গে টাকার বড়ই আদর" আবার সিমলা শৈলে ফিরিলাম। শ্রীনগরে যাইবার জন্ত কত চেষ্টা করিলাম, কোথাও কোন রাস্তার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইলাম না। যে স্থান হইতে কত শত বার বাহির হইয়া সিমলায় আসিয়াছি মুসাবরী প্রভৃতি স্থানে গিয়াছি সে শ্রীনগরের পথ একেবারে দেখিতে পাইলাম না। তখন প্রাণটা বড় ব্যাকুল হইল, ভাবিলাম হয়তো একেবারে রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" যদিও এ একটী ছোট গল্প, কিন্তু পাঠিকা বিশ্বাস করিও ইহা একটী সত্য ঘটনা।

সমাপ্ত।

প্রতিদান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

ভুবন বাবু লোক মুখে সতীশের বিবাহের কথা সব শুনিয়াছিলেন। সতীশের বিবাহে যে বিশেষ আনন্দ হয় নাই, তাহার ভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি সে সকল কোন কথা উত্থাপন না করিয়া তাহার পড়া শুনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সতীশ জানাইল যেরূপ কথা হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে এখন শ্বশুরালয়েই থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে। সতীশ যখন যাইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন ভুবন বাবু বলিলেন, "সতীশ, নলিনীর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবে না? সে তোমাকে দেখবার জন্তে যে ব্যস্ত হয়েছে, তা' হ'লে তা'র বড়ই দুঃখ হবে।" নলিনীর সঙ্গে দেখা হইবার ভয়েই সতীশ এত শীঘ্র ভুবন বাবুর নিকট বিদায় লইবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। সে তাহার মনকে বাঁধিতে পারে নাই; বিশেষ, এই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যেরূপ আত্ম সম্বরণে অসমর্থ হইয়াছিল তাহাতে আপনার চিত্তের দৃঢ়তার উপরে তাহার বিশ্বাস খর্ব্ব হইয়াছিল। ভুবন বাবু নলিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; সতীশ তখনও ইতস্তত: করিতেছিল, এমন সময় কোমল বালিকাকণ্ঠে নিকটে কে বলিল, "বিয়ে ক'রে বুঝি আমাদের একেবারে ভুলে যেতে হয়, সতীশ!" সতীশ চকিত দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিল, যেন পলায়নের পথ অন্বেষণে ব্যাকুল! পরক্ষণেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত চৌকিতে বসিয়া পড়িল। "কই, আমাদের বৌ দেখাবে না সতীশ, এত দিন পরে বুঝি একা আসতে হয়। বৌ কেমন দেখতে, সতীশ?" নলিনী এত ক্ষণ আপনিই কথা কহিতেছিল, সতীশ বুঝি ভাবিয়াছিল এইরূপ নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিয়াই সে নিস্তার পাইবে, তাই তাহার প্রতি এই সোজা প্রশ্নে সে যেন

চমকিত হইল। নলিনী ভাবিল লজ্জা প্রযুক্ত সতীশ তাহার কথার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়াছে, তাই সে আরও ধরিয়া পড়িল। সতীশ কি উত্তর দিবে! কেমন দেখিতে সে কি করিয়া বলিবে, সে কি কোন দিন দেখিয়াছে! শুধু তা'র সুষুপ্তি ঘোরে স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ হয় সেই দীপোজ্জ্বল উৎসবময় রমণীদিগের আনন্দ পরিহাস মুখরিত রজনীতে "শুভদৃষ্টির" সময় একখানি বালিকামুখ ক্ষণেকের জন্য অবগুণ্ঠন মুক্ত হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহার নিকট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তখন কেন্দ্রচ্যুত হইয়া চক্ষের সমক্ষে বিঘূর্ণীত হইতেছিল; উন্মত্ত হৃৎপিণ্ড যেন অবরোধ ভাঙ্গিবার জন্য বক্ষঃ প্রাচীরে সবলে আঘাত করিতেছিল। তাহার অন্তরের ভিতরে যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় সেই জীবন মরণের সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র এক খানি মুখ সুন্দর কিনা ভাবিবার কি তাহার অবসর ছিল! কিন্তু নলিনী কি তাহা জানে, সে ছাড়িবার পাত্র নহে। উপহাস বিদ্রূপ অভিমানে সে সতীশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। শিশু, ক্ষুদ্র বিড়াল শাবককে, তাহার ক্ষুদ্র দুইখানি হস্তের বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া, বক্ষে চাপিয়া, বিরক্ত করিয়া আনন্দ অনুভব করে; কিন্তু তাহার মধুর অত্যাচারের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ, তাহার স্নেহ উপলব্ধি করিতে অক্ষম, নির্ব্বোধ বিড়াল শিশুর ভতক্ষণে শঙ্কায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। নলিনী নিতান্ত অল্প বয়সেই সুগৃহিনী হইয়াছিল। শৈশবে মাতৃহীন হইয়া পিতার সংসারের সমুদায় ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। রোগের সময় সেবা করিতে, বিপদে সহানুভূতি দিতে নলিনীর মত কে? কিন্তু যখন সেই স্নেহময়ী মাতৃরূপিণী বালিকা মূর্ত্তি ধরিত, তখন তাহার আমোদ রহস্যের উচ্ছাসের ভিতরে, তাহার সরল উচ্চ হাস্যধ্বনিতে তাহাকে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ত বাল্য জীবনের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত। ভুবন বাবু ভাবিলেন তাহার অসময় আমোদ পরিহাসে সতীশ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু নলিনীকে কি বলিয়া নিরস্ত করেন।

কিন্তু সতীশের নিকট হইতে অতি সঙ্কুচিত, লজ্জিত ভাবে উচ্চারিত, সংক্ষিপ্ত একটী "আমি জানি না" ছাড়া আর কোন উত্তর পাইল না। "না, জানেন না! আজ পনর দিন দেখছেন আর উনি জানেন না," বলিয়া বালিকা অভিমান ভরে মুখ ফিরাইল। কিন্তু অধিক ক্ষণ সে মৌনী হইয়া থাকিতে পারিল না। বধূর গুণাগুণ এবং ভাবী খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্বন্ধে আপনার অনুমান প্রকাশ করিতে বসিয়া গেল। "সতীশ বোধ হয় বধূকে এখন হইতেই সকল বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে; এবং পূর্ব্ব ছাত্রী অপেক্ষা এ বধূ ছাত্রীটী নিঃসন্দেহই খুব বুদ্ধিমতী এবং শান্ত সুবুদ্ধি হইয়াছে; বধূকে সকল বিদ্যা এবং গুণের আদর্শ করিয়া গড়িয়া তুলিয়া

তার পরে হীন বুদ্ধি, মূর্খ নলিনীকে বধূ দর্শনের সৌভাগ্য দান করিবে," ইত্যাদি নানা কথা সে সতীশের প্রত্যুত্তরের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া আপনিই বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "সতীশ, বল না ভাই কেমন দেখতে?" নলিনী বালিকা, লক্ষ্য করে নাই তাহার শেষ কথা গুলিতে সতীশ যেন সহসা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সুপ্তোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রশ্নে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া গম্ভীর ভাবে, অনুতাপপূর্ণ স্বরে বলিল, "আমি জানি না নলিনী, এবার এসে বলব।" তাহার এই অদ্ভুত উত্তরে এবং অসঙ্গত গাম্ভীর্য্যে নলিনী হাসিয়া উঠিল। বলিল, "কেন, সতীশ এক-জামিন দিতে আসবে নাকি, যে ভাল ক'রে দেখে শুনে এসে বল্‌বে।" সতীশ আর দাঁড়াইতে পারিল না, ভুবন বাবুর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। নলিনী সতীশের ব্যবহারে যেন মুগ্ধ হইল।

(ক্রমশঃ)

বর্ষাকাল।

এ রাজ্যে নিত্য পরিবর্ত্তন। এই দেখিতেছি ভয়ানক রৌদ্র তাপে তাপিত জীব জল প্রার্থনা করিতেছে। আবার পর মুহূর্ত্তে ঘোর ঘটা করিয়া আকাশে মেঘরাশি আসিয়া চতুর্দ্দিক ঢাকিয়া ফেলিল। শেষে মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইল। উত্তপ্ত ধরাতল শীতল হইল। বৃক্ষগুলি শুষ্ক নিরস হইয়াছিল, জল প্রাপ্ত হইয়া সরস সজীব হইল। জলাশয় সকল পরিপূর্ণ হইল। বৃক্ষে ফল ফুল হাসিতে লাগিল। প্রকৃতি আবার হাসিল। এইরূপ নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। কে যেন অন্তরালে বসিয়া এই সকল কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া ভাবুকের ভাব নদী প্রস্ফুটিত হয়। এই সময় ছয় মাস ঘোর বর্ষায় যোগী ঋষিগণ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন। এই যে অবিরল জলধারা পতিত হইতেছে এ কোথা হইতে আসিতেছে? এই শুষ্ক আকাশে কোথা হইতে মেঘ আসিল কোথা হইতেই বা এত বৃষ্টি আসিল? এ সকল আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

কেহ বলে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে ক্রমে অতি নিকটে গিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। আবার কেহ বলে সমুদ্রের বাষ্প অধিক পরিমাণে উপরে উঠিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এখন আর সমুদ্র এত বাষ্প সংগ্রহ করিতে অক্ষম সেই জন্য পৃথিবীতে বৃষ্টি কম হইতেছে। ক্রমে জলাভাবে প্রাণী হত হইবে; কেহ বলে বায়ু ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। এই

রূপ নানা প্রকার বিজ্ঞান বাহির হইতেছে। কিন্তু সকল বিজ্ঞানের শ্রষ্টা যিনি তিনিই জানেন কি প্রকারে এ বিশ্ব চালিত হইবে। এ বিশ্ব সংসার অসংখ্য রত্ন ভাণ্ডারে পূর্ণ। এত মানব জাতি নিত্য প্রতিপালিত হইতেছে। ফল মূল শস্যাতে পরিপূর্ণ ধরা। কিছুরই অভাব কিছুরই অনাটন নাই। অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য সম্ভোগ কর। বিরলে বসিয়া যিনি এই সকল সৃজন করিয়াছেন তিনিই নিত্য পালন ও রক্ষা করিবেন। মানব জাতিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষমতা ও বুদ্ধি দিয়া তাঁর অনন্ত জ্ঞান কৌশলের বিন্দুমাত্র পরিচয় দিতেছেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনন্ত ক্ষমতার পরিচয় কে দিতে পারে?

এ অবস্থাচক্রে পড়িয়া আমরা যেন পরিবর্ত্তিত না হই। নিত্য স্থির শান্তচিত্তে বিশ্বাসী হইয়া থাকিতে পারি। বিস্মিত না হইয়া অবিচলিত থাকিতে পারি।

আমার বিলাত আসা

অনেক দিনের ইচ্ছা একবার বিলাত যাই। বিলাতের নাকি সবই ভাল। যে বাঙ্গালী বিলাত যায় শুনিয়াছি সে আর দেশে ফিরিতে চায় না। দেশানুরাগ, গৃহানুরাগ ভুলিতে পারা যায়, এমন দেশ যে বিলাত সেখানে যাইতে বড়ই প্রয়াস, সম্প্রতি তাহা পূর্ণ হইয়াছে।

বম্বে ছাড়িলাম দ্বিপ্রহর রৌদ্রে। ছোট একখানা কলের বজরা সদৃশ ষ্টিমারে উঠিয়া, অত্যন্ত হেলিতে দুলিতে ভীত প্রাণে, বড় জাহাজের কাছে গিয়া পঁহুছিলাম। কিন্তু কি যে হইল, ছোট ষ্টিমারের নাবিকেরা সহজে বড় জাহাজের সঙ্গে সে বোট বাঁধিতে পারিল না। ছোট জাহাজের পরাক্রম মিনিটের জন্য অধিক বলবান মনে হইল। শেষে কোন রকমে ছোট জাহাজ বড় জাহাজে লাগাইল, সব লাফাইয়া বড় ষ্টিমারের সিঁড়িতে উঠিলাম। ছোট ছেলে মেয়ে কেমন রঙিন জলে পড়িয়া গিয়াছে কিনা দেখিতে লাগিলাম, ভীত স্বরে বলিলাম, "সাবধান, ছেলেরা ঠিক থাকে যেন।" দুএক জন নাবিক এ কথায় বোধ হয় হাসিল, সাহেব নাবিক কেহ কেহ বলিল "সকলে ঠিক আছে।" তখন নিজেকে সামলাইতে যাই। চাবির থোলো, ছোট হাত বাক্স্ সব পড়িয়া গেল, অর্দ্ধমেমআনি পোষাক পায়ে আটকাইয়া যাইতে লাগিল! কোন রকমে জাহাজের ডেকে উঠিয়া যেন বাঁচিলাম। প্রথমে আর কোন কিছু না দেখিয়া শুনিয়া ছেলেদের লইয়া কেবিন (Cabin) দেখিতে গেলাম। তখন আমার খুব সাহস! মুখ ভরা হাসি লইয়া খুব (কাল) মেম হইয়া সকলের সঙ্গে অর্থাৎ বন্ধুদের সঙ্গে Shake hand করিলাম।

কয়েক ঘণ্টা পরে বন্দর ছাড়িল। বন্দরের সমুদ্র অল্প অল্প তরঙ্গ তুলিয়াছিল, মুক্ত সমুদ্র আরও একটু নাচিল। দুই তিন দিন মেমেদের মুখে বড় হাসি, কিন্তু সাজ, সজ্জার বড় ঘটা দেখিলাম না। সে সময়টা অর্থাৎ বম্বে হইতে Aden পর্য্যন্ত যেন সকলে একটু গম্ভীর, একটু চিন্তিত, একটু অধিক নিদ্রা-প্রিয় মনে হইল।

মুক্ত সমুদ্র, অসীম নীলাকাশ উপরে রাখিয়া কি মহৎ এবং মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। অনন্তের কি এতই মহিমা, এতই সৌন্দর্য্য! লোহিত সাগরে আসিয়া দেখি সকলেই, বরফ জল, সোডা পানি পানে মত্ত হইল, সাদা মস্‌লিনের পোষাকের শোভায় জাহাজও যেন লঘু (অর্থাৎ পাতলা) মনে হইল। এক দিকের তীর প্রায় সমস্ত ক্ষণই দেখা গেল। এই সাগরে যত দিন জাহাজ চলিতে থাকে তত দিন কাপ্তেন সাহেব আহার, নিদ্রা অগ্রাহ্য করিয়া অতি সতর্ক ভাবে জাহাজের পরিচালনা দেখেন। সুয়েজে (Suez) অতি প্রাতে অর্থাৎ ৭ ঘটিকার সময় এক পুরুষ ও মেম ডাক্তার, প্লেগের (Plague) জন্য তাহারা নিযুক্ত, আমাদের পরীক্ষা করিতে আসিল। কোন রকমে মেম, সাহেব সকলে সেলুনে (Saloon) গেল। অতি অল্প লোকে রীতিমত পোষাক পরিয়াছিল। ড্রেসিং (Dressing gown) পরিয়াই অধিকাংশ সাহেব, মেম ডাক্তার দেখিল। আমার ছেলে এক মেমকে দেখিয়া বলিল "মা ও মেমের চুল দিনের বেলা অন্য রঙ্ আর সকালে কেন কাল?" যাক্ পর নিন্দা করিব না। তার পর সুয়েজ কেনাল (Suez canal) পার হইলাম। পোর্ট সায়েড (Port said) সমুদ্র হইতে বড় সুন্দর দেখাইল। সেখানে কয় জন সাহেব, মেম ব্রিণ্ডিশি (Brindisi) দিয়া যাহারা বিলাত যাইতেছিল Port saidএ নামিল।

ভূমধ্য সাগরে প্রাতঃকালে পঁহুছিলাম। কি সুন্দর, কি মনোহর। ক্ষুদ্র প্রাণটাও এ সমুদ্র বক্ষে ভাসিয়া যেন মহৎ হইল সুখী হইল! সিসিলি (Sicily) দ্বীপ এবং ইটালির (Italy) সীমান্ত মধ্যে সমুদ্র, ছোট নদীর মত প্রবাহিত, সে যে কি মনোরম শোভা তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। ইটালির কোষ্টের (Coast) পর্ব্বত শ্রেণী, হরিৎ বর্ণ বৃক্ষদল, এবং শ্রেণীবদ্ধ গৃহগুলি এত নিকট বোধ হইল, যেন মানুষের সঙ্গে জাহাজের উপর হইতে কথা কওয়া সম্ভব মনে হইল। সিসিলি দ্বীপের বাড়ী গুলিও অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। দুঃখের বিষয় এট্‌না (Etna) আগ্নেয় গিরি মেঘের জন্য দেখা গেল না। যখন আমরা এই প্রণালী দিয়া যাইতে ছিলাম তখন দেখিলাম সাত কি আটটা ডল্‌ফিন্ মৎস্য (Dolphin) জাহাজের সঙ্গে ঘোড় দৌড় করিতেছে। ইহা দেখিতে প্রায় হাঙ্গরের মত।

পরে লিপারি দ্বীপ শ্রেণী দেখিলাম তখন আমরা খাইতে বসিয়াছি, সন্ধ্যা

৭।৮ ঘটিকা হইবে। ঠিক ষ্ট্রম্বলির (Stromboli) কিনারায় ছিলাম। জন কতক সাহেব, মেস চৌকি হইতে উঠিয়া জানালা দিয়া কি দেখিতে লাগিল। কেহ কেহ আহার ছাড়িয়া ডেকে Deck) গেল। তখন শুনিলাম এই ষ্ট্রম্বলিতে আগ্নেয় গিরি অগ্নি উদ্গার করিতেছে। এই স্থূল দেহ লইয়া এক নিশ্বাসে আমিও Deck এ উঠিলাম। তখন এক জন জাহাজের বড় Officer আমাকে উপরের ডেকে লইয়া গেল। কি ভীষণ অথচ কি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য! সমুদ্র বক্ষ হইতে উত্থিত একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত, তাহার শিখর হইতে ভয়ানক অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল, একবার একবার পর্ব্বত বক্ষ অগ্নি-ময় করিয়া গড়াইতে গড়াইতে সমুদ্রে গড়াইল। মনে হইল যেন কোন কঠিন লৌহখণ্ড এক একটা ৩।৪ ফিট লম্বা পর্ব্বত বক্ষ উত্তপ্ত করিতেছে। পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রাকার সহর দেখিলাম। কি করিয়া তাহারা সেই অগ্নি শিখরের নিম্নে বাস করে জানি না। শুনিলাম এই স্থানের দ্রাক্ষা ফল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সুমিষ্ট।

আমরা মার্সেল (Marseilles) নগরে দ্বিপ্রহরের সময় পঁহুছিয়াছিলাম। সহরটী অতি সুন্দর। দুঃখের বিষয় ফরাসী ভাষায় অপটু বলিয়া কোন ফরাসী নর নারীর সঙ্গে কথা কহিতে পারিলাম না। মার্সেলে, (Marseilles) হইতে ক্যালেস (Calais) যে মেল অর্থাৎ P. & O. Mail যায় তাহাতে উঠিলাম। গাড়ীর চার খানি ঘর আমরা লইলাম। আমাদের ভারত-বর্ষীয় রেলের গাড়ীর মত এ গাড়ী নহে। ইহাতে অনেক ছোট ছোট ঘর অর্থাৎ কুঠারি আছে। কুঠারির বাহিরে একটা ছোট গলির মত, রাস্তা আছে সেই গলি দিয়া অন্য অন্য গাড়ীতে যাওয়া যায়। সে রেলের গাড়ীর এত দ্রুতগতি যে হাঁটিয়া অন্য গাড়ীতে যাইবার কালে বার বার ধাক্কা খাইতে হয়। একখানা গাড়ী খাইবার ঘর, তাহাতে অনেক ছোট ছোট টেবিল। অনেক লোক একত্রে সে গাড়ীতে বসিয়া খাইতে পারে। ফ্রান্স দেশের শোভা, অল্প পরিমাণেও যাহা দেখিলাম, তাহাতে কি যে আনন্দ হইল। কি সুন্দরই দৃশ্য! পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, লতা সমস্ত যেন এই ফরাসী দেশ সুসজ্জিত করিয়া আহ্লাদে হাসিতেছে। পর দিন প্রাতঃকালে (Calais) আসিলাম। প্রকাণ্ড বড় ষ্টেসন (Station)। গাড়ী হইতে কোন মতে পোষাক পরিয়া নামিলাম, জাহাজে উঠিলাম। সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল অন্য সকল রেল গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। কত গাড়ীই আসিল মনে হইল যেন একখানা রেল গাড়ীর সঙ্গে আর একখানি গাড়ী লাগান ছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত রেল গাড়ী আসিতে আমি কখনও দেখি নাই। জাহাজ ছাড়িবার সময় হইল। সকলের মুখে যেন একটা উৎ-সুকের ভাব। কথায় জানিলাম মুক্ত সমুদ্রের ভাব ভঙ্গী কিরূপ তাহাই সকলে

জানিবার জন্য ব্যস্ত। মুক্ত সাগরে কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজ ভাসিল। সমুদ্র বক্ষ শান্ত ও স্থির। সুখে সাগর পার হইয়া ইংলণ্ড সমুদ্রতীর দেশ ডোভার ষ্টেসনে (Dover Station) রেলের গাড়ীতে উঠিলাম। বিলাত তো বিদেশ মনে হইল না। যে ইংলণ্ডে আমাদের সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী, যে দেশের সুশাসনে আমরা এত সুখী, সে দেশের প্রতি নিশ্চয় একটা অনুরাগ ও ভালবাসা আছে। সেই জন্য রেলে উঠিয়া মনে হইল "বাড়ী" আসিলাম। ডোভার ষ্টেসন হইতে লণ্ডনে (London) আসিতে দুই ঘণ্টা লাগিল। লণ্ডনে (Charing Cross) ষ্টেসনে স্নেহের সামগ্রী প্রিয়জনদের দেখিয়া আর মনে হইল না এ দেশ বিদেশ।

হোটেলে পঁহুছিয়া ভাবিলাম এত সহজে বিলাতে আসা যায়, কেন অনেক লোক তবে আসে না। কিন্তু বম্বের জাহাজে উঠিবার সময় এ কথা মনে হয় নাই। বম্বের হোটেলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া যখন সমুদ্র বন্দর ও আকাশে মেঘ দেখিয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম, "কোন মতে কি বিলাত যাওয়া বন্ধ হয় না!"

MOTTOES FROM THE BRAHMO POCKET DIARY.

12th January.

Lord, having been long under Thy teaching and influence I am beginning to love mine enemy however imperfectly, and I feel joy in forgiveness.

১২ই জানুয়ারী।

তোমারি শিক্ষায় প্রভু পেরেছি শিখিতে,
শত্রু যেন মিত্র হয়ে যায়।
অন্যের কুবাক্য শুনি, কখনো বলিতে
তাহা যেন শিখিতে না চায়।
শত্রুরে বাসিব ভাল, সে যদি না বাসে
ঘৃণা করে তাই রব স'য়ে,
ক্ষমা সে যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এ জগতে এসে
সে কথা কি যাইব ভুলিয়ে?
প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, দারুণ বাসনা
কভু যেন হৃদয়ে না জাগে।
দয়াময় এই শুধু দীনের কামনা
তুমি জেগো রাগে অনুরাগে।

13th January.

Let my soul-bird be Thine for ever. Let it love Thee and sing Thy name always.

১৩ই জানুয়ারী।

আমার এ প্রাণ পাখী জনমের তরে,
নাও পিতা করে নাও তুমি আপনার।
আনন্দ উচ্ছ্বাসময় সুমধুর স্বরে,
তোমারি মহিমা গীতি গাব অনিবার

তোমারে বাসিব ভাল জগতের পিতা,
তোমারি চরণে সঁপি দিব দুঃখ ভার।
তোমারে আকাঙ্ক্ষা করি বিশ্বের বন্দিতা,
মনেতে দিব না স্থান অন্য আকাঙ্ক্ষার।
সুন্দর বিমল এই প্রভাতের সম,
দাও পিতা করে দাও হৃদয় আমার।
হোক কুসুমের মত এ হৃদয় মম,
পেয়ে ও পবিত্র আলো অসীম দয়ার।
প্রাণ পাখী তব নাম সুমধুর স্বরে,
যেন দিবানিশি দেব শুধু গান করে।

14th January.

We are all Thy children, and Thou hast commanded us to love and honour one another recognising Thee as our common Father.

১৪ই জানুয়ারী।

তোমারি সন্তান মোরা দয়ার আধার,
তুমি প্রভু ওই দূর হ'তে,
নাশিছ মনের পাপ, ছায়া কালিমার
করিয়াছি যাহা অজানিতে।
তোমারি প্রেমের ওই সুআজ্ঞা শুনিয়া,
পরস্পরে পূর্ণ প্রীতি ভরে,
বিবাদ হিংসার রেখা ফেলেছি মুছিয়া
পূত এই নয়নাশ্রু থরে।
জেনেছি সকলে মোরা তোমারি সন্তান,
সকলের সম পিতা তুমি
তাই হইয়াছে যেন স্বরগ সমান
আজি এই দীন ধরা ভূমি।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সংবাদ।

বিলাতের গ্রীষ্ম ভারতের গ্রীষ্ম অপেক্ষা অধিক কষ্টকর। বিলাতের ঘরগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পাখা নাই, বরফের জলও তেমন চলে না, ফরাসডাঙ্গার ধুতিও তেমন পরা যায় না, সুতরাং গ্রীষ্মের উত্তাপ অধিক মনে হয়। জুলাই মাসের রৌদ্র তাপ অতি প্রচণ্ড হইয়াছিল।

আমাদের সাম্রাজ্ঞী আলেক্‌জান্দ্রিয়া পৌত্র পৌত্রীদের সর্ব্বদাই কাছে রাখেন, প্রথম ও মধ্যম পুত্র দুইটী তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। সাম্রাজ্ঞীকে দেখিতে ত্রিশ বৎসরের অধিক বলিয়া মনে হয় না। সৌন্দর্য্যরাশি মুখে প্রকাশিত। বাহির ভিতর দুইই সুন্দর, এমন সাম্রাজ্ঞী যাহাদের তাহারা কত সুখী।

কুচবিহারের মহারাজার চারিটী পুত্র বিলাতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। পুত্রদিগের সুশিক্ষা দেখিয়া আশা করা যায়, অন্য ভূপতিগণও তাঁহাদের সন্তানদিগের এইরূপ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিবেন।

স্বর্ণরেণু।

মূঢ়ের কাছে জড়ের নাম স্বপ্রকাশ, ঈশ্বরের নাম অপ্রকাশ। যোগীর নিকটে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, জড় অপ্রকাশ।

২৪ বর্ষ। আশ্বিন, ১৩০৮। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

24th Year. OCTOBER, 1901. No. 6.

সূচী।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড; আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত
ও বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত
এবং ১২৫নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

COVER PRINTED AT THE KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

২৪ বর্ষ] কলিকাতা আশ্বিন ১৩০৮ অক্টোবর ১৯০১ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

মাতা ও শিশু

পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে সৃজন করিয়া, তাঁহাদের অন্তঃকরণে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও সদ্‌গুণ দিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। কাহারও স্বভাবে এই গুণগুলির সংখ্যা অধিক, কাহারও বা কম। ঈশ্বর প্রদত্ত এই স্বাভাবিক ক্ষমতাকে দৈবশক্তি বলা যাইতে পারে। আমাদের প্রতিজনের নিজ নিজ দৈবশক্তির অনুযায়ী পথ অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহ করা উচিত। স্বীয় ক্ষমতাতীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবিধেয়। মানব জীবন অনুকরণশীল। বাল্যকালে, গৃহে আত্মীয়-স্বজনের নিকট আমরা যে সকল শিক্ষা পাই, আমাদের স্বভাবে, জীবনে তাহা চির-বদ্ধ-মূল হইয়া যায়। নিত্য যে সকল দৃষ্টান্ত দেখি, সহজে তাহারই অনুসরণ করি। বাল্যজীবনের শিক্ষা অনুসারে আমাদের ভবিষ্যজ্জীবন গঠিত হয়। সময়ে সময়ে শিক্ষার গুণে স্বাভাবিক ক্ষমতাগুলি পরিবর্দ্ধিত হয়, কখনও বা শিক্ষার দোষে সেগুলি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অথবা বিলোপ পায়। মিল্টন কবি বলেন, "প্রাতঃকাল দেখিয়া যেরূপ দিবসের ধারা নির্ণয় হয়, সেইরূপ মনুষ্যের শৈশব-জীবন ভবিষ্য-জীবনের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি।" অতএব শৈশবে উত্তম সংসর্গে বাস, বিশেষ আবশ্যক। যে সকল বস্তু আত্মার উন্নতি-সাধন, পবিত্র ও বলীভূত করিবার পক্ষে সহায়তা করে, পাপ, দুর্নীতি ও দুরাচার সকলকে পরাজিত করিয়া সুরীতি, সুনীতি ও সদিচ্ছাকে প্রবল করে; যাহা দ্বারা অন্তরে সত্য, সরলতা ও উদারতার বীজ হৃদয় ক্ষেত্রে রোপিত হয়, সেই সকল বস্তুর সংসর্গে শৈশবে থাকা অতীব প্রয়োজনীয়।

বাল্যকালেই ক্রোধকে বশীভূত করা এবং ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে দমন রাখা সহজ। ছেলেবেলা আমরা যাহা শিখি, চিরকাল আমাদের তাহা স্মরণ থাকে।

শিশু, মাতার দ্বারা যেরূপ সুন্দররূপে শিক্ষিত ও পরিচালিত হইতে পারে, সেরূপ আর কাহারও দ্বারা, এমন কি

পিতার দ্বারও হয় না। সকল মহাত্মারা মাতার শিক্ষানুযায়ী স্বভাব প্রাপ্ত হন। প্রিয় আত্মীয়-স্বজনগণ গৃহে, যে সুমিষ্ট উপদেশ ও শিক্ষা দেন তাহা মরণকাল পর্য্যন্ত কর্ণে মধু বর্ষণ করে। জর্জ হার্বাট সেই জন্যই বলিতেন, "এক সুমাতা বিদ্যালয়ের শত শিক্ষকের সমান।" গণিকার ন্যায় সুমাতা হইতেই অগষ্টিন সেণ্ট উপাধি প্রাপ্ত হন। ক্রমওয়েল, পিট, জর্জ ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ন, ওয়ালটার স্কট, প্রভৃতিরা তাঁহাদের সুমাতার সৎ শিক্ষায় ও সদ্‌গুণে মহৎ লোক হইয়াছিলেন।

জন্‌ র‍্যাণ্ডলফ্‌ এক স্থানে লিখিয়াছেন, "আমার এখনও সে ছবি বেশ মনে পড়ে; আমার স্বর্গীয়া জননী, আমার হস্তদ্বয় তাঁহার হস্তে মিলাইয়া শিশুকালে, আমাকে কোলে বসাইয়া, হাঁটু গাড়িয়া প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেন। যদি না তিনি এরূপ করিতেন, আমি নিশ্চয়ই নাস্তিক হইতাম। শৈশবের ঈশ্বর-আরাধনার সেই ছবি আমার হৃদয়ে আজও এত স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে যে আমি এখন ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে ভয় পাই।"

অলিভার ক্রমওয়েলের মাতা এক দিকে যেরূপ নম্র ও সহিষ্ণু ছিলেন, অপর দিকে তিনি সেইরূপ উদ্যমশীল ও কার্য্যক্ষম ছিলেন। তাঁহার এইটী বিশেষ গুণ ছিল, যখন তাঁহার অবস্থা মন্দ হয় তখন অন্যের সহায়তার প্রত্যাশা রাখেন নাই। আপনি পরিশ্রম করিয়া আপনার পাঁচটী কন্যার সম্ভ্রান্ত এক ভদ্র পরিবারে বিবাহের উপযোগী যৌতুক সকল দিয়াছিলেন।

বিখ্যাত জার্ম্মান চিত্রকর এরি স্যাফার, মাতার যত্নে ও সৎ পরামর্শে চালিত হইয়া, অত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। মাতা পুত্রকে বলিতেন, "দেখ, অতি মনোযোগের সহিত পরিশ্রম কর। সর্ব্বদা বিনীত ও নম্র স্বভাব থাকিবে। যখন দেখিবে, তোমার সহযোগী সকলকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্য হইতেছ, তখন গর্ব্বিত হইও না; তখন তুমি প্রকৃতি হইতে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছ, তাহার সহিত নীরব প্রকৃতির তুলনা করিলেই আত্ম-গরিমা আত্ম-শ্লাঘা ও বৃথা অনুমান ও অভিযোগের মন্দ ফল স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।"

নেপোলিয়ানের মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্না নারী ছিলেন, তাঁহার চরিত্রের বলও অসাধারণ ছিল।

লর্ড লিটনের সাহিত্য বিদ্যায় স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি ছিল; তাহার মাতা তাহা জানিয়া শৈশব হইতে তাহাকে এরূপভাবে চালাইতেন ও শিক্ষা দিতেন, যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং কালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ লেখক হইলেন। সন্তানের সহিত পিতা অপেক্ষা মাতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। মাতৃস্নেহ অতীব গভীর এবং নিঃস্বার্থ; সন্তানের মন মাতা যেরূপ সহজেই ফিরাইতে পারেন, সেরূপ পিতা পারেন

না। মাইকেলেট মাতৃহীন ছিলেন, সময়ে সময়ে মাতার অভাব তিনি বড়ই অনুভব করিতেন। এক স্থানে তিনি এরূপ লিখিয়াছেন,—"আজ ৩০ বৎসরের কথা, যখন আমি নিতান্ত শিশু ছিলাম, আমার মাতার পরলোক হয়; কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার অন্তরে চিরজাগ্রত থাকিয়া আমার জীবনের প্রতি ঘটনা ও প্রত্যেক অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমার দুঃখের সময় তিনি আমার জন্য কতই না ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; এখন আমার সুখের অবস্থায় তিনি ভোগ করিতে পারিলেন না। আমি শিশুকালে তাঁহাকে কত কষ্ট দিয়াছি, এখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে মনে বড় সাধ হয়। তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ।"

মেকলের পিতা মাতা অতি সুন্দররূপে সুকৌশলে সন্তানকে প্রতিপালন করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা মেকলের সমক্ষে তাহার অসাধারণ ক্ষমতার কথা একদিনও কার্য্যে বা বাক্য দ্বারা প্রকাশ পাইতে দেন নাই। লক্ষপতি যেরূপ আপন পুত্রকে, সঙ্গীদের অপেক্ষা সে যে ধনী তাহা জানিতে দেন না, সেরূপ মেকলের পিতা মাতা স্বীয় সন্তানের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়, তাহাকে এক দিনের জন্যও দেন নাই; পাছে সে আত্ম-গর্ব্ব করে।

সুমাতার সদ্‌গুণে ও সুশিক্ষায় যে সুসন্তান গঠিত হয় ইহাতে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই।

শ্রীস্নেহলতা দত্ত।

পত্রোত্তরে।

(১)

স্নেহের ভগিনী, সুচারু লেখনী
অঙ্কিত, সোহাগ পুরিত তব;
কবিতার হার, পত্র মনোহর
পড়িয়া ভুলিনু বিষাদ সব।

(২)

মূহুর্ত্তের দেখা, বিধাতার লেখা,
ত্বরিত, হৃদয়ে হৃদয় বাঁধে;
নহে পরিচিত, সমব্যথী চিত,
বলিয়া দোঁহে দোঁহা তরে কাঁদে।

(৩)

কত জন হায়, আমাদের প্রায়,
দহিছে শোকানলে নিশি দিন;
হীনতর বেশ, যাতনা অশেষ,
কেহ বা গ্রাস আচ্ছাদন হীন।

(৪)

কেন তবে বোন কাঁদি অনুক্ষণ
বৃথা এ অমূল্য জীবন ধরি;
দুঃখীদের দুঃখ ঘুচাইয়া, সুখ
লভি, আপনার দুঃখ পাশরি।

(৫)

নিজ দোষে ভাই, মোরা দুঃখ পাই,
পরমেশে দুষি কিসের লাগি ?
"মায়ার বন্ধন কর উন্মোচন"
"সুমতি দাও" এই বর মাগি।

(৬)

প্রবল তুফান, দিক্‌হীন জ্ঞান
যাত্রী মোরা, আলোকে আঁধারে ;
চলিয়াছি সুখে, কভু দুঃখে, শোকে,
আনন্দালোক-ধামে, ভব পারে।

(৭)

পড়িব, উঠিয়া, যাইব চলিয়া,
ত্রিদীবের পথে, অম্লান বদনে ;
ফুরাইলে পথ, পূর্ণ মনোরথ
হইবে মিলন সবার সনে ॥

শ্রীস্নেহলতা দত্ত।

অবস্থার পরিবর্ত্তন

সময়ের গুণে কত পরিবর্ত্তন হয়। যখন শরীর ও মনের জোর থাকে বয়স অল্প থাকে তখন এক ভাবে জীবন কাটে, আবার যখন বয়স বৃদ্ধি হয় যৌবন ছাড়িয়া বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করে সে আর এক অবস্থা। বাল্যকালে অনাশক্ত জীবন, পবিত্র আমোদ আহ্লাদ, হাস্য কৌতুক। মধ্যম জীবনে যৌবনের উৎসাহ, বল কার্য্যক্ষমতা। অবশেষে বার্দ্ধক্যে শোক, দুঃখ, নির্জ্জীবতা, নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ ভাব। আশা ভরসা সবই যেন তেজহীন ও ম্লান। জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আত্মারও কি এইরূপ অবস্থা হয়? এক সময়ে যে জীবনে কত উৎসাহ তেজ কত প্রফুল্লতা! এখন কি সেই জীবনে সময়ের গুণে বিষণ্ণতা ও নির্জ্জীবতা? কেন এরূপ হয়? কেন চির দিন সমান যায় না? কেন দেখিতে দেখিতে সুন্দর জীবনে জরা বার্দ্ধক্য আসিয়া স্পর্শ করে, সুস্থ সবল দেহ শীর্ণ জীর্ণ রোগগ্রস্থ হইয়া পড়ে, আর সে দেহের আদর থাকে না। যে দেহকে কত আদরে যত্নে সেবা করিয়াছি সে দেহ আর যত্নে রাখিতে ইচ্ছা হয় না, কেন এ সকল হয়? কেনই বা চির দিন সমান যাইবে? মাতৃকোল হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বার্দ্ধক্য আনিয়া ফেলে মানুষের, অবশেষে শরীরও লয় হইয়া যায়, সেই রূপ সকল দ্রব্যেরই ক্ষয় হয়। চির নবীন চির যৌবন কোন্ স্থানে? সেই অজানিত দেশে যে স্থানে আর ক্ষয় হয় না, যথায় জরা নাই মৃত্যু নাই বার্দ্ধক্য নাই, চির বাল্য চির যৌবন, চির সুস্মিষ্টতা কবে জীবনে অনুভব করিয়া চির সুখী হইব।

একা।

জগতের পথপাশে জানি না গো কোন আশে
আছি একা সারাদিন ধরে ;
কত কে যে আসে যায়, মুখপানে কেন চায়
হাসে বুঝি পরিহাস ভরে।
বিশাল এ বিশ্বমাঝ' সকলের আছে কাজ
সুখে দুখে দিন কেটে যায় ;
আমি কেন একা একা গনিতেছি মরীচিকা
বেলা বুঝি পড়ে এল হায় !
প্রভাতে সোণার আলো, সকলের লাগে ভাল,
তাই রবি আসে প্রীতি ভরে ;
ধীরে সন্ধ্যা লাজভরা জগতের শ্রান্তিহরা
আনে ঘুম শ্রান্ত আঁখি পরে।
সে বুঝি গো ভালবাসে, তাই স্নেহ বাহু পাশে
আলিঙ্গিয়া গায় মৃদু গান—
স্বপ্ন ঘোর ঘুচে মোর, চোখে আসে ঘুম ঘোর
স্থির হয় ক্ষুদ্র শ্রান্ত প্রাণ !
এ ক্ষুদ্র জীবন বেলা ভবের এ ধূলো খেলা
কবে মোর হবে অবসান—
জননী গো ! কবে মোরে তুলে নেবে তব ক্রোড়ে
মুছে দেবে সজল নয়ান !

পরিশ্রম ও আলস্য।

আলস্য মনুষ্যের পরম শত্রু, ইহাকে মনুষ্য জীবনের অভিসম্পাত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ আলস্য মনুষ্য হৃদয়ের অনেক দোষ ও পাপের জন্মদাতা। যেমন লৌহ নির্ম্মিত সামগ্রী সকল ব্যবহার না করিলে, তাহা মরিচা ধরিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ আলস্য দোষে মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক সদ্‌গুণ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মনের বৃত্তি ও ভাব সকল তদনুযায়ী শারীরিক কার্য্য দ্বারাই বিকাশ লাভ করে। অনেকে পরি-

শ্রমকে কষ্টকর জ্ঞান করে, ইহা অতিশয় ভ্রম, কারণ পরিশ্রম ও শারীরিক কার্য্য দ্বারা মনুষ্যের সামাজিক কার্য্যগত চরিত্র সংগঠন হয়। ইহা দ্বারা আত্ম-সংযম, মনোনিবেশ, একাগ্রতা, বাধ্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল জীবনে ও কার্য্যে পরিণত হয়, এবং প্রতি জনের বিশেষ বিশেষ কার্য্য দক্ষতা জন্মে। এ সংসারে জীবন নির্ব্বাহ করিতে, সাধারণতঃ সকল বিষয়ে পারদর্শিতা বা আংশিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কার্য্যের অভ্যাস এ বিষয়ে বহু সহায়তা করে। অবস্থা ক্রমে পরিশ্রম ভারবহ ও অপমান জনক হইতে পারে কিন্তু বস্তুতঃ ইহাও সম্মানের বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসে পাঠ করা যায়, "যোদ্ধা ও সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে জয় লাভ করিয়া মহা সম্মান লাভ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা উক্ত কার্য্যে কিছু মাত্র অপমান জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু পরে যখন রোমীয়-গণ বহু দেশ জয় করিয়া বিজিতদিগকে বন্দী করিয়া দাসত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে শারীরিক পরিশ্রম সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের অযোগ্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইল। রোমীয়গণের মধ্যে আলস্য ও বিলাসিতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রোমের পতন ও অপরিহার্য্য হইল।"

আলস্য শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। কারণ ইহা আপনার সহকারীগণ সঙ্গে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়া সমূহ অনিষ্ট সাধন করে। কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "আলস্য শরীর ও মনের সর্ব্বনাশের হেতু। মনের সকল প্রকার নীতিবিরুদ্ধ চিন্তা ও ভাবের পুষ্টি সাধক, সকল অনিষ্টকর বিষয়ের উৎপত্তি স্থান এবং পাপ সয়তানের বিশ্রাম স্থান ও আশ্রয় স্বরূপ।" কুকুরের ন্যায় নীচ প্রাণী, অলস ও নিষ্কর্ম্মা থাকিলে, তাহার লোভ বৃদ্ধি হয়। তবে মানুষ নিষ্কর্ম্মা থাকিলে, তাহাকে পাপ আশ্রয় করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? শরীরের আলস্য অপেক্ষা, মনের আলস্য অধিকতর অনিষ্টকারী ও দূষণীয়। মনের বৃত্তি সকল সৎ বিষয়ে নিয়োগ না করিলে তৎসমুদায় সংক্রামক্ রোগের ন্যায় সমুদায় শরীর মন ও আত্মাকে দূষিত করে।

উৎস কিংবা স্রোত বিহীন ক্ষুদ্র জলাশয়ে যেমন কীট ও অপকারজনক লতা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া, তাহার জল মলিন করে, তদ্রূপ অলস ব্যক্তির হৃদয় নানা প্রকার অপবিত্র মলিন চিন্তার আধার হইয়া, তাহার আত্মাকে রোগাক্রান্ত করে।

নরনারী যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত হউন না কেন সকল প্রকার ইপ্সিত ভোগ্য সামগ্রীর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে অধিকারী হইয়াও অলস ভাবে বসিয়া থাকিলে, কখন প্রকৃত সুখ সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন না। দুঃখ অসন্তোষ, সন্দেহ বা নানাবিধ কাল্পনিক মনোকষ্ট উপস্থিত

হইয়া মনের শান্তি অপহরণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের শরীর সম্পূর্ণ অলস থাকিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের মনের প্রকৃতি অনুসারে, মন কখনই চিন্তাবিহীন বা অলস থাকিতে পারে না, যদি মন সৎ চিন্তায় নিয়োগ না কর, কুচিন্তা সে স্থান নিশ্চয় অধিকার করিবে। যেরূপ ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে উত্তম বীজ রোপন না করিলে, সে ভূমিতে কণ্টক বৃক্ষ লতা নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইবে।

শরীরের অঙ্গ সমুদায় চালনা করিয়া কার্য্যে নিয়োগ করিলে শরীর সুস্থ, সুন্দর বলিষ্ঠ হইবে, মানসিক বৃত্তি সকল তাহা-দের স্ব স্ব উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে মনও সুস্থ স্বর্গীয় শ্রীসম্পন্ন ও সবল হইয়া সংসার সংগ্রামে আমাদের সহায় হইবে।

উৎসব উপলক্ষে

নীরবে জীবনস্রোত বহিতেছে ধীরে ধীরে
নীরবেতে গত দিন মাস।
কেবল বরষ শেষে প্রাণ করে অনুভব
আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছ্বাস।
হৃদয়ের নিস্তব্ধতা সহসা ভাঙ্গিয়া দেয়
কোথাকার সুমোহন সুর।
কি এক মধুর স্রোতে ভেসে যায় এ হৃদয়
আসে প্রাণে আনন্দ প্রচুর।
বরষের শেষে যেন বহে মন্দাকিনী ধারা
জুড়াইতে তাপিতের প্রাণ।
নন্দন কানন হতে বায়ু যেন ব'হে আনে
স্বরগের পারিজাত ঘ্রাণ।
ধরণীর ধূলো খেলা অতি তুচ্ছ সুখ দুঃখ
নিমেষে সকল ভুলে যাই।
আজি সুধু পড়ে মনে একটীই পথ দিয়ে
যেতে হবে সব বোন ভাই।
যদি আগে আগে যাও ছোট ভাই বোনেদের
হাত খানি বাড়াইয়া দিয়ো।
দুরবল বলে হায় কেহ যদি পড়ে যায়
দয়া করি তুলিয়া ধরিয়ো।
এক চন্দ্রাতপ তলে তারকার দীপজ্বালা
ভাই বোন্ বসে কাছাকাছি।
এক জননীর স্নেহে সবাই জীবন ধরি
এক ক্রোড়ে সবে মোরা আছি।
আজি জননীর পায় মেগে লও আশীর্ব্বাদ
দুরবল দুঃখীদের তরে।
ডেকে নিয়ে যাও ভাই দুঃখী তাপী সকলেরে
প্রেম দিয়ে আপনার ঘরে।
সংসার মরুর মাঝে বহাও অমৃত ধারা
শুনাইয়া জননীর নাম।
মঙ্গলময়ীর বরে জয় হোক্ তোমাদের
আজি যেন পূরে মনস্কাম॥

শ্রীউমাশশী দেবী।

বিবাহ দিনে কন্যার প্রতি

স্নিগ্ধ শ্যাম ক্ষুদ্র দেহ লতা,
স্নেহ স্নিগ্ধ শান্ত দুটী আঁখি।
মাগে বৎসে শুভ আশীর্ব্বাদ,
বিধাতা চরণে শির রাখি।
নহে ইহা শুধু যজ্ঞ যাগ,
নহে ইহা খেলা পুতুলের।
স্মরণ রাখিয়ো শত বার,
এই দিন ব্রত গ্রহণের।

সংসারের সৌভাগ্য সম্পদ,
অচঞ্চলে গ্রহণ করিয়ো।
পাও যদি তীক্ষ্ণ ব্যথা কঠোর আঘাত
নীরবে তা বুক পাতি নিয়ো।
অমঙ্গলে সুমঙ্গল বিপদে সম্পদ
ভগবানে আছে যার মতি।
পৃথিবীর দুঃখ তাপ ছুঁইতে না পারে
ধর্ম্ম পথে যার চির গতি॥

শ্রীউমাশশী দেবী।

এমিলিয়া।

প্রাচীন রোমের গল্প।

(ইংরাজী হইতে)

এক দিন অপরাহ্নে রোম নগর অসাধারণ জনতা ও কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। নিদাঘের প্রখর সূর্য্য কিরণে নগর দৌত হইতেছিল এবং সহস্র মনুষ্য পদধূলিতে আকাশ অন্ধকারময় হইয়াছিল। আমোদ প্রিয় রোমীয়গণ মধ্যাহ্নের উত্তাপকে তুচ্ছ করিয়া রাজপথে বহির্গত হইয়াছিল। সে দিন রোমের অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের দিন। ক্ষণকাল পূর্ব্বে ক্যারাক্‌টেকাস্ (Caractacus) ব্রীটনের রাজাকে, নয় বৎসরের যুদ্ধের পর পরাজয় করিয়া বন্দিভাবে রোম নগরীর রাজপথ দিয়া লইয়া গিয়াছিল। সকলে শৃঙ্খলাবদ্ধ বীর পুরুষের গর্ব্বিত উন্নত মূর্ত্তি বিস্ময় দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল। কিন্তু যখন Caractacus এর উন্নত উচ্চ আকৃতি, অদম্য সাহসের জ্যোতি দেখিয়া এবং তাহার মুখ-নিঃসৃত করুন অথচ গর্ব্বিত ক্ষমা প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, রোমের সম্রাট ক্লডিয়াস্ (Claudius) তাহাকে চির জীবন কারাগারে আবদ্ধ না করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন, তখন রোমীয়গণের, এই নূতন অপূর্ব্ব ঘটনায়, বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সম্রাটের এই উদার ব্যবহারে সকলেই আহ্লাদিত ও গৌরবান্বিত হইলেন। কিন্তু এই ঘটনা জনতার এক মাত্র কারণ ছিল না। জনরব উঠিয়াছিল যে এক জন সম্ভ্রান্ত প্রসিদ্ধ সেনাপতি তাঁহার একমাত্র শিশু-কন্যাকে সেই দিন অপরাহ্নে ভেষ্টা দেবীর

(Goddess Vesta) সেবায় উৎসর্গ করিবেন।

সেই সময় রোমীয়গণের দেব দেবীতে পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিপূর্ণ অটল বিশ্বাস ছিল না। নব সম্প্রদায়ের রোমীয়গণের মধ্যে সে বিশ্বাস প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল, এবং ভেষ্টা দেবীর কুমারী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। উপায়হীন হইয়া সভা দ্বারা কুমারী নির্দ্দিষ্ট করা হইত। কোন সম্ভ্রান্ত কুলশীলা সুন্দরী ধনী দশম বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে কন্যাকে নিযুক্ত করা হইত। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত সম্ভ্রান্ত ধনী পিতাগণ কন্যার দশম বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত রোম রাজ্যের সীমানার বাহিরে বাস করিতেন। রোমীয়গণের পুরাতন ধর্ম্ম বিশ্বাস না থাকিলেও তাহারা কখনও ভেষ্টা দেবীর পূজা ও সেবা অবহেলা করিত না। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে দেশের মঙ্গলের সহিত ভেষ্টা দেবীর নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। ভেষ্টার মন্দিরের মিনার্ভার (Minerva) প্রস্তর মূর্ত্তি, কুমারীর দল, এবং চির প্রজ্জ্বলিত অগ্নি— এই সকল প্রাচীন রীতি নীতি পূজা কখনও অবহেলা করিত না। একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি স্বেচ্ছায় তাহার এক সন্তানকে ভেষ্টা দেবীর সেবায় চির-কৌমার্য্য ব্রতে উৎসর্গ করিবেন শুনিয়া বিস্ময় ও কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে নুমার (Numa) পুরাতন মন্দিরের সম্মুখে নগরবাসীগণ আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময়ের দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল। অস্তমিত সূর্য্যের কিরণে মন্দিরের উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত বিংশতি শৃঙ্গগুলি গোলাপি আভায় রঞ্জিত হইয়াছিল। চারি দিকে বহু সংখ্যক সুন্দর দেব মন্দির ও বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা। ইহার পশ্চাতে ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রেণী এবং তাহার উপরে সুনীল আকাশ, পটের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। অবিলম্বে সেনাপতি (Cains Æmilais Fonteius) এমিলিয়াস্ একটী সুন্দর অশ্ব পৃষ্ঠে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহার পার্শ্বে বস্ত্রাচ্ছাদিত একটী ক্ষুদ্র শিবিকা। এমিলিয়াস্ দেখিতে সুন্দর বীর পুরুষ, তাঁহার সুন্দর সরল আননে নির্ম্মল ললাটে হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। শোক ও মর্ম্ম বেদনা বদনে চিত্রিত। সে দিন তিনি গল (Gaul) দেশে রোমক সৈন্যের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া সেই স্থানে যাইবার আদেশ পাইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে যুদ্ধে বিষম আহত হইয়া দেহ বল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, তিনি বুঝিলেন যে শীঘ্রই জীবন লীলা শেষ হইবে। মাতৃহীন কন্যাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইবেন। রোমক সমাজের অপবিত্রতা স্বেচ্ছাচারিতা জানিতেন। তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে ভেষ্টা দেবীর আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় নাই। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময় মন্দিরের কুমারীর মধ্যে এক স্থান শূন্য ছিল এবং একজন কুমারীর প্রয়োজন ছিল। এমিলিয়াসের শিশু কন্যা এমিলিয়ার রূপ ধন ও উচ্চ

বংশ এই তিনটীই ছিল। বালিকা আহ্লাদের সহিত গৃহীত হইল।

এমিলিয়া মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, জনতা বিভক্ত হইয়া গেল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেনাপতি সাদরে বালিকাকে শিবিকা হইতে তুলিলেন ও ক্রোড়ে লইয়া মন্দির সোপান আরোহণ করিলেন। মন্দির দ্বারে বৃদ্ধ পুরোহিত ফাইলাস্ (Phylas) দাঁড়াইয়াছিলেন। বিলম্বিত শুভ্র বস্ত্র পরিধানে। তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রু ও কেশ ও গর্ব্বিত উন্নত আকৃতিতে যেন ভক্তি ও ধর্ম্মের প্রতিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সেনাপতিকে সম্ভ্রমে সম্ভাষণ করিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত, বালিকার নির্ম্মল ললাটে গম্ভীর ভাবে চুম্বন করিলেন। তাহার পর তাহার ক্ষুদ্র হস্ত নিজ হস্তে ধারণ করিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে শত শত বৎসরের পুরাতন মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, "আমি এই বালিকাকে ভেষ্টা দেবীর সেবার্থে পুজারূপে গ্রহণ করিলাম, এবং আশীর্ব্বাদ করিতেছি যেন রোমের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করে।" এমিলিয়া তাহার পিতার স্নেহের আশ্রয় হইতে ভেষ্টা দেবীর আশ্রয়ে ও সেবা কার্য্যে প্রবেশ করিল।

বালিকা ভালরূপে কিছুই বুঝিল না কিন্তু পিতার সহিত যে বিচ্ছেদ হইবে তাহা তাহার ক্ষুদ্র স্নেহপূর্ণ হৃদয় অনুভব করিল। সহসা পিতার গলদেশ ধরিয়া করুন নীরব ক্রন্দন করিতে লাগিল। এবং কাতর স্বরে বার বার পিতাকে থাকিতে অনুরোধ করিল। এমিলিয়াসের বাক্যরোধ হইল, মস্তক নত করিলেন। হৃদয়ের ভাব রুদ্ধ যন্ত্রণা আর দমন করিতে পারিলেন না, দর দর করিয়া কপোল বহিয়া সেনাপতির অশ্রু ঝরিয়া বালিকার ক্ষুদ্র মস্তক সিক্ত করিল। নীরবে অবনত মস্তকে পুরোহিত এই পবিত্র শোক ক্ষণকাল দেখিলেন তাহার পর বালিকাকে পিতার গাঢ় আলিঙ্গন হইতে ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া বলিলেন, "এমিলিয়া এখানে তোমার ভগিনীরা আছেন তাঁহারা তোমাকে দেখিতে চাহিতেছেন, চল সেখানে লইয়া যাই।"

উন্মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া বালিকা দেখিল আর এক বালিকা মূর্ত্তি দ্বারে দেখা যাইতেছে। তাহা দেখিয়া এবং "ভগিনী" নাম শুনিয়া বালিকার চঞ্চল চিত্ত সেই দিকে বিচলিত হইল।

"ভগিনী? আমার কি ভগিনী আছে। তারা কি আমাকে ভালবাসিবে, আমার সহিত খেলা করিবে? বাবা তুমি আবার শীঘ্র এসো।" বালিকা কৌতুকপূর্ণ হৃদয়ে পুরোহিতের সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিল। অবনত মস্তকে এমিলিয়াস্ মন্দিরের সোপান হইতে অবতরণ করিল। রোমীয়গণ তাহাদের বীর সেনাপতির আননে গভীর পবিত্র শোকের অন্ধকারময় ছায়া দেখিয়া নীরবে তাহাকে পথ দিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্নেহলতা সেন।

আমার সুহাসিনী।

আমার সোণার পাখী গিয়াছে উড়িয়া,
কত দূর দূরান্তরে এ দেশ ছাড়িয়া।
কত তারে ডাকিতেছি আয় "পাখী" ব'লে,
কেন সে গো আসে নাকো কোথা গেল চ'লে।
একটী বৎসর শেষ হয়ে গেল হায়!
শূন্য ক'রে গেছে পাখী এ প্রাণ খাঁচায়।
আহা সেই হাসি মুখে সুমধুর কথা
মনে হয়ে ফাটে বুক পাই বড় ব্যথা।
রোগে প'ড়ে বাছা মোর কি যাতনা পেলে,
সহিতে না পেরে চ'লে গেল মোরে ফেলে।
মা মা ব'লে কেঁদে কেঁদে পরাণ ত্যজিলে,
মৃত্যুর যাতনা হায় সকলি সহিলে।
পিতা মাতা ভাই বোন্ আত্মীয় স্বজনে,
কত স্নেহ ভালবাসা ছিল সেই প্রাণে।
এমন কঠিন রোগ ধরিল বাছায়,
কিছুতে আরাম তার হইল না হায়।
কত হৃদয়ের শুভ ইচ্ছা আশীর্ব্বাদ
সকলি হইল বৃথা, কে সাধিল বাদ।
কেন গো সোণার ধনে হারালেম আমি
কি যাতনা স'য়ে আছি, জানেন অন্তর্যামী
বড় সুখী অভিমানী ছিল গো আমার,
বুঝি গো আদর যত্ন হয় নি তাহার।
আদরিণী সুহাসিনী আমাকে ছাড়িয়া,
স্বর্গের বিহঙ্গ গেল স্বর্গেতে চলিয়া।
রোগ দুঃখময় এই জগত সংসার,
শত পরীক্ষার স্থান অনিত্য অসার।
বাছার সুন্দর দেহ সুকোমল প্রাণ,
সহিবে না ব'লে তাই করিল পয়াণ।
প্রাণের পুতুল সেই হৃদয়েরি ধন,
তারি তরে শূন্য প'ড়ে আছে প্রাণ মন।
যত দিন এ দেহেতে রহিবে জীবন,
কেমনে থাকিব স'য়ে তার অদর্শন।
'ঝুনু ঝুনু' ব'লে কেঁদে হই মৃতপ্রায়,
কোথাও না পেয়ে সেই প্রাণ প্রতিমায়।
বল মা গো দয়াময়ী জগত জননী,
রেখেছ কি কোলে ক'রে মম সুহাসিনী?
তোমার আদেশ মত এ ক্ষুদ্র জীবন,
আপনার কায সব করি সমাপন।
চির সুখময় সেই অমর-ধামেতে,
গিয়া যেন স্থান পাই তোমার কোলেতে।
যেখানে আছেন সেই সাধু ভক্ত জন,
আমার সেই ক্ষুদ্র ধন প্রিয় দরশন।
তব কোলে যেন দেব দেখিতে গো পাই
প্রাণের সামগ্রী সব, এই ভিক্ষা চাই।

শ্রীমতী সুঃ—

প্রবাল বলয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি মেরীর চক্ষু দুটী বহুক্ষণ বিশেষ রূপে দেখিলাম। আমার স্থির বিশ্বাস হইল যে এই সাদা আবরণের ভিতরে সম্পূর্ণ উত্তম দুইটী চক্ষু আছে। আমি মেরীকে বলিলাম, "হয়েছে এখন বসো

বালিকা ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল,

"আপনি অনর্থক আমার চোখ দেখিতে-ছেন কেন। অনেক ডাক্তার দেখিয়াছেন—আপনি এখন আমার মনে বৃথা আশা জাগাইয়া দিয়া কষ্ট দিতেছেন।"

"কি করিয়া জানিলে বৃথা আশা? দেখিতে পাইলে তুমি সুখী হও?"

"সুখী! আপনি নিষ্ঠুরের ন্যায় কথা কহিতেছেন।"

বালিকার সেই অন্ধ সাদা নয়ন দুটী হইতে দর দর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

"এখানে এসো।" মেরী নিকটে আসিয়া বসিল আমি তাহার হাত খানি ধরিয়া বলিলাম, "মেরী, তোমার এই অন্ধ চক্ষু দুটীতে দর্শন শক্তি থাকিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার চখের সাদা পর্দ্দা তুলিয়া ফেলিলে আমার ন্যায় দুইটী সুন্দর চক্ষু বাহির হইবে। আমি তোমার চখের সাদা পর্দ্দার উপরে অস্ত্র করিব, যদি আমার বিশ্বাস ভুল হয় তাহা হইলে সামান্য সময়ে সেই অস্ত্রের ঘা শুকাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় হইবে। আর যদি——যদি আমার ধারণা ঠিক হয় তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে।"

"দয়াময় পরমেশ্বর" বলিয়া মেরী হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিল।

সে দিন মেরীর পিতাকে সকল কথা বলিলাম এবং তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সে দিনই লণ্ডনের জন্য রওনা হইলাম এবং পর দিন প্রয়োজনীয় অস্ত্র ঔষধ ইত্যাদি লইয়া মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ডের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তাহার নিকট শুনিলাম যে মেরী আর বেজিল উইন্‌চেষ্টারের কথা উল্লেখ করে না নিয়ম মত আহার নিদ্রা করে, চেহারাও সারিয়াছে। আমি প্রয়োজনীয় জিনিষ লইয়া বালিকার নিকট গেলাম ও তাহাকে বলিলাম, "মেরী, এখন আমার কার্য্য আরম্ভ করিব।"

"যদি কৃতকার্য্য না হন আমি বাঁচিব না।"

"না তাহা হইলে তুমি পরমেশ্বরের কৃপায় সহ্য করিতে বল পাইবে। কিন্তু এখন মনকে প্রফুল্ল কর, মনে সাহস কর, ভেবে দেখ দেখিতে পাইলে জীবন কত সুখী হইবে। এখন স্থির হয়ে মন দৃঢ় করে বসো। অতি সামান্য যন্ত্রণা পাইবে।"

"আমি এখন অত্যন্ত যন্ত্রণাও অনায়াসে সহ্য করিতে পারিব।"

তখন বালিকাকে চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসাইয়া তাহার একটী চক্ষুতে কোকেন্ (Cocaine) দিলাম—যাহাতে বোধ শক্তি লোপ হইবে। তাহার পর দৃঢ় হস্তে তাড়াতাড়ি সাদা পর্দ্দার ধারে কাটিতে লাগিলাম। অবিলম্বে সমস্ত কাটিয়া ধীরে ধীরে সাদা পর্দ্দাটা তুলিয়া ফেলিলাম। সুন্দর বড় একটী চক্ষু দেখিতে পাইলাম। মেরী এক অস্পষ্ট ভীত চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি দেখিতে পারিতেছি, কিন্তু কি ভয়ানক গোলমাল, যেন চারিদিকে পর্ব্বত রহিয়াছে, যেন কিসের মধ্যে আছি! আমার ভয় করিতেছে—ইহা অপেক্ষা যে অন্ধ-

কারই ভাল—আমি এই নূতন শক্তি দিয়ে কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না।”

এই কথাগুলি বলিয়া বালিকা মূর্চ্ছিত হইল। তাহার চক্ষুতে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিলাম। পূর্ব্বেই গৃহটী অন্ধকার করা হইয়াছিল। মেরীর মাতাকে প্রয়োজনায় পরামর্শ দিয়া এবং এই অন্ধকার ঘরেই তাহাকে রাখিতে বলিয়া বাহিরে গেলাম। এক সপ্তাহ পরে অন্য চক্ষুটীতেও অস্ত্র করিলাম। বালিকার সুন্দর মুখ খানি সম্পূর্ণরূপে সুন্দর হইল। সেই সুন্দর নীলবর্ণ বড় বড় চক্ষু দুটীতে তাহার পবিত্র সরল হৃদয় প্রতিবিম্বিত হইল।

এক মাস পরে এক দিন অপরাহ্নে আমার চাকর আসিয়া খবর দিল যে মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড আসিয়াছেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখে একটা উদ্বিগ্ন ভাব, হাতে একটা ক্ষুদ্র বাক্স। আমার সহিত সেক্ হ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন, “আপনি কেমন আছেন। আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি।”

“মেরী ভাল আছে তো?”

“হাঁ। খুব ভাল আছে।”

“কিন্তু কিছু হয়েছে?” বলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখে দিকে চাহিলাম।

“হাঁ। তাহাই বলিতে আসিয়াছি। সেই অবধি মেরী ভালই আছে, আমোদে সুখে দিন কাটায় আর কখনও সেই ব্যক্তির নাম করে নাই—কিন্তু প্রবাল বলয়টা সর্ব্বদা হাতে পরিত। কাল সন্ধ্যা বেলা তাহার এক বালিকা বন্ধুর সহিত বেড়াইতে বাহির হয়। সহসা একটা গাছের আড়াল হইতে পথের সম্মুখে উইন্‌চেষ্টার আসিয়া দাঁড়াইল ও মেরীর হাত ধরিতে চেষ্টা করিল। মেরী ভীত ও চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “আমাকে স্পর্শ ক’রো না, আমি তোমাকে চিনি না।”

সে হাসিয়া বলিল, “আমাকে চেনো না। তুমি যাহাকে ভালবাস, যাহাকে বিবাহ করিবে, আমি সেই বেজিল্ উইন্‌চেষ্টার।”

“তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম, এমন ব্যক্তিকে ভালবাসিতাম,” বলিয়া মেরী তীরের মত ছুটিয়া বাড়ীতে আসিল। তাহার জননীর গলা জড়াইয়া বলিল, “মা কি ভয়ানক! একটা কুৎসিৎ দুষ্ট লোক বলিল সে বেজিল্ উইন্‌চেষ্টার, আমি কি এই ব্যক্তিকে ভালবাসিতাম?”

তাহার মাতা বলিলেন, “কিন্তু এখন তো ভালবাস না।”

“না মা, আমার একটা ভীষণ স্বপ্নের মত সমস্ত মনে হয়। যেন কে আমাকে বশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কুৎসিৎ মুখ আজ দেখিলাম।”

এই সময় মেরীর বন্ধু আসিয়া আমাদের সকল কথা বলিল। কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম যে একটা গুরুতর অপরাধের জন্য তাহাকে পুলিসের কর্ম্মচারিগণ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আপনাকে মেরী ইহা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এই বলিয়া মিষ্টার ষ্ট্রাফোর্ড সেই ক্ষুদ্র বাক্সটা আমার হাতে দিয়া বিদায় লই-

গেল। বাক্সটা খুলিয়া দেখিলাম তাহার মধ্যে সেই—"প্রবাল বলয়"।

শ্রীস্নেহলতা সেন।

সমাপ্তঃ।

দলিত কুসুম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হইল প্রভাত অতি মধুর বিমল,
রাঙা রবি আলো দেয় ক্ষুদ্র গ্রাম পরে।
নিশির শিশিরে সিক্ত দুর্ব্বাদল বুকে
ধীরে ধীরে ব'হে যায় সুরভি সমীর।
সিন্ধুতটে তরীগুলি, তরঙ্গ হিল্লোলে
দুলিতেছে, কাঁপিতেছে, ছায়াগুলি ভাসে
নির্ম্মল সলিল বুকে। সজীব হয়েছে
ক্ষুদ্র গ্রাম দিবসের আলো রাশি লভি।
গ্রামের উৎসবে আজি যাইতেছে সবে,
আনন্দে পরিয়া সবে নব পরিচ্ছদ।
পথ ঘাট পরিপূর্ণ, নর নারী দল
যাইতেছে পরে পরে। সে দিনের তরে
কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, নাহি কোলাহল।
পথ শুধু জনস্রোতে গিয়াছে ভরিয়া।
প্রফুল্ল রবির করে সোণালী প্রভাতে,
গৃহ দ্বারে বসি সবে কহিতেছে কথা।
প্রতি গৃহ পূর্ণ আজি আনন্দ উৎসবে.
শান্তি ভরা এই ক্ষুদ্র গ্রামটীতে যেন
সকলেই সকলের সহোদর ভাই।
বীরবল গৃহ আজি উৎসব তরঙ্গে
ভাসিতেছে। হাস্যমুখী প্রফুল্ল নলিনী
পিতার অতিথি দলে, সাদরে যতনে
অভ্যর্থনা করিতেছে। স্বহস্তে প্রস্তুত
দিতেছে মিষ্টান্ন আনি। সকলে উল্লাসে
শত আশীর্ব্বাদ ধারা বরষে তাহায়।
উন্মুক্ত আকাশতলে, ফল ভারে নত
বৃক্ষতলে এক, বিস্তৃত আসন খানি
পড়েছে সেথায়। গ্রামবাসী লোক যত
আসিয়া তথায়। নলিনী ও বিমলের
পরিণয় হ'ল স্থির, সেই সে কারণে
পিতা তার করেছেন এত আয়োজন।
বীরবল সুমন্তের হরষ অসীম।
অদূরেতে ক্ষুদ্র এক বৃক্ষের তলায়,
বীণা বাজাইয়া ধীরে, গাহিতেছে গান
সঙ্গীত নিপুণ এক সেই গ্রামবাসী.
মহিমা তাহার নাম। মহিমার সেই
মুক্ত শুভ্র কেশ উড়ে মৃদুল সমীরে।
কি আনন্দ প্রভাষিত সে বৃদ্ধ আননে।
হৃদয়ের ভাব রাশি সঙ্গীতে ঢালিয়া
বীণা বাজাইয়া বৃদ্ধ গাহিতেছে গান।
অদূরে শ্যামল সেই প্রান্তরের পারে
আনন্দে হরষে নাচে বালক বালিকা।
সে দিনের সে উৎসবে সবাকার চেয়ে,
নলিনীর রূপ রাশি সুন্দর অতুল।
শ্রেষ্ঠ যুবকের মাঝে সুন্দর বিমল।

এরূপে কাটিয়া গেল মধুর প্রভাত,
সহসা মন্দির হ'তে আসিল ভাসিয়া
বজ্র গরজন সম দূর ঘণ্টাধ্বনি।
মন্দির ভরিয়া গেল মনুষ্য তরঙ্গে,
রমণীর দল সব নীরব আতঙ্কে
দাঁড়াইয়া আছে সেই মন্দির প্রাঙ্গনে।
কেহ বা অদূরে যেথা সমাধি মন্দির
দাঁড়াইয়া আছে তথা। যেথা হ'তে দূরে
দেখা যায় কাননের প্রফুল্ল আনন,

শ্যাম পল্লবের হার যে পরেছে গলে।
তার পর সেনাপতি তরণী হইতে
নামিয়া এলেন ধীরে মন্দিরে সেথায়।
তাহাদের দূর বাদ্য শত বজ্রসম
ধ্বনিত হইল সেই নির্জ্জন প্রদেশে
শুধু ক্ষণ তরে। পরে সব স্তব্ধ প্রায়।
সশব্দে হইল রুদ্ধ মন্দির দুয়ার।
নিস্তব্ধ হইতে আজ্ঞা দিয়া সকলেরে,
সেনাপতি কহিলেন উর্দ্ধে তুলি বাহু
দেখাইয়া নামাঙ্কিত রাজার মোহর।
"অদ্য হ'তে বন্দী এই গ্রামবাসী সবে
রাজার অনুজ্ঞা ইহা। দয়াবান তিনি
কি হেতু তোমরা সবে, সে দয়ার পরে
দিলে হেন প্রতিদান? তোমরাই জান!
এই ক্লেশকর কর্ম্মে কাতর হৃদয়
যদিও হয়েছে মোর, তবু রাজ আজ্ঞা
অবশ্য পালিতে হবে। অভিলাষ তাঁর
করিলাম ব্যক্ত আমি, তোমাদের এই
গৃহ দ্বার, ধন, রত্ন পশুদের প্রতি
আজ হতে তোমাদের নাই অধিকার।
এ রাজ্য হইতে তোমাদের নির্ব্বাসন
হবে আজি হ'তে, তোমরা প্রস্তুত হও।
ঈশ্বরের কাছে করি আকুল প্রার্থনা,
যে রাজ্যেতে যাবে সবে, সেথা গিয়া যেন
বিশ্বাসী হইয়া থেক। শান্তি পেও সেথা।
বন্দী সব রাজ আজ্ঞা করিনু প্রচার
পালহ এখনি তাহা" এই কথা বলি
স্তব্ধ হ'ল সেনাপতি।

সহসা যেমন
বিমল বসন্তকালে, দুরন্ত ঝটিকা
উড়াইয়া ল'য়ে যায় গৃহচালগুলি,
ঢেকে দেয় দীপ্ত রবি মেঘ অন্ধকার।
তেমনি এ কথা শুনি শ্রোতারাই সব
ক্ষণেক নীরবে রহি, একত্রে সহসা
আকুল কাতর কণ্ঠে করি কোলাহল,
অধীর আকুল হয়ে উন্মাদের মত
ছুটে গেল দ্বার পথে। হায় বৃথা আশা,
হয়েছে দুয়ার রুদ্ধ চির জন্ম তরে।
বৃথা আশা পলাবার। আকুল কণ্ঠের
ধ্বনি, হইল ধ্বনিত। সম্মুখে আসিয়া
তুলি উর্দ্ধে দুই হস্ত, শিল্প কর্ম্মকার
সুমন্ত আসিয়া, (সমুদ্রের ক্ষুব্ধ বুকে
ফেণোর্ম্মির মাঝে যেন শুভ্র কণা এক)
আবেগে আরক্ত মুখে, মুক্ত কণ্ঠে কহে,
যাক রাজ্য রাজ বংশ সমুদ্রের তলে,
দুরাত্মা সৈনিক দল "যাক রসাতল
আমাদের গৃহ শূন্য করিছে যে আজ—"
কথা না হইতে শেষ, সেনা একজন
আসিয়া, সবলে ধরি লইল তাহারে।

এইরূপ কোলাহল, ক্রোধের মাঝার
সহসা খুলিল দ্বার। বৃদ্ধ ধর্ম্মমন্ত
আসিলেন, পিতা সম তিনি সবাকার।
গম্ভীর আনন তাঁর দৃঢ়তায় ভরা।
আসিয়া সম্মুখে সেই ধর্ম্মবেদী পরে
দাঁড়াইয়া, তুলি হস্ত, অনুজ্ঞা করিয়া
নিস্তব্ধ হইতে সবে। কহিলেন তিনি
গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি পরদুঃখে ভরা।
বৎসগণ কি করিছ উন্মাদের প্রায়,
আজীবন কত ক্লেশ করিয়া স্বীকার
শিখাইনু তোমাদের পরস্পরে প্রেম
করিবারে, এই ফল ফলিল তাহার?
কত ক্লেশে কথা মোর কার্য্যে পরিণত
করেছিনু, এরি মাঝে সব পাশরিলে?

এরি মাঝে ভুলে গেলে, বিশ্বাসীর প্রমাণ
চির প্রেম? সব চেয়ে ক্ষমা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।
ভুলে গেছ এই রাজ্য শান্তির আলয়?
এইরূপে অবহেলা করিছ তাহায়?
উপরে চাহিয়া দেখ স্বর্গীয় পিতার
দুঃখে প্রাণ প্রেমময় অশ্রুপূর্ণ আঁখি
চাহিয়া মোদের পানে। তিনি কি কাতরে
এই কথা আমাদের শিখাতে সতত
ব্যাকুল হইয়া নাই? 'পিতা ক্ষমা কর'
এস মোরা ক্ষমা ধর্ম্ম করিব পালন
এস সবে কহি ভাই 'পিতা ক্ষমা কর'।
কথা সাঙ্গ না হইতে; অশান্ত হৃদয়
গ্রামবাসী লোক, দুঃখে উঠিল কাঁদিয়া।
জানু পাতি, ভূমে বসি কাতর ক্রন্দনে
কহিল সকলে মিলি, 'পিতা ক্ষমা কর'।
তার পর পুরোহিত প্রশান্ত মহান
প্রার্থনা করেন তিনি সকলের তরে।
সুগম্ভীর দুঃখ ভরা সুকণ্ঠ তাঁহার,
গ্রামবাসী ভগ্ন কণ্ঠে আকুল আবেগে
গাহিতে লাগিল সঙ্গে সুর মিলাইয়া।
জানু পাতি, যুড়ি কর, অশ্রুপূর্ণ আঁখি
স্বর্গীয় পিতারে সবে জানায় বেদনা।

এই কথা ক্রমে ক্রমে, হইল প্রচার
গ্রামে রমণী সকলে পাগলিনী সম
ছুটিতেছে প্রতি গৃহে। বালক বালিকা
নীরবে চাহিয়া মুখে। এমনি সময়ে
নলিনী তৃষিত আঁখি, চাহি পথ পানে,
দৃষ্টি দূরে নাহি যায়, অস্ত রবিকর
হয়েছে প্রখরতর, সুকোমল করে
কখনো আবরি আঁখি, কভু চায় দূরে।
গৃহ সজ্জা তার, অযতনে আছে পড়ে,
পিতার আসন শূন্য। আহার সামগ্রী
প্রস্তুত রয়েছে সব। ধীরে ধীরে যবে
সূর্য্য আলো ডুবে যায়, ঘন তরু ছায়
সুদূর প্রান্তর পরে। সহসা কেমন
অজানা দুঃখের ভারে অবসাদ হিয়া
হ'ল নলিনীর। হৃদয়ের মাঝে তার
প্রেম আর ক্ষমা ধর্ম্ম উঠিল জাগিয়া।
আপনা ভুলিয়া বালা, ছাড়ি গৃহ দ্বার
পল্লী পথে ছুটে গেল। শুনিল তখন
সে সংবাদ। তবু দৃঢ় হিয়া, কহিতেছে
সকলেরে, "ত্যজ ভয় অবোধ রমণী।"
যারা গৃহ হারা হয়ে, চলে যায় আজি
কোন দূর বনান্তরে। শ্রান্ত শিশুগুলি
চরণে শৃঙ্খল সম যেতেছে জড়ায়ে।
অস্ত গেল রবি, সেই আরক্ত আননে
পড়িল আসিয়া যেন রজনীর ছায়া।
দূর মন্দিরেতে হ'ল মৃদু শঙ্খধ্বনি।

অদূরে মন্দির তলে-সমাধির স্থান,
নলিনী পাষাণ মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে সেথায়।
চাহিয়া রয়েছে সেই রুদ্ধ দ্বার পানে,
কভু বাতায়নে, হৃদয়ের অন্তঃপুর
ছাড়ি যেন প্রাণ তার, আসিল ছুটিয়া
আকুল আবেগে বালা 'বিমল' বলিয়া
ডাকিল কাতরে। সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনি
বুকে, ভাসিয়া উঠিল, এলো না উত্তর।
কেহ তারে দিল নাকো সাড়া. অবশেষে
অবসাদে ভরা হিয়া; পিতার ভবনে
ফিরিল নলিনী পুনঃ। সেই শূন্য ঘর
সেই সুসজ্জিত দ্রব্য। হৃদয়ে তাহার
কি ঝটিকা বহিতে লাগিল। শূন্য ঘরে
যেন কত বিষাদের ছায়া ঘুরিতেছে।

নিজ পদ শব্দে বালা উঠিছে চমকি।
গভীর রজনী কালে বারিধারা বারি
পড়ে বৃক্ষ পরে, সেই শব্দে যেন হৃদি
উঠিছে কাঁপিয়া তার। মাঝে মাঝে জ্বলে
বিদ্যুতের আলো সেই বাতায়ন পরে।
গরজিছে বজ্র, যেন জানায় তাহারে
ঈশ্বর আছেন স্বর্গে, তাঁরি রাজ্য তিনি
করেন শাসন। কবেকার কথা তার
মনে পড়ে গেল, কবে শুনেছিল সেই
স্বর্গের বিচার কথা। তাহাই স্মরিয়া
করি আকুল প্রার্থনা, ঘুমায়ে পড়িল
শান্ত হিয়া সুকুমারী নলিনী তখন।

(ক্রমশঃ)

বনমধ্যে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসার আগমন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চভাই মুনিকে প্রণাম করিয়া আদরে সকল শিষ্যগণকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, বয়সে অধিক যিনি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, জ্যেষ্ঠ যিনি কনিষ্ঠকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সমান সমান যে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির হাত জোড় করিয়া বিনয় বচনে মুনিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনিবর নিবেদন করি কি নিমিত্ত আপনার আগমন শুনিতে বড় ইচ্ছা! কোন্ দেশ হইতে আজ আগমন হইল? আর কোন্ দেশেই বা স্থিতি হইবে? তীর্থের নিমিত্ত কিম্বা আমার এমন কি সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইব, যদি কৃপা হয় বিশেষ করিয়া বলুন।" ইহা শুনিয়া মুনি কহিলেন, যদি তুমি জিজ্ঞাসা করিলে তবে আমি বলি শুন। আমি শিষ্যগণ সহ হস্তীনাপুরে গিয়াছিলাম। শতজন ভাই মিলিয়া আমার অনেক সেবা করিয়াছে। আমার নিকট যেমন পাণ্ডব তেমনি কুরু, সেই নিমিত্ত আমি এ স্থানে আগমন করিয়াছি। ধর্ম্মের নন্দন আমার আর একটী কথা শুন, পথশ্রমে আমরা সকলে বড় ক্ষুধিত আছি। শীঘ্র গিয়া তুমি রন্ধন করিতে বল, ততক্ষণে আমরা প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করিয়া আসি। মুনির কথা শুনিয়া ধর্ম্মের নন্দন, অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন মনে ভয় হইল, কি জানি যদি মুনি ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার ভাগ্য ফলে এখানে আপনার আগমন। মহাশয় সন্ধ্যা হেতু করুন, আমার যথাসাধ্য খাদ্যের আয়োজন করিব। মুনি সকল শিষ্যগণ সঙ্গে প্রভাসের কূলে সন্ধ্যা আহ্নিকের নিমিত্ত গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির নিজ আশ্রমে আসিয়া চিন্তিত মনে দ্রৌপদীকে সকল কথা বলিলেন। দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজের সকল কথা শুনিলেন। কোন উপায় না দেখিয়া

কৃষ্ণা কহিলেন, তুমি যে কথা কহিলে, বিধি বুঝি অকালে প্রলয় ঘটাইল। মহর্ষি শিষ্যগণ সহ অতিথি হইলেন, আমার অন্ধকার রাত্রিতে সেবা করিতে সাধ্য নাই। কাল রজনী প্রভাতে দশ লক্ষ লোক হইলেও নির্বিঘ্নে আহার দিব। ধর্ম্মরাজ বলিলেন, কৃষ্ণা, তুমি উত্তম কহিলে! আজ মুনির ক্রোধানলে যে সকলে দগ্ধ হইবে। কল্য প্রভাতে কি কর্ম্ম করিবে কে জানে দুর্ব্বাসার ক্রোধ কাহার প্রাণে সহ্য হয়?

দ্রৌপদী কহিলেন একি দৈবের ঘটনা? এ সকল আমার কর্ম্মের ফল কে ভোগ করিবে? মহারাজ, যদি সুকর্ম্মের ফল হইত তবে মুনিরাজ দিবসে আসিতেন। আমাদের সাধ্য নাই ইহার প্রতিকার করিতে কেবল প্রভু আছেন উদ্ধার করিতে। দ্রৌপদীর বাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠির চিন্তায় আকুল হইলেন শরীর অস্থির হইল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, বিপদ সাগরে জগন্নাথ পার কর। গোবিন্দ পার কর আমারে, পাণ্ডবকুল এবার মজিল নিশ্চয়। তোমার ন্যায় মহারত্ননিধি যার আছে, এমন ঘটনা তারে বিধি ঘটাইল? তোমাকে পাণ্ডববন্ধু বলিয়া লোকে কহে সেই কথা পালন করিতে হবে। কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই আকুল হইয়া ডাকিতে লাগিলেন, কোথায় হে কৃষ্ণ! আসিয়া আমাদের উদ্ধার কর।

সেই সময় কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে শয়ন করিয়াছিলেন। ভক্তের আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত হইয়া জগন্নাথের হৃদয় ব্যথিত হইল। ভক্তের দুঃখ জানিয়া আর চক্রপাণি স্থির হইতে পারিলেন না। উঠিয়া বসিলেন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ব্যাকুল হইলেন। রুক্মিণী কহিলেন, আজ কেন চিত্তের চাঞ্চল্য দেখ্‌ছি? কোথাও যাইতে ইচ্ছা আছে কি? দ্রৌপদী সখী অরণ্য মধ্যে আছে, অকস্মাৎ বুঝি তাহাকে মনে হইল? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রিয়তমা শুন, অদ্যকার আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমাকে বিধাতা ভক্তাধীন করিয়াছেন। আমার ভক্তই কেবল সুখ দুঃখদাতা। আমার ভক্ত যেখানে থাকে আমিও সেখানে পরম কৌতুকে থাকি। আমার ভক্ত যদি দুঃখ পায় সে দুঃখ আমার নিশ্চয় জানিও। সেই জন্য ভক্তের দুঃখ সকল খণ্ডন করি। নতুবা কি হেতু ভক্তবৎসল্ নাম ধরিয়াছি। আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির, বিপদ সাগরে পড়িয়া অস্থির হইয়াছে। দুঃখ পাইয়া কোথা জগন্নাথ বলিয়া ডাকিতেছে, অন্তরে সেই শব্দ কণ্টকের আঘাতের ন্যায় বাজিতেছে। যতক্ষণ আমি ধর্ম্মের নন্দনকে না দেখিব ততক্ষণ আমার দুঃখ দূর হইবে না। এই আমি ধর্ম্মমনির নিকট চলিলাম।

ইহা শুনিয়া রুক্মিণী কহিলেন, আমি জানি চিরদিন তোমার পাণ্ডবের প্রতি একান্ত ভক্তি আছে। বিশেষ দ্রুপদের সুতা তোমাকে বশ করিয়াছে তোমার ইচ্ছা সকল সময় তথায় বাস কর।

রজনীতে যাওয়া উচিত হয় না সেই নিমিত্ত কহিতেছি, কল্য অবশ্য সূর্য্যো-দয়ের সময় যাইবে। তুমি ইচ্ছাময়! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তুমি যাহা কহিলে সত্য। আমি যদি এখনই না যাই তবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন সবংশে মজিবে। তবে আমার যাইবার কি প্রয়োজন? ইহা বলিয়া গরুড়কে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র বিনতানন্দন আসিল ও যোড় হস্তে জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়া-ইল। খগেন্দ্র আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া কহিল কি হেতু আমাকে প্রভু নিশিতে স্মরণ করিয়াছেন?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যে স্থানে পাণ্ডু পুত্রগণ বাস করিতেছেন সেই স্থানে গমন করিব। এই বলিয়া খগেন্দ্র আরো-হণ করিলেন ও নিমেষের মধ্যে বনে উপস্থিত হইলেন। যেখানে ধর্ম্মের নন্দন চিন্তিত হৃদয়ে অবস্থিত করিতে-ছিলেন সেই স্থানে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, যুধিষ্ঠির যেমন প্রাণহীন জীব প্রাণ প্রাপ্ত হয় তেমনই প্রাণ পাইলেন। দেবকীনন্দনে নিকটে পাইয়া আনন্দের সীমা রহিল না। উভয় উভয়কে আলিঙ্গন দান করিলেন। পরে সকলকে সম্ভাষণ করিলেন গোবিন্দ বলিলেন রাজা সমাচার কহ। যুধিষ্ঠির কহিলেন কৃষ্ণ কি আর কহিব, মুখে বাক্য সরে না এত রাত্রে শিষ্য সঙ্গে দুর্ব্বাসা অতিথি হইয়াছেন সন্ধ্যার নিমিত্ত প্রভাসের কূলে যাত্রা করিয়াছেন। কাহারও শক্তি নাই ইহার উপায় করিতে। কাতর হইয়া সেই জন্য তোমাকে ডাকিলাম তুমি ভিন্ন পাণ্ডবের আর কেহ নাই। এই নিবেদন তোমার নিকট করিলাম এখন যাহা ইচ্ছা হয় কর। বড় সঙ্কট সময় বিলম্ব সহে না। যুধিষ্ঠির এই সকল নারায়ণকে কহি-লেন। গোবিন্দ কহিলেন, তুমি চিন্তা করিও না, শিষ্যগণ সহ মুনি এখানে আসুক সকলকে আমি তুষ্ট করিব সে আমার দায়। এই কথা বলিয়া ধর্ম্ম-মনিকে সন্তুষ্ট করিয়া ত্বরায় যাজ্ঞসেনির নিকট কৃষ্ণ গমন করিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া কৃষ্ণার অভিলাষ পূর্ণ হইল। বসিতে আসন দিয়া মৃদুভাসে কহিতে লাগিলেন। তুমি ভক্তবৎসল, প্রভু অন্তর্যামী দীনবন্ধু নাম যে সত্য তাহা আমি জানিলাম। তোমার ভক্তি আমি কি জানি, জ্ঞানহীন দুঃখি দেখিয়া প্রভু পরিত্রাণ কর। দুর্ব্বাসা মুনি সশিষ্য অতিথি হইয়াছেন, চক্রপানি শীঘ্র ইহার উচিত বিধান কর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তাহার বিচার পরে করিব, এখন আমার ক্ষুধায় শরীর অতিশয় কাতর হইয়াছে; বিলম্ব সহে না শীঘ্র কৃষ্ণকে অন্ন আনিয়া দাও। তুমি যাহা কহিবে যাজ্ঞসেনি, পরে তাহা শুনিব। কৃষ্ণা বলে সকল সমাচার জানিয়া আপনি এমন কথা বলেন সকলই আমার অদৃষ্ট। আমি যদি অন্ন দিতে পারিতাম, ঘোর অন্ধকারে

আগমন করিতে হইত না। সকল জানিয়া ছল করিয়া কথা কহিতেছ? আমার কর্ম্মফল বুঝিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ক্ষুধানলে আমার দেহ জ্বলিতেছে, এখন তুমি উত্তম পরিহাসের সময় পাইলে? কথা কহিবার শক্তি নাই, মন স্থির নহে, উঠ আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এই কথা শুনিয়া দ্রুপদ তনয়া কহিলেন, দেব কি মায়া কর তুমি আমি বুঝিতে পারি না। যখন দশ দণ্ড নিশি গত হইল, তখন যতেক দেব ঋষি আহার করিলে অবশেষে যাহা কিছু ছিল ভোজন করিলাম। দেখ নারায়ণ শূন্য পাত্র মাত্র অবশিষ্ট আছে। দিন নহে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল, কি করিব শূন্য অরণ্য নিবাসী আমরা।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যাজ্ঞসেনি, বলি শুন, অন্নশূন্য পাত্রেতে কিছু আছে দেখ। ব্যঞ্জন কিম্বা অন্ন রন্ধন করা যাহা কিছু আছে অল্পেতে সন্তুষ্ট হইব, কিছু হইলে হইবে। আলস্য ত্যেজিয়া শীঘ্র উঠ অনুসন্ধান কর আর বিলম্ব সহ্য হয় না। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কৃষ্ণা গুণবতী শীঘ্র পাক পাত্র দেখাইবার জন্য আনিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রতিদান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নলিনী সতীশের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া সতীশ কেন ওরূপ ভাবে চলিয়া গেল ভাবিয়া নলিনী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে তো ইহার পূর্ব্বে সতীশকে কৌতুক ছলে কত বিরক্ত করিত, কই সে তো কখনও এমন অধৈর্য্য হয় নাই। বালিকা বুঝিতে পারে নাই সতীশের হৃদয়ে তখন কি সংগ্রাম চলিতেছিল; বুঝিতে পারে নাই তাহার সরল পরিহাস কৌতুকের ভিতর দিয়া সে সতীশের হৃদয়ের মর্ম্মে কোথায় আঘাত করিয়াছে।

সতীশের নিদ্রিত কর্ত্তব্য জ্ঞান যেন সহসা ফিরিয়া আসিল; পরিহাসের বেশে কঠোর সত্যের ভর্ৎসনা যেন তাহার নির্ম্মল স্বার্থপর হৃদয়কে সহসা আপন ভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়া গেল। স্বার্থপর! একবার মনে হইল, স্বার্থপর কিসে, সে তো অপরের সুখ ক্ষয় করিয়া আপন সুখ পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে নাই। পরক্ষণেই মনে হইল, এই যে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না বলিয়া সে আর একটী নির্দ্দোষ জীবনকে অসুখী করিতে বসিয়াছে, ইহাকে স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কি নাম দেওয়া যাইতে পারে। দেবতাকে সাক্ষী করিয়া আপনার হস্তে যে জীবনের ভার গ্রহণ করিয়াছে, কই সে জীবনের পরিচয় লইতে, তাহার অভাব পূর্ণ করিতে,

কোন দিন কি তাহার হৃদয় ব্যগ্র হইয়াছে? নলিনী বালিকা হইলেও ভাবিয়াছে সতীশ তাহার কর্ত্তব্য পূর্ণ নিষ্ঠা ভরে সম্পন্ন করিতেছে। আর সতীশ কি করিতেছে! ভাবিতে ভাবিতে সতীশ আপনার সঙ্কল্প স্থির করিল। যে নৈরাশ্য অবসাদের গভীর আবর্ত্তের মধ্যে স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় জীবন কাটিতেছিল, সহসা তাহা হইতে উঠিয়া জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে মিশিবার জন্য আবার তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। বাটী পৌঁছিয়া আপনার গৃহে যাইতে সতীশের যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। প্রথম যৌবনের উদ্দাম গতিতে দেহের শোণিত অল্পেই অধিক উষ্ণ হইয়া উঠে; জগতের সকল বস্তুই আলোকে অতি রঞ্জিত হইয়া মনের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। সতীশ নূতন অনুতাপের আবেগে আপনার দোষকে কিছু অধিক মাত্রায় দেখিতেছিল। আজ বাটীর সকলেরই কথা বার্ত্তা এবং দৃষ্টিতে সে তাহার প্রতি নীরব অনুযোগ ভর্ৎসনা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার শ্বশুর বাড়ীর সকলের সহিত তাহার এখনও ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই। তাহার সমবয়স্ক কেহ কেহ দুই এক দিন তাহার নিকট আসিয়া বসিত, কিন্তু তাহার গম্ভীর বিষণ্ণভাবে ও নিতান্ত পরিমিত কথায় তাহার নিকট গল্প জমাইবার আশায় ভগ্নোদ্যম হইয়া আর সে দিকে বড় আগ্রহ দেখাইত না। অন্তঃপুরের কেহও তাহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। নবীনাগণ নূতন বরকে লইয়া কিছুই আমোদ করিতে পারেন নাই; একে তো বর নিজে অরসিক, তদুপরি তাহার অসাময়িক গাম্ভীর্য্য অপরেরও রহস্যের রস ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল; বরের এ অপরাধ তাহারা কিছুতেই মার্জ্জনা করিতে পারিল না। তাহার পর বিবাহোৎসবের সকল মাঙ্গলিক নিয়ম অনুষ্ঠান শেষ হইলে পর আর কোন দিন সতীশকে কেহ অন্তঃপুরাভিমুখী করিতে পারে নাই। বহির্ব্বাটীর একটী দ্বিতল গৃহে তাহার পাঠগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অধিকাংশ সময়ই সতীশ সেই গৃহে একাকী থাকিত। আপনার পড়া এবং চিন্তা লইয়া সেই বিজন কক্ষে তাহার দিবস ও রজনী অতিবাহিত হইত। ইহাতে প্রাচীনাগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। তাহার লোক সমাজে বহু মান্য ধনবান শ্বশুরও জামাতার ব্যবহারে ব্যথিত হইয়াছিলেন। সতীশের গুণের বহু সুখ্যাতি শুনিয়া কন্যার ভাবী সুখ এবং মঙ্গল চিন্তা করিয়া তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী কন্যাকে তাহার হস্তে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রাণাধিকা তনয়ার প্রতি এই কপর্দ্দক শূন্য গৃহহীন যুবকের অবহেলা তাঁহার প্রাণে অসহ্য বোধ হইতেছিল। কিন্তু সে বিষয়ে কোন কথা কহাও তাঁহার অপমানজনক বোধ হইত। একদিন মাত্র স্ত্রীর অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে সতীশকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন যে তাহার ব্যবহারে তাহার

শ্বশ্রূঠাকুরাণী অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইতেছেন। কিন্তু সে কথা যেন সতীশের শ্রবণে প্রবেশ করিল না দেখিয়া আর কোন কথা উত্থাপন করিতেন না।

আজ বৈকালে সতীশ তাহার বিজন প্রকোষ্ঠে বসিয়া কত কথা ভাবিতেছিল। একটী জানালার নিকটেই তাহার পড়িবার স্থান; অর্থাৎ চেয়ার টেবিল ইত্যাদি আসবাবে সজ্জিত। চেয়ার খানি টানিয়া লইয়া টেবিলের উপর মস্তক রাখিয়া মুক্ত বাতায়ন পথে আকাশের দিকে চাহিয়া সতীশ তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছিল। এমন সময় কাহার মৃদু অলঙ্কার ধ্বনি শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল প্রত্যহ এইরূপ সময়ে ক্ষুদ্র এক খানি হস্ত তাহার সম্মুখে মিষ্টান্ন পূর্ণ পাত্র এবং পানীয় প্রভৃতি রাখিয়া যায়। কিন্তু সে স্নেহ হস্তখানি কাহার তাহা সতীশ কোন দিন মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে নাই। আজ সে উঠিয়া বসিল। দেখিল ঈষৎ অবগুণ্ঠনবতী একটী বালিকা। বালিকা টেবিলের উপর মিষ্টান্নের থালা এবং জলপাত্রটী রাখিয়া মৃদু পদ বিক্ষেপে গৃহের বাহির হইয়া গেল। সতীশ এত শীঘ্র প্রস্তুত ছিল না, সেই জন্য কোন কথা বলিতে পারিল না। আবার সেই মৃদু অলঙ্কার শিঞ্জিনী শ্রুত হইল। বালিকা গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল; একটী রৌপ্যময় পানের ডিবা মিষ্টান্নাদির পার্শ্বে রাখিয়া যাইবার জন্য ফিরিতেছিল। সতীশ এবারকার সুযোগ ছাড়িল না। মৃদু কম্পিত স্বরে বলিল, "যেওনা একটু দাঁড়াও।" বালিকা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত নয়নে সতীশের মুখের দিকে একবার চাহিল। সতীশ কিন্তু কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে কিছু বুঝিতে পারিল না। বালিকাটী কে তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। বিবাহ রাত্রে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্ট সে মুখের আকৃতি তখন তাহার স্মরণ ছিল না। কিন্তু সে স্ত্রীর নাম জানিত। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বালিকাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। বালিকা মৃদু হাসিয়া বলিল, হৈমবতী। হৈমবতী তাহার স্ত্রীর নাম। সতীশের নব অনুতপ্ত হৃদয়ে বালিকার বিস্মিত দৃষ্টি এবং মৃদু হাসি যেন ভর্ৎসনার ন্যায় বোধ হইল। সে যেন দেখিল হৈমবতীর মুখখানি অত্যন্ত বিমর্ষ। বালিকা মুখে এ বিষাদ রেখা কি সে অঙ্কিত করিয়াছে! সতীশ যে নিতান্তই কল্পনা করিতেছিল তাহা নহে। হৈমবতী বালিকা হইলেও নিতান্ত শিশু নহে। নারীত্বের রহস্যময় মহত্ত্ব তাহার জীবনে একটু একটু ফুটিয়া উঠিতেছিল। অনতিদূরবর্ত্তী যৌবন নদীর উদ্দাম কল্লোল তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সরল বাল্য-মোহ যেন ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। বাল্য ও যৌবনের এই সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া সহসা জীবনের আর এক গুরুতর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধ এ দায়িত্ব সম্যক না বুঝিলেও এই সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানিত পুরুষ যে এখন হইতে জীবনে

মরণে তাহার স্বামী তাহা সে বুঝিতে পারিত। এবং রমণীগণ যখন তাহার প্রতি তাহার স্বামীর অবহেলা অনাদরের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সম্মুখেই তাহার দুর্ভাগ্যের বিষয় আলোচনা করিতেন তখন হৈমবতী সে সকল কথা যে কিছু না বুঝিত তা নয়। বালিকার হৃদয়ের কথা ভাবিবার আর তখন তাঁহাদের অবসর থাকিত না। রমণী-দিগের এই উৎকট সহানুভূতি প্রকাশের অনুগ্রহে বালিকা ক্রমে আপনার দগ্ধ অদৃষ্ট বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিতে-ছিল। এবং তাহার বয়সাপেক্ষা অধিক একটা গাম্ভীর্য্য ও বিষন্নভাব তাহার প্রকৃতিকে অধিকার করিতেছিল।

সতীশ একটু পরে বলিল, "আমার ক্ষুধা নাই, আজ আর আমি ওসব খাবার খাব না; দুটো পান দাও দেখি" তাম্বুল হাতে লইয়া বলিল, "এ পান তোমাকে কে সেজে দিয়েছে?" হৈম-বতী কোন উত্তর করিল না দেখিয়া সতীশ হাসিয়া বলিল, "তুমি নিজে সেজে এনেছ?" বালিকা নতমুখে বস্ত্রাঞ্চল খানি লইয়া আপনার অঙ্গুলীতে জড়া-ইতে লাগিল। আপনার কাযের কথা বলিতে সকলেরই সঙ্কোচ বোধ হয়; কিন্তু সতীশ যখন অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিল তখন সে বেশ সরল ভাবে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। সাত হস্ত পরিমিত ঘোমটা টানিয়া বা গৃহকোণে লুকায়িত থাকিয়া যে লজ্জা প্রকাশ করিতে হয় হৈমবতী তাহা শিখে নাই। বাড়ীতে তাহার সমবয়স্কা সঙ্গিনী অধিক না থাকায় সর্ব্বদা একাকী থাকিয়া সে অন্য হিন্দু গৃহের বালিকাদিগের ন্যায় সকল পক্কতা লাভ করিতে পারে নাই। বালিকার মতই তাহার হৃদয়টী সরল ছিল। তাহার পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সতীশ দেখিল তাহার বয়সের উপযুক্ত সে নিতান্ত অল্প শিখে নাই। সতীশ তাহার সম্মুখস্থিত একখানি সুবৃহৎ পুস্তক দেখাইয়া সস্মিত মুখে বলিল, "তোমার এ রকম বই পড়্‌তে ইচ্ছে করে না?" বালিকা যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অত বড় বই কি মেয়ে মানুষে পড়্‌তে পারে?" তাহার এ প্রশ্নে সতীশ আমোদ বোধ করিলেও তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিল "কেন পার্‌বে না, শিখলেই পারে। আমি তোমাকে শেখাব; আমার কাছে শিখবে?" হৈমবতী কোন উত্তর করিল না, তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাহা লজ্জা কি আনন্দ সতীশ বুঝ্‌তে পারিল না; কিন্তু বালিকার কোমল চক্ষু সহসা দীপ্ত হইতে দেখিয়া আশা-ন্বিত হইয়া বলিল, "তবে কাল থেকে সকাল বেলায় এই ঘরে এস, আমি তোমাকে শেখাব।" বালিকা বলিল, "আমাকে কিন্তু কেউ না আস্‌তে ব'ল্লে আমি বা'র বাড়ীতে আ'স্‌ব কি ক'রে।" সতীশ তাহার পিতাকে বলিতে চাহিলে সে সহসা নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না তা' বোল না, তা' হ'লে মেয়েরা আমাকে ঠাট্টা ক'র্‌বে।" সতীশ হাসিয়া

বলিল, "অচ্ছা কিছু বলব না।" সেই দিন হইতে সতীশ তাহার অন্তঃপুরের শয়ন কক্ষে রাত্রি কালে নিয়মিতরূপে স্ত্রীকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

সম্প্রতি কোন এক চিকিৎসক এরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন যে অশ্রু অনেক প্রকার রোগের প্রতীকার করিয়া থাকে।

মার্কুইস্ বেলিন্‌কোর্ট নামক কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির এক ভৃত্য আছে তাহার সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটী অঙ্গুলি, প্রতি হস্ত পদে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি আছে।

পৃথিবী মধ্যে রোম্যান্ কাথলিক পোপের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংবাদ পত্র ও পত্র যায়। গড়ে উহার সংখ্যা ২০০০০ হইতে ২২০০০ পর্য্যন্ত। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট প্রতিদিন প্রায় ১০০০ পত্র প্রাপ্ত হয়েন এবং সংবাদ পত্র সংখ্যা ২০০০ হইতে ৩০০০ পর্য্যন্ত। রুষিয়ার সম্রাট ৬৫০; ইটালির সম্রাট ৫০০; ও হল্যাণ্ডের রাজ্ঞী ১০০ বা ১৫০ খানি পত্র পাইয়া থাকেন। শুনা যায় রাজ্ঞী সমুদয় পত্রগুলি স্বয়ং পাঠ করেন।

(Suffolk) সফোকে একটী গির্জ্জা আছে উহা একটা কফিনের আকারে গঠিত। অন্য এক দেশে একটী মন্দির আছে উহা জলোপরি ভাসমান। তীরের সহিত যোগ আছে তদ্দ্বারা লোকেরা মন্দিরে যাইতে সমর্থ হয়। উহাতে প্রায় পাঁচ শত লোক একত্রে বসিয়া পূজা করিতে পারে। ইষ্ট বোর্ণের (East Bourne) ক্ষুদ্রতম মন্দিরটী ১৬ ফিট দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এবং আমেরিকায় সম্প্রতি একটী গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে উহার গঠন অবিকল নাটাশালার অনুরূপ।

সম্প্রতি কালষ্টক্ (Calstock) গ্রামে প্রবল ঝটিকা ও বজ্রপাত হইয়াছে। কিন্তু অতি আশ্চর্য্যরূপে কয়টী প্রাণ বাঁচিয়া গিয়াছে। নয় জন বালক প্রাণ রক্ষার্থে এক ফটকের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিছুক্ষণ পরে ঐ ফটকের উপর বজ্রপাত হইয়া সমুদয় এমারৎ পড়িয়া যায়। এমন কি তন্মধ্যে একটী বালকের পৃষ্ঠভাগের বস্ত্রমধ্য দিয়া বজ্র শিখা চলিয়া গিয়াছিল তথাপি সকল প্রাণগুলিই রক্ষা পাইয়াছে। ভগবান যাহাকে রক্ষা করেন শত বিপদেও তার ভয় নাই।

স্বর্ণরেণু।

যেমন একমাত্র সূর্য্য সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ হইতে সমুদায় জগত প্রকাশিত হয়।

২৪ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩০৮ [৭ম সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

24th Year. NOVEMBER, 1901. No. 7.

সূচী।

কলিকাতা।

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড; আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

এবং ১২৫ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

২৪ বর্ষ] কলিকাতা কার্ত্তিক ১৩০৮ নভেম্বর ১৯০১ [৭ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

লণ্ডন সহরে প্রায় দিন দশটী করিয়া অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চীন দেশে বিবাহকালে একজন গণক উপস্থিত থাকে। গণক শাস্ত্রে যদি কিছু অপছন্দকর বাহির হয় তবে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

সাম্রাজ্ঞী আলেক্জান্ড্রা দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যদিগকে পুরস্কার স্বরূপ বড় দিনে ছয় সহস্র পাইপ (pipe) দান করিবেন। উহাতে তাঁহার নাম ও মুকুট মুদ্রিত করা হইবে।

ডিউক অফ্ কর্ণওয়াল এণ্ড ইয়র্ক এবং তাঁহার পত্নী বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের দর্শন করিয়া সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর বিশেষ আনন্দ হইয়াছে।

৩রা অক্টোবারে কাবুলের আমীর আবদুল রহমনের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি এরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "যে বৎসরে ভারতের সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হইবে, আমারও সেই বৎসরে মৃত্যু হইবে।" অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এক বৎসরের মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হইল।

প্যারীস নগরে একজন বালিকা প্রায় ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া বলিত আমার দেহের অমুক অঙ্গে সূচ ফুটিতেছে। তাহার শরীর হইতে প্রায় সূচ বাহির করা হইত। এইরূপে তাহার দেহ হইতে ১২০টী সূচ বাহির করা হইয়াছে। উক্ত বালিকা একাদশ বৎসর বয়সে ৪১টী সূচ ভক্ষণ করিয়াছিল।

প্যারীস নগরে এক গীর্জ্জা মধ্যে একটী পাদরীর আশ্চর্য্য মৃত্যু হয়। তিনি শান্তিবাচনের সময়ে এরূপ প্রার্থনা করেন, "এস আমরা সেই ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করি যাহাকে ভগবান শীঘ্র ডাকিয়া লইবেন, সে যেন তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে গমন করিতে প্রস্তুত থাকে।" পরক্ষণে সকলে মস্তক নত

করিল এবং একটী শব্দ শুনিতে পাইল, সকলে উঠিয়া দেখিল, পাদরীর মৃত দেহ বেদীর সোপানে পড়িয়া রহিয়াছে।

এক ইংরাজ রমণীর বড় জন্তু পুষিবার সাধ। তিনি ছোট ছোট ব্যাঘ্র শিশু লইয়া ক্রীড়া করেন। এক্ষণে একটী হাঙ্গর পুষিয়াছেন। হাঙ্গরটী ছয় ফুট লম্বা। উক্ত রমণীর সঙ্গে সঙ্গে উহাকে প্রায় বেড়াইতে দেখা যায়।

সেকাল ও একাল।

আজি কালকার সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে বঙ্গনারী বা আর্য্যনারীর জন্য কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। পুরাকালের সহিত আধুনিক সময়ের বিচার করা বড় বিষম সমস্যা। প্রাচীনে ও নবীনে পার্থক্য অনেক। পুরাকালের সহিত, সত্য ও ত্রেতা যুগের সহিত এখন তুলনা করা হাস্যকর ব্যাপার। একশত বৎসর পূর্ব্বেরই কথা আমরা দেখি নাই আমাদের জননী দেখেন নাই, কিন্তু পিতামহী দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমরা যখন বড় হইয়া উঠিলাম, মায়ের ফ্রক্ পরাইবার সাধ, পিতার বেথুনে দিবার বাসনা প্রবল হইল, কাজেই সেকালের রীতি নীতি একালে অভ্যাস নাই, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন তো দূরের কথা, অগ্নির উত্তাপ ও সূর্য্যের প্রখর কিরণ সহ্য হয় কি? তবু আমরা হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী।

প্রাচীন-কালে সীতা দময়ন্তী দ্রৌপদী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীরা জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পতি দেবতাদের গুণের কি সীমা ছিল? একালে সীতার মত সহিষ্ণুতা ঘরে ঘরে, কিন্তু বাল্মিকীর অভাব, তাহাদের জীবন-চরিত লিখিবার কেহ নাই। সেকালের রাম সীতাকে বনবাস মাত্র দিয়াছিলেন, একালের অনেক গৃহাবাস ত্যাগ করাইয়া দিবা নিশি চক্ষের জলে ভাসাইতেছেন। রাম রাজা ছিলেন, কাজেই ধনী ছিলেন সীতাও রাণী ছিলেন কাজেই সে প্রকার তুলনা আজ কাল কোথায় মিলিবে। তবে সেকালে কৈকেয়ী ও মন্থরাও ছিল।

নারী জাতির শিক্ষা রীতি নীতি সকলই পুরুষের হস্তে। স্বামীর অনুকরণে স্ত্রীর হৃদয় গঠিত হয়। বিলাস প্রিয় পুরুষের স্ত্রী কেন না বিলাস পরায়ণা হইবেন? ধার্ম্মিক সংযমী পুরুষের গৃহে কখনও বিলাস প্রিয়তা জন্মায় না। যত উন্নত চরিত্র মহানুভব, ভক্তের জীবন-চরিত পড়া যায় বা শোনা যায় সকলেরই স্ত্রী ধার্ম্মিকা বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন। সে কি কারণে? কেবল মাত্র উন্নতমনা মহানুভব স্বামীর জন্য। স্বামীর স্বভাব পবিত্র, ধর্ম্ম পরায়ণ ও কর্ম্মশীল হইলেই স্ত্রীকে সেই পবিত্রতা স্পর্শ করিবেই। নতুবা সুখাভিলাষী বিলাস প্রিয় অধার্ম্মিকের স্ত্রী হইলে কেন না রমণী স্বার্থ-পরায়ণা ও সুখাভিলাষিণী হইবেন?

রমণী সমাজে দু'এক জন বা দশ জন যদি অন্যায় করেন তাহার দোষ সমগ্র

নারী জাতিকে স্পর্শ করা সম্ভব নহে। এত বড় ভারতবর্ষে শতকরায় কয়জন আর্য্যনারী শিক্ষিতা আছেন? কেবল মাত্র শিক্ষিতা রমণী বলিলে কি আমাদিগকে আর্য্যনারী বুঝিতে হইবে? আমি অন্য কোন দেশীয় মহিলাদিগের কথার আলোচনা করিতে চাহি না, বাঙ্গালী রমণী শতকরায় কয়জন ধনশালিনী আছেন তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। সকল ব্রাহ্ম রমণীদিগের স্বামী সিভিলিয়ান বা ব্যারিষ্টার নহেন, এবং হিন্দু রমণী শতকরার কয়জনের স্বামী মুন্সেফ বা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্? কয়জনেই বা জমীদার গৃহিণী! বিলাসিতা অর্থ বিনা হয় না। অর্থের স্বচ্ছলতা না থাকিলে কোন প্রকার আড়ম্বর করিতে না পারিলে, সে ধনী হইল কিরূপে? সেই জন্য যদি আমরা রমণী হইয়া রমণীর দোষটুকু শুধু দেখিয়া দুকথা না লিখিয়া, কিসে ভাল হয়, এবং কি করা কর্ত্তব্য তাহা যদি বুঝাইতে চেষ্টা করি তাহা হইলেই আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করা নদীর স্রোতাভিমুখে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করাই সাহসের কর্ম্ম, তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দেওয়া কি আমাদের উচিত কর্ত্তব্য? যে বড় লোক সকলে সম্মুখে তাঁহার সহস্র দোষ থাকিলেও তোষামোদ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, অথচ পশ্চাত ফিরিলে চোরাবান্ নিক্ষেপ করা হইবে তাহা না করিয়া যাঁহারা সমাজের শীর্ষ তাঁহারা কি কোন প্রকার কঠিন নিয়ম করিতে পারেন না? সকলকেই সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে অনুরোধ করা কি উচিত নহে?

আসল কথা বাঙ্গালী অনুকরণ প্রিয়তা এত দূর বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোন কথায় কোনও ফলোদয় হইবে না। শুধু বিদেশীয় বসন ভূষণে, আমোদ ক্রীড়ার অনুকরণ করিলেই কি হৃদয়ের বল হয়? যে কাজে ধৈর্য্য ও সাহসের আবশ্যক ক্ষমার আবশ্যক সে কাজ কি আমরা পারিব? ইংরাজের স্বদেশ প্রিয়তা, স্বদেশী হিতৈষিতা কে না জানে? তাহারা কি স্বদেশীদিগকে কোন প্রকারে কটাক্ষ করিয়া কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশ করে? না তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ মনভঙ্গুর? পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সৌহার্দ্দ থাকিলে, একের সহিত অপরে মিলিত হইলে তবে সমষ্টি হয় সমষ্টি না হইলে সমাজ গঠিত হয় না। আমরা সমাজদ্রোহী আমাদিগের গৃহে ও মনে শান্তি নাই, আমরা শান্তি সংস্থাপন কি প্রকারে করিব? কথায় আছে, "দেশ মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" কাজে সকলেই অগ্রসর হইব, লহার ভাগ তো কেহই লইতে চাই না। এই স্ত্রী শিক্ষার ভীষণ আন্দোলন, ঘরে ঘরে সমালোচনা, এরি মধ্যে অনুতাপ করিলে চলিবে কেন? যে যে প্রকার বীজ গৃহে বপন করিবে, তাহার গাছে সেই রূপ ফল ফলিবে। বিষবৃক্ষে সুধার আস্বাদ কি করিয়া হইবে?

আসল কথা আমাদিগের বঙ্গদেশ ধর্ম্ম-বল শূন্য হইয়াছে। বাল্যশিক্ষা ব্যতীত সহজে হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। শৈশবে ধার্ম্মিক পিতা মাতার সন্তান, পরে ধার্ম্মিক স্বামীর হস্তে পড়িলে বঙ্গরমণীর উন্নতি হইতে পারে। ধর্ম্ম বিনা কোন সুকর্ম্ম হয় না। পূর্ব্বের কথা আমি বলিতে পারি না, কারণ প্রাচীন কালের সহিত আধুনিক সময়ের কোন প্রকার মিল নাই। যদি সকল প্রাচীন প্রথা আমরা অবলম্বন করিতে পারিতাম, সকল প্রাচীন প্রথার আমরা অনুকরণ করিতে পারিতাম সকল প্রাচীন প্রথা আমাদের করণীয় হইত, তাহা হইলে তাহার সহিত তুলনা করিতে পারিতাম। এখন কেবল মাত্র দুএকটা তুলনা লইয়া আলোচনা করা বাক্য-বাহুল্য মাত্র। এখন সকল সমাজ, সকল সম্প্রদায়ই reformed হইয়াছেন।

আমাদের দেশ মুখসর্ব্বস্ব হইয়াছে। এই খ্রীষ্টিয়ানেরা আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য, প্রচার করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছে। খ্রীষ্টিয়ান মিশনরীরা এই ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য কোন দেশে যাইতে অনিচ্ছুক? কত লোক আফ্রিকায়, চীনে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। ইংরাজের সহিষ্ণুতা উদ্যম ও একতা না থাকিলে কি সমগ্র ভারত-বর্ষ তাহাদের পদানত হইত?

তাহার পর ব্রহ্মচর্য্য পালন, আমাদিগের আর্য্য ভগিনীরা কি ইহারই মধ্যে বঙ্গের বিধবাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন? তাঁহারা কি বিলাসীতার কোমল অঙ্কে ভাসিতেছেন? পরান্নে পরানুগ্রহে, একাদশীর দুঃসহ দহনে যাহারা চিরকাল পুড়িতেছেন, তাঁহাদিগের মত ব্রত কয় জন করিত? পূর্ব্বের সহমরণ প্রথার সহিত আধুনিক বৈধব্য প্রথার তুলনা করিলে, আমার মনে হয় সহমরণ প্রথাই ভাল ছিল! তাঁহাদিগকে পলে পলে পুড়িতে হইত না, দরিদ্রতার অসহ্য দহনে দহিতে হইত না।

শেষ কথা এই বৃথা আক্ষেপ না করিয়া বঙ্গরমণীর কি করা উচিত তাহাই আলোচনা কর্ত্তব্য স্ত্রীলোক চিরপরাধীন। তাঁহাদিগের জীবনের সার কর্ত্তব্য, পিতা মাতার অনুগত সন্তান হইয়া, স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইয়া, সন্তানের কর্ত্তব্যময়ী জননী হইয়া জীবন যাত্রা পালন করা।

আর একটী প্রবাদ কথা আছে, "ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।" আমাদের সেই কথাটী পালন করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের গৃহের কথা, সমাজের কথা বাহিরে প্রকাশ করা উচিত নহে আমরা যদি কাহারও উপকার না করিতে পারিলাম তো অপকার করিয়া লাভ? অগ্নি ভস্মাবৃত রাখাই কর্ত্তব্য, নতুবা গৃহচালে পড়িলে বিপদের সম্ভাবনা।

"Trust in the Lord; He can supply
The wisdom each one needs;
Whilst they who on themselves rely
Lean upon broken reeds."

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

আবাহন।

চাহিয়াছি আমি সাধিবার তরে
ওগো গোটাকত কাজ,
পেছু ডাকিওনা চেওনা ফিরাতে
দেখি পারি কিনা আজ!

পুত্র বন্ধুহীনা বঙ্গের বিধবা
মরি মরি আঁখি ধার,
ঢালিছে নিয়ত সুখ প্রীতি ভুলি
হরি—বাকহীন হাহাকার।

ভাজেদের তাড়া যা'র মুখ নাড়া
নিয়ত সবার তরে,
যেন তাহাদের সোণার জীবন
হায় এই ধরা' পরে!

ভেবেছি আমরা তাদের জীবন
কেবল পাষাণময়,
জগতের সুখ সাধ আশা প্রীতি
কিছু তাহাদের নয়।

তাই তাহাদের নয়ন আসার
মুছিবার তরে হায়,
আমরা কেহই করি না যতন
ফিরিয়া চাহি না তায়।

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া তাহাদের
দেখাই কত মমতা,
জলুক তাদের বুকের আগুণ
সে তো অতি তুচ্ছ কথা।

আর যে তাদের নয়ন আসার
সহে না পরাণে মোর,
তাদের ব্যথায় ব্যথিয়া তোমরা
ঢালিবে না আঁখিলোর?

আজি গো দেখিব আমি প্রাণপণে
পারি কিম্বা নাহি পারি,
মুছিতে তাদের পরাণ পোড়ান
তপত নয়ন বারি।

দেখিব তাদের সুখের ফোয়ারা
লুকান আছে কোথায়,
দেখিব সে দ্বার রমণীর বলে
খোলা যায় কি না দায়!

ক্ষুদ্র ব'লে মিছা কেন বা আতঙ্ক
ক্ষুদ্র মধুমক্ষী দল,—
ভেবে দেখ তারা একতা বন্ধনে
লভয়ে কতই বল।

তাদের ভাণ্ডারে অসীম উদ্যমে
সঞ্চয়ে কতই মধু,
ক্ষুদ্র ব'লে তারা থাকে কি বসিয়া
অলসে নীরবে শুধু!

আমরা তেমনি একতা মালিকা
পরিয়া যতেক বোন,
বোনেদের ব্যথা মুছিবার তরে
আয় করি প্রাণ পণ।

কোথায় অনন্ত কৌলিন্য দহনে
দহিতেছে সুকুমারী,
এস সবে দেখি সে বহ্নি নিবাতে
মোরা পারি কি না পারি!

ধরম সঞ্চয় করিবার তরে
আমরা ঘুরিয়া মরি,—
কৌলিন্য অনলে বালা হব্য দানে
না জানি কি ধর্ম্ম করি!

এ ধর্ম্ম আচরি বলগো পণ্ডিত
হবে কত খানি ফল ?
কত ফল হবে বৈধব্য দহনে
দহিয়া বালিকা দল ?

আপনার স্বার্থ আক্ষত রাখিতে
হায় বধিবে রমণী,
অথচ বাসনা উদার দয়াল
সবে, বলুক ধরণী।

থাক থাক থাক তোমরা সবাই
লইয়া আপন মান,
সাধিব না আর তোমাদের পায়
করিবারে আত্মদান।

দেশ হিতে আজি সমগ্র রমণী
দিব আত্ম-সমর্পণ
ভেব না রমণী অবলা দুর্ব্বলা
ক্ষুদ্রাদপী সে জীবন।

শক্তি অংশে নারী লভেছে জনম
নহে তারা প্রাণহীন,
উছসি উঠিলে তাদের শোনিত
ঘুচে যাবে এ দুর্দ্দিন।

বিশ্ব প্রীতি হ'য়ে আমরা সবাই
ঢালিয়া স্নেহের ধারা,
নয়নের জল মুছিব তাদের
নিয়ত কাঁদিছে যারা।

এ মহা সাধনা সাধিবার তরে
আয় ছুটে যত বোন,
প্রীতির লহরী বিশ্বে প্রবাহিত
আমি করি আবাহন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

গৃহিণীর শিক্ষা।

এক সময় আমাদেরই এই হতশ্রী বঙ্গদেশে অনেক সুগৃহিণী অনেক গৃহান্তঃপুরকে শোভিত করিয়াছিলেন, এরূপ শুনা যায়। অতিথি সেবা, গৃহকার্য্যে দক্ষতা এই সকল গুণে প্রাচীনা গৃহিণীগণ যেরূপ অলঙ্কৃতা ছিলেন, আধুনিক গৃহিণীগণের সে সম্বন্ধে অনেক অপবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। আধুনিক শিক্ষিতা বিদুষি মহিলাগণ হয় তো বলিবেন যে সে কালের গৃহিণীরা তাঁহাদের সমস্ত জীবন সংসারিক কাজ কর্ম্ম লইয়া কাটাইয়া দিতেন, লেখা পড়ার ধার ধারিতেন না, কাজেই তাঁহারা সুগৃহিণী হইতে পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশে যাঁহারা অতি বালিকা বয়সে বিবাহিতা হন, তাঁহারা শ্বশুরালয়ে শ্বশ্রূনন্দন প্রভৃতির তাড়নায় কোন রকম করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে মাত্র শিখিয়া রাখেন, তারপরে শ্বশ্রূ প্রভৃতির অবর্ত্তমানে যখন নিজের ঘরের গৃহিণী হন, তখন অপারদর্শিতার জন্য অনেক সময় কষ্ট পান। আমাদের এই মুষ্টিমেয় পরিমিত ব্রাহ্ম পরিবারে সুগৃহিণীর আরও অধিক অভাব দেখা যায়—অর্থাৎ ব্রাহ্ম-সমাজে সুগৃহিণী নাই কিন্তু কুগৃহিণী অনেক আছে।

আমরা অনেকে জানি, এবং বলিয়া থাকি, যে বিলাতের মহিলাগণ গৃহকার্য্যে নিতান্তই অনভিজ্ঞা—তাঁহারা সাজ গোজ, লেখা পড়া এবং আমোদ প্রমোদ লইয়াই সময় কাটান। অবশ্য অবস্থানু-

সারে সাংসারিক কাজ কর্ম্ম অনেক ইংরাজ মহিলাকেই করিতে হয় কিন্তু একই কারণে তাঁহারা তাহাতে সুদক্ষা ও সুনিপুণ হইতে পারেন না। ইংরাজদিগের সকল দিকেই দৃষ্টি আছে, সেই জন্য তাঁহারা যাহাতে সমাজে সুদক্ষা গৃহিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য একটী (School for wives) গৃহিণীদিগের শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিলাতের Harens worth নামক বিখ্যাত ম্যাগাজিনে সেই স্কুল সম্বন্ধে একটী চিত্র শোভিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। নিম্নে তাহার কিছু ভাবার্থ অনুবাদিত করিয়া দিলাম। "আমরা একবার এই স্কুলটী দেখিতে যাই। প্রায় ১৮ জন শিক্ষয়িত্রী কেবল মাত্র রন্ধন বিষয়ে বহু সংখ্যক ছাত্রীকে শিক্ষা দিতেছেন। পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালিত বিস্তৃত রন্ধন গৃহে রন্ধন সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় দৃষ্টান্ত সহযোগে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য গৃহে ঘর সংসারের যত প্রকার কাজ আছে সব শিখান হইতেছে। ঘরের মেজে পরিষ্কার করা, ধোবার কাজ, ছেঁড়া সেলাই করা, ভাঙ্গা টেবিল, চেয়ার, বাক্স প্রভৃতি মেরামত করা, বিছানা করিতে শিখা, ল্যাম্প পরিষ্কার করিতে শিখা, সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় জামা প্রভৃতি সেলাই এইরূপ সর্ব্বপ্রকার সংসারের খুঁটি নাটি কাজ কর্ম্মে দক্ষ ও অভ্যস্ত শিক্ষয়িত্রীগণ শিক্ষা দিতেছেন। এইরূপ শনিবার ছাড়া, প্রত্যহ দশটা থেকে তিনটা পর্য্যন্ত স্কুল হয়। তা ছাড়া, রোগীর সেবা ও সংসারের হিসাব পত্র রাখিতে শিখা, সপ্তাহে দুদিন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

রন্ধন শিক্ষা বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। প্রথম বিভাগে, নানা প্রকার মাংস ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে রন্ধন করিতে এবং সস্ (Sauces) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তৎপরের বিভাগে বাসি জিনিষে (বিলাত শীত প্রধান বলিয়া অনেক খাদ্য দ্রব্য বাসি থাকে) কিরূপে নানা প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া ব্যয় সুলভ করিতে পারা যায় তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বল্প ব্যয়ে কি প্রকারে ভাল খাবার করিতে পারা যায়, ভবিষ্যৎ গৃহিণীগণ তাহাও শিখিয়া থাকেন। এই স্কুলে পড়িলে, যদি সেই গৃহিণীর গৃহে কোন অযাচিত অতিথি হঠাৎ আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে সেই সুগৃহিণীর স্বহস্ত রচিত সামান্য খাদ্যও সুগন্ধ, সুশ্রী ও সুস্বাদের গুণে অতিথির মনে হইবে তিনি ধনী গৃহের বহু ব্যয়সাধ্য খাদ্য আহার করিতেছেন। আর একটী বিভাগে. নানা প্রকার ঝোল, ষ্টু (Stew) প্রভৃতি রন্ধন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মাছ কুটিতে শিখা, তরকারী কোটা এই সব শিখিতে হয়। তৎপরে বহুবিধ পুডিং, ফলের নানা প্রকার খাবার, নিরামিষ শাক সবজী রন্ধন, কেক্, রুটি, নানা প্রকার মিষ্টান্ন, প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। আর একটী

অতি প্রয়োজনীয় বিষয় এখানে শিখান হয়, সেটী, রুগীর পথ্য প্রস্তুত করা। সাগু, বার্লি, Jugsoup, প্রভৃতি অনেক গৃহিণীই প্রস্তুত করেন বটে, কিন্তু অনেকেই জানেন না কিরূপ সতর্কতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া এই সকল প্রস্তুত করিতে হয়।

রন্ধন ছাড়িয়া, এখন অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু বলি। সদা সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী জামা, কামিজ, (Under-clothing) শিশুদের সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় জামা প্রভৃতি কাটিতে এবং সেলাই করিতে, হাতে এবং কলে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। রিপু করা, ছেঁড়া মোজা সেলাই করা, বোতামে ঘর করা, বোতাম বসান প্রভৃতি খুঁটি নাটি এবং আবশ্যকীয় সেলাই শিখান হয়।

গৃহ মার্জ্জন, কাঠের চেয়ার টেবিল প্রভৃতি পালিস্ করা, সর্ব্বপ্রকার ধাতু নির্ম্মিত পাত্র মার্জ্জিত করা, ল্যাম্পের পলিতা কাটা, এই সকলও সেই স্কুলে ভিন্ন শিক্ষয়িত্রীগণ শিক্ষা দিতেছেন।

ধোবার কাজও (Laundry work) এখানে সবিস্তারে শিক্ষা দেওয়া হয়। বস্ত্রে কালি কিম্বা অন্য কোন দাগ পড়িলে, তুলিবার উপায়ও শিখান হয়—তাহা শিখিবার জন্য রসায়নিক গ্রন্থে (Chemistry) আবশ্যকীয় বিষয় সকল পড়ান হয়। কাপড় ধুইবার সময় যাহাতে সার্ট প্রভৃতি হাতের কফ্ ওকলার ও জামার বোতাম না ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাও সকলে শিক্ষা পাইয়া থাকেন।

চাকর চাকরাণীদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাও গৃহিণীগণ শিখিয়া লন। গৃহিণী কি কি কাজ করিবেন ও চাকর কোন কোন কাজ করিবে তাহা শিখিয়া রাখেন। তাহা ভাল করিয়া জানিয়া রাখিলে, চাকরের মুখে গৃহিণীর নিন্দা ও গৃহিণীর মুখে চাকরের নিন্দা, অনেক সময় শুনিতে হয় না। সংসারের সমস্ত ব্যয়ের নিয়মিতরূপে হিসাব রাখা, এই স্কুলের আর একটী শিক্ষণীয় বিষয়। ভাণ্ডারের জিনিষ পত্র একেবারে বেশী আনাইলে সুবিধা কি খুচরা আনাইলে ভাল হয়, ইহাও শিক্ষা দেওয়া হয়।

গৃহিণীগণ যে শুধু রন্ধন শিক্ষা করেন তাহা নহে, রন্ধনের দ্রব্য সামগ্রী পছন্দ করিয়া ক্রয় করিতেও শিক্ষা করেন। বিক্রেতারা যাহাতে তাহাদের বাসি ও খারাপ জিনিষ দিয়া না ঠকাইতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা বিচক্ষণ হইতে শিক্ষা করেন। ভাণ্ডারের কোন কোন দ্রব্য সামগ্রী বেশী করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় এবং সে সকল নষ্ট না হইয়া কিরূপে বহুদিন স্থায়ী হয় তাহাও শিখান হয়।

এইরূপে এই স্কুলে পড়িয়া গৃহিণীগণ ভবিষ্যতে পরিমিতব্যয়ী হইতে গৃহে সুশৃঙ্খলা রাখিতে শিক্ষা করেন। এই স্কুলে প্রায় সমস্ত বিষয় শিখিতে তিন মাস লাগে ও তার জন্য প্রত্যেক ছাত্রিকে সবশুদ্ধ দশ গিনি (১৫০৲ টাকা) করিয়া দিতে হয়। এই অর্থ ব্যয়টীর

জন্য যদি ভবিষ্যতে গৃহিণীগণ পরিমিত ও সংক্ষিপ্ত ব্যয়ে সংসার চালাইতে শিক্ষা করেন, তাহা হইলে সেই ব্যয়টী পোষা-ইয়া যায়।”

পরিশেষে লেখক, যুবকগণকে, যাঁহারা বিবাহ করিতে চান, তাঁহাদের নিজ নিজ মনোনীতাকে এই স্কুলে দিন কতক রাখিতে পরামর্শ দিয়া, প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন!

“খুকুরাণী।”

(১)

কোথা হ'তে এলি খুকু?
বল্ মোরে, যাদুমণি।
“চারিদিক ঘুরে ফিরে,
এলাম এই এখনি।”

(২)

বল্ তুই কোথা পেলি,
সুনীল ও চোখ দুটী?
“আকাশের মাঝ দিয়ে,
আসিতে আছিনু ছুটি;

(৩)

তুষ্ট হ'য়ে মোর 'পরে
আকাশের দেবগণ,
করিলেন সুরঞ্জিত
নীলিমায় দুনয়ন।”

(৪)

কোথা হ'তে পেলি রাণী
আঁখিকোণে অশ্রুটুকু?
ও মুখে সাজে না, আহা!
কোথা পেলি বল্ খুকু?

(৫)

“ছাড়িয়া আঁধার গেহ,
পশি, আলোকের দেশে
দেখিনু, রয়েছে অশ্রু,
মোর অপেক্ষায় ব'সে।”

(৬)

ক্ষুদ্র ও ললাটখানি
কিসে এত সুগঠন?
“পরমেশ পদ্ম হস্ত
নিয়ত বুলায়ে দেন।”

(৭)

কিসে তোর গাল দুটী,
শুভ্র, গোলাপের মত?
“মানবের অগোচর
দৃশ্য হেরি কত শত।”

(৮)

স্বরগীয় দূত তিনি,
চুম্বন দিলেন মোরে,
এক সাথে, তাই হাসি
আধ আধ, গাল ভ'রে।

(৯)

সুন্দর শ্রবণ দুটী
শোভে মুক্তার প্রায়,
শুনিতে পিতার বাণী
নেমে এল এ ধরায়।

(১০)

কচি কচি হাত দুটী,
তায় নখর অঙ্গুলি,
নাহি ভেদ, ঠিক যেন
স্বর্ণ চম্পকের কলি।

(১১)
জান নাকি ভালবাসা
রচেছেন এই সব
বাঁধিতে মানব হিয়া,
প্রেমের বাঁধন নব।

(১২)
রাঙ্গা রাঙ্গা পা দুখানি,
কোথা তোরা ছিলি ঢাকা ?
"এক সাথে ছিনু যেথা
আছিল পরীর পাখা।"

(১৩)
প্রতিপদ চাঁদ তুই,
বৃদ্ধি তোর প্রতিদিন,
দেব বলে মুখজ্যোতি,
কভু না হয় মলিন।

(১৪)
কিরূপে হইল বল,
হেথা তব আগমন,
"তোমাদের দুঃখ দেখে
আর, শুনিয়া ক্রন্দন ;"

(১৫)
"দয়াময় দয়া ক'রে
তোমাদের তরে মোরে,
বিচিত্র কৌশলে রচি,
পাঠালেন তব ঘরে॥"

শ্রীস্নেহলতা দত্ত।

সত্য ঘটনা।

নিঃস্বার্থতা জীবনের একটী মহৎ গুণ। কত লোক নিজের জীবন অবধি পরোপকারে দান করিয়াছেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা অকাতরে পরের জন্য নিজ জীবন দান করেন। আরও আশ্চর্য্য তাহাদের জীবন যাহারা সামান্য জন্তুদিগের জন্য উহা দান করিতে কুণ্ঠিত নহে। গত বৎসরে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। Clara Thomson বলিয়া এক কৃষক কন্যার একটী ছোট কুকুর ছিল। ক্লারা কুকুরটীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। ক্লারার বয়স সপ্তদশ, যদিও সে দেখিতে কৃশ ছিল, তথাপি বেশ সুস্থ ও সবল ছিল। ক্লারা একদিন প্রাতঃকালে তাহার পোষা কুকুরটীকে কোথাও দেখিতে পাইল না। অবশেষে নিরাশ মনে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিল এমন সময় সেই কুকুরটীর ক্রন্দন শুনিতে পাইল। সেই দিকে গমন করিয়া দেখিল উক্ত শব্দ একটী কূপ হইতে আসিতেছে। কূপটী তাহাদের বাটীর নিকটেই ছিল। ক্লারা দেখিল তাহার প্রিয় কুকুরটী কূপের মধ্য হইতে কাঁদিতেছে। ক্লারা তাহার পিতা মাতাকে ডাকিল তাহাদের ভৃত্য ছিল না। তাহারা নিজেরাই সকল কার্য্য করিত। অবশেষে উহারা একটী কাষ্ঠের ছোট টব দড়ীতে বাঁধিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। কিন্তু কুকুরটী কোন মতেই উহার মধ্যে উঠিতে পারিল না। অবশেষে ক্লারা তাহার পিতা মাতাকে বলিল সে নিজে টবের মধ্যে উঠিয়া কুকুরটীকে লইয়া আসিবে। তাহার পিতা মাতার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কন্যার অনুরোধে অনুমতি দান করিল। ক্লারা প্রথম

সূর্য্যের আলো ছাড়িয়া কূপের অন্ধকার মধ্যে ক্রমে ক্রমে নামিতে লাগিল। উপর হইতে জল প্রায় ৫০ ফিট নিম্নে। উক্ত কূপটী অত্যন্ত গভীর ছিল। ক্লারা দেখিল কি একটী কাল জন্তু জলের মধ্যে ঘুরিতেছে। ক্লারা পিতা মাতাকে আর টব নামাইতে নিষেধ করিয়া জলে টব না নামাইয়া উপর হইতে হাত বাড়াইয়া তাহার প্রিয় কুকুরটীকে কোলে উঠাইয়া লইল। অবশেষে তাহার পিতা মাতাকে তাহাকে উঠাইবার জন্য বলিল। ক্লারা সযত্নে তাহার কুকুরটীকে জাপটাইয়া ধরিয়া রহিল। ক্লারার পিতা মাতা দেখিল ক্লারাকে সহজে নামাইয়া ছিল কিন্তু উঠাইতে পারিতেছে না। টবটী যখন জল হইতে ছয় ফুট উপরে উঠিল তখন একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। দড়াটী ছিঁড়িয়া গেল এবং ক্লারা কুকুর ও টব জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। যে কাষ্ঠ খণ্ডে দড়ী বাঁধা ছিল সেটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। সৌভাগ্য ক্রমে ক্লারার মস্তকে পড়ে নাই বলিয়া সে বাঁচিয়া গেল। পিতা মাতা যখন ক্লারার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল তাহাদের কত যে আনন্দ হইল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহারা একটী দড়ী ঝুলাইয়া দিল, কিন্তু দেখিল তাহাদের ক্লারাকে উঠাইবার ক্ষমতা নাই। ক্লারা জল হইতে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিল এবং এক হস্তে দড়ী ও অপর হস্তে কুকুরটীকে ধরিয়া রহিল। তাহাদের একটী মাত্র প্রতিবাসী ছিল, সে অনেক দূরে বাস করিত। সেও একজন কৃষক তাহার বয়োক্রম ৭২ বৎসর। ক্লারার বাটী ও তাহার বাটীর মধ্যে এক নদী ছিল। ক্লারার পিতা যখন দেখিল তাহাদের দ্বারা ক্লারাকে উঠান হইবে না, তখন বাহিরে গিয়া খুব চীৎকার করিল। তাহাদের প্রতি-বাসী শুনিতে পাইল এবং একটী বালককে আরও লোক ডাকিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিয়া আপনি নদীতে সন্তরণ করিয়া এ পারে আসিল। তিন জনে মিলিয়া ক্লারাকে উঠাইতে চেষ্টা করিল তথাপি পারিল না। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া দড়ী ধরিয়া কূপে নামিয়া ক্লারার কোটিদেশে দড়ী বাঁধিয়া উপরে আসিয়া ক্লারাকে সকলে মিলিয়া উঠাইল। ক্লারা উপরে আসিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। পরদিনে ক্লারা সারিয়া উঠিল। তাহার কুকুরটী এখনও জীবিত আছে।

অমর-পুর।

(১)

একে একে চলে গে'ল
সকলে ছাড়িয়া মোরে;
আমি শুধু পড়ে আছি,
সংসার-সাগর-পারে।

(২)

এ সংসারে কেহ নাই
বলিবার আপনার;

সকলেই গেছে চলে,
থাকিল না কেহ আর।

(৩)

প্রিয় পাত্র যাহা কিছু,
সকলি গিয়াছে চলি ;
চলে গেছে হেথা হ'তে,
একাকী আমারে ফেলি।

(৪)

করেছে বসতি তারা,
অনন্ত-অমর-পুরে ;
বোধ হয় যেন সবে,
ভ্রমিতেছে দূরে দূরে।

(৫)

যাহারা গিয়াছে চলে,
আসিবে না তারা আর ;
দেখিতে তাদের সবে
সাধ যায় একবার।

(৬)

চির জনমের তরে,
বিদায় লয়েছে তারা ;
স্বর্গেতে ফুটেছে সবে
ওগো, ওরা সব কারা ?

মধুস্রবা চট্টোপাধ্যায়।

বনমধ্যে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসার আগমন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্রৌপদী পাত্র আনিয়া জগন্নাথকে কহিলেন, "দেখ।" দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ হাত পাতিলেন। শাকের সহিত একটী মাত্র অন্ন ছিল, কৃষ্ণের স্পর্শ মাত্র প্রচুর অন্ন হইল। দেব দামোদর ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলেন জল পান করিয়া উদর পূর্ণ হইল। দ্রৌপদীকে কহিলেন, "অদ্যকার ভোজনে পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম।"

এদিকে দুর্ব্বাসা ঋষি ও শিষ্যগণের ক্ষুধামন্দ হইল, সকলের উদর পূর্ণ মনে হইল, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুনিরাজ শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পথশ্রমে কি এমন হইল ? সন্ধ্যার নিমিত্ত প্রভাসের জলে গিয়া ক্ষুধার অনলে শরীর দহিতেছিল, অকস্মাৎ কেন এরূপ হইল, উঠিবার শক্তি নাই উদর পূর্ণ। সন্ধ্যার সময় যখন প্রভাসের তীরে আসিলাম যুধিষ্ঠিরকে রন্ধন করিতে বলিলাম, তাহারা প্রাণপণ যত্নে আয়োজন করিল, কি প্রকারে গিয়া তাহাদের মুখ দেখাইব ?" শিষ্যগণ কহিল, মুনি কি আর কহিব আজি তথায় গিয়া কি জন্য লজ্জা পাইব ? উঠিবার শক্তি নাই কে ভোজন করিবে ? ঈশ্বর যদি কৃপা করেন কল্য প্রাতঃকালে উঠিয়া অতিথি হইয়া যাইব।" মুনিও এই সিদ্ধান্ত করিলেন। অদ্য রজনী প্রভাসের কূলে থাকিব, যাহা কিছু কর্ত্তব্য কল্য প্রভাতে করিব। এই বলিয়া সকলে শয়ন করিলেন। এদিকে দেবকীনন্দন সকল সমাচার অবগত হইলেন। যদুবীর কৃষ্ণার সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন, এবং

সকলের সম্মুখে কহিলেন, "মুনির জন্য তোমরা ভয় করিও না, আজ আর মুনি আসিবেন না নিশ্চয় জানিবে। কল্য প্রভাসের কূলে সকলে স্নান করিয়া প্রভাতে আসিয়া ভোজন করিবে।"

কৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ কহিলেন, "যত বিলম্ব হয় ততই ভাল, দেব তোমার অসাধ্য কি আছে? পাণ্ডব কুলের আজ পুনর্জন্ম হইল। আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। নারায়ণ তুমি আমাদের একমাত্র সহায় সম্পদ। পূর্ব্বেতে না জানি কত কুকর্ম্ম করিয়াছি সেই জন্য আমার দুঃখেতে জন্ম গেল। প্রথম বয়সে বিধি নানা শোক দিল, অল্প বয়সে জনক পরলোক গেলেন। অতি অজ্ঞান সময়ে দুঃখ জানিতাম না। তার পরে দুষ্ট বুদ্ধি কত যন্ত্রণা দিল, জতুগৃহে বিদুরের মন্ত্রণাতে প্রাণ পাইলাম। ভ্রমণে সঙ্কটে অশেষ দুঃখ, ধৃতরাষ্ট্রের কপটতা হইতে তুমি রক্ষা করিলে। এ সকল সঙ্কটে তুমিই এক মাত্র ত্রাতা রাজ্যনাশ বনবাস সর্ব্ব ধর্ম্মে হীন, বিধির বিধান এই পূর্ব্ব কর্ম্মফলে পাইলাম।" এই কথা শুনিয়া নারায়ণ কহিলেন, "ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমনি তোমার সকল কথা যাহা কহিলে সকলই আমি জানি। যত দুঃখ তুমি পাইয়াছ তাহার অন্যথা হয় না কিন্তু তুমি ধর্ম্ম কখনও ছাড়িও না। তুমি যে বলিলে আমি হীন সর্ব্ব ধর্ম্মে, পৃথিবী তোমার সুকর্ম্মে পবিত্র হইল। দান ধর্ম্ম রাজনীতিতে এ তিন ভুবনে তোমার তুল্য যে আর কেহ আছে আমার মনে হয় না। এই দুঃখ তোমার অল্প দিনে খণ্ডন হইবে। অধার্ম্মিক জনের সুখ কখনও স্থির নহে। জোয়ারের জলের ন্যায় ক্ষণকাল থাকে। মনেতে এই কথা রাখিবে আমার নিবেদন। অত্যন্ত কষ্ট বিপদে আমাকে কখনও ছাড়িও না।" এই কথা বলিয়া নারায়ণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। গরুড়ে চড়িয়া দ্বারকা নগরে কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন, পঞ্চভাই তাঁহাকে বিদায় দিয়া প্রফুল্ল মনে শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ধর্ম্মের নন্দন নিয়মিত কর্ম্ম সমাপন করিলেন। দুর্ব্বাসার অতিথি জন্য নানা কার্য্যে নানা স্থানে সকলে ধাবিত হইল। কেহ বা ফল পুষ্পের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিল। ভীম এবং অর্জ্জুন দুই জনে মৃগয়া শিকারে বাহির হইলেন দ্রুপদনন্দিনী স্নান করিয়া আসিলেন ধর্ম্মের নন্দন মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "গুণবতী শীঘ্র রন্ধন কর অদ্যকার দিন যদি ভালরূপে যায় তবে জানিব কিছুদিন বাঁচিব। দুর্ব্বাসা মুনির অত্যন্ত উগ্রস্বভাব লোকে বলে ক্রোধানলে সংসার দগ্ধ করিতে পারেন। স্নান করিয়া এখনই মুনিরাজ শিষ্যগণ সঙ্গে আসিবেন। স্বচ্ছন্দে যদি অন্ন প্রাপ্ত হন তবে সকলে পরিত্রাণ পাইব। এই জন্য আমার মনে বড় ভাবনা হইতেছে যা করিতে পারেন কৃষ্ণ নিজগুণে। কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার কৃপায় সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার হই তুমিই এই বনকে হস্তীনা

নগরী করিয়াছ। তোমার যত গুণ বর্ণনাতীত। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণা পাণ্ডবের গতি। কৃষ্ণ আসিয়া সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিলেন। এখন তুমি যাহা উচিত হয় কর।”

কৃষ্ণা কহিল, মহারাজ এই নিবেদন করি, অল্প কার্য্যে এত চিন্তা কি নিমিত্ত কর? যদি আমি সতী হই ধর্ম্মে যদি আমার একান্ত মতি থাকে, তোমার প্রসাদে দশ লক্ষ লোক হইলে অক্লেশে আহার দিব। ইহার নিমিত্ত চিন্তা করিও না। এই দেখ, মহারাজ রন্ধন করিতে যাই, শীঘ্র গিয়া তুমি শিষ্য সহ মুনিবরকে লইয়া আইস।”

এদিকে দুর্ব্বাসা মুনি সকালে উঠিয়া প্রভাসের জলে আহ্নিক জপ করিলেন। শিষ্যগণও সেইরূপ জপ করিল। সকলকে মুনিরাজ কহিলেন, “তোমরা সকলে জান কল্য যে ধর্ম্মরাজকে কহিয়া ছিলাম সেই জন্য অত্যন্ত লজ্জিত আছি। শীঘ্র চল তথায় সকলে যাই, গিয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি শান্তি আচরণ করি।” এই কথা বলিয়া মুনিরাজ শিষ্যগণ সহ চলিলেন। পাণ্ডবগণ শুনিয়া আনন্দিত মনে সকলকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। পঞ্চ ভাই ভক্তির সহিত মৃগ আসনে তাঁহাদের বসাইলেন। ধর্ম্মের নন্দন সুশীতল জল আনিয়া মুনির চরণ ধৌত করিলেন। পঞ্চ ভ্রাতা মিলিয়া চরণ বন্দনা করিলেন। ধর্ম্ম নৃপমনি কহিলেন, “আজ আমার প্রতি বিধাতা প্রসন্ন, নতুবা যত্ন বিনা রত্ন নিধি প্রাপ্ত হইলাম। আজিকার নিশি প্রসন্ন হইল আপনি মহাঋষি আসিলেন। কিন্তু আমার মত ভাগ্যহীন কে আছে নহিলে এরূপ হবে কেন? পূর্ব্বে পিতামহগণ তপস্যা করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছিলেন আমাকে কৃপা করুন সেই ফলে যেন আমি তরিয়া যাই।” যুধিষ্ঠিরের মুখে এই সকল স্তুতি শুনিয়া মুনি কহিলেন, “শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির আপনাকে না জানিয়া কি কহিতেছ? তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী, তোমার সমান পৃথিবীতে কেহ নাই। ক্ষত্রীয় কুলে ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি, সমুদ্র সমান গুণেতে গভীর তুমি। সংসার অসার, ধর্ম্ম সার, রাজা তোমার এ সকল সহজ কর্ম্ম। লোভ, মোহ কাম ক্রোধ ঐশ্বর্য্য মত্ততা তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। সুখ দুঃখ শরীরের ধর্ম্ম সময়ে প্রবল হয়। তাহাতে জ্ঞানবানেরা সন্তাপ করে না। সাধুর জীবন মৃত্যু, সবই সমান। সাধুর গণনায় রাজা তুমি অগ্রগণ্য হও। পৃথিবীর লোক সকলে ধন্য ধন্য করে। তোমার বংশেতে যত মহারাজা ছিল তোমার মত ধার্ম্মিক কেহ নহে। সত্য এই সকল কহিলাম। তুমি বসুমতী পতির যোগ্য হও। এ তিন ভুবন তোমার যশে পরিপূর্ণ। রাজা! তোমার গুণেতে আমি বশ হইলাম। কিন্তু একটী কথা মহারাজ শ্রবণ কর, সম্প্রতি তোমার নিকট লজ্জিত হইলাম। এখানে তোমাকে রন্ধন করিতে বলিয়া সন্ধ্যার নিমিত্ত সকলে প্রভাসে গিয়াছিলাম।

সকলে সন্ধ্যা জপ সমাপন করিয়া পথশ্রমে অপারক হইয়া আর উঠিবার শক্তি রহিল না। আলস্যতে সকলে সেই স্থানে শয়ন করিলাম। কেহ আসিতে পারিলাম না সেই নিমিত্ত রাজন তোমার কাছে বড় লজ্জিত আছি। সকলে ভোজনের নিমিত্ত ক্ষুধার্ত্ত আছে।" ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "কল্য আমার দুরাদৃষ্ট ছিল সেই নিমিত্ত সকলের আলস্য হইয়াছিল। দেবের দুর্ল্লভ তোমার আগমন অল্প ভাগ্যে এ সকল কখনও হয় না। আমার সাধ্যমত সামান্য আহার তোমার প্রসাদে প্রস্তুত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া ধর্ম্মপতি উঠিয়া ভীম অর্জ্জুন মহামতিকে স্থান প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। দুই ভ্রাতা আজ্ঞা পাইয়া নানা দিকে স্থান করিলেন। পরে আনন্দিত মনে শীঘ্র গিয়া ধর্ম্মের নন্দনকে জানাইলেন। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, "মুনিবর আর বিলম্বে কাজ নাই বেলা অধিক হইল, রৌদ্রের তেজ বৃদ্ধি হইতেছে। বিধাতা বৃক্ষের নিম্নে স্থান দিয়াছেন। মুনি কহিলেন, "যুধিষ্ঠির তুমি সাধু, অট্টালিকা অপেক্ষা তোমার আশ্রম ভাল। মন্দ স্থানে যদি সাধু বাস করে, বেদে কহে স্বর্গের সমান সে স্থান হয়। এই বলিয়া মুনিবর কৌতুক অন্তরে উঠিয়া শিষ্য সহ যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতা সহ পুলকিত মনে তখন অন্ন পরিবেশন করিলেন। যাজ্ঞসেনি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেন। পঞ্চ ভাই যে যাহা চাহে তাহাকে সেইক্ষণ তাহা দিতে লাগিলেন। একবার এক দ্রব্য রন্ধন করিয়া আপনার ইচ্ছায় যত ব্যয় করেন সূর্য্যের অনুগ্রহে তাহা পুনর্ব্বার পরিপূর্ণ হইল। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণমণ্ডলী সকলে আনন্দিত মনে ভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপ দশ সহস্র তপস্বী ভোজন করিলেন। পরে সকলে উঠিয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন। দুর্ব্বাসা কহিলেন রাজা তুমি ভাগ্যবান। তোমার সমান আর কেহ হইবে না। এমন বনবাস যদি প্রাপ্ত হই তবে স্বর্গবাসে কিসের প্রয়োজন? তোমার সহোদর সকল অত্যন্ত গুণবান। দ্রুপদনন্দিনী লক্ষ্মীর সমান। ভোজনেতে যেমন আমি তৃপ্ত হইলাম, তেমনি তুমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে। কখনও মনে কিছু চিন্তা করিও না, অতি অল্প দিনে তোমার দুঃখ দূর হইবে। আমাকে এখন বিদায় কর শীঘ্র তপোবনে যাই।"

এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মের নন্দন কহিলেন, "আমার এ জন্ম সফল হইল, কৃপাসিন্ধু মুনি, এত কৃপা করিলে। তোমার নিকট আমার এই নিবেদন, কদাচ আমি যেন সত্যপথে বিচলিত না হই।" পঞ্চভাই মুনিরাজে প্রণাম করিলেন সেই মত সকলে শিষ্যগণকে সম্ভাষণ করিলেন, সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতৃগণ সহ ধর্ম্মের কুমার আনন্দিত মনে গৃহে ফিরিলেন। এই সকল সমাচার দুর্য্যোধন অবগত হইল। দুষ্টবুদ্ধি দুরা-

শয়ের হৃদয়ে যেন অসহ্য রৌদ্রের তেজ লাগিল। চিত্ত চঞ্চল হইল, সর্ব্বদা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শরীর দুর্ব্বল হইল, আহারে অরুচি হইল। চিন্তাকুল হৃদয়ে পাত্র মিত্র লইয়া দুঃখের বার্ত্তা কহিতে লাগিল।

সমাপ্তঃ।

ভগিনীর নবজীবন।

(১)

পৃথিবীর পান্থবাস করি পরিহার
একটী পথিক আজ ওই চলে যায়—
অনন্ত জীবন পথে ফিরে নাকো আর
নশ্বর শরীর মাত্র নশ্বরে মিশায়।

(২)

একটী পথিক ওই নিঃশব্দে নীরবে
পৃথিবীর যবনিকা করি উত্তোলন
চলিল অমর ধামে অমরাত্মা সবে
যাঁর তরে স্বর্গ দ্বার করে উদ্ঘাটন।

(৩)

পুণ্যের মুকুট পরি ওই চলে যায়
আর না দেখিবে ফিরে ক্ষুদ্র নরবাস
স্বর্গে সুরগণ যিনি দুন্দুভি বাজায়
জাগিল জীবন আরো দেহের বিনাশ।

(৪)

জীবনের পরীক্ষায় গঠিত জীবন
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মনিষ্ঠা ব্রহ্ম সুধাপান
পর প্রেম, পর সেবা কর্ত্তব্য পালন
জীবনের উচ্চ ব্রত করিয়া বিধান।

(৫)

উজ্জ্বল আদেশ তাঁর রাখিয়া এখানে
চলিলেন প্রিয় ভগ্নী শ্রদ্ধেয়া সুসার
সকলি রহিল তাঁর জীবন উদ্যানে
বিনষ্ট কেবল মাত্র শরীর অসার।

শ্রীমতী সুঃ—

একতা।

নারী সংসারে স্বর্গ। মাতা, কন্যা, ভগিনী, গৃহিণী না থাকিলে সংসার শান্তিময় হইত না অনেকের মুখে শুনিতে পাই। আজ আমরা পুরুষ জাতির নিকট এত সম্মান লাভ করিয়া তাহার প্রতিদান কিরূপ দিতেছি? নারী জীবনে বিদ্যালাভের আর অভাব নাই। ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা এরূপ শুনিয়াছি, কেহ কেহ ভাইদিগের পুস্তকের পাতা কুড়াইয়া পাঠ অভ্যাস করিয়া সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহাদিগের কন্যা, বধূ, পৌত্রী, দৌহিত্রী বিদ্যা গরিমায় স্ফীতা। অনেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় অতি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং দু পাতা ইংরাজী পড়েন নাই এরূপ নারী বোধ হয় শতকরা একটী থাকিলেই যথেষ্ট। শুধু তাহাই নহে এখন আবার নারী কাগজের Editor, নারী স্কুলের Mistress আবার গৃহেরও গৃহিণী।

পূর্ব্বকালে নারী অবলা রমণী পরা-ধীনা, নিতান্ত অজ্ঞ এইরূপে আখ্যাতা হইতেন। অবশ্য খণা লীলাবতীর সময়

তাঁহাদিগকে বিদ্যা ভূষণে ভূষিত করা হইত। কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ পর নারীগণ কেবল গৃহেই আবদ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহারা লেখা পড়া জানিতেন না বটে কিন্তু নানা প্রকার শিল্প ও সূচি কার্য্য সিবন ও রচনা দ্বারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবকে উপহার দানে নিজেরাও সুখী হইতেন অপরকেও সুখী করিতেন। তাঁহারা একালের নারীদিগের ন্যায় স্বাধীনা ছিলেন না। দেশ বিদেশে গিয়া সেবা করিব জগতের উপকার সাধন করিব, দুর্ভিক্ষে দান করিব, এই সকল বড় বড় কথা বলিতে শিক্ষা করেন নাই; তাঁহারা ক্ষুদ্র পরিবারে শরীরকে ঢালিয়া দিতেন এবং তাঁহাদের বাটী সন্নিহিত যে ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেন, তাহার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হইতে জীবন উৎসর্গ করিতেন। তাঁহাদিগের কেমন সরল ভালবাসা, ভগ্নীভাব প্রতিবেশিনীর দুঃখে প্রাণের গভীর আকুলতা, কত যত্নে সহিত অতিথি অভ্যাগতের সেবা, দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে অতি সম্ভ্রান্ত ধনী গৃহিণীও কেমন দিবা নিশি অবিশ্রান্ত দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত দীন দরিদ্রকে স্বহস্তে অন্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করান। অবলাদিগের সেরূপ অজ্ঞানতার ভিতরেও সেই রমণী সুলভ মধুমাখা স্নেহের ভাব, রমণী রমণীর সহিত এক প্রাণ ব্যথার ব্যথী দেখিলে কাহার না চক্ষু জুড়ায়—শুনিলে কাহার কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষিত না হয়।

আমরা এই বিংশ শতাব্দিতে স্বাধীন হইয়াছি। পিতা, পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা ইঁহাদের নিকট কত সম্মান লাভ করিতেছি। নানা প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছি। যাহা ইচ্ছা করিতে পারি কোনরূপ অবরোধ নাই। সভা সমিতি করিয়া ভগিনী সম্মিলন, পত্রাদি লিখিয়া বন্ধুতা স্থাপন কত ইংরাজ মহিলার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া কত প্রকারে নিজেদের উন্নতি লাভের যত্ন:—কিন্তু কেন অনেকের মুখে এই আক্ষেপ শুনিতে পাই—"আহা, সেকালে কেমন ছিল, এখন আর না হইল সংসার ধর্ম্ম না হইল বাহিরের অন্যান্য কর্ম্ম।"

আমার বোধ হয় আমরা ইংরাজ মহিলাগণের যে সকল সদ্‌গুণ আছে তাহা লইতে পারিতেছি না। তাঁহারা কেমন পরদুঃখ কাতরা, তাঁহারা কেমন দয়াবতী সেবাপ্রিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক সুগৃহিণী এবং সুমাতাওতো দেখিতে পাওয়া যায়। Saint Augustineকে তাঁহার মাতা মনিকা দেবী কি প্রকারে ঘোর পাষণ্ড হইতে ভগবানের চিহ্নিত ভক্ত পুত্র করিয়াছিলেন; তাহা কে না অবগত আছেন, এখন কোন্ নারী তাঁহার পদানুসরণ করিতে যত্নবতী?

আজকাল ইহা আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই মহিলাগণ আপনাদিগকে বাহিরে প্রকাশ করিতে বিশেষ যত্নবতী। কেহ ভাবিতেছেন আমরা সমিতি করিয়াছি, কেহ মনে করিতেছেন আমরা সমাজ গঠন করিতেছি কিন্তু এই 'আমরার' গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে কিম্বা একটু

মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে কি এই 'আমরার' স্থানে আমিকেই দেখিতে পাই না? আমরা কি যথার্থ ভগিনী সম্মিলন করিতে শিখিয়াছি, আমরা কি ভগিনীর ব্যথার ব্যথী হইতে পারিয়াছি। জাতি নির্ব্বিশেষে কি আমরা ভগ্নীকে বক্ষে আলিঙ্গন করি। যখন আপনার সহোদরা ভগিনীকেই অন্তর হইতে দূর করিয়া দিতেছি তখন আর সকল ভগিনী মিলিত হইয়া বিশ্ব-জননী মায়ের নাম, মায়ের গৌরব রক্ষা করিব কিরূপে! শুধু আড়ম্বরে কোন কায হয় না। এস ভগিনী, মায়ের আহ্বান শুনিয়া সকলে এক সূত্রে মন প্রাণ জীবন দিয়া জীবনগুলিকে গাঁথি। যে দিন দেখিব হিন্দু রমণী আমরা দেশ বিদেশের নারী জাতীর সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া জগৎকে প্রেমে, বিশুদ্ধ শান্তিতে স্বর্গের দ্বারে উপনীত করিয়াছি আমরা সেই শুভদিনে জীবন সার্থক জানিব এবং সকলে এক প্রাণ হইয়া গাহিব। "মায়ের জয় গান করি নববিধানে, জীবনে মরণে মায়ের চরণে সবে মিলে পড়ে থাকি সদানন্দ মনে।"

কল্পনা।

(১)

কেন তুমি ধীরে আসি
হৃদি মোর কর অধিকার?
তোমাতে তন্ময় হইলেই
ভুলে যাই "আমিত্ব" আমার।

(২)

তোমার ঐ কুহকে ভুলিয়া,
ভাসি যবে পারাবত-প্রায়;
ভুলে যাই নিঠুর জগত,
শুধু শুষ্ক কঠোরতা ময়।

(৩)

কল্পনার সুখের আশায়
ভুলে যাই হৃদয়-বেদনা;
কল্পনার বিমোহিনী মায়া,
ঢেকে দেয় মরম যাতনা।

(৪)

চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে,
করি কত আশার রচনা;
স্বপন ভাঙ্গিয়া গেলে দেখি
এ যে মোর শুধুই কল্পনা।

(৫)

কল্পনারে জিজ্ঞাসি যখন,
মৃতদের বাসস্থান-নাম;
ভুলে যাই কেহ যে জানে না,
কোন্ পুরে তাহাদের ধাম।

(৬)

কল্পনায় ইহ পরলোক,
করে ফেলি সব এক ঠাঁই;
ভাবি যেন ইহলোকে তারা,
পরলোক-কথা ভুলে যাই।

মধুস্রবা চট্টোপাধ্যায়।

হিংস্র জন্তু।

সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু সমূহ শিশু অবস্থায় শিক্ষক বা প্রতিপালকের খুব পোষ মানে, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহাদের

ভয়ঙ্কর স্বভাব কাহারও শাসন মানে না। বর্ত্তমান সময়ে হিংস্র জন্তুদিগকে পূর্ব্বকালের অপেক্ষা অধিক বশ করা যায়। শৈশব হইতে জন্তুদিগকে শিক্ষা দান করিলে উহারা প্রতিপালকের খুব বাধ্য হয়। পূর্ব্বে ব্যাঘ্রদিগকে রক্ষা করা অসম্ভব ছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রায় দর্শকেরা সার্কাস ও অন্যান্য স্থানে ব্যাঘক্রীড়া দর্শন করিয়া থাকেন। ব্যাঘ ভল্লুক এমন কি জলচর সিন্ধু ঘোটক প্রভৃতি জন্তুদিগকেও শিক্ষা দান করা হয়।

মিষ্টার কার্ল হ্যাজেনবার্গ পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হিংস্র জন্তু-শিক্ষক। প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তিনি ছয় শত হিংস্র জন্তুকে পুষিয়াছেন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছেন। সকল জাতীয় জন্তুদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায় না, কারণ উহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ অত্যন্ত ভীরু ও মূর্খ। উক্ত জন্তুদিগকে শিক্ষা দিতে গিয়া অনেকেরই বিপদ ঘটিয়া থাকে। শিক্ষকগণের বীর্য্য সহিষ্ণুতা ও শান্ত স্বভাব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিষ্ঠুরভাবে শাসন করিলে কোন মতেই পশু জাতি পোষ মানে না।

বিশেষ সিংহ, ব্যাঘ্র ও শ্বেত ভল্লুক প্রভৃতিকে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে বিপদের সম্ভাবনা। পৃথক ভাবে এক একটীকে শিক্ষা দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই পোষ মানে কিন্তু অনেকগুলি জন্তু এক সঙ্গে ক্রীড়া করিতে শিক্ষা দিতে হইলে প্রত্যহ ৩৬৫ দিন বা দুই বৎসরের পর উহাদিগকে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে লইয়া যাইবার উপযুক্ত হয়। যে নিয়মে শিক্ষা দান করা হয় উহার কিছু পরিবর্ত্তন হইলে উহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। এক সময়ে এরূপ ঘটে কতকগুলি ব্যাঘকে বাদ্যের সঙ্গে অভিনয় করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, পরে অভিনয় দিবসে ঘটনা ক্রমে বাদ্যকরেরা উপস্থিত না থাকায় ব্যাঘ্রগণ শিক্ষকের বহু চেষ্টায়ও ক্রীড়া করিতে পারিল না।

এখন প্রায় শ্রবণ করা যায় সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে লইয়া এমন কি রমণীরাও ক্রীড়া করিতেছেন।। মনুষ্যের অসাধ্য আর কিছুই রহিল না!

আশ্চর্য্য ঘটনা।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিম্ন লিখিত ঘটনাটী যেরূপ আশ্চর্য্য ও লোমহর্ষণ এরূপ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি Mr. Howard Bloomgren নামক এক সাহেব Miss Pauline Devere নাম্নী এক রমণীকে সিংহ পিঞ্জর মধ্যে বিবাহ করিয়াছেন। Miss Devere অত্যন্ত সুন্দরী, তিনি হিংস্র জন্তু পুষিতেন এবং ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র ও সিংহদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া সহস্র সহস্র লোকদিগকে মোহিত ও আশ্চর্য্যান্বিত করিতেন। Mr. Bloomgren যখন তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, “যদি তুমি আমাকে সত্যই বিবাহ করিতে

চাও ও ভালবাস তবে আমাকে ঐ সিংহ পিঞ্জর মধ্যে বিবাহ করিতে হইবে, এবং উহা দ্বারা তোমার সাহসের পরিচয় দিতে হইবে।" Mr. Bloomgren সাধারণ লোকের ন্যায়, হিংস্র জন্তুদিগকে লইয়া ক্রীড়া করা দূরে থাকুক তিনি তাহাদের দেখিলে ভয় পাইতেন। তথাপি তিনি লৌহ-পিঞ্জর মধ্যে সিংহগণের সম্মুখে সুন্দরী Miss Deverecকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। মিস্ ডিভিয়ার পাঁচটী সিংহের সম্মুখে বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন। উক্ত পাঁচটী সিংহের মধ্যে একটীর নাম Nero ছিল, তাহার অত্যন্ত উগ্র স্বভাব ছিল, তজ্জন্য সার্কাসের ম্যানেজার তাহাকে বিবাহ দিনে অন্য পিঞ্জরে রাখিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু মিস্ ডিভিয়ার বলিলেন, "না যদি 'নীরো' না থাকে অন্য সিংহেরা জানিতে পারিলে আমি ভয় পাইয়াছি এবং তাহা হইলে উহাদেরও বশে রাখা কঠিন হইবে।" তাঁহার ইচ্ছাতে 'নীরোকে' পিঞ্জর মধ্যে রাখা হইল। মিস্ ডিভিয়ার তাহাদের লইয়া প্রত্যহ ক্রীড়া করিতেন। প্রতি দিন 'নীরোকে' সাম্লাইতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট বোধ হইত। দিন দিন তাহার রাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। বিবাহের দুই দিন পূর্ব্ব হইতে 'নীরো' মুখ ভয়ঙ্কর বিকট করিয়া রহিল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিবাহ স্থানে বহু লোকের সমাগম হইল। প্রায় চারি সহস্র লোক উপস্থিত ছিল। পিঞ্জরের বাহিরে পুরোহিত দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য সমাধা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিস্ ডিভিয়ার উপস্থিত হইলেন। প্রতিদিন যে পোষাকে সিংহের সহিত ক্রীড়া করিতেন সেই পোষাক পরিয়া আসিলেন; সিংহগণ বহু লোকের সমাগম দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া পিঞ্জরের এক দিক হইতে অন্য দিকে যাতায়াত করিতে লাগিল। সার্কাসের ম্যানেজার ভীত হইয়া মিস্ ডিভিয়ারকে বলিলেন, "আপনি এমন সাহসের কার্য্য করিবেন না।" মিস্ ডিভিয়ার হাসিয়া বলিলেন, "আমার চাবুক ও বন্দুক দাও।" উহা দুই হস্তে লইয়া পিঞ্জরের দিকে গমন করিয়া বলিলেন, "আমি প্রস্তুত হইয়াছি।" অতি সাবধানে পিঞ্জরের দ্বার উদ্ঘাটন করা হইল। মিস্ ডিভিয়ার অতি সতর্কে ও সাহসের সহিত পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি এক দৃষ্টিতে সিংহের দিকে তাকাইয়া রহিলেন ও সম্মুখে তাহাদের রাখিলেন। সিংহগণকে শয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সকলে শুনিল কিন্তু 'নীরো' শুনিল না, মিস্ ডিভিয়ার চাবুকটী উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "down!" ইহাতে 'নীরো' ভয় পাইয়া আদেশ শুনিল। তৎক্ষণাৎ মিস্ ডিভিয়ার, মিষ্টার ব্লুম্‌গ্রেণকে বলিলেন, "শীঘ্র এস।" মিষ্টার ব্লুম্‌গ্রেণ পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রথমটা ভয় পাইয়াছিলেন, পরে সাহসে নির্ভর করিয়া প্রবেশ করিলেন। বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। নূতন এক ব্যক্তিকে দেখিয়া সিংহগণ ক্রোধে

ল্যাজ নাড়িতে লাগিল ও নাসারন্ধ্র স্ফীত করিল। 'নীরো' অত্যন্ত নিকটে আসিল। মিস্ ডিভিয়ার মিষ্টার ব্লুম্ গ্রেণকে বলিলেন, "উহাদের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাক ও উহাদিগকে তোমার পশ্চাতে যাইতে দিও না।" একটী লৌহদণ্ড 'নীরোর' মুখের ভিতরে দেওয়া হইল। নীরো তাহার দন্ত দ্বারা তাহা কামড়াইয়া ধরিল। ইহাতে তাহার আঘাত লাগিল ও ক্রোধান্বিত হইয়া মিস্ ডিভিয়ারের দিকে তাকাইল। মিস্ ডিভিয়ার পুনঃ চাবুক উত্তোলন করিলেন উহা দেখিয়া নীরো পিঞ্জরের লৌহদণ্ড কামড়াইয়া ধরিল। মিস্ ডিভিয়ার পুরহিতকে কার্য্য আরম্ভ করিতে বলিলেন। পুরোহিত উভয়কে উভয়ের হস্ত ধারণ করিতে বলিলেন, এবং বিবাহ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে সিংহগণ ভয়ঙ্কর শব্দে সকলকে ভীত করিতে লাগিল। বর কন্যা বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পর পুরোহিত বলিলেন, "তোমরা এক্ষণে স্ত্রী ও স্বামী হইলে।" মিস্ ডিভিয়ার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে বলিলেন ও স্বামীকে শীঘ্র বাহির হইতে বলিলেন। স্বামী সিংহগণের দিকে তাকাইয়া এক লম্ফে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিস্ ডিভিয়ার পরে আসিলেন। দর্শকগণ ধন্য ধন্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মিষ্টার ব্লুম্‌গ্রেণ এরূপ বলিয়াছেন যে "আমি বিবাহের সময় সর্ব্বক্ষণ ভাবিয়াছিলাম, যদি সিংহগণের মধ্যে কোন একটী আমাদের আক্রমণ করে! এক্ষণে কোটি কোটি টাকা দান করিলেও আমি পুনর্ব্বার উক্ত কার্য্য করিতে পারিব না।"

পত্র।

প্রিয় পরিচারিকা,

অনেক দিন পরে আবার তোমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, চিনিতে পার কি? নানা কারণে ভাই এত দিন আসিতে পারি নাই, কিন্তু তোমার খোঁজ খবর সততই লইয়া থাকি। আর তোমার নূতন বেশ দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। সকলের কাছেই তোমার সুখ্যাতি ও প্রশংসা শুনিতে পাই, তাহাতে যে মনে কত আনন্দ হয় তাহা কি ভাই জান? তাই আজ তোমার চির-পুরাতন বন্ধু অন্তরের আহ্লাদ প্রকাশ করিবার মানসে এই দুই ছত্র লিখিয়া তোমায় উপহার দিতেছে গ্রহণ করিবে কি?

তোমার এখন অনেক নূতন লেখিকা হইয়াছেন, কত সুন্দর সুন্দর সুললিত পদ্য গদ্য লিখিয়া তোমার সুন্দর অঙ্গ সুশোভিত করিতেছেন; কিন্তু সে জন্য তুমি তোমার পুরাতন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিবে না তো? তুমি বলিতেছ "পুরাতন বন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট।" আমি জানি তুমি চিরদিন সমান আছ। তোমার যে উদ্দেশ্য তাহা বাহিরের গৌরব বা প্রশংসায় কখনও পরিবর্ত্তিত হইবে না। তুমি যে পরসেবায় তোমার

জীবন উৎসর্গ করিয়াছ; এ অমূল্য জীবন জগতে চিরদিনই অমর হইয়া থাকিবে। যে যথার্থ "পরিচারিকা" হইতে পারিবে সেই তোমার সঙ্গে মিলিবে।

দিন তো হুহু শব্দে চলিয়া যাইতেছে, সময়কে কেহ তো বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। এ মহাস্রোতে কত শত জীবন-তরী ভাসিয়া যাইতেছে। এ মহা-কালের স্রোত সম্মুখে কাহার সাধ্য স্থির হইয়া দাঁড়ায়? তবে ভাই আর বিলম্ব কেন? শীঘ্র শীঘ্র জীবনের কার্য্য করিয়া লই। মৃত্যু কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না।

ধন্য সেই জীবন যে শমন আসিলেই বলিতে পারে, "আমি প্রস্তুত আছি আমায় লইয়া চল।" কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি; অনেক তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়া ভবনদীর কূলে উপস্থিত হইয়াছি; এইখানে দাঁড়াইয়া ভূতকালের বিস্তীর্ণ পথ যাহা অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছি সেই দিকে ফিরিয়া একবার দেখি। এতটা পথ চলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কি ভাবে আসিয়াছি? এই জীবন দ্বারা কাহারও কি কোন উপকার হইয়াছে? কোন স্থানে কি কোন সৎকীর্ত্তির বীজ বপন করিয়া আসিতে পারিয়াছি? তাহা তো জানি না। এখন ভূত ভবিষ্যতের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাই ভাবিতেছি; এক মহা ভাবনাভার আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছে। এক দিকে কালের গভীর গর্জ্জন গর্জ্জন, হুঙ্কার শব্দ, অপর দিকে ভবিষ্যতের নীরব অন্ধকার; এক দিক হইতে ক্রমাগত চলিবার জন্য কালের আদেশ, ব্যস্ততা, অপর দিকে এক অজানিত মোহাবরণে সমুদয় আচ্ছাদিত; এখন কোন দিকে না তাকাইয়া কেবল বর্ত্তমানেই মন, চিন্তা সংলগ্ন রাখিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। তবে পরিচারিকা এস, আমরা তোমার সঙ্গে মিলিত হইয়া বিশ্বজগতের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া যথার্থ "পরিচারিকা" নামের উপযুক্ত হই। আজ তবে ভাই এই খানেই বিদায় লই।

তোমার একজন পুরাতন বন্ধু।

MOTTOES FROM THE BRAHMO POCKET DIARY.

15th January.

Quench, O Holy Spirit, by a shower of heavenly grace, anger, hatred, vindictiveness and race-antagonism, and grant unto us brotherly love and sweet fellowship.

১৫ই জানুয়ারী।

প্রভু এই নিবেদন চরণে তোমার,
পাপ তাপ করে দাও দূর।
নাশি হিংসা ক্রোধ রাশি হউক আমার,
প্রীতিপূর্ণ হৃদি অন্তঃপুর।
কর শুদ্ধ শান্ত মন সরল বিমল,
নিরমল যেন শিশু সম।
তোমার করুণা ধারা পবিত্র উজ্জ্বল,
বরষিয়া এ হৃদয়ে মম।

না থাকে অভাব মনে বেদনার ভার
সুখে দুঃখে যেন সম দেখি।
থাকুক মুখেতে মোর, জাগিয়া তোমার
অলক্ষিতে ওই দুটী আঁখি।

প্রার্থনা।

16th January.

My greatest joy is this, my God, that Thou hast given me truth, the truth that shall make me free, free from every sin, free from error and free from the misery of the world.

১৬ই জানুয়ারী।

এ সুখ অধিক মোর সকলের চেয়ে,
হৃদয়ে লভেছি আমি দিব্য সত্যজ্ঞান।
তুমিই দিয়াছ পিতা সে পথ দেখায়ে,
খুলিয়াছ মোহ মুগ্ধ এ আঁখি অজ্ঞান।
সেই ধ্রুব সত্য আলো পথ দেখায়ে,
জ্বলিতেছে দীপসম এ জগৎ পথে।
তুমি ওই দূর হতে ধ্রুবতারা হয়ে
ঢালিতেছ স্নিগ্ধ জ্যোতি চির করুণাতে।
সেই তো দেখায়ে দেয় পঙ্কিল মলিন
পাপ পথ, তাই দেখে শিহরিত হিয়া।
ভুল ক্রমে কখনো না যাই কোন দিন
নিতান্ত দুর্ভাগ্যময় সেই পথ দিয়া।
যদিও কঠোর পথ দুর্গম বন্ধুর,
দিব্য সত্যজ্ঞানে তাহা হইবে মধুর।

17th January.

O my heart's Delight, give me yet more faith and may the joy of trust abound in me.

১৭ জানুয়ারী।

হৃদয় আনন্দ মোর করুণা আলয়,
দীন হীন এই মোর ক্ষুদ্র হৃদি পরে,
বিশ্বাসের নব বল যেন দয়াময়
জেগে থাকে চির দিন চির হর্ষ ভরে।
যেন অবিশ্বাস ছায়া পড়ে না কখন
সচ্ছ সলিলের বুকে মেঘ ছায়া প্রায়।
কুয়াসার অন্ধকারে বিমল গগন
তার জ্যোতি রবি আলো যেন না হারায়।
সুখে হোক, দুঃখে হোক, ত্রিভুবন পতি
তোমারি চরণে রহে অটল বিশ্বাস।
এ চঞ্চল চিত্তে প্রভু জাগাও সুমতি
দুঃখ ঝটিকায় কভু না হয় নিরাশ।
যেন বিভু কখন না টলে এ চরণ,
বিশ্বাসে থাকুক মুগ্ধ মোর প্রাণ মন।

18th January.

For little things as well as for great things I would give Thee thanks, O my Benefactor, and magnify Thy name, for unto this vile sinner everything is precious that comes from Thee.

১৮ই জানুয়ারী।

প্রতি ক্ষুদ্র কাজে ওগো নিখিলের পিতা,
তোমারে না কভু ভুলে যাই।
ছোট হোক, বড় হোক, সবেতেই যেন
তব দয়া দেখিবারে পাই।
চির কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হউক এ প্রাণ,
দয়াময় অনাথ শরণ।
দীন হীন পাপী জনে দাও এ সুমতি
স্থির থাক এ চঞ্চল মন।

যা কিছু আসিছে মোর এ সংসার পথে
তুমি প্রভু দিতেছ পাঠায়ে।
তোমারি করুণা তাহা এই মনে করি
থাকি যেন সর্ব্ব পিতা সয়ে।

19th January.

I have found the rock of truth, and my heart rejoices in having seen the God of my salvation.

১৯ জানুয়ারী।

দেখিতে পেয়েছি আমি সত্যের শিখর,
হরষেতে পূর্ণ মোর প্রাণ।
তাহাতেই করিয়াছি জীবন নির্ভর,
আপনারে করিয়াছি দান।
অগতির গতি নাথ অনাথ শরণ
তব ছায়া হৃদয়ে আমার।
তোমারে দেখুক সদা মানস নয়ন
এ প্রার্থনা চরণে তোমার।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

স্বর্ণরেণু।

প্রেমই প্রেমের পুরস্কার।

প্রেমই স্বর্গরাজ্য আনিয়া দেয়।

উন্নতি না হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

শত্রুতার ভয়ানক অস্ত্র সকলও ঈশ্বরের প্রেমস্পর্শে মধুময় হইয়া যায়।

সেবাতেই ভৃত্যের মহত্ত্ব এবং তাহার পক্ষে সেবা করাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

অস্থরের ভালবাসাকে আসিতে দাও, নিমিষের মধ্যে নরকে স্বর্গের উদয় হইবে।

স্বর্গ হইতে যে প্রেম আসে তাহা পৃথিবীর মলিন স্বার্থপর জঘন্য রজ্জুতে বদ্ধ হয় না।

যাহা অস্থায়ী তাহাকে স্থায়ী জ্ঞান করিয়া তাহার উপর যে প্রেম স্থাপন তাহাই অসার।

মনের মধ্যে গঙ্গা, সেই গঙ্গাতে অবগাহন কর, সমুদয় পাপ মলা প্রক্ষালিত হইবে, এবং তোমার প্রাণ আরাম হইবে।

শরীর আত্মার দাস, আত্মা যদি সংসারী হয়, শরীরও সংসারের সুখ সাধনেই নিযুক্ত থাকে।

আমরা মনে করি নদীর উপরিভাগে মুক্তা, কিন্তু তাহা নহে, মুক্তা লাভ করিতে হইলে গভীর জলে নিমগ্ন হইতে হয়।

যে ব্যক্তি সংসারের সুখে মুগ্ধ হয় সে মূর্খ, কিন্তু যিনি সংসারে থাকিয়া সাধন ভজন দ্বারা পরকালের সম্বল করিয়া লন্ তিনি জ্ঞানবান্।

---

২৪ বর্ষ] অগ্রহায়ণ ১৩০৮ [৮ম সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

24th Year. DECEMBER, 1901. No. 8.

সূচী।

কলিকাতা।

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড ; আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

এবং ১২৫ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

চারি

মাসিক পত্রিকা।

২৪ বর্ষ] কলিকাতা অগ্রহায়ণ ১৩০৮ ডিসেম্বর ১৯০১ [৮ম সংখ্যা

স্বাস্থ্য হইতে উদ্ধৃত

গলার বিচি ও গলগণ্ড।

কোন কাজ না থাকিলে সে সময় চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া হাত খানি ঘাড়ের পিছনে (যেখানে চুল শেষ হইয়াছে) রাখ এবং ধীরে ধীরে নীচের দিকে টানিয়া আন। এইরূপ বার বার উপর হইতে নীচের দিকে মলিতে থাক, এইরূপ করিলে গলার গ্রন্থী (Glands) গুলি আরাম পাইবে। গলার বিচি ফুলিবে না, গলগণ্ড বা অন্যবিধ স্ফোটক জন্মিতে পারিবে না। এমন সহজ চিকিৎসা আর কি আছে।

দাঁত মাজা।

দাঁতের অসুখ তো সকলেরই আছে। কাহারও দাঁত নড়ে, কাহারও কন্ কন্ করে, কাহারও দাঁতের গোড়া ফোলে। এ সমস্তই আমাদের নিজেদের দোষে হয়। একটু সাবধান হইলে ইহার বারআনা কষ্টের হাত হইতে আমরা অব্যাহতি পাইতে পারি। দিবসে অন্তত ৪।৫ বার দাঁত মাজিবে আহারের পর ভুক্ত-বিশিষ্ট খাদ্য যাহাতে দাঁতের ফাঁকে লাগিয়া না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। ঐগুলি দাঁতের ফাঁকে রহিয়া তথায় পচিতে থাকে এবং এসিড জন্মাইয়া দাঁতগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। প্রত্যহ ৪।৫ বার করিয়া দাঁত পরিষ্কার করিলে দাঁতগুলি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুভ্র থাকে সেইরূপ দাঁতের অসুখও হয় না। বাজারের নানাবিধ দাঁতের মাজন ব্যবহার করিয়া পয়সা নষ্ট না করিয়া এই সহজ উপায় অবলম্বন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য।

দুর্ব্বল হৃদয়ে অনেক পীড়ার সূত্রপাত হয়। দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিবার অতি সহজ উপায় আছে। যখন কোন কাজ না থাকিবে তখন দৌড়িয়া ছাদের উপর যাও। প্রথম একবার মাত্র যাইবে এবং আস্তে আস্তে যাইবে। পরে দুই বার বা তিন বার অপেক্ষাকৃত একটু

দ্রুত যাইতে হইবে। ক্রমে এই ব্যায়াম অভ্যাস কর। অভ্যাস হইয়া গেলে ৫।৬ বার উপর নীচে করিয়াও হাঁপাইবে না। তখন তোমার হৃদয় ঘোড়ার ন্যায় দৃঢ় ও সবল হইবে।

বাত ধরা।

গা টেপার অনেক উপকার। এক সময় না এক সময় বাত সকলেরই হইবে। কিন্তু গা টেপার অভ্যাস করিলে বাতের অনেক কষ্ট দূর হয়। অসময়ে বাত ধরে না। অনেকের বাত একেবারেই হয় না। এক একদিন এক এক অঙ্গ টেপাইবে। একদিন কোমর, একদিন হাঁটু, একদিন কাঁধ, পর পর এক এক অঙ্গ টেপাইলে বাত ধরিবে না।

চক্ষু দোষ।

চোখের দোষটা বড় সংক্রামক হইয়াছে,—সকলেরই চোখের একটা না একটা দোষ জন্মিয়াছে, কাহারও চোখ ভাল নাই। না থাকিবারই কথা, শরীরের সকল ইন্দ্রিয়ের ন্যায় চোখও বিশ্রাম পাইবার অধিকারী। কিন্তু আমরা চোখের প্রতি বড়ই নিষ্ঠুরতা দেখাইয়া থাকি, কাজে অকাজে সকল সময়ই চোখকে খাটাই একটী বারও বিশ্রাম দিই না। কাজেই খাটিয়া খাটিয়া চোখ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অসময়ে নিজের শক্তি হারায়। অকারণে চোখকে না খাটাইলে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত চোখের জ্যোতি সমান থাকিতে পারে। কোন কাজ নাই তবু কেন এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছ? সে সময় কেন চোখকে একটু বিশ্রাম দাও না, সে সময় কেন চোখ বুজিয়া থাক না? যে সময়ে কোন কাজ না করিবে তখনই চোখ বুজিয়া থাকিয়া চোখকে বিশ্রাম দিবে। বন্ধুর সহিত কথা কহিবার সময়, সঙ্গীত শুনিবার সময়, গাড়ীতে যাইবার সময় চোখ বুজিয়া থাকিবার বাধা কি? বরং লাভই আছে। সুযোগ পাইলে চোখকে বিশ্রাম দেও, চোখ ভাল থাকিবে।

প্রতিদান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সতীশ আবার নূতন আশা উৎসাহ লইয়া জীবনের নূতন পথে প্রবেশ করিল। এই সরল, সুন্দর একটী নূতন জীবনকে আপনার মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতে সে এক নূতন আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। বহু দিনের আকাঙ্খিত জীবনের যে উচ্চতর সিদ্ধি তাহার পক্ষে দুর্লভ হইল ভাবিয়া সে নিরাশ হইতেছিল তাহা যেন আবার সাধনালভ্য বলিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল। অন্ধকার রজনীতে বিদ্যুতালোকের ন্যায় তাহার নূতন জীবনের ছবি চকিতে তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হইত। সতীশ দেখিত যেন সুদূর ভবিষ্যতে বালিকা হৈমবতী রমণীর

মহিমাময়ী শক্তি এবং সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া সকল কার্য্য সাধনে তাহার সহায় এবং সান্ত্বনারূপে জীবন পথে তাহার চিরসঙ্গী। কিন্তু বিধাতার লীলা মানুষ কি বুঝিবে? কে জানে তাঁর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সতীশের হৃদয়ে এই নূতন আশা ও প্রেম অঙ্কুরিত করিয়া, হৈমবতী তাহার সকল অপ্রকাশিত সদ্‌গুণ, অবিকশিত সৌন্দর্য্য লইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেল!

ভুবন বাবু সতীশের স্ত্রী বিয়োগের সংবাদ শুনিয়া তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আবার তাঁহার নিকট থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সতীশকে তাঁহার সে স্নেহের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে হইল। হৈমবতীর মৃত্যুর পর আঘাতের প্রথম তীব্রতার উপশম হইতেই সতীশ আপনার জীবনের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিতে ব্যগ্র হইয়াছিল। তাহার মনে হইল অপরের উপর এরূপ নির্ভর করা তাহার আর উচিত হয় না। আপনার জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া যত দূর সাধ্য জীবনের কার্য্য সাধন করিতে সঙ্কল্প করিয়া শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সে তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিল। ক্ষুদ্র একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া স্বাধীন ভাবে আপনার জীবিকার উপায় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

ইহার পর তিন চার বৎসর কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। সতীশের বিবাহের অল্প দিন পরেই নলিনীও বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরগৃহবাসিনী হইয়াছিল। দুই একবার পিতৃগৃহে আসিবার পর নলিনী দূর পশ্চিম দেশে তাহার স্বামীর কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছিল। সেই প্রকাণ্ড নির্জ্জন অট্টালিকার মধ্যে একাকী বসিয়া বসিয়া একটী পরিচিত কোমল কণ্ঠস্বরের জন্য, একখানি মধুর বালিকা মুখের জন্য যখন তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইত, তখন নলিনীর পিতা কন্যার সুখের কথা স্মরণ করিয়া নিজে সুখী হইতে চেষ্টা করিতেন; এবং প্রার্থনা করিতেন যেন সে নারীর ধর্ম্মে নারীর কর্ত্তব্য পালনে আপনি সুখী হইতে এবং সকলকে সুখী করিতে পারে। প্রথম শ্বশুরগৃহে যাইবার দিন আশৈশব পরিচিত পিতৃগৃহ এবং স্নেহময় জনকের নিকট বিদায় লইবার সময় নলিনী যখন কাঁদিতেছিল, তখন ভুবন বাবু আপনার উথলিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কাঁদিও না মা; আজ তুমি তোমার আপনার সংসারে যাইতেছ। তুমি শৈশবে মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছ; আজ যে পিতা মাতা পাইলে কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা ভক্তি করিয়া তাঁহাদের স্নেহের কন্যা হও; পতিপ্রেমে চিরসুখী হও। আশীর্ব্বাদ করি শ্বশুর গৃহের অচঞ্চলা লক্ষ্মী হইয়া চিরদিন সেইখানেই বাস কর।" কিন্তু স্নেহময় পিতার সকল প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ করিয়া, সাধের সংসার উঠাইয়া দিয়া, দুই বৎসরের শিশু পুত্র ক্রোড়ে বিধবা নলিনী যখন দগ্ধ বক্ষ জুড়াইবার

জন্য পিতার স্নেহক্রোড় ছায়ায় আবার ফিরিয়া আসিল, তখন তাঁহার মনে হইল ইহার অপেক্ষা তিনি চির দিন নলিনীর অদর্শনে সুখী থাকিতে পারিতেন।

ভুবন বাবুর সেই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতার ভিতরে সতীশ তাঁহার স্নেহের অবলম্বন হইয়াছিল। তাঁহার বাড়ীতে আর সে থাকিত না যদিও, তথাপি তাহাদের সে স্নেহ সম্বন্ধের মধ্যে সে কোন দূরত্ব আসিতে দিতে পারিত না। সতীশের ক্ষুদ্র বাড়ীখানি এখন শিশুকণ্ঠের কলকাকলীতে পূর্ণ। তাহার শৈশবের দারিদ্র্য অভাবের স্মৃতি চির দিনই দরিদ্র অনাথ শিশুদের প্রতি তাহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করিত। দরিদ্র ভাইদের কিছু করিবার জন্য শৈশব হইতে তাহার প্রাণে একটা ব্যাকুল আকাঙ্খা জাগিয়াছিল। তাহার সে ইচ্ছা অতি অল্প পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ক্রমে দুই একটী করিয়া অনেক গুলি বালক বালিকা তাহার স্নেহ ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে। অনাথ, পিতৃ মাতৃস্নেহে বঞ্চিত শিশুগুলি সতীশের ভিতরে তাহাদের পিতা মাতা উভয়কেই ফিরিয়া পাইয়াছে; সতীশের গৃহ আজ পূর্ণ, তাহার প্রাণও আজ পূর্ণ!

ভুবন বাবুর বসিবার গৃহে তাঁহার চিরাভ্যস্ত চৌকি খানিতে তিনি নীরবে বসিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে সতীশ আজ নলিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয় জনের সহিত মিলনে যে আনন্দ ভুবন বাবু তাহার আস্বাদ পাইলেন না। কন্যার মুখ দর্শনে সান্ত্বনা না পাইয়া তাঁহার অন্তরে দারুণ বেদনা জাগাইয়া তুলিত। তাঁহার সে হাস্যমুখী আনন্দময়ী বালিকা নলিনীকে বিদায় করিয়া মলিনবেশী বিষণ্ণ-মুখী এ কোন রমণীকে ফিরিয়া পাইলেন!

সতীশ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বহিঃপ্রকৃতির শোভা দেখিতেছিল ও ভাবিতেছিল মানুষের জীবনে এত শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন কেন আসে; তাহাদের অতি প্রিয় এই উদ্যানে এমনি সন্ধ্যার সময় সে ও নলিনী ফুল তুলিবার জন্য ছুটিত; নলিনীর বড় আদরের সেই পুষ্পবৃক্ষগুলি আজও তেমনি সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে ফুটিয়া উঠিয়াছে! উদ্যান প্রান্তে গঙ্গার স্রোত তেমনি বহিয়া যাইতেছে। ঘাটের প্রস্তরময় সোপানের উপর বসিয়া তাহারা দুইজনে কত দিন স্রোতস্বিনীর লীলাময় নৃত্য ভঙ্গিমা দেখিতে বিভোর হইয়া যাইত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি সোপানশিলায় চূর্ণ হইয়া তাহাদের দেহোপরি শীতল জলবিন্দুরাশি ছড়াইয়া দিয়া যাইত, পদতল ধৌত করিয়া সলিল রাশি কলনৃত্যে গাহিয়া চলিত। সকলই তেমনই রহিয়াছে, শুধু সেই আনন্দপূর্ণ সুখের শিশুজীবন দুইটী কোথায় লুকাইল।

সতীশের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। তাহার পশ্চাদ্দিকে মৃদুকণ্ঠে কে বলিতেছে শুনিল "বাবা, আমাকে ডেকেছ?" সতীশ বাতায়ন পার্শ্ব হইতে সরিয়া আসিল। কিন্তু নিরভরণা, শুভ্রবসনা,

বিধবাবেশিনী নলিনীকে দেখিয়া তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নলিনীও সতীশকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া নীরবে মস্তক অবনত করিল। সতীশের সেই এক মধুর উৎসব রজনীর কথা মনে পড়িল। যেদিন রক্তাম্বরের অবগুণ্ঠনে, মণি মুক্তার অলঙ্কারে চন্দনাঙ্কিত ললাটে নলিনীর নববিকশিত সৌন্দর্য্য আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া স্বামীগৃহে যাত্রা করিবার দিন পতিপার্শ্বে নববধূর করুণ মধুর মুখচ্ছবি মনে পড়িল। আর সম্মুখে এই বিষাদানত মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া সতীশের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। নলিনী আনত মুখে নিঃশব্দে রোদন করিতেছিল; সতীশের চক্ষুও অশ্রুহীন ছিল না।

বহুদিনের পর তাহাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ হয়তো এই ভাবেই কাটিয়া যাইত। কিন্তু এমন সময় মধুর কলহাস্যে চারিদিক পূর্ণ করিয়া নলিনীর শিশু পুত্রটী কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিল। শিশুর সরল সুখহাসি আনন্দালোকের নিকটে আমাদের মলিন দুঃখের অন্ধকার ছায়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে "সতীশ মামার" সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়া তাঁহার ক্রোড় অধিকার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট তাহার ক্ষুদ্র জীবনের কত কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল, এবং মাতাকেও তাহার সে গল্পে যোগ দিবার জন্য আব্দার করিয়া তাঁহারও বিষাদ-মলিন মুখে হাসির আলোক ফুটাইয়া তুলিল।

সেদিন শিশু কমলের নিকট বিদায় লওয়া সতীশের পক্ষে নিতান্ত কঠোর কর্ত্তব্য হইয়াছিল, এবং ভুবন বাবু যখন তাহাকে আবার তাঁহার নিকট আসিয়া থাকিবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিলেন, তখন তাঁহার সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইল। কিন্তু তাহার জীবন তো এখন স্বাধীন নয়; যে অনাথ ক্ষুদ্র জীবনগুলি তাহাকে একান্ত বিশ্বাসে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের সে কোথায় ভাসাইয়া দিবে! সতীশ উভয় সঙ্কটে পড়িল। কিন্তু যাঁহার স্নেহ ও দয়ায় তাঁহার জীবনের সমস্ত শিক্ষা ও উন্নতি লাভ হইয়াছে; আপনার জনক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যাঁহার পিতৃস্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছে দুঃখের সময় তাঁহার সে কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহার জীবনের যে কার্য্যে তাহার সমস্ত শান্তি এবং সান্ত্বনা তাহাও সে তাঁহার উপকারের জন্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহাকে এতদূর করিতে হইল না; ভুবন বাবু তাহার বাটীর নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র বাড়ীখানি তাহার জন্য স্থির করিয়া দিলেন এবং সেইখানেই তাহার শিশুদের আনিয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "আজ প্রথম নলিনীকে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে শুনিলাম; অনেক দিনের পর তাহার মুখে হাসি দেখিলাম। তুমি আসিলে বুঝি আবার আমার পূর্ব্বের নলিনীকে ফিরিয়া পাইব।"

(ক্রমশঃ)

আবাহন।

এস সবে এস সাধিবার তরে
ওগো গোটাকত কাজ!
বিধবার আঁখি মুছিবার তরে—
এস—পরিয়া করুণা সাজ।

পুত্র বন্ধুহীনা বঙ্গের বিধবা
মরি মরি আঁখিধার,—
ঢালিছে নিয়ত সুখ প্রীতি ভুলি
করি—বাকহীন হাহাকার।

ভাজেদের তাড়া জা'র মুখ নাড়া
নিয়ত সবার তরে,
যেন তাহাদের সোণার জীবন
হায় এই ধরাপরে,

ভেবেছি আমরা তাদের জীবন—
কেবল পাষাণময়,
জগতের সুখ সাধ আশা প্রীতি—
কিছু তাহাদের নয়।

তাই তাহাদের নয়ন আসার
মুছিবার তরে হায়—
আমরা কেহই করি না যতন
ফিরিয়া চাহিনা তায়।

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া তা সবায়,
দেখাই কত মমতা,
জ্বলুক তাদের বুকের আগুণ
সে তো অতি তুচ্ছ কথা।

আর যে তাদের নয়ন আসার,
সহে না পরাণে মোর,
তাদের ব্যথায় ব্যথিয়া তোমরা
ঢালিবে না আঁখিলোর?

আজি গো দেখিব এস প্রাণপণে
পারি কিম্বা নাহি পারি
মুছিতে তাদের পরাণ পোড়ান
তপত নয়ন বারি।

দেখিব তাদের সুখের ফোয়ারা
লুকান আছে কোথায়
দেখিব সে দ্বার রমণীর বলে
খোলা যায় কি না যায়!

ক্ষুদ্র ব'লে ল'য়ে মৃতসম প্রাণ
বসিয়া রহিলে হায়!
এতগুলি তপ্ত নয়ন আসার
কভু কি মুছান যায়!

ক্ষুদ্র ব'লে মিছা কেন বা আতঙ্ক
ক্ষুদ্র মধুমক্ষী দল,
ভেবে দেখ তারা একতা বন্ধনে
লভয়ে কতই বল।

তাদের ভাণ্ডারে অসীম উদ্যমে
সঞ্চয়ে কতই মধু,
ক্ষুদ্র ব'লে তারা থাকে কি বসিয়া
অলসে নীরবে শুধু!

আমরা তেমনি একতা মালিকা—
পরি' আয় যত বোন!
বোনেদের ব্যথা মুছিবার তরে
করিব জীবন পণ!

কোথায় জলন্ত কৌলিন্য দহনে
দহিতেছে সুকুমারী—
এস সবে দেখি সে বহ্নি নিবাতে
মোরা পারি কি না পারি!

ধরম সঞ্চয় করিবার তরে
আমরা ঘুরিয়া মরি,
বল্লালী অনলে বালা অর্ঘ্য দানে
না জানি কি ধর্ম্ম করি!

এ ধর্ম্ম আচরি বল গো পণ্ডিত,
হবে কতখানি ফল?
কত ফল হবে বৈধব্য দহনে
দহিয়া বালিকা দল!

আপনার স্বার্থ অক্ষত রাখিতে,
হায় বধিবে রমণী!
অথচ বাসনা উদার দয়াল
সবে, বলুক ধরণী।

থাক থাক থাক তোমরা সবাই
লইয়া আপন মান,
সাধিব না আর তোমাদের পায়
করিবারে আত্মদান।

দেশহিতে আজি সমগ্র রমণী—
দিব আত্ম-সমর্পণ
ভেব না নারীরে "অবলা দুর্ব্বলা
ক্ষুদ্রাদপী সে জীবন।"

শক্তি অংশে নারী লভেছে জনম
নহে কভু প্রাণ হীন,
উচ্ছসি উঠিলে তাদের হৃদয়
ঘুচে যাবে এ দুর্দ্দিন।

বিশ্বপ্রীতি হ'য়ে আমরা সবাই
ঢালিয়া স্নেহের ধারা,
নয়নের জল মুছিব তাদের
নিয়ত কাঁদিছে যারা।

এ মহা সাধনা সাধিবার তরে
আয় ছুটে যত বোন!
প্রীতির লহরী বিশ্বে প্রবাহিতে
আয় করি আবাহন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী

এমিলিয়া।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরদিন অতি প্রত্যূষে এমিলিয়ার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল যে এক সুন্দর সুসজ্জিত মর্ম্মরনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠে সুন্দর ক্ষুদ্র শয্যায় শায়িত। পালঙ্কের নিকটে একটী ক্ষুদ্র আবলুস কাষ্ঠের টেবিলের উপর এক বহুমূল্য পাত্রে প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল, এবং তাহার পার্শ্বে একজন যুবতী দাসী পাত্রে আহার লইয়া দণ্ডায়মান। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

"আমার নাম ক্লরিস. (Chloris) আমি দাসী। তোমার ভগিনীগণ মন্দিরে গিয়াছেন, তুমিও সেখানে যাইবে।" এমিলিয়ার সমুদয় মনে পড়িল। নীরবে দাসীর সাহায্যে স্নানাহার করিল। তখন বালিকার গম্ভীর বিষণ্ণ বদনের দিকে চাহিয়া, তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া ক্লরিস্ স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল, "এখন চল, পুরোহিত ফাইলাস্ (Phylas) তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

"ক্লরিস্, তুমি ঠিক পিতার ন্যায় মাথায় হাত বুলাইতেছ কেন?"

"আমার একটা কথা মনে পড়িল, তোমার এই কেশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে,—ইহা নিয়ম।"

সজল নয়নে করুণস্বরে, এমিলিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে যে বাবা এলে আমাকে চিনিতে পারিবেন না।"

"না আবার তত দিনে লম্বা হইবে, ইহা কেবল একবার করিতে হয়।"

ক্লারিস্ বালিকাকে তখন দীক্ষার মন্দিরে লইয়া গেল। অবিলম্বে অনুষ্ঠান কার্য্য সম্পন্ন হইল। এমিলিয়ার সুন্দর কেশ কাটিয়া ফেলা হইল। একখানা শুভ্র বিলম্বিত বস্ত্র পরিধান করিল। তাহার পর বৃদ্ধ ফাইলাস্ বালিকার ক্ষুদ্র হস্ত ধারণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এখন বৎস, তুমি ভেষ্টা দেবীর হইলে, পিতার আশ্রয় হইতে তাঁহার আশ্রয়ে প্রবেশ করিলে। দেখো তোমার কার্য্য সুসম্পন্ন করিও। প্রথমে তোমার নিয়মিত কার্য্য অতি সহজ হইবে, কিন্তু তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল ভালরূপে দেখিও এবং মনে রাখিও। তাহাদের হস্তে ও তোমার হস্তে স্বর্গীয় অগ্নি দেখিবার ভার রহিল। এই অগ্নি বহু শতাব্দী অবধি চির প্রজ্বলিত রহিয়াছে, কাহারও অবহেলায় বা অসাবধানতায় যদি ইহা নিভিয়া যায়, তাহা হইলে অপরাধীর শাস্তি ভয়ানক হইবে।"

এমিলিয়া মনোযোগ দিয়া এই উপদেশ বাক্য শুনিল কিন্তু কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। ইহার পর প্রধান মন্দিরে গেল। দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া এমিলিয়া দেখিল চারি জন অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী। তাহারা আসিয়া তাহাকে সাদরে অভ্যন্তরে লইয়া গেল। সকলের জ্যেষ্ঠা মার্সেলা বালিকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া চুম্বন করিয়া তাহার সহিত নানা বিষয় আলাপ করিতে লাগিল। ইহাদের মিষ্ট ভাষায়, সরল স্নেহপূর্ণ আননে এমিলিয়া পিতার শোক ভুলিয়া গেল। বেলা শেষ হইয়া আসিল তখন মার্সেলা বলিল, "চল আমরা এখন একটু বেড়াইয়া আসিব।" তখন রোমীয় বাহকগণ সুসজ্জিত সুন্দর মুক্ত শিবিকায় পাঁচজন ভেষ্টেল্ কুমারীগণকে লইয়া রোমের রাজ পথে বাহির হইল। শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকগণ তাহাদের দর্শনে অস্ত্র নত করিয়া তাহাদের পথ দিল। বীর সেনাপতি, রাজকর্ম্মচারিগণ, অবনত মস্তকে পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদের পথ দিল। তাহাদের আগমনে জনসাধারণের কোলাহল মুহূর্ত্ত মধ্যে নিস্তব্ধ হইল। নীরবে শ্রদ্ধা ভক্তিভাবে পাপাচারী বিলাসী রোমীয়গণ, পবিত্রতার মূর্ত্তি ভেষ্টেল্ কুমারীগণকে সম্মান করিল।

রোম নগরের বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এমিলিয়ার হৃদয় কৌতুহল ও আনন্দপূর্ণ হইল।

এইরূপে নূতন কার্য্যে নূতন স্থানে বালিকার দিন কাটিতে লাগিল। কালের শান্তিময় কোলে বালিকা এমিলিয়া ক্রমে পিতাকে ভুলিয়া গেল। দশ বৎসর ঘোরতর যুদ্ধের পর সংবাদ আসিল

যে সেনাপতি কেয়াস এমিলিয়াস যুদ্ধে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখন পিতার স্মৃতি বহুদিনের অস্পষ্ট অন্ধকারময় স্বপ্নের ন্যায় বালিকার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল।

প্রত্যহ মন্দির ধৌত করা, স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখা, এই নিয়মিত কার্য্যগুলি অবিলম্বে শিখিল। এইরূপ সুখে শান্তিতে এমিলিয়ার পবিত্র বালিকা-জীবন কাটিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। তখন সম্রাট নিরো (Nero) রোমের সিংহাসনে আসীন এবং সেই সময় খৃষ্টীয়গণের উপর অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার চলিত। এমিলিয়া সর্ব্বদা ক্লরিসের নিকট ইহাদের কথা শুনিত।

একদিন ক্লরিস্ এমিলিয়াকে আসিয়া বলিল, "আমি আজ খৃষ্টীয়গণের এক গোপনীয় সভায় উপস্থিত ছিলাম।"

এমিলিয়া চমকিয়া ভীতস্বরে বলিল, "কিরূপে গেলে, কোথায় দেখিলে ?"

"আমি কাল সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। হঠাৎ রাস্তার নির্জ্জন এক স্থানে গিয়া পড়িলাম, এবং দেখিলাম, গাছের তলায় গোপনে তাহারা একত্রিত হইয়াছে, সেখানে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক ছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ধনী রোমীয় মহীলাদিগকেও দেখিলাম। একজন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া উপদেশ বাক্য বলিল। তাহাও গোপনে দাঁড়াইয়া শুনিলাম।"

"সেই বৃদ্ধ কি বলিতেছিল ?"

সে বলিল যে খৃষ্ট তাহাদের গুরু। তিনি তাহাদের জন্য বহু যন্ত্রণা সহিয়া প্রাণ দিয়াছেন। তাহাদেরও তাঁহার জন্য দুঃখ সহ্য করিতে শিখিতে হইবে। আর মৃত্যু অনন্ত নিদ্রা নয়। কিন্তু মৃত্যু পবিত্র উচ্চ সুখের নবজীবনের দ্বার মাত্র। লোকে বলে ইহারা দুষ্ট আমাদের সম্রাটের প্রাণবধ করিতে চায়। নিজ সন্তানগণকে নিজ হস্তে মারিয়া তাহাদের রক্ত খায়। শুনিয়াছি তাহারা আমাদের দেব দেবীকে মিথ্যা বলে। কেবল খৃষ্টই তাহাদের এক মাত্র ঈশ্বর। নিরো আদেশ করিয়াছেন যে সমুদয় খৃষ্টীয়গণকে ধৃত করিয়া স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে পর্য্যন্ত এরিনাতে হিংস্র পশুগণের নিকট ফেলিয়া দেওয়া হইবে। ইহারা যাহাই বিশ্বাস করুক না কেন, লোকে যাহাই বলুক না কেন, আমার বিশ্বাস ইহারা নিরীহ ধার্ম্মিক। দেখিলাম সকলেরই মুখে এক শান্তিময় সুখের ভাব।

ক্লরিস্ দাসী ছিল কিন্তু এই দুই জনের মধ্যে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসা ছিল। সে দিন সন্ধ্যার আহারের পর মার্সেলা বলিলেন, "কাল আমরা এরিনার তামাসা দেখিতে যাইব। এমিলিয়া তুমি তো পূর্ব্বে কখনও যাও নাই, এখন বড় হইয়াছ, কাল তুমিও যাইবে। শুনিতেছি একজন প্রধান বলবান্ সুন্দর খৃষ্টীয় যুবক ধৃত হইয়াছে এবং এরিনাতে তাহার সহিত একটা নুবিয়ান্ (Nubian) সিংহের যুদ্ধ হইবে। এই খৃষ্টীয়গণ আমাদের ধর্ম্মের শত্রু, আমাদের মাঝে মাঝে যাওয়া উচিত।"

রোমীয় জাতির শৈশব হইতে নানারূপ নিষ্ঠুর ক্রীড়া আমোদের অভ্যাস ছিল। রোমীয় বালিকা এমিলিয়া কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে এই নূতন দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তখনও জগদ্বিখ্যাত কলিসিয়ম্ (Coliseum) প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু নিরো এক প্রকাণ্ড ক্রীড়াগার নির্ম্মিত করিয়া তাহার মধ্যস্থানে সুবিস্তৃত বৃত্তাকার প্রাঙ্গন, এবং ইহারই চতুর্দ্দিকে দর্শকদিগের বসিবার স্তরের উপর স্তর গ্যালারী প্রস্তুত করিয়াছিল। পর দিন যথা সময়ে সমুদয় বসিবার স্থান অবিলম্বে পূর্ণ হইয়া গেল কেবল সম্রাট ও ভেষ্টেল কুমারীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনগুলি শূন্য ছিল। সহসা একটা গোল উঠিল, ভেষ্টেল কুমারীগণকে বাহকগণ ধীরে ধীরে তাহাদের আসনে লইয়া গেল। তাহাদের প্রবেশ মাত্র সেই প্রকাণ্ড মনুষ্য মণ্ডলী এক সঙ্গে তাহাদের সম্মানার্থে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছয় জন কুমারার মধ্যে পাঁচ জন আসিয়াছিল, একজন মন্দিরে অগ্নি রক্ষা করিতেছিল। ক্ষণকাল পরে আবার দর্শক মণ্ডলী উঠিয়া দাঁড়াইল। নিরো প্রবেশ করিয়া তাঁহার আসনে বসিলেন। তাহার পর আমোদ আরম্ভ হইল। মনুষ্যশোনিতে প্রাঙ্গন রঞ্জিত হইল। মনুষ্যের যন্ত্রণাজনক কাতর ধ্বনিতে, ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র পশুগণের ভয়ঙ্কর চীৎকারেও পশু অপেক্ষা অধম দর্শকগণের পৈশাচিক আনন্দ রোলে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এমিলিয়া চক্ষু বুজিয়া অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় তাহার আসনে ঠেস্ দিয়া রহিল। তাহার কোমল প্রাণে আর সহ্য হইতেছিল না। সহসা মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে "ন্যাজারিন্" (Nazarene) ধ্বনি উঠিল। এমিলিয়ার চমক ভাঙ্গিল, চক্ষু খুলিয়া দেখিল প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে একজন সুন্দর বীরাকৃতি, সুগঠিত যুবক। পুনরায় দর্শক মণ্ডলী ঘৃণা ও আনন্দ মিশ্রিত শব্দ করিল। মুহূর্ত্তের জন্য যেন যুবক থমকিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ় পদে ধীরে ধীরে নিরোর আসনের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। এমন সময় এক প্রকাণ্ড ক্ষুধার্ত্ত সিংহ মুক্ত হইয়া এক লম্ফে এরিনার মধ্যস্থানে আসিয়া পড়িল। যুবক অমনি সিংহের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার হস্তস্থিত ক্ষুদ্র তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিল। এমিলিয়া দেখিল তাহার সুন্দর বদনে শান্ত ও গম্ভীরভাব এবং চক্ষুতে সাহসের জ্যোতি জ্বলিতেছে। সিংহও এ অটল অচল মূর্ত্তি দেখিয়া যেন থমকিয়া গেল, যুবককে আক্রমণ না করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। দর্শকগণ বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিল কিন্তু অস্থির হইয়া সিংহকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত পুনরায়, চীৎকার করিতে লাগিল। সহসা এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। রোমীয়গণ দেখিল যে ভেষ্টেল কুমারীগণের সর্ব্বোচ্চ স্থানে, শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা এক বালিকা মূর্ত্তি হস্তোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান।

সকলে তৎক্ষণাৎ বুঝিল যে একজন ভেষ্টেল কুমারী তাহার প্রাপ্ত ক্ষমতা চালনা করিয়া যুবকের প্রাণদানের আদেশ করিতেছে। ক্ষণকাল এইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া এমিলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভেষ্টেল কুমারীর আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সহসা এই অভাবনীয় ঘটনায় একটা গভীর নিস্তব্ধতা পড়িয়া গেল, এবং বহু কষ্টে সিংহকে পুনরায় কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। যাহার মৃত্যুর জন্য সহস্র সহস্র রোমীয় অস্থির হইয়াছিল, পর মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য উৎসাহে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল! রোমীয়গণ নিষ্ঠুর ক্রীড়া অত্যন্ত ভাল বাসিত কিন্তু নূতনত্ব অধিকতর ভাল বাসিত।

নিরো তাঁহার এই নূতন আমোদে বিঘ্ন পাইয়া ক্রোধে ও অনিচ্ছায় আদেশ করিলেন যে যুবক মুক্তি পাইবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রোমরাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইবে। একটী ক্ষুদ্র বালিকার কি ক্ষমতা?

এই ঘটনার তিন বৎসর পরে যখন সম্রাট নিরো রোম নগরীতে আগুন লাগাইয়া বেহালা বাজাইয়া আনন্দে কৌতুক দেখিতেছিল তখন প্রজ্জ্বলিত ভেষ্টা দেবীর মন্দির হইতে পাঁচ জন কুমারী বাহিরে ছুটিয়া পলাইল। এমিলিয়ার হৃদয়ের বিশ্বাস অটল। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মন্দিরে দেবীর চিরপ্রজ্জ্বলিত অগ্নি রক্ষা করিতেছিল। সহসা ধূম ও বাতাসে তাহা নিভিয়া গেল। ভেষ্টা দেবী এমিলিয়ার প্রার্থনা শুনিলেন না, রোম ও রোমীয়গণকে ও তাঁহার মন্দির রক্ষা করিলেন না। তখন এমিলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ক্লরিসের সহিত বহির্গত হইয়া দেখিল যে তিন বৎসর পূর্ব্বে এরিনাতে মৃত্যুমুখ হইতে যাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল সেই যুবক শিবিকা লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সেই রাত্রে ক্লরিস্, এমিলিয়া ও খৃষ্টীয় যুবক জন্মের মত রোম নগর ত্যাগ করিয়া নিরাপদে সিসোনিয়াসে (Cesonius) চলিয়া গেল।

শ্রীস্নেহলতা সেন।

সমাপ্তঃ।

প্রার্থনা।

ওহে দয়াময়, ডাকি এ সময়,
এস হে দয়াল হরি;
না দেখে তোমায়, বুঝি প্রাণ যায়,
দাও শ্রীচরণ তরি।
পাপের যাতনা, আর যে সহে না,
কেমনে হইব পার;
ভবের কাণ্ডারী, দাও পদতরী,
তুমি ভবকর্ণধার।
তার নিজ গুণে, এ পাতকী জনে,
ওহে হরি দয়াময়;
তোমার করুণা, কভু ভুলিব না,
তুমি যে করুণাময়।
জেনেছি এবার, তুমি বিনা আর,
কেহ নাই ভব মাঝে;

তোমারে ভুলিয়ে, আছি অন্ধ হয়ে,
বিষয়ের বিষ মাঝে।
কত অপরাধ, করি বার বার,
তোমার অভয় পদে ;
নিজ গুণে হরি, দিয়ে পদতরী,
বাঁচাও ঘোর বিপদে।
কত দয়া মাতঃ, কর দিন রাত,
এ পাতকী দীন জনে ;
বলিব কি আর, তুমি দয়াৎসার,
এই যেন জানি মনে।
দাও প্রেমালোক, কর হে আলোক,
আঁধার হৃদয় মোর ;
হেরিয়ে নয়নে, তব প্রেমাননে,
দূরে যাবে পাপ ঘোর।
হৃদয় দর্পণে, হেরি তোমা ধনে,
এই মম নিবেদন ;
অকিঞ্চন জনে, প্রেমসুধা দানে,
কর ক্ষুধা নিবারণ।
এই আশীর্ব্বাদ, কর দীননাথ,
তব শ্রীচরণে ধরি ;
চরণ ছায়ায়, রাখ হে আমায়,
কাতরে মিনতি করি।
নাথ তব ঠাঁই, এই ভিক্ষা চাই,
থাকে যেন পদে মতি ;
প্রেম ভক্তি ভরে, বিনীত অন্তরে,
করি চরণে প্রণতি।

হিমালয় দর্শন।

দেখিতে দেখিতে কত অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। স্থানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন, মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। এই ছিলাম এক স্থানে আবার আসিলাম আর এক স্থানে। ছিলাম উচ্চ পবিত্র গম্ভীর হিমালয় শিখরে, আসিলাম নীচে সংসারে কোলাহলপূর্ণ স্থানে। কোলাহল কিসের? সংসারের। যে দেশে ছিলাম সে দেশে সবই উচ্চ, উচ্চ পর্ব্বতে উচ্চ ভাবের উদয় হয়, পুণ্যময় স্থানে পুণ্যময়ের লীলা স্মরণ হয়।

সন্ধ্যার সময় জানালার সম্মুখে বসিয়া দেখিতাম অনন্ত হিমাণিবক্ষে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া এক অপরূপ দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। হিমাচল সুবর্ণ কীরিট মস্তকোপরি ধারণ করিয়া সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া ভগবানের স্তবে নিমগ্ন হইয়াছেন। আর জগদ্বাসীদিগকে ডাকিতেছেন। মরি কি মধুর দৃশ্য! বিশ্বরাজ আমাদের নিমিত্ত কত মনোরম দৃশ্য দেখিবার তরে প্রকাশ করিয়াছেন। মাতা যেমন বৎসরে বৎসরে সন্তানকে নূতন ফল খাওয়ান। তেমনই আমাদের জগত-জননী সংসার তাপে তাপিত আত্মাকে বৎসরে বৎসরে আহ্বান করিয়া পর্ব্বতের শীতল সুস্নিগ্ধ স্থানে লইয়া গিয়া তাঁর বিচিত্র লীলা দেখাইয়া কত সুখ আরাম দেন। তবে কেন তাঁকে ভুলি? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রত্যেক কার্য্যে তাঁর বিশেষ কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে জানিয়া বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়া থাকি। যেখানে থাকি সকল অবস্থায় সকল স্থানে সমভাবে থাকিতে চেষ্টা করি। নীচে আসিয়া

নীচ চিন্তাকে পরিহার করি। আবার সেই অজানিত রাজ্যের দিকে যাইবার জন্য আকাঙ্খিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিয়া আছি, তাঁর মধুর আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কবে আমার মন উচ্চ হইতে উচ্চে যাইবে, কবে "মিশে নদী জলধিতে হবে একাকার।"

কেহ কি চাহে না ?

(১)

আঁধার সংসার মাঝারে
কে আছে আপন বলিবার ?
যাহারে কহি বিষাদ আমার
ঘুচাই মোর হৃদয়-ভার।

(২)

এ ধরার সকলে মিলিয়া
হইয়াছে বিপক্ষে আমার,
সংসার-মরুতে কেহ নাহি
মোর, বলিবার আপনার ?

(৩)

সংসারের ভালবাসা কি গো,
মায়াময় কুহেলিকা প্রায় ?
তাই বুঝি সকলে মিলিয়া
পদতলে দ'লে চ'লে যায় ?

(৪)

যায় যাক্ ; চাহি না গো আমি
হেথাকার শুষ্ক ভালবাসা ;
পৃথিবীর ভালবাসা শুধু
ঢেলে দেয় হৃদয়ে নিরাশা।

কুমারী মধুস্রবা চট্টোপাধ্যায়।

ভগিনী সুসার।

সুন্দর সুরভিপূর্ণ প্রফুল্ল কুসুম বিশুষ্ক ও বাহ্য সৌন্দর্য্য শূন্য হইলেও সুরভি বিস্তার করিতে থাকে। পাঠিকা ভগ্নি-গণ বিগত ১লা সেপ্টেম্বর আমাদিগের মধ্য হইতে যে সুন্দর ভগ্নী-কুসুম চলিয়া গিয়াছেন আজ কি তাঁহার তিরোধান বার্ত্তা শ্রবণে আপনাদের কোমল হৃদয় উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইবে ? আমা-দিগের বাঁকিপুরস্থ অঘোর পরিবারের আদর্শ ভগিনী সুসার-বাসিনী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে চিরশান্তিময়ী আনন্দ-ময়ী জননীর আনন্দপূর্ণ ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন সে বার্ত্তা কি তোমাদের কোমল প্রাণকে ব্যথিত করিবে ? যিনি জীবন লইয়া ভগিনীদিগের মধ্যে জীবন প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন—যিনি পরীক্ষার বোঝা বহন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইয়া ক্ষুদ্র বিধান পরিবারে জীবনের সুরভি বিস্তার করিতে আসিয়াছিলেন আজ কি তোমরা তাঁহাকে আরও জীবন্ত ভাবে দর্শন করিবে না ? কুসুম শুষ্ক হইয়া বীজ ও বৃক্ষে পরিণত হইল এক বীজ হইতে শত বীজ ও শত বৃক্ষ উদ্ভবের যে সূচনা হইবে আমরা কি আজ সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিবার অবসর প্রাপ্ত হইলাম না ? ভগিনী সুসারের অসার দেহ অদৃশ্য হই-য়াছে, কিন্তু সেই লুক্কায়িত আকর হইতে উজ্জ্বল হীরকের আবির্ভাব হইল আজ আমরা সকলেই তাহা দর্শন করি।

পরীক্ষার ভিতরে জীবনের গঠন—পরীক্ষার ভিতরে ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মনিষ্ঠা—পরীক্ষার ভিতরে চিত্তের শান্তি ও সমাধি—পরীক্ষার ভিতরে কর্ত্তব্যের যোগ এ সমুদয়ের উচ্চ আদর্শ এই ভগিনী-জীবনে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল জানি না আমাদিগের মধ্যে এরূপ তুলনা আর কাহারও জীবনে সম্ভব হইয়াছে কি না? অনলের ভিতর হইতে যদি সুন্দর কুসুম তরুর উদ্ভব সম্ভব হয় তবে তাহা এই ভগিনী জীবনে প্রকাশিত হইয়াছে। পরীক্ষা ইতিহাস লিখিয়া আজ শ্রদ্ধেয়া ভগ্নীদিগের কেবল প্রাণকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাই না তবে সাহসের সহিত বলিতে পারি যে পরীক্ষার ভিতরে এরূপ জীবনের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। ভগিনী সুসারের স্বর্গগতা জননী দেবী অঘোর-কামিনীর উচ্চ জীবনের কথা ভগ্নিগণের নিকট অবিদিত নাই সেই উর্ব্বরা মাতৃ জীবন হইতেই এই জীবন-বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেবা, ব্রহ্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মযোগ প্রভৃতি স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত হইয়া ইনি এ সমুদয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নশ্বর দেহ পরিহার পূর্ব্বক অবিনশ্বর রাজ্যে অমরাত্মাগণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার জীবন আমাদিগের মধ্যে আরও বর্দ্ধিত ও আরও উজ্জ্বল হউক।

শ্রীমতী সুঃ—

প্রভাত সময়।

যাঁহার কৃপায় হল শুভ সুপ্রভাত,
তাহার চরণে মন কর প্রণিপাত।
জাগিছে যাঁহার প্রেম দিবা বিভাবরী,
দিবসে তাঁহার কার্য্য কর প্রাণভরি।
সুন্দর পাখীরা ধ'রে সুমধুর তান,
প্রভাত সময় তারা করিতেছে গান।
এ সময় মন কেন হয়ে অচেতন,
আলস্য নিদ্রায় আছ করিয়ে শয়ন।
দয়াময় পিতা যিনি দেন শুভ দিন,
তাঁহার শ্রীপদে চিত্ত রাখ অনুদিন।
পূর্ব্বদিকে কি সুন্দর প্রকৃতির শোভা,
উদিত হইল এবে প্রিয় সূর্য্য আভা।
হাসিল প্রকৃতি সতী দেখিয়া তাহারে,
পিতার করুণা প্রেম ভাবিয়ে অন্তরে।
উঠ উঠ ওরে মন হও সচেতন,
তাঁহার প্রেম সাগরে হও নিমগন।
যতনে গাঁথিয়ে এনে ভক্তি ফুলহার,
প্রেম ভরে তাঁর পদে দাও উপহার।

আধ্যাত্মিক উন্নতি।

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সকলেরই বিশেষ প্রয়োজন। এখন ইহা সাধন করা অতি কষ্টের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বাহ্যিক মায়ায় এতই মন মত্ত হইয়াছে যে আধ্যাত্মিক রাজ্য আছে তাহাও অনেকে ভুলিয়া যান। সেই পরকালে শিশু-আত্মা পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিত। এখন পৃথিবীতে আসিয়া সে আত্মা এতই পাপে

কলঙ্কিত হইয়াছে যে তাহাকে এখন আধ্যাত্মিক রাজ্যে গমন করিতে হইলে বিশেষ সাধনের আবশ্যক। যাঁহার নিকট হইতে এসেছি যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁহাতে আমরা জীবিত তাঁহাকে ডাকিব তাঁহাকে দেখিব তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিব ইহা কি আশ্চর্য্য? তাঁহাকে ভুলিয়া তাঁহার নিয়ম পালন না করাই আশ্চর্য্য।

জন্মদায়িনী মাতার পানে শিশুর প্রাণ সহজেই চাহিবে তাহাতে কি কোন অস্বভাবিকতা থাকিতে পারে? যদি শিশু মাতাকে না চেনে তবেই তাহা অস্বাভাবিক হইল। "কেন শিশু মাতাকে চিনিবে?" এ প্রশ্ন কেহ করিতে পারে না, উহা স্বভাবদত্ত। স্বভাবই তাহাকে তাহার মাতার স্নেহে বদ্ধ রাখে। আমাদের সহজ জ্ঞান প্রকৃত স্বভাব জন্মদাতার অধীন, সহজেই তাঁহার দিকে জীবন নদী ধাইবে, কিন্তু আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা জীবনকে ঠিক বিপরীত পথে লইয়া যাইতেছি। এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে এখন প্রকৃত পথে ফিরিতে হইলে বিশেষ সাধনের প্রয়োজন। ভগবান আমাদের যে পবিত্র বেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে পৃথিবীর ধূলি পাপ মোহে এতই কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছি এখন আর পুণ্যনীর ব্যতীত সে মলিনতা দূর হইবে না। যেমন আমাদের শরীর পরিপুষ্ট করিবার জন্য বিশেষ যত্ন প্রয়োজন, সেইরূপ আত্মারও যত্ন বিশেষ প্রয়োজন। যেমন প্রত্যহ আহার শরীরের পক্ষে প্রয়োজন, সেইরূপ আত্মারও আহার প্রয়োজন। প্রত্যহ উপাসনা দ্বারা আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে। আমাদের আত্মাগুলি সেই হরিপ্রেম তৃষ্ণায় আকুল আমরা কেন তাহাকে সংসারের বিষ পান করাই? তাহাতে সে কখনই পরিতৃপ্ত হইবে না। যে দিকে জীবন নদী ধাইছে, সে দিকে তাহাকে ধাইতে দিই আর যেন স্বভাবের প্রতিকূল দিকে যাইতে না দিই, তাহা হইলে শেষে অনায়াসে সেই চরণ ঘাটে পৌঁছিতে পারিব।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উপলক্ষে রচিত।

শুভদিনে শুভক্ষণে, মিলিয়া ভগিনীগণে,
ভাইফোঁটা দিই আজ ভায়ের কপালে;
কৃতাঞ্জলী হয়ে সবে, শুভাশীষ যাচি এবে,
দয়াময় দেবতার শ্রীচরণ তলে।

পরিচারিকা

দেবী অঘোর কামিনী, সতী সুসার বাসিনী,
তাঁদের স্থাপিত এই শুভ অনুষ্ঠানে ;
সেই অমরাত্মা সনে, মিলে সব ভগ্নিগণে,
ভাইফোঁটা দিব বলে এসেছি এখানে।

পরম দেবতা হরি, নিজগুণে দয়া করি,
প্রকাশিত হোন্ আজ মোদের হৃদয়ে ;
সেই মহাপ্রেম স্রোতে, ধন্য হই আজি সবে,
ভাইদের সনে প্রীতি-ভক্তি-হার দিয়ে।

সকলের প্রাণাধার, যিনি সত্য সারাৎসার,
দয়াময় পিতা সেই মঙ্গল আলয় ;
অনন্ত জীবন পথে, লয়ে যান যিনি সাথে,
জীবন কৃপায় তাঁর হোক্ মধুময়।

হরি পদ লক্ষ্য করি, ভক্তগণে হৃদে ধরি,
প্রেম পুণ্য যোগ ভক্তি করিয়া সাধন ;
গান করি অবিরাম, সুধামাখা হরিনাম,
বিধান পতির জয় হোক্ অনুক্ষণ।

স্বর্গ হ'তে দেবগণ, আর যত সাধ্বীগণ,
করুন আশীষ আজ সব ভ্রাতৃগণে ;
আমরাও সর্ব্ব জনে, মিলিয়া তাঁদের সনে,
যাচি শুভাশীষ তাঁর মঙ্গল চরণে।

শ্রীমতী সুঃ-

পরিত্যক্তা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংলণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী একটি গ্রামে কোন এক ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার ধন-সম্পত্তির অভাব ছিল না। অতুল ঐশ্বর্য্যে তাঁহার সংসার পূর্ণ। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর কারুকার্য্যখচিত গৃহ নানা প্রকার সুন্দর দ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত। কিন্তু এত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও গৃহস্বামীর মুখ বিষণ্ণ কেন? কি একটি অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন সদাই তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে; নীরবে চক্ষের কাতর দৃষ্টির ভিতর দিয়া যেন সেই অব্যক্ত কষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। যে সংসারে এত সুখ সচ্ছন্দতা সে গৃহে কি কখনও দুঃখ কষ্ট প্রবেশ করিতে পারে? সহজেই এই প্রশ্ন মনে হয়। কিন্তু শোক তাপের হস্ত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। সে রাজাই হউক, আর দরিদ্রই হউক, মৃত্যুর নিষ্ঠুর হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। তাই এমন আনন্দময় গৃহও শোকে অন্ধকার; আজ কয়েক দিবস হইল এই গৃহের গৃহলক্ষ্মী একমাত্র পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র সন্তান রাখিয়া স্বামীর হৃদয় চির-অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। চির-প্রিয়তমা সতী সাধ্বী স্ত্রী হারাইয়া স্বামী একেবারে শোকে অস্থির হইয়া পড়িলেন। সমুদয় সংসার অরণ্য তুল্য বোধ হইতে লাগিল। জীবন ভারবহ হইয়া উঠিল। সেই সুন্দরী লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি বিনা গৃহ যেন শ্মশান তুল্য বোধ হইতে লাগিল। এ মহাশোকের অন্ধকারে কোথাও সুখ শান্তি নাই, হৃদয় যেন চির-নিরাশার আঁধারে আবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় কে ধীরে ধীরে আসিয়া সেই ভগ্ন হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিল? কাহার ক্ষুদ্র হাত দুখানি সেই শোকভরাক্রান্ত হৃদয় হইতে শোকের কালিমা কিঞ্চিৎ পরিমাণে মুছাইয়া দিল? কাহার মুখ ছবি সেই বিষাদের দৃষ্টি মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই ম্লান মুখে হাসির রেখা ফুটাইল? যে পতিব্রতা স্ত্রীর বিরহ শোকে তাঁহার প্রাণ জ্বলিতেছিল তাহারই চিহ্ন সেই পঞ্চম বৎসরের শিশু আসিয়া কি মোহিনী মায়ায় পিতার দগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি সিঞ্চন করিল। ক্ষুদ্র শিশুর সরল মধুমাখা মুখখানিতে তাহার মাতার মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন, যেন সে তাহার মাতার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে। শিশু সন্তানের কোমল স্নেহের মত প্রাণ জুড়াইবার স্থান আর কোথায় আছে? এই শিশুর আধ আধ অস্ফুট কথায় পিতার প্রাণ আবার সংসারে ফিরিল। যে সংসার শ্মশান তুল্য বোধ হইতেছিল সেই শুষ্ক মরুভূমি মাঝে শিশুরূপ একটি ক্ষুদ্র সুকুমার কলিকা ফুটিয়া আশার আলোক বিকাশ করিল। এই শিশু পুত্রকে লইয়া পিতা পুনঃ গৃহবাসী হই-

গেল। সংসারে এই শিশুই তাঁর একমাত্র অবলম্বন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৎসর কাহারও জন্য প্রতীক্ষা করে না, সংসারের অনন্ত জীবন স্রোতে কত জীবন ভাসিল আবার কত জীবন অনন্তের ক্রোড়ে বিলীন হইল। যে গৃহের কথা লিখিতেছিলাম, সে গৃহের গৃহস্বামী আজ চির-নিদ্রায় নিদ্রিত; পুত্রের হৃদয়ে শোকের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া পিতা কোন্ অজানিত দেশে পলাইয়া গেলেন? যে পুত্রকে এক দণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, সেই প্রাণের প্রিয়তম সন্তানকে চিরদিনের জন্য চোখের অন্তরাল করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? যে পুত্রস্নেহ একদিন তাঁহাকে বিষম শোকের কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিল, যে বিরাগী আত্মাকে স্নেহডোরে বাঁধিয়া পুনঃ সংসারে ফিরাইতে পারিয়াছিল আজ এত ক্রন্দন, এত কাতর বিলাপধ্বনি কিছুই কি তাঁহার নিকট পৌঁছিতেছে না? সে ক্রন্দন শূন্য আকাশে মিশা আবার শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছে! হায়, নির্ম্মম কাল, তোমার কি কঠিন হৃদয়! কোন্ প্রাণে তুমি এমন কাজ কর? কিছুই কি তোমার মনে লাগে না? কেহই কিছু শোনে না, নিষ্ঠুর কাল আপন কার্য্য সিদ্ধি করিয়া পলাইয়া গেল। সহস্র ক্রন্দন বিলাপ কিছুতেই আর সে হারান ধন ফিরাইতে পারিবে না, দিনও তো কাহারও জন্য প্রতীক্ষা করে না; সে মহাশোকের রজনীও কাটিয়া গেল।

ইহার মধ্যে একটি কথা বলিয়া লই। বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্রকে সংসারী দেখিবেন বড় সাধ ছিল, তাহাই অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার এক বন্ধুর একটি কন্যা মনোনীত করেন। কন্যাটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী, সে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই মোহিত হইত। বাধ্য আজ্ঞাকারী সন্তান পিতার মতেই মত প্রদান করিলেন। কন্যাটির বয়স তখন ষোড়শ বৎসর এবং পুত্রের বয়স দ্বাবিংশতি বৎসর। পিতার ন্যায় পুত্রও অত্যন্ত সহৃদয় উদার প্রকৃতি ছিলেন, বাহিরের সৌন্দর্য্যের ন্যায় হৃদয় খানিও সুন্দর ছিল। এতক্ষণ আমরা ইঁহাদের নাম বলি নাই ইঁহার নাম জর্জ ও কন্যার নাম মার্থা। বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেল। এমন সময় হঠাৎ পিতার সাংঘাতিক পীড়া হইল। তখন পুত্রের আর কোনই চিন্তা করিবার অবসর রহিল না, কেবল দিবা রাত্র অবিশ্রামে পিতার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। প্রথম প্রথম মার্থাও সেবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু তাহা কেবল মুখে, সে রোগীর গৃহের দিকেও যাইত না। এতক্ষণ আমরা মার্থার বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম, এখন তাহার অন্তর দেখি। সে অন্তরখানি

কেবল আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ। জর্জ যে তাহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতার সেবায় সময় দান করিবে ইহা যেন তাহার প্রাণে সহ্য হইত না, এবং একটু সুযোগ পাইলেই মার্থা তাহাকে ভর্ৎসনা করিত। এক দিকে পিতার সঙ্কট পীড়া, অপর দিকে মার্থার অভিমান ও অবিশ্বাস জর্জের প্রাণ অস্থির করিয়া তুলিল কিন্তু জর্জ নীরবে সকল সহ্য করিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিল। পিতার মৃত্যুর পর জর্জের মন কেমন উদাস হইল। সংসার আর ভাল লাগিল না। যদিও মার্থার প্রতি তাঁহার স্নেহ ভালবাসার তিল মাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু পিতার শোক সেই সময়ের জন্য অন্য সকল ভাবনা যেন হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া দিল। যে বিবাহে পিতা উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন সে কার্য্য তাঁহা বিনা সংঘটিত হইবে ইহা যেন তার প্রাণে সহ্য হইল না। এই ভাব লইয়া দুই বৎসরের জন্য মার্থার নিকট বিদায় লইয়া জর্জ দেশ পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। মার্থা যে সহজেই এ প্রস্তাবে রাজি হইয়াছিল তাহা নহে, নানা আপত্তি, অভিমান, ক্রন্দন তুলিয়া বিলক্ষণ বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে জর্জের হৃদয় টলিল না। অগত্যা সম্মত হইতেই হইল।

(ক্রমশঃ)

কেন জাগিবে না?

(১)

ঐ ব'য়ে যায় নব সমীরণ
পূরব গগনে রক্ত থাল
ফুটেছে কুসুম লক্ষ লক্ষ
শত শত রং হলুদ লাল।

(২)

নূতন প্রভাতে পাখীগণ গায়
প্রকৃতি ধরিল ভক্ত সাজ
জাগি নবোল্লাসে ধরিছে সুতান—
"কর একত্রে মায়ের কাজ।"

(৩)

কত কত দেশে বীরনারী নর
পরের কারণে রক্ত দিল
ভারত-রমণী ভারত-সন্তান
তোমরা এবে কি করিবে বল?

(৪)

হাতে হাত বাঁধ ভাই বোন সব
নূতন বরষে হর্ষ থাক
ভুলি অভিমান সরল সুব্রতে
জীবন-যাত্রা সমাধা হ'ক।

(৫)

ভারত-মুকুট নূতন বিধান
তাহার পূর্ণ নিশানা দাও
নব প্রভাকরে নবীনতা মাখি
ব্রহ্ম আনন্দে মিলিত রও।

(৬)

কেন জাগিবে না গাহিবে না গান
সত্বরে সাজ সকলে আজ
সাধিতে মহান্ জীবনের ব্রত
করুন আশীষ ধর্ম্মরাজ।

অভিনয়।

সুশীল কুমার রায় ব্যারিষ্টার আট্ ল কাছারি হইতে ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যা বেলা বাড়ী আসিয়া দক্ষিণের বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে উপবেশন করিয়া চুরট টানিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার বৃদ্ধ চাকর রামলাল সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ও এক মস্ত সেলাম করিল। রামলাল সুশীলের বাপ দাদাদের কালের চাকর, তাহার হাতে একটা ফুলের তোড়া। একটু কাশিয়া রামলাল বলিল, "দাদা বাবু, আজ কোন্ দিন তা বোধ হয় আপনার মনে নাই।"

"আজ?

"হাঁ৷ আজ আপনার জন্ম দিন।"

"ও: আমার একেবারে মনে ছিল না। এই নাও," বলিয়া পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বৃদ্ধের হাতে দিলেন। ফুলের তোড়া হইতে একটা গোলাপ লইয়া তাঁহার বটনহোলে পরিলেন। তাহার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোড়াটা হল্ ঘরে রেখে এসো।"

রামলাল ফুল লইয়া চলিয়া গেল। সে মালির কাজ করে। সুশীল যখন এক বৎসরের শিশু তখন হইতে রামলাল "খোকা বাবুর" চাকর ও জন্ম দিনে বখ্‌সিস্ পায়। যখন সুশীলের জননী, তাহার পর পিতা, দুজনেই পনের বৎসরের বালককে অনাথ রাখিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন তখন রামলাল সুশীলের নিকট রহিল, আবার যখন সুশীল বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিলেন তখনও তাহার নিকটই রহিল। সুশীলের জন্ম দিনে প্রতি বৎসর রামলাল আসিয়া হাজির হইত ও বখ্‌সিস্ পাইত। বৃদ্ধ বখ্‌সিসের লোভে আসিত না, চিরকালের অভ্যাস, সে দিনটা কখনও ভুলিত না, আর সেই দাদা বাবুকে সেলাম করিয়া তাঁহার হাতের প্রদত্ত এক টাকা বখ্‌সিস্ না পাইলে যেন জীবনের একটা কি অভাব মনে হইত। রামলাল চলিয়া যাইবার পর কিছুক্ষণ সুশীল নীরবে বসিয়া রহিলেন তাহার পর "রামলাল" বলিয়া ডাকিলেন। "আজ্ঞে" বলিয়া পুনরায় বৃদ্ধ উপস্থিত হইল।

"ফিটন্ গাড়ীটা প্রস্তুত করিতে বল, বেড়াতে যাবো।

"আজ্ঞে বল্‌ছি। আমি বলিতে ভুলে গিয়েছিলাম, দরবান্ বল্‌তেছে যে দুপুর বেলা একজন মেম সাহেব এসেছিলেন, তিনি ব'লে গিয়েছেন যে আপনার সহিত বিশেষ কাজ আছে, সন্ধ্যা বেলা ছয়টার মধ্যে পুনরায় আস্‌বেন।"

"মেম সাহেব!"

"আজ্ঞে হাঁ, আর শুনিলাম বাঙ্গালি।"

"বাঙ্গালি মেম সাহেব" সুশীল বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তিনি তো এক বৎসর অবধি কাহারও সহিত যাওয়া আসা দেখা শুনা করেন না, বিশেষতঃ "মেম সাহেবদের" ধারে পারেও যান্ না। ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এখন ছয়টা বাজিতে দশ

মিনিট আছে, একটু অপেক্ষা করি। মেম সাহেব এলে তার পর গাড়ী প্রস্তুত করিতে ব'লো।" তিনি ঘরে গিয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন, এমন সময় রামলাল ব্যস্ত ভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "দাদা বাবু তিনি এসেছেন, হল্ ঘরে বস্‌তে দিয়েছি।"

"আমি এখনই যাচ্ছি। তাঁকে তুমি চেনো কি?"

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—"

বৃদ্ধ যেন থতমত খাইয়া গেল। সুশীল তাহার উত্তরের জন্য বিলম্ব না করিয়া কৌতূহলী হৃদয়ে উপরে হল ঘরে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে একজন রমণী একটা টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া রামলালের প্রদত্ত ফুলের তোড়া নাড়িতেছেন। পরিধানে এক খানা বম্বে ফ্যাসনের সাদা রেশমের সাড়ী ও মাথায় এক গোলাপি ওড়না। সুশীলের পদশব্দ পাইয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই মূর্ত্তি সেই মুখ দেখিয়া সুশীলের হৃদয়ের রক্ত যেন উথলিয়া উঠিল। দুজনে পরস্পরকে গম্ভীর ভাবে নীরবে দেখিলেন, তাহার পর মেম সাহেব বলিলেন, "আজ এক বিশেষ কাজে তোমার কাছে এসেছি।"

"আমি যদি কিছু করিতে পারি তো আহ্লাদের সহিত করিব, কি কাজ?"

মেম সাহেব উত্তর না দিয়া মস্তক নত করিয়া ফুলের রূপ দেখিতে লাগিলেন—আর সুশীল স্থির দৃষ্টিতে রমণীর মুখ দেখিতে লাগিলেন। এক বৎসর পরে পত্নীর সহিত দেখা, সেই সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ মুখ তেমনি আছে। কেবল মুখের হাসি হাসি ভাবের পরিবর্ত্তে এক বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, ও তাহাতে এক নূতন ম্লান সৌন্দর্য্যে কমলার মুখখানি আরও মাধুর্য্য পূর্ণ করিয়াছে। সহসা কমলা মুখ তুলিয়া বলিলেন, তুমি কখনও অভিনয় করিয়াছ?"

"করিয়াছি। এই যে এখনই করিতেছি, বোধ হয় এই অভিনয় চির-জীবন করিতে হইবে।"

"তবে আমার অনুরোধ যে তুমি দুদিন আরও ভালরূপে আর একটা নূতন সিন্ (Scene) অভিনয় কর। সেই জন্যই আসিয়াছি তুমি পারিবে কি?"

"তোমার যখন ইচ্ছা তখন পারিব। দর্শক কে?

"আমার পিতা। আমার সহিত অভিনয় করিতে হইবে।"

"বেশ আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এখন ধাঁধা ছাড়িয়া, কথাটা খুলিয়া বলিলে ভাল হয় না?"

"বলিতেছি। আজ বাবার চিঠি পাইয়াছি। তিনি ঢাকায় বদলি হইয়া যাইতেছেন। কয়েক দিন শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি ইহার পূর্ব্বে রওনা হইতে পারেন নাই, এখন একটু ভাল আছেন, কিন্তু দুদিনের মধ্যে কাজে উপস্থিত হইতে হইবে। তিনি আমায় লিখেছেন "যে এত দিন পরে সুশীলকে ও তোমাকে দেখিব বলিয়া বড়ই উৎসুক হইয়া আছি।

"তাই"—

"তাই, আমি স্থির করিয়াছি যে বাবার ভুল ভাঙ্গিতে দেবো না। তিনি আমাদের এত ভালবাসেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে এরূপ মনে কষ্ট দিতে চাই না। তিনি জানিলে মনে অত্যন্ত আঘাত পাইবেন।

"কি করিবে?"

"তুমি এত বড় মস্ত আইনজ্ঞ মানুষ একটা উপায় ভাবিয়া ঠিক কর। তোমার কেসের মিথ্যা সাক্ষী, অদ্ভুত ঘটনা লইয়া কত তর্ক বক্তৃতা কর, আর এই সামান্য একটা কেসের ব্যবস্থা করিতে পার না?"

"হ্যাঁ সামান্য কেস্‌ই বটে। মেয়েমানুষের বুদ্ধির—কুবুদ্ধির কাছে"—

"আমার মেয়েমানুষি কুবুদ্ধিতে একটা উপায় ঠিক করিয়াছি।"

"কি?"

"আমাদের এই একটা দিন অভিনয় করিতে হইবে। আমি আজ রাত্রে এখানে আসিয়া থাকিব, তার পর কাল সকালে দুজনে গাড়ী করিয়া গিয়া বাবাকে ষ্টেসন্ হইতে লইয়া আসিব। কাল সারা দিন থাকিব রাত্রে তিনি চলিয়া গেলে, আমিও যাবো। বাবা যেন কিছু টের না পান, এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।" এই কথাটা কমলা একটু গম্ভীর ভাবে ও আগ্রহের সহিত বলিল।

সুশীল নীরবে শুনিল তার পর বলিল, "কিন্তু বাড়ীটা একটু গোলমাল হইয়া আছে। ঘর দুয়ার—"

"সে সব তোমাকে ভাবিতে হবে না। সিনারি (Scenery) ভিন্ন কি কখনও অভিনয় হয়। আমি সব যোগাড় করিব। আমার দুচার খানা কাপড়, সেলাই ইত্যাদি আনিয়া, ঘরগুলি একটু সাজাইয়া ষ্টেজ্ (Stage) প্রস্তুত করিব। আমি এখন যাচ্ছি, আহার করিয়া জিনিষ পত্র ও ঝিকে লইয়া আসিব।"

"আচ্ছা। আমাকেও এখন বাহিরে যেতে হবে। আসতে রাত্রি হবে—একটু কাজ আছে। এক বৎসর হইতে এই পার্ট (Part) অভ্যাস নাই—এক রাত্রের মধ্যে সব মনে করিতে হইবে।"

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া সুশীল দ্রুতপদে ঘরের বাহিরে গেল। কমলা নীরবে স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শুনিল সুশীল বাহিরে গিয়া বলিল, "গাড়ী লাও" তাহার পর "দরিয়া কিনারে যাও" বলিল, গাড়ীও চলিয়া গেল। এই তার কাজ! এক বৎসর পরে দেখা, তবু তাহার কাছ থেকে চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত! কমলা নিজের কর্কশ ব্যবহারের বিষয় ভাবিল না, অভিমানে মুখ লাল হইয়া গেল, মনে মনে বলিল, "বাবার জন্য সব করিতে হইবে।"

সন্ধ্যা বেলা কমলা একটা বাক্স ও বৃদ্ধা ঝিকে লইয়া উপস্থিত হইল। তখন সুশীল বাড়ী ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি তখন গড়ের মাঠে নির্জ্জন স্থানে পদচারণ করিতেছিলেন। হৃদয়ে নানারূপ চিন্তা আসিতেছিল। এই এক বৎসর সুশীল বহু যত্নে মনের সমুদয়

তার দমন করিতে ও অতীতের সুখ স্বপ্ন বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতেছিল। কাল তাহার অন্ধকার ছায়া দ্বারা মনুষ্যের সকল দুঃখ ঢাকিয়া ফেলে কিন্তু আজ সহসা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আচ্ছাদিত, নিদ্রিত পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া গভীর অশান্তি ও আকাঙ্খায় সুশীলের হৃদয় পরিপূর্ণ করিল।

কমলা এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ীর চেহারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। ঘরগুলি ফুল দিয়া সাজাইয়া, পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দিল এবং হারমোনিয়ামের উপর তাহার দুএকটা গানের বই রাখিল। শয়ন গৃহে আল্‌নার উপর তাহার কয়েকটা সাড়ী জামা রাখিয়া আসিল। রমণী কোমল হস্তের চিহ্ণ সমস্ত গৃহময় ছড়াইয়া দিল। রাত্রে সুশীল ফিরিয়া আসিয়া নীচে একলা আহার করিল, তার পর শয়ন গৃহে যাইবার নিমিত্ত উপরে হল্ ঘরে প্রবেশ করিল। হল্ ঘরের দুই পার্শ্বে দুইটি ঘর। একটিতে সুশীল শয়ন করিত আর একটিতে কমলা তাহার শয়নের যোগাড় করিয়াছিল। হল্ ঘরে প্রবেশ করিয়া সুশীল আর চলিতে পারিল না। একি স্বপ্ন! কমলা একটা টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া জিনিষ সাজাইতেছিল। সন্ধ্যা বেলা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। এক খানা সুন্দর গোলাপি মস্‌লিনের সাড়ী ও হাত কাটা জামা পরিধানে। তাহার সুন্দর কৃষ্ণ কেশের শিথিল কবরী গ্রীবার উপর ঝুলিতেছে, ঘন কুঞ্চিত ছোট ছোট কেশ গুচ্ছ নির্ম্মল ললাটের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। যেন সেই পূর্ব্বের ন্যায় কমলা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—যেন গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্ত্তের জন্য সুশীল আত্মহারা হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। কমলা মুখ তুলিল, অমনি সুশীল দ্রুতপদে তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্নেহলতা সেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জর্ম্মণির এক রেলওয়ে সংক্রান্ত কাগজে এরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। ফরাসী দেশের রেল গাড়ী ঘণ্টায় ৫৮ মাইল চলে, গ্রেট ব্রিটেনে ঘণ্টায় ৫৫ মাইল, জর্ম্মণিতে ৫১ মাইল ও বেলজিয়মে ৪৯ মাইল চলে।

—

সম্প্রতি এক আমেরিকাবাসী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক আশ্চর্য্যরূপে বহু স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন। ইহার এত অল্প বয়সে এত বলিবার শক্তি দেখিয়া সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতেছে। শ্রোতাবর্গ ইহার বক্তৃতা শুনিয়া মোহিত হইতেছেন।

—

শ্যাম দেশের রাজা অত্যন্ত সৌখীন ও সুখী। সম্প্রতি তিনি একটী কাচের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, উহা

একটী হ্রদের উপরিভাগে ভাসমান থাকে। রাজার যখন গ্রীষ্ম কালে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় তিনি তখন উক্ত অট্টালিকায় বাস করেন। এরূপ কল আছে উহার মধ্যে অনেক ভারী জিনিষ রাখিয়া গৃহটীকে জল মধ্যে প্রবেশ করান হয় এবং উপর হইতে গৃহে বায়ু যাতায়াতের কল আছে উহার মধ্য দিয়া বায়ু পাঠান হয়। যখন রাজার উপরে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হয়, ভারি জিনিষ গুলি কাচের গৃহ হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয় ও গৃহটী পুনর্ব্বার জলের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে।

জাপান দেশীয় শিশুদিগের অতি শান্ত স্বভাব। তাহারা পিতা মাতার নিকট হইতে কখনও তিরস্কৃত হয় না এবং যাহা ইচ্ছা করিতে পায় ও যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করে। এক সময় এক ব্যক্তি এক জাপান দেশীয় মহিলাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করে, "এত ক্ষুদ্র শিশুদিগকে আপনারা তাহাদের ইচ্ছামত স্থানে বেড়াইতে দেন, উহারা হারাইয়া যাইতে পারে কোন বিপদে পড়িতে পারে।" ইহার উত্তরে উক্ত মহিলা বলেন, "উহাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই, আমাদের শিশুরা কখনও পরস্পরে কলহ করেনা ও এ দেশীয় লোকেরা তাহাদের কখনও অনিষ্টসাধন করেনা, এবং তাহাদের হারাইয়া যাবারও কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহাদের পরিধানে ইহাদের নাম ও ধাম লিখিত থাকে, দূরে কোন স্থানে চলিয়া যাইলে উহা পাঠ করিয়া তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেয়।"

সম্প্রতি Mrs. Anna Edson Taylor আমিরিকার নায়েগ্রা নির্ঝরিণী একটী পিপের ভিতর করিয়া পার হইয়াছেন। নায়েগ্রা নির্ঝরিণী ১৫০ ফিট উচ্চ এবং অতি প্রশস্ত ও দ্রুতগতি। অনেকে উহা পার হইতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন, এই জন্য Mrs. Taylor যখন পিপে দ্বারা পার হইতেছিলেন, তখন সকলেই মনে করিয়াছিল ইহার নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে। পিপেটী ছয় ফুট লম্বা ও উহা দাঁড় করাইয়া রাখিবার জন্য উহার নিম্নভাগে দুইটী শিশে রাখা হইয়াছিল। পার হইবার পর যখন পিপে খোলা হইয়াছিল তখন দেখা গিয়াছিল পিপের মধ্যে জল গিয়া Mrs. Taylor অর্দ্ধেকের বেশী অঙ্গ জলমগ্ন হইয়াছিল।

স্বর্ণরেণু।

শিবম্ অর্থাৎ মঙ্গলময় প্রেমময় ঈশ্বরকে প্রেম দ্বারা ধারণ করাই ভক্তির আরম্ভ।

যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখ সাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে; তাহারা সলিল নিক্ষিপ্ত শাস্ত্রের ন্যায় দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।

২৪ বর্ষ] পৌষ, ১৩০৮ [৯ম সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

24th Year. JANUARY, 1902. No. 9.

সূচী।

কলিকাতা।

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড; আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

এবং ১২৫ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

// পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

২৪ বর্ষ] কলিকাতা পৌষ ১৩০৮, জানুয়ারী ১৯০২ [৯ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

Hawaii নগরে তারবিহীন টেলিগ্রাফ ব্যবহার হইতেছে।

সম্প্রতি Mexico নগরে ভূমিকম্প হইয়া প্রায় ছয়শত লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে এরূপ শুনা যাইতেছে।

এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এখন পর্য্যন্ত ১৩০০০০ বুয়র সৈন্য সমর ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে। আশ্চর্য্য বীরত্ব!

আমাদিগের চিরস্মরণীয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিগত ২২এ জানুয়ারী ফ্রগমোরে তাঁহার সমাধিস্থলে বিশেষ প্রার্থনাদি হয়, এবং তথায় রাজপরিবারস্থ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি সম্রাট এডওয়ার্ড কুচবিহারের মহারাজাকে তাঁহার A. D. C. উপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

Buckingham Palace বর্ত্তমান সম্রাটের প্রাসাদে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০টী ঘড়ী আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বহু পুরাকালের; এবং সম্রাটের আদেশানুসারে নিয়মিতরূপে সকল ঘড়ীগুলিতে দম দেওয়া হয়; ইহা সামান্য কার্য্য নহে!

সম্প্রতি প্যারিস্ দেশ হইতে মিষ্টার স (Mr. Shaw) নামক এক ব্যক্তি পত্নীসহ নূতন আবিষ্কৃত বাষ্প শকটে (Motor Car) দেশ পরিভ্রমণে বাহির হইবেন স্থির করিয়াছেন এবং তদ্বারা তিন সহস্র মাইল অবধি যাইবেন এরূপ শুনা যায়!

হিমালয়ের সৌন্দর্য্য।

হে অনন্ত হিমানি, হে গিরিরাজ হিমালয়, তোমার উজ্জ্বল প্রখর জ্যোতি

তোমার গম্ভীর ভাব আমার অস্থির ভাবকে দূর করুক। তোমার যোগ ভাব আমার হৃদয়ে জাগরিত হউক। তোমার বক্ষে চিরশান্তি চিরস্নিগ্ধতা বিরাজিত। কত যোগী ঋষি তপস্বী তোমার ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিয়া যোগেতে মগ্ন হইয়াছেন।

আমরা কয়টী ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি। বিশ্বরাজ এই ঘোর কলি যুগে একটী পবিত্র রাজ্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। হিমাচল! তুমিই স্বর্গের সোপান। তোমার উচ্চ মস্তক স্বর্গের দিকে। তোমার দিকে আকৃষ্ট হইয়া বিচিত্র কার্য্যকারী ভগবানকে স্মরণ করিবে ও তোমার ভিতর স্বর্গ-রাজ্য দর্শন করিবে বলিয়া, পাপাসক্ত মলিন মানবকে আহ্বান করিতেছ।

আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য, তাই আমরা এমন সুন্দর পবিত্র গম্ভীর উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছি। হে হিমালয়, তোমার গৌরব যেন রক্ষা করিতে পারি এবং গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় তোমার যোগ ভাব হৃদয়ে লইয়া যাইতে পারি। আমার উত্তপ্ত প্রাণকে তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখাইয়া যেমন মুগ্ধ করিলে তেমনই যেন শেষ জীবনে তোমার আশ্রিত হইয়া তোমার হিমানী মধ্যে স্বর্গের অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে শুদ্ধ ও সুখী হই এই ভিক্ষা তোমার কাছে।

দুর্ব্বলতা।

জীবনের দুর্ব্বলতা
যাও তুমি যাও সরে,
মন প্রাণ ভেঙ্গে যায়
তোমারে ছুঁইলে পরে।
ঘিরে থাক সরবদা
তুমি আমাদের কেন,
তাইতে যাতনা হয়
মোদের সবার হেন।
যতই ছাড়িতে যাই
যত মোরা যাই সরে,
ততই আরোও কাছে
আস আত্মীয়তা করে।
যা কিছু পবিত্র কাজ
ইচ্ছা হয় করি করি,
তোমার পরশে মোরা
কিছুই করিতে নারি।
বিশ্বাস আসে গো যবে
আমার দুর্ব্বল মনে,
হারাই বিশ্বাস পুনঃ
তুমি আস যেইক্ষণে।
বড়ই করুণাময়
যিনি এ বিশ্বের পিতা,
তখন তাঁহার কাছে
জানাই মনের ব্যথা।
তখন পরাণে মোর
কত সুখ শান্তি আসে,
কতই আনন্দ পাই
যাই যবে তাঁর পাশে।
আবার আসিয়া তুমি
মন মোর ভেঙ্গে দাও,

তাই বলি বার বার
যাও তুমি সরে যাও।
মন প্রাণ ভেঙ্গে যায়
তোমাকে ছুঁইলে পরে,
তুমি কেন বার বার
আস আত্মীয়তা করে?

শ্রীমতী কৃঃ—

অভিনয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সারা রাত্রি কেহই ঘুমাইল না। নানারূপ চিন্তায় রাত্রি কাটিল। সুশীল ভাবিল, "কমলা কি নিষ্ঠুর। এত দিন পরেও সেই রাগ, সেই অভিমান। সে নিশ্চয় তাহাকে ভালবাসে না। তবে কেন আলাপ করিবার পর বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিল—কেন এত ভালবাসার ভান্ করিল।" একে একে সব কথা মনে পড়িল। সুশীল বিলাত হইতে ফিরিবার আট নয় মাস পরে তাহার রেমিটাণ্ট জ্বর হইল। তাহার পর হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে তাহার মাতুলের নিকট লাহোর যাইতেছিল। যাইবার সময় পথে বাঁকিপুরে তাহার পিসতত ভগিনীর নিকট কিছু দিন থাকিবার কথা ছিল। সেখানেই কমলার সহিত প্রথম দেখা। কমলার পিতা বাঁকিপুর কলেজের হেড মাষ্টার, কমলা আট বৎসর বয়সে মাতৃহীন হয়, সেই একমাত্র সন্তান। সুশীলের ভগিনীপতি সেখানকার ডাক্তার। বহু দিন হইতে দুই পরিবারের ঘনিষ্টতা। যখন সুশীল বাঁকিপুরে যায় তখন কমলার চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম ও অবিবাহিত। কমলার পিতা ব্রাহ্ম, সুতরাং তখনও একমাত্র কন্যার বিবাহ হয় নাই। কমলা পরমা সুন্দরী, এবং তাহার পিতা তাহাকে বহু যত্নে শিক্ষা দিয়াছিলেন। লেখা পড়া, গান বাজনা, শিল্প কর্ম্ম, রন্ধন ইত্যাদি—সমুদয় উত্তমরূপে শিখিয়াছিল। সুশীল কুমার কমলাকে দেখিয়াই ভালবাসিল। দুজনের প্রতি দিনই দেখা হইত। সুশীল প্রায় এক মাস বাঁকিপুরে থাকিয়া লাহোরে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কমলার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল, তিনি সুপাত্রে একমাত্র কন্যাকে বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বিবাহের পর সুশীল তাহার পত্নীকে লইয়া কলিকাতায় গেল। এক বৎসর অতি সুখে কাটিয়া গেল। বাল্যকালে মাতৃহীন হইয়া কমলা তাহার পিতার নিকট অধিক আদর পাইয়াছিল—সুতরাং অভিমান কিছু বেশী ছিল—আর স্বভাবতঃ একটু রাগীও ছিল। কিন্তু সুশীল অত্যন্ত ধীর শান্ত প্রকৃতির লোক, মাঝে মাঝে ঝগড়া হইলে শেষে মিলন সুখে সব ভুলিয়া যাইত। এক দিন একটা পার্টিতে একজন পরমা সুন্দরী মেয়ের সহিত কমলার আলাপ হইল। কিছুক্ষণ পরে দুজন মহিলা আলাপ করিতেছিলেন, তাহাদের নিকট কমলা দাঁড়াইয়াছিল। সহসা শুনিল একজন অপর জনকে বলিতেছে

যে ঐ সুন্দরী মেয়েটীকে সুশীল এক সময় বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। সে দিন বাড়ী গিয়া আহারাদির পর সেই বালিকার কথা তুলিল, কিন্তু সুশীল নীরব রহিল, তাহাকে যে চিনিত তাহাও বলিল না। তখন কমলা যাহা শুনিয়াছিল বলিল। সুশীল বিরক্তির স্বরে বলিল, "হাঁা একবার বিয়ে করিবার ইচ্ছা হয়েছিল বটে।" তারপর আর বিস্তারিত কিছু বলিল না। কমলার অত্যন্ত রাগ ও অভিমান হইল। কমলা কখনও তাহার স্বামীর নিকট হইতে কিছু লুকায় নাই, আর তাঁহার তাহার প্রতি এরূপ অবিশ্বাস! তাহার মনে বড় আঘাত লাগিল। মনে করিল, তবে বোধ হয় তিনি এখনও তাহাকেই ভালবাসেন। অভিমানে ও অবিশ্বাসে জ্ঞান বুদ্ধি হারাইল। স্বামীকে বলিল, যে আর তাঁহার সহিত থাকিবে না, দুজনে পৃথক থাকাই ভাল। প্রথমে সুশীল এই কথা বিশ্বাস করিল না, ভাবিল কমলা বিদ্রূপ করিতেছে, হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কমলা দৃঢ় স্থির ভাবে তাহার সেই ভুল ভাঙ্গাইয়া দিল এবং বলিল যে দমদমায় তাহার মাসীমার নিকট চলিয়া যাইবে। দমদমায় কমলার বৃদ্ধা মাসীমা ছিলেন, পরদিন কমলা তাহার মাসতত ভাইয়ের সহিত চলিয়া গেল। সুশীল যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। সুশীলের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, কলিকাতায় একটা বাড়ী ছিল সুতরাং কাজে কর্ম্মে অধিক মন দিত না। কিন্তু তাহার জীবনের এই অভাবনীয় ঘটনার পর কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল। লোক জনের সহিত দেখা শুনা করিত না। এইরূপে অশান্তিতে একা একা একটী বৎসর কাটিয়া গেল, তাঁহার জীবন যেন শূন্যময় হইল। যখন প্রথম কমলা চলিয়া গেল তখন সুশীল মনে করিল যে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে বা তাঁহার নিকট চিঠি লিখিবে, কিন্তু যখন মাসের পর মাস চলিয়া গেল, কোন সংবাদ আসিলনা তখন কমলাকে কঠোর নিষ্ঠুর হৃদয়া স্থির করিয়া তাহার এই অকারণ অবিশ্বাসে ব্যথিত হইয়া তাহাকে মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিল। সুশীল যে নিজে অপরাধী নহে তাহা প্রমান করিতে তাহার অপমান বোধ হইল এবং মনে করিল যে পত্নীর এই বদ্ধমূল দৃঢ় অবিশ্বাস দূর করা যাইবে না। এ দিকে কমলা ভাবিল যে সুশীল নিশ্চয় তাহাকে সাধিয়া চিঠি লিখিবে বা লইয়া যাইবে, কিন্তু সুশীল নীরব রহিল দেখিয়া কমলা মর্ম্মাহত হইল। তাহার মাসীমার ঘর কন্না কাজ কর্ম্মে, তাঁহার ছেলে মেয়েদের লইয়া মন নিযুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিল। সেই প্রফুল্ল উজ্জ্বল রূপের পরিবর্ত্তে শান্ত বিষন্নময়ী রূপ ধারণ করিল। কমলার মাসীমা তাহাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোন ফল হইতনা, কমলা নীরবে তাঁহার সকল কথা শুনিত অবশেষে তিনি বিরক্ত ও হতাশ হইয়া বলিতেন,

"আজ কালকার মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইয়া এই হয়।"

এত দিন পরে দেখা, দুজনেই মনে করিয়াছিল যে অপর জন প্রথমে মিলনের চেষ্টা করিবে কিন্তু দুজনের হৃদয়েই অভিমান ক্রোধ ও অবিশ্বাস আসিয়া হৃদয়ের সকল কোমল ভাব ঢাকিয়া ফেলিল। কেহই প্রথমে দোষ স্বীকার করিতে চাহে না। দুজনের হৃদয় প্রেমের জন্য আকুল, দুজনের জীবন সুখ শান্তিহীন হইয়াছিল বিচ্ছেদ যন্ত্রণাময় হইয়াছিল তথাপি কেহই মিলনের চেষ্টা করিল না। হায় অভিমান!

কথামত স্বামী ও স্ত্রী সকালে হাবড়া ষ্টেসনে গেল। গাড়ীতে দুই কোনে দুজন নীরবে বসিয়া রহিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে কমলার পিতা দেবেন্দ্র নাথ দত্ত অবতরণ করিয়া জামাতার সহিত গাড়ীতে উঠিলেন ও কমলাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন। বাড়ী পৌঁছিয়া সকলে স্নানাহার করিল। খাওয়া দাওয়ার পর তিন জন বারাণ্ডায় বসিল। সুশীল ও কমলা আজ কালকার শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের সভ্য, কমলার পিতাও ব্রাহ্ম এবং আমোদ প্রিয় লোক, কাহারও বিশেষ সঙ্কোচ নাই। কমলা ও সুশীল যথাসাধ্য তাহাদের অভিনয় করিতেছিল। কিছুক্ষণ নানা রকম গল্পে স্বল্পে কাটিয়া গেল। তাহার পর দেবেন্দ্র বাবু জামাতার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "সুশীল তোমাকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু কৃশ দেখিতেছি। কমলা স্বামীর খুব সেবা কর তো?" সুশীল হাসিয়া বলিল, "হাঁ কমলা আমার খুব সেবা করে, যত্ন করে, আমি তো বেশ ভাল আছি।" কমলা জানু পাতিয়া তাহার পিতার চেয়ারে ঠেস্ দিয়াছিল, নীরবে মাথা নীচু করিল। আবার তিনি বলিলেন, "সুশীল কাগজে প্রায় তোমার নাম দেখি, তোমার বেশ পসার হচ্ছে—না? আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি কমলাকে তোমার নিকট রেখে নিশ্চিন্তে মরিতে পারিব। কমলার তো শ্বশুর শাশুড়ী কেহ নাই, তোমাদের পরস্পরকে দেখিবার কেহ নাই, নিজেরা নিজেদের কর্ত্তব্য করিও। বিবাহের পর তোমাদের সহিত আমার এই প্রথম দেখা। তুমিও কাজ কর্ম্ম ফেলে সব সময় আসিতে পার না, আমিও এখন কোথাও নড়িতে চড়িতে ভালবাসি না। কমলা আসিতে পারিত কিন্তু তোমাকে একা বহু দিনের জন্য ছাড়িয়া আসিবে তাহা আমার ইচ্ছা হয় না, তাই অধিক পেড়াপিড়ি করি নাই। আজ প্রায় পনের বৎসর হইতে বাঁকিপুরে কাজ করিতেছি এখন বৃদ্ধ বয়সে নূতন স্থানে বোধহয় মন স্থির হইবে না। তোমরা এবার পূজার সময় আমার কাছে আসিয়া থেকো।" এই বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "সুশীল তোমার দিদি তোমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ দিয়াছেন। তুমি হয় তো জান তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা নলিনীর সহিত অমলের বিবাহ হইয়াছে।

অমলের ভাগলপুরে কাজ হইয়াছে, তাহাদের দুজনের সেখানে যাবার কথা ছিল কিন্তু শুনিতেছি দুজনে রাগারাগি করিয়াছে ও অমল একা চলিয়া গিয়াছে। আজ কালকার মেয়েদের যে কি হইল জানি না।”

কমলা তখন বলিয়া উঠিল, “নিশ্চয় রাগারাগির কোন কারণ ছিল। ঝগড়া করিয়া অশান্তিতে দিন কাটানর চেয়ে শান্তিতে ভিন্ন থাকাই ভাল।”

“ছি মা, অমন কথা তোমার মুখে শুনে বড় ব্যথিত হইলাম। রমণীর হৃদয় কোমল ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। বিশেষতঃ স্ত্রী স্বামীকে দেবতাস্বরূপ মনে করিবে, সকল দোষ ক্ষমা করিবে।”

“কিন্তু অত ক্ষমাশীলা হইলে যে স্বামীদিগের পদ কিছু অধিক বাড়িবে।” বলিয়া কমলা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিল।

“না মা, তা কখনও হবে না। রমণীর নম্র কোমল প্রেমপূর্ণ হৃদয়েরই জয় হইবে। তুমি যে তোমার মাতার কন্যা তাহা সর্ব্বদা মনে রেখো। তোমার মার ন্যায় দয়া ও ক্ষমাশীলা অধিক দেখি নাই। তিনি ভালবাসা ও নম্র ব্যবহার দ্বারা সকলকে বশ করিতেন।” এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কমলার মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন, “চল একবার তোমাদের ঘর কয়া দেখে তার পর একটু বিশ্রাম করিব, কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই।” দেবেন্দ্র বাবু জামাতা ও কন্যার সহিত ঘুরিয়া একে একে সকল ঘর ও জিনিষ পত্র দেখিলেন। সুশীলের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন যেন কিছু খুঁজিতেছেন তার পর বলিলেন, “কমলা তুমি লিখেছিলে যে তোমার মার বড় ছবি খানা তোমার পালঙ্কের সম্মুখে দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছ। দেখিতেছি না কেন?”

কমলা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “ছবির ফ্রেমটা একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাই নলিন দাদার কাছে মেরামত করিতে দিয়াছি।” ছবিখানা কমলা দমদমায় তাহার শয়ন কক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল। নলিন কমলার মাসতত ভাই।

কমলার পিতা একটু দুঃখিত ভাবে বলিলেন, “তা কেবল ফ্রেমটা দিলেই হইত।” সে ঘর হইতে বাহির হইয়া তিন জনে সুশীলের বসিবার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুশীল দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল কিন্তু কমলার পিতা যখন দেখিতে ইচ্ছা করিলেন তখন অনিচ্ছায় খুলিল ঘরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের দেওয়ালে কমলার একটী সুন্দর বৃহৎ অয়েল্‌পেন্‌টিং ঝুলিতেছে, তিনি তাহা দেখিয়া আহ্লাদিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “বাঃ এ ছবি খানা তো বড় সুন্দর হইয়াছে, এটা কবে করান হইয়াছে?” বলিয়া তিনি স্নেহপূর্ণ নয়নে কন্যার প্রতিমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যথার্থই ছবি খানা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল। তাহাদের ঝগড়ার কিছুদিন পূর্ব্বে

সুশীল বড় সাধ করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই পেন্‌টিং খানা করাইয়াছিল। দেওয়াল হইতে কমলার সুন্দর সলজ্জ হাসি হাসি মুখখানি সকলের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। কমলা কাহারও প্রতি চাহিল না, হৃদয়ের আবেগে তাহার মুখ একবার আরক্তিম একবার বিবর্ণ হইয়া গেল। সুশীল একবার কমলার প্রতি চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। কমলার পিতা ছবিখানির অনেক প্রশংসা করিয়া, মতামত প্রকাশ করিয়া ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। সুশীল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিল। কমলা সন্ধ্যার আহারের যোগাড় করিতে গেল। সন্ধ্যা বেলা আহারাদির পর সুশীল দেবেন্দ্র বাবুকে লইয়া সিয়ালদহ ষ্টেসনে পৌছাইয়া গৃহে ফিরিল।

সারাদিন অস্বাভাবিক অভিনয় ও অস্বাভাবিক ব্যবহার করিয়া, হৃদয়ের সমুদয় ভাব দমন করিতে চেষ্টা করিয়া দুজনের শরীরের সমস্ত স্নায়ু যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল, দেহ যেন নিস্তেজ অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। কমলা ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তে কলের পুত্তলিকার ন্যায় তাহার জিনিষ পত্র গুছাইতে লাগিল। সুশীল হল্ ঘরে একটা সোফায় বসিয়া খুব মনযোগের সহিত একখানা বই উল্টাভাবে ধরিয়া পড়িতে লাগিল। খানিকক্ষণের পর কমলা রামলালকে ডাকিয়া তাহার বাক্স গাড়ীতে রাখিতে বলিল। বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করিয়া একবার "বৌমার" মুখের প্রতি চাহিল, সে চাহনিতে তিরস্কার ও মিনতির ভাব। তাহার পর নীরবে আস্তে আস্তে বাক্সটা উঠাইয়া চলিয়া গেল। তখন কমলা মনকে দৃঢ় করিয়া আত্মসংযত হইয়া হল্ ঘরে প্রবেশ করিয়া সুশীলের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি এখন যাচ্ছি।"

সুশীল ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, "তোমার বাক্স গাড়ীতে দিয়াছে?"

"হ্যাঁ" বলিয়া কমলা বাহিরে যাইবার জন্য কয়েক পা ফেলিল, সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল হটাৎ তাহার চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া মাটিতে পড়িল। সুশীল তাড়াতাড়ি তাহা তুলিবার জন্য ঝুঁকিল, কমলাও তাহাই করিল, কমলার মস্তক তাহার স্বামীর বাহুতে স্পর্শ করিল—আর উঠাইতে পারিল না। সেই স্পর্শে সকল মান অভিমান দূর হইল। সুশীল পত্নীর মস্তক ও অশ্রুসিক্ত মুখখানি টানিয়া তাহার হৃদয়ে চাপিয়া ধরিল। যে প্রেমাদরের জন্য এক বৎসর অবধি কমলার হৃদয় পিপাসিত ও শুষ্ক হইয়াছিল তাহা পাইয়া আজ কমলা স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুশীলের কথা কহিবার শক্তি ছিল না, গাঢ় আলিঙ্গনে পত্নীকে আবদ্ধ করিল। কিছুক্ষণ পরে কমলা ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল, "চল মার ছবি খানা লইয়া আসি।"

শ্রীস্নেহলতা সেন।

হরিদ্বারের গঙ্গা।

কে তুমি কে তুমি দেবী যেন পাগলিনী প্রায়,
ছুটিছ আকুল প্রাণে কাহারে খুঁজিতে হায়।
কেন এত আকুলতা কেন এ ক্রন্দন রোল,
কার তরে মগো দেবী প্রাণ এত উতরোল।
ছুটিতেছ নিশি দিন তিলেক বিরাম নাই,
পাইতে পরাণে সাধ কাহার চরণে ঠাঁই।
কত যুগ যুগান্তর গত হইয়াছে হায়,
ছুটিতেছ অবিরত যেন উন্মাদিনী প্রায়।
এমনিই যাও দেবী হইয়োনা লক্ষহারা,
প্রবাহিত হোক প্রেম হয়ে ওই সপ্তধারা।
উচ্ছ্বসিত হৃদয়েতে ভাসাইয়া দুই কূল,
এমনিই যাও চলি আপনা করিয়া ভুল।
হৃদয় বিদীর্ণ করি শত শত ব্যবধান,
দাঁড়াইয়া বলে কি গো কাঁদে ও কোমল প্রাণ ?
গভীর নিশীথ কালে কূলে দাঁড়াইয়া হায়,
করুণ ক্রন্দনে তব হৃদি যেন ফেটে যায়।
নিশি শেষে প্রভাতের অরুণ কিরণ ফুটে,
সে আলোকে ম্লান ধরা আনন্দে হাসিয়া উঠে।
তরুণ অরুণ করে হেসে ফুটে ওঠে ফুল,
হরষে মধুর কণ্ঠে গান গায় পাখীকুল।
ডুবে যায় সব হাসি ডুবে পাপিয়ার গান,
তখনও শুনি শুধু তোমার করুণ তান।
মধ্যাহ্ন কিরণ জালে তাপিত যখন ধরা,
তখনও শুনিতে পাই ক্রন্দন উচ্ছাস ভরা।
দিবা শেষে আসে সন্ধ্যা জুড়ায় সকল ঠাঁই,
কাঁদিয়া চলিয়া যাও তোমার বিরাম নাই।
থাকুক না বিঘ্ন বাধা ফিরিবে না এই স্রোত,
কার সাধ্য আছে দেবী এ গতি করিতে রোধ।
যাও আরও চলে যাও যত পার দ্রুতগতি,
আছে বিচ্ছেদের পরে মিলনের স্থান সতি।

অনন্ত সাগর বক্ষে লভিবে অনন্ত প্রাণ,
শত দুঃখ শত ব্যথা হবে সেথা অবসান।

শ্রীউমাশশী দেবী

নূতন বৎসর।

আবার একটা বৎসর জল স্রোতের ন্যায় চলিয়া গেল। বৎসর আসে চলে যায়, ঢেউএর পর ঢেউ যেমন প্রবাহিত হয় বৎসরও তেমনই আসে আবার চলে যায়। জীবনও তেমনই এক এক ঘাট ছাড়িয়া আবার এক ঘাটে নীত হয়। কিন্তু সে আশা সে তৃপ্তি সে উৎসাহ কৈ? সব যেন নির্ব্বাপিত প্রদীপের ন্যায় নিস্তেজ প্রায়। সেই বাল্যকালের উৎসাহ নববর্ষকে আহ্বান করিবার জন্য ব্যাকুলতা কোথায়? আর এখন যেন কষ্টে চেষ্টায় সে ভাব আনিতে হয়। তাও আসে না। সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত ভাব আসিয়া হৃদয়কে আকুল করে। জীবন! তোমার দিন কি চির দিন সমান যাইবে না? তোমার উৎসাহ বল এখন কোথায়? কে তোমার হৃদয়ের বল শক্তি হরণ করিল? কে তোমার সুখের দিনে শোকের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে বলিল? কে তোমাকে বিষন্ন ম্লান ভাবে থাকিতে বলিল? সত্যই তো আমার জীবন মৃতের ন্যায়, নির্জ্জীবের ন্যায়। পৃথিবীর মায়া মমতা সুখ দুঃখ ভাবিয়া কেন আত্মাকে অসুখী করি? হৃদয়ের উৎসব চিরউৎসব, ভক্ত সঙ্গে ভগবান নিরন্তর যেখানে রাজ্য করিতেছেন সেই রাজ্যে গিয়া আমরাও আবার সুখের উৎসবে মাতিব। আবার সুখের উৎসব আনন্দোৎসব আনন্দময়ীর সঙ্গে ভক্ত পুত্র কন্যার সঙ্গে মিলে চিরউৎসব করিব। আবার সুখের বাল্য আসিবে, পিতা মাতার কোলে বসে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি দিয়ে চির সুখে সুখী হব। অমর নগরে অমর ভবনে অমরাত্মাগণে লয়ে প্রেমে মাতিব।

দলিত কুসুম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দিবস গত, জ্যোতির্ম্ময় রবি
হইল উদয়, পুঃন গেল অস্তাচলে।
পঞ্চম দিবসে, অতি মধুর প্রভাতে
পাইয়া বিহঙ্গকুল জাগাইছে ধীরে
গ্রামবাসী জনে। হরিৎ শস্যের ক্ষেত্র—
সেথা হতে আসিতেছে গ্রাম্য নারী যত
আপনার বহুমূল্য দ্রব্যভার লয়ে
সমুদ্রের কূলে। আসে আর ফিরে চায়
অশ্রুপূর্ণ আঁখি। দেখে চেয়ে যতনের
চির প্রিয় সুখ শান্তি পূর্ণ নিকেতন।
ক্রমে বৃক্ষ অন্তরালে যায় নাকো দেখা
আবরিল গৃহ দ্বার কাননের ছায়।
ক্ষুদ্র শিশুদল ধীরে খেদাইছে পশু,
যতনে বক্ষের মাঝে খেলিবার দ্রব্য
ধরিয়া চলিছে তারা, সভয়ে কাতরে।

এইরূপে সিন্ধু কূলে রমণীরা সব,
আপনার দ্রব্যভার রাখিল আনিয়া।
সারা দিন করে দিল তরণী বোঝাই।
অপরাহ্নে সূর্য্য যবে যায় অস্তাচলে,
সহসা অদূরে শ্রুত হল বাদ্যরব।
রমণীরা এক সাথে উঠিল সহসা
লইয়া শিশুরে সবে। সহসা খুলিয়া
গেল মন্দিরের দ্বার, সৈনিক সকল
বেষ্টিয়া আনিল সেই, গ্রামবাসী যত
সরল মানবগণে। যেন তীর্থযাত্রী
করিতেছে তীর্থযাত্রা সকলে মিলিয়া।
এক সাথে গীত গাহি যাইতেছে তারা
দেখিবারে আপনার প্রিয় পরিজন।

গাহিছে যুবক সবে "দয়াময় পিতা
দাও শক্তি দাও ধৈর্য্য ক্ষমা সহিষ্ণুতা"
বৃদ্ধ নর নারী গায় কণ্ঠ মিলাইয়া
দয়াময় নামে লভে শান্তি ধৈর্য্য বল।
উপরে আকুল কণ্ঠে বিহঙ্গের দল
সহসা গাহিয়া গেল দেবাত্মার প্রায়।

সিন্ধুকূল হতে দূরে, নলিনী নীরবে
চাহিয়া পথের পানে। ম্লান মুখ কান্তি
দুঃখে আত্মহারা তবু হয়নি বালিকা।
হেরিল যখন দূরে আসে জনস্রোত
মন্দির হইতে, দেখিল সে বিমলের
দুঃখে ভরা ম্লান মুখ, অশ্রু রাশি আর
মানে নাকো বাধা চোখে। ছুটিয়া তখন
ধরিয়া দুইটী কর, লুকাইল মুখ
বিমলের হৃদি পরে। ভুলি লজ্জা ভয়
কহিল সে মৃদু কণ্ঠে "বিমল বিমল
হোয়োনাকো আশা হারা, যদি প্রিয়তম
ভালবাসি চির দিন মোরা পরস্পরে
কিছুতেই কোন ক্ষতি হবে না মোদের।
যাতনা দুঃখের ছায়া ঘিরে দিক এই
আমাদের সুখ রাশি। আমরা দুজনে
যদি দুজনার থাকি, কি ক্ষতি তা হলে
সহস্র দুঃখের ঘায় ?" সহসা যখন
দেখিল পিতারে তার, কি মলিন মূর্ত্তি
নাহি সে আশার আলো বৃদ্ধের আননে
নয়নের দীপ্তি যেন নিভে গেছে হায়
আপনার পদ শব্দ যেন হৃদয়েতে
প্রতিধ্বনি হইতেছে। নলিনী আসিয়া
নীরবে নিশ্বাস ফেলি ধরিল গলায়।
বলিল হইতে স্থির। হায় সে হৃদয়ে
জগতের কোন কথা করে না প্রবেশ।

এইরূপে আয়োজন করিল সকলে
নির্ব্বাসনে যাইবার।
সহসা তরণী
খুলিতে হইল আজ্ঞা। জোয়ারের জল
এসেছে সিন্ধুর কূলে, তরণী চঞ্চল।
সেনাপতি আজ্ঞা দিল সৈনিকের দল
লইয়া চলিল যত নর নারীগণে,
রমণীরে লয়ে যায়, পতি রহে তীরে।
কোল শূন্য নারী যায়, কোলের সন্তান
রহিল কূলেতে পড়ি। লয়ে গেল হায়
বিমল ও সুমন্তেরে। নলিনী অভাগী
রহিল কূলেতে চেয়ে পাষাণ প্রতিমা
নলিনীর পিতা যেন জড়ের সমান।

* * * * *

রবি অস্ত চলে গেল, ম্লান অন্ধকারে
গোধূলী নামিয়া এল। জোয়ারের জল
যেতেছে সরিয়া ধীরে। ফেনোর্ম্মি সকল
পড়িছে সমুদ্রতট, বালুর উপর
অদূরে পড়িয়া আছে, গ্রামবাসীদের
দ্রব্যজাত, স্তূপাকার, শিবির সমান।
সহসা প্রবল এক তরঙ্গ আঘাতে
ভাসিয়া যেতেছে তাহা। অন্য বাকি যত
গ্রামবাসী সেই স্থানে রহিল পড়িয়া।
সারাক্ষণ শুনে সব তরঙ্গ গর্জ্জন
প্রস্তরে পাইয়া বাধা দুরন্ত তরঙ্গ
বেলা ভূমি লয়ে সাথে যেতেছে ভাসিয়া।
আসিল রজনী পরি তিমির বসন,
গ্রাম্য পশুপাল গৃহে যেতেছে ফিরিয়া।
মধুর বহিতেছিল রজনী সমীর।
গাভীগণ চেয়ে আছে পাইবে কখন
আপনার খাদ্যদ্রব্য। কোথায় এখন
দুগ্ধপাত্র লয়ে হায় রমণীর দল?

নীরবতা আসি যেন ছেয়ে দিল সেই
জনশূন্য পথ ঘাট। মন্দিরেতে আজি
নাহি ঘণ্টা রব। বাতায়নে আলো শিখা
জ্বলে না কাঁপিয়া। গৃহচালে আজি আর
ধূম শিখা উঠে নাই। নীরব সকল।

সমুদ্রের কূলে সবে জ্বালাইল আলো
ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড লয়ে। চারিদিকে তার
শুষ্ক ম্লান মুখে বসি আঁধার হৃদয়ে
অভাগা সে গ্রামবাসী। শুনা যায় শুধু
নর নারী কণ্ঠধ্বনি শিশুর ক্রন্দন
মাঝে মাঝে সে স্তব্ধতা দেয় ভাঙ্গাইয়া
গ্রাম্য পুরোহিত যেন পিতা সবাকার
প্রত্যেকের কাছে গিয়া সান্ত্বনার কথা
কহিছেন, করিছেন আশীর্ব্বাদ সবে।
এইরূপে অগ্রসরি উপনীত তিনি
যথিন নলিনী যেথা পিতার সহিত।
বীরবল বাক্যশূন্য, নির্জ্জীবের প্রায়
চাহিয়া রয়েছে সেই অগ্নি শিখা পানে।
নলিনী কাতরে কহে সান্ত্বনার কথা
কখনো আহার দ্রব্য হাতে তুলে লয়ে
আহার করিতে কহে, সকলি বিফল
বাক্যশূন্য বৃদ্ধ শুধু নীরব নিশ্চল।
কহিলেন পুরোহিত "উঠ বীরবল"
আর সরিল না কথা, সে কম্পিত কণ্ঠে
কথা সরিল না, হেরি সে বিষণ্ণ কান্তি
আদর্শ শোকের যেন চিত্র পট খানি।
স্থাপিয়া আপন হস্ত নলিনীর শিরে
চাহি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিমল তারকা-
ময় গগন মণ্ডলে, ফুল্ল পুষ্প সম
বালিকার তরে, যাচিলেন আশীর্ব্বাদ
তার পর ধীরে বসি নিকটে তাহার

নীরবে বর্ষিলা অশ্রু দয়ার আধার।

সহসা দক্ষিণ হতে উঠিল জ্বলিয়া
আলো শিখা, শরতের পূর্ণ শশী সম,
যেন স্বচ্ছ আকাশের প্রাচীরের গায়
সহস্র কিরণ রাশি পড়িছে ছড়ায়,
উচ্চ শৈলে প্রান্তরেতে নদ নদী বুকে।
সেই মত অগ্নি শিখা, ধীরে ধীরে জ্বলি
ক্রমশঃ বাড়িল, গ্রামবাসী গৃহ হতে
বাহিরায় ধূম শিখা। সেই আলো রাশি
আকাশে ফুটিছে যেন, সমুদ্রের বুকে
ভাসিতেছে। ক্রমে বাড়িতে লাগিল শিখা
ধূ ধূ করি জ্বলে যায় গৃহগুলি সব
দুরন্ত পবনে শিখা, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে
ছড়ায়ে পড়েছে যেন। শত শত গৃহ
এইরূপে জ্বলিতেছে অনল শিখায়।

এই দৃশ্য দেখে বসি সমুদ্রের কূলে
অভাগা সে গ্রামবাসী, বাক্য হারা হয়ে
সহসা সকলে কহিল আকুল কণ্ঠে
সমস্বরে "হায় হায়, এই গ্রামে আর
দেখিব না আমাদের যতনের গৃহ"
হেরি আলো শিখা ভাবি হয়েছে প্রভাত
নীরব বিহঙ্গ কূল করিছে কূজন।
ভীত পশুপাল সব আকুল কণ্ঠেতে
জানায় প্রাণের ভয়। মুক্ত অশ্বপাল
ত্রস্ত ভাবে ছুটিতেছে দুর্গম কাননে
ভাঙ্গিয়া প্রাচীর দ্বার, পদ তলে দলি
শ্যাম শস্য ক্ষেত্রগুলি। কত না যতন
করিয়াছে গ্রামবাসী যাহার কারণ।
সেই দৃশ্যে বিচলিত হয়ে পুরোহিত
চাহিয়া তাহার পানে। ব্যাকুলা নলিনী
দেখিছে আতঙ্কে সেই দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সহসা ফিরিয়া চায় যেথা পিতা তার
বসিয়াছিলেন, সমুদ্রের কূলে হায়
প্রাণহীন দেহ তার রয়েছে পড়িয়া।
পুরোহিত ধরিলেন উঠাইয়া শির
দেখিলেন প্রাণহীন। নলিনী তখন
কাঁদিল আকুল দুঃখে, সহসা বালিকা
জ্ঞান শূন্য মৃতপ্রায় পড়িল ধূলায়।
সেই ভাবে অচেতনে, মৃত পিতা বুকে
রাখি শির, সারা নিশি রহিল পড়িয়া।

প্রভাতে মেলিয়া আঁখি দেখে চারিদিক,
শোকপূর্ণ মুখে সবে চারিদিক ঘিরে
রেখেছে সে মৃত দেহ। সকলের আঁখি
অশ্রুপূর্ণ। এখনও দেখা যায় দূরে
অনলের রাঙা শিখা প্রান্তরের পরে
আকাশ হয়েছে রাঙা সেই আলো দিয়া
সেই ছায়া মানবের মুখে প্রভাষিত।
শুনিল নলিনী কহে পরিচিত স্বরে
গ্রামবাসী সবে "হেথা এই সিন্ধুকূলে
হউক সমাধি তার। কখনো আমরা
যদি ফিরে আসি হেথা, শেষ ধূলি তার
যতনে রাখিব লয়ে সমাধির স্থানে"
পুরোহিত করিলেন মন্ত্র উচ্চারণ,
সকলে মিলিয়া ক্ষুব্ধ সেই সিন্ধু বুকে
করিল সমাধি শেষ। সিন্ধু যেন শোকে
কাঁদিতেছে, তরঙ্গের মৃদু কলরব
যেন তার শোক গীত সহসা আবার
আসিল জোয়ার জল। রাজার তরণী
বাকি গ্রামবাসী জনে লইবে এবার।
উঠিল সকলে দুঃখে। সুবাতাস পেয়ে

ধীরে ধীরে চলে তরী। আরোহী তরীর চাহিয়া রয়েছে সেই দগ্ধ গ্রাম পানে॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পরিত্যক্তা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর চলিয়া গেল। নূতন নূতন দেশের নব নব দৃশ্য, বিচিত্রতা জর্জের হৃদয়ে নব আশা উদ্যম পুনরুদ্দীপিত করিল। কালস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের শোকের জ্বালা ক্রমে প্রশমিত হইয়া আসিল। স্বদেশে ফিরিবার জন্য ও প্রিয়জনদিগকে দেখিবার জন্য আবার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আর কাল বিলম্ব না করিয়া জর্জ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জর্জের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া মার্থার আনন্দের সীমা রহিল না। এই দুই বৎসরে মার্থারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই অপ্রস্ফুট সৌন্দর্য্য এখন পূর্ণ বিকশিত; যে ষোড়শীর অপূর্ণ লাবণ্য রাশি দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছিলাম সে লাবণ্য এই দুই বৎসরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অতুল সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। ভরা গঙ্গার ন্যায় পূর্ণ যৌবনের সৌন্দর্য্যরাশি যেন উছলিত হইয়া পড়িতেছে। মার্থার সৌন্দর্য্য কিন্তু একটু তেজপূর্ণ ও গর্ব্বিত; আপনার রূপে আপনি আত্মহারা। মার্থার বাহিরের সৌন্দর্য্যরাশি বাহিরেই আছে, কৈ তাহার প্রতিবিম্ব তো হৃদয় মধ্যে দেখা যায় না। তবে কেহই এ জগতে একেবারে গুণবিহীন নাই। সকলের ভিতরেই কোন না কোন সদ্গুণের বীজ নিহিত আছে। মার্থার হৃদয়খানি যদিও অহঙ্কার স্বার্থপরতা ও অভিমানে পূর্ণ তথাপি সে অন্তরে যেটুকু কোমলতা ও মমতা ছিল তাহা কেবল জর্জের জন্যই উদ্রেক হইয়াছিল ও তাঁহারই চরণে সমর্পিত হইয়াছিল। জর্জকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মার্থা স্বয়ং জাহাজোপরি উপস্থিত; মার্থার সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়া জর্জ যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মুখে ব্যক্ত না করিলেও তাঁহার দৃষ্টির মধ্য দিয়া অন্তরের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল; তিনি মুগ্ধ নেত্রে মার্থার অতুল সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। সুন্দরী মার্থাও তাহা বেশ বুঝিলেন এবং তার স্বভাবতঃ গর্ব্বিত স্বভাব আরও একটু স্ফীত হইয়া উঠিল। জর্জকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে করিতে উভয়ে জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা একটি ফুলের তোড়া লইয়া সভয়ে ধীরে ধীরে আসিয়া জর্জের সম্মুখে দাঁড়াইল। জর্জকে দেখিয়া বালিকার মুখখানি আনন্দে আরক্তিম হইয়া গেল, চক্ষু ও মুখ দিয়া যেন হাসি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সরলা বালিকার স্বর্গীয় পবিত্র মাধুর্য্য দেখিলেই বুঝা যায় এ হৃদয়ে সংসারের কুটিলতা

প্রবেশ করে নাই। জর্জ বালিকাকে দেখিয়া দ্রুতবেগে আসিয়া তার ক্ষুদ্র হাত দুইখানি আপন হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, "লীলা তুমি কেমন আছ? তোমায় দেখে অত্যন্ত অহ্লাদ হইল। এই দুই বৎসরের মধ্যে তুমি এত বড় হইয়া গিয়াছ? তোমায় যে চেনা যায় না!" বালিকা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ফুলের তোড়াটি জর্জের হাতে দিয়া বলিল, "জর্জ তোমাকে দিবার মত উপযুক্ত জিনিষ আমার কিছুই নাই, আমি স্বহস্তে এই ফুলগুলি তুলিয়া তোমার জন্য তোড়া বাঁধিয়া আনিয়াছি লইবে কি?" জর্জ হাসিয়া বলিলেন, "কেন লীলা তুমি কি জান না তোমার এই ফুলের তোড়াটি বহু মূল্য জিনিষ অপেক্ষাও আমার কাছে আদরের?"

এই সময়ে কাহার কর্কশ স্বর তাঁহাদের সে সুখের আলাপ বন্ধ করিয়া দিল? যখন জর্জ বালিকাকে দেখিয়া মার্থার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন তখন মার্থা ক্রোধে অগ্নিবৎ হইল রাগ ও হিংসায় প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল; স্থির দৃষ্টে জর্জের দিকে তাকাইয়া রহিল, অবশেষে যখন দেখিল জর্জ দাঁড়াইয়া তাহাকে ভুলিয়া বালিকার সহিত গল্প আরম্ভ করিয়াছেন তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না। তথায় আসিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "জর্জ এত দেরী হইয়া যাইতেছে, খাওয়া দাওয়া কি আর হইবে না? লীলাকে দেখিয়া যে সব ভুলিয়া গেলে? যদি ইচ্ছা না হয় তুমি এখন থাক আমি যাই।" জর্জ ভাবিল সত্যই মার্থাকে এতক্ষণ তাঁর জন্য রাখা অন্যায় হইয়াছে, এই ভাবিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "মার্থা ক্ষমা কর লীলাকে অনেক দিন পরে দেখিলাম তাই দুই একটি কথা কহিতেছিলাম এত দেরী হইয়াছে, বুঝিতে পারি নাই; এখন চল যাই।" এবং লীলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "লীলা তবে এখন বিদায় হই, শীঘ্র আবার দেখা হবে," এই বলিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেলেন। মার্থা সেই সুযোগে বালিকার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে অত্যন্ত ধমক দিয়া বলিল, "লীলা তোমার স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম, জর্জের কাছে আসিতে তোমার লজ্জা হয় না? অত সামান্য লোকের মেয়ে হইয়া এরূপ ভাবে জর্জের সহিত কথা কওয়া কখনও তোমার উচিত নয়। আর কখনও এ রকম কাজ করিও না।" এই বলিয়া আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ী চলিয়া যাইবার সময় জর্জ লীলাকে দেখিবার জন্য একবার মুখ বাড়াইলেন, কি দেখিলেন! লীলা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে সেই গাড়ীর দিকে তাকাইয়া আছে; মুখখানি বিষাদের ছায়ায় মলিন হইয়া গিয়াছে, সে কাতর দৃষ্টির মধ্যে কি একটি অব্যক্ত যাতনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। জর্জ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মার্থাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল,

"আমি কি জানি, বোধহয় আমার এত সুখ দেখিয়া উঁহার হিংসা হইয়াছে, তাই ওভাবে তাকাইয়া আছে।" ছিঃ, মার্থা অনায়াসে এমন মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলিলে! জর্জ এ কথাটা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি শৈশব হইতে তাঁহার বাল্য-সহচরী লীলাকে জানিতেন, সে যে হিংসা ও রাগ জানিত না তাহাও জানিতেন কিন্তু হঠাৎ মার্থার এ কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ মর্ম্মাহত হইলেন, আর কিছু বলিলেন না। অল্পক্ষণের মধ্যেই লীলার কথা ভুলিয়া গেলেন, মার্থার সৌন্দর্য্য ও হাসিতে লীলার ম্লান বিমর্ষ মুখচ্ছবি কোথায় লুকাইয়া পড়িল! এমনই সংসার।

(ক্রমশঃ)

গোলাপ সখী।

গোলাপ তোমার সনে আলাপ করিতে।
এলাম তোমারি কাছে আনন্দিত চিতে॥
তোমার সৌন্দর্য্য দেখে হয়েছি মোহিত।
তুমি গো গোলাপ সখী কর মোর হিত॥
তোমার স্নেহ কোমলতা এক বিন্দু দিয়ে।
রাখ গো আমারে সখী তোমার আশ্রয়ে॥
আমি যে তোমারে সই বড় ভালবাসি।
দেখিলে তোমার সেই মধুমাখা হাসি॥
কে দিবে তোমার শোভা বলে গো সজনী।
আছে কি তোমার কাছে আমার জননী॥
তুমি যে পবিত্র অতি কোমলতাময়।
দেখিলে তোমারে হয় আনন্দ উদয়॥
ভাসাও আনন্দ নীরে চির দিন তরে।
এসেছি তোমার কাছে বড় আশা করে॥
দেখাও জীবনে সখী জননী আমার।
একেবারে দূর কর মনের আঁধার॥
যখন কর গো তুমি মায়ের আরতি।
জগতের মাঝে তোর শোভা দেখি অতি॥
হেলে দুলে টলে টলে কত কথা কও।
ভক্তের হৃদয়ে তুমি সর্ব্বদাই রও॥
যখন হবে হৃদয় তোমার মতন।
তখন পাইব আমি ব্রহ্মানন্দ ধন॥
গোলাপ ফুলের সনে দেখি মার মুখ।
জীবন সফল হবে দূরে যাবে দুখ॥
মায়ের অভয় পদ ফুলের ভিতরে।
দেখিয়া ডাকিব সদা কাতর অন্তরে।
হৃদয় খুলে প্রেমে গলে ডাকি বারবার।
মায়ের চরণে সবে করি নমস্কার॥

আত্ম-পরীক্ষা।

আত্ম-পরীক্ষা যেমন জীবন পথের প্রধান সহায় আত্ম-পরীক্ষার অভাব সেই রূপ এ পথের প্রধান অন্তরায়, আত্ম-পরীক্ষা যেমন স্বচ্ছ কাচ-ফলকের ন্যায় অন্তর প্রদেশকে চক্ষুর সম্মুখীন করে, এমন আর কোন বস্তুই ভিতরকে সেরূপ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারে না। আত্ম-পরীক্ষার অভাব যেমন আমাদিগকে অহঙ্কারী ও দুর্বিনীত করিয়া ফেলে, আত্ম-পরীক্ষার অভাব যেমন আমাদিগের ভিতরে অভিমান উৎপাদন করে, আত্ম-পরীক্ষার অভাব যেমন আমাদের ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত প্রদান করে এমন

আর কিছুতেই আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে না। পৃথিবীতে যিনি যত আত্ম-পরীক্ষা ও আত্মানুসন্ধান করিয়াছেন তিনি তত জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। সকল পরীক্ষা হইতে আত্ম-পরীক্ষা শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। ধন্য তিনি যিনি এই আত্ম-পরীক্ষারূপ উচ্চ ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন। যে জীবনে আত্ম-পরীক্ষার পথ অবরুদ্ধ সে জীবন স্রোত শূন্য নদীর ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে, পৃথিবীতে যত দিন আত্ম-পরীক্ষারূপ মহাধর্ম্মের সমাদর না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইবে। আত্ম-পরীক্ষা যেরূপ নিজের নিজের দোষ ও নীচতা দেখাইতে সমর্থ এমন আর কোন মানবীয় বৃত্তি বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত আত্ম-পরীক্ষক আপনাকে পৃথিবীর ধূলিকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র দেখেন। প্রকৃত আত্ম-পরীক্ষক নিজের অনুমাত্র পাপের জন্য মর্ম্মাহত হইয়া আপনাকে পৃথিবীর হীনতম পাপী জ্ঞানে মস্তক নত করিয়া থাকেন। প্রকৃত আত্ম-পরীক্ষক সমগ্র মানব মণ্ডলীকে শ্রেষ্ঠতম আসন প্রদান করিয়া পৃথিবীর পদধূলি লেহন করিতে থাকেন। এই আত্ম-পরীক্ষায় জগতে আত্ম-বলিদানের উচ্চ ধর্ম্মের অভিনয় হইয়াছে।

শ্রীমতী সুঃ—

হৃদয় কুটীর।

আমার এ গৃহ মাঝে তোমারি গো পিতা
রচেছি আসন;
হৃদয়ের যত প্রীতি
পরাণে যেটুকু ভক্তি
আছে তাহা আনিয়াছি করিয়া যতন।

ক্ষুদ্র এই গৃহ খানি হউক তোমার
সাধ এই মোর;
সে সাধ যেন গো প্রভু!
বিলীন না হয় কভু
হয় যেন ও চরণে এ জীবন ভোর।

বিশ্বাসের জ্যোতি ঢালো আঁধার মলিন
এই গৃহে আসি;
যাক সব দুঃখ গান
হোক গৃহ দীপ্তিমান
জ্যোতির্ম্ময়! এস হেথা পাপ তমঃ নাশি।

আছে যত সঙ্কীর্ণতা দাও দূর করে
হৃদি গেহে মোর;
যাক চলে মলিনতা
যাক দূরে শোক ব্যথা
এ কুটীর রাখ বাঁধি দিয়ে ভক্তি-ডোর।

আঁধার সরায়ে গৃহ হউক উজ্জ্বল
তব আগমনে;
ওগো চির জ্যোতিষ্মান!
হোক হেথা তব গান
উল্লাসিত থাক সদা তোমারে স্মরণে।

শ্রীমতী বুঃ—

গল্প।

কুমার বোটের ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়া গালে হাত রাখিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। বোট খানি ধীরে ধীরে কিনারার ধার দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কুমারের চমক ভাঙ্গিল, তীরের দিকে তাকাইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কি ছবি দেখিলেন তোমরাও যদি দেখিতে তবে চক্ষু ফিরাইতে পারিতে না। দেখিলেন এক বট বৃক্ষের নীচে এক পরমাসুন্দরী বালিকা জানু পাতিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া জোড় হস্তে প্রার্থনা করিতেছে, তাহার চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, বালিকার বেশ মলিন, ঘন কেশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের মধ্য হইতে পূর্ণ শশীর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। নীরবে বালিকা প্রার্থনা করিতেছিল। কুমার এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে বোট খানিও দূরে আসিয়া পড়িল, কুমারের চক্ষু হইতে সে স্বর্গীয় দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। কুমার যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল। কুমার দেখিলেন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। উক্ত স্বর্গীয়া বালিকা কে? দেবী না মানবী কুমার জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। মাঝিগণকে বোট তীরে লাগাইতে আদেশ করিয়া তীরে লাফাইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা আগত দেখিয়া মাঝিরা বোট তীরে বাঁধিয়া ধীরে ধীরে বিশ্রামের আয়োজন করিতে লাগিল। কুমার যে তীরে নামিয়াছিলেন তাহা মাঝিরা দেখিতে পায় নাই, তাহারা জানিত বাবু বোট বাঁধিবার আদেশ দিয়া শয়ন করিতে গিয়াছেন। এ দিকে কুমার জঙ্গল কাটিয়া ধীর পদ নিক্ষেপে অজ্ঞানিত পথে সুন্দরী বালিকার সন্ধানে চলিলেন বোটখানি অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছিল। কুমার অতি সতর্কে হাঁটিতে লাগিলেন, অবশেষে জঙ্গল কাটিয়া এক প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন নদীর কিনারা দিয়া চলিতে লাগিলেন, ভাবিলেন যদি বালিকা উক্ত স্থানে না থাকে তবে তাঁহার এতটা আসা বিফল হইবে, আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে রাত্রি হইবে ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, সম্মুখে বটবৃক্ষতলে তখনও সেই সুন্দর প্রতীমা প্রতিষ্ঠিতা। একই ভাবে বালিকা প্রার্থনা করিতেছিল। কুমার ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকার সম্মুখে তাঁহার ছায়া নিপতিত হইল, বালিকা সভয়ে কুমারের দিকে চাহিল, নিমেষে সকল ভয় দূর হইল সে সুমধুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এসেছ, তবে আর দেরী করিও না, শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।" কুমারের আর কথা কহিবার সময় রহিলনা, তিনি বালিকার কথা শ্রবণে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বালিকার সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। বালিকা আর কথা কহিল না, নিঃশব্দে উভয়ে চলিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল,

আকাশে তারা দেখা দিল পক্ষীগণ নিজ নিজ কুলায় উড়িয়া গেল, চারিদিক অন্ধকারে আবৃত হইল। বালিকা কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিল। কুমার যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যেন কোন স্বর্গীয়া দেবী তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সেই অন্ধকারময় প্রান্তর উত্তীর্ণ করাইয়া দিতে আসিয়াছেন। কুমার বালিকার হস্তখানি দৃঢ়রূপে ধরিলেন। উভয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন, কেহ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল না, পাছে সেই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হয় বলিয়াই বোধ হয়। অবশেষে একটি কুটীর দেখা গেল। কুটীর অভ্যন্তরে একটি প্রদীপ টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছিল। কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বালিকা কুমারকে এক গৃহকোণে শয্যার দিকে লইয়া গেল। কুমার দেখিল এক রুগ্না রমণী সেই শয্যায় শায়িতা, জীর্ণ শরীর, মৃত্যুচ্ছায়া সেই মলিন মুখে প্রতিবিম্বিত। কুমার ধীরে ধীরে শয্যার পার্শ্বে বসিলেন। নাড়ী দেখিয়া বুঝিলেন আর বেশীক্ষণ সে জীবন থাকিবে না। কুমার রমণীর হস্ত ধারণ করাতে রমণীর নিদ্রা ভাঙ্গিল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া কুমারের মুখের পানে তাকাইলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে রমণী বালিকাকে ডাকিলেন। বালিকা এতক্ষণ শয্যার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়াছিল, আহ্বান শুনিয়া ছুটিয়া সম্মুখে আসিল। রমণী বালিকার কর্ণের নিকটে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি কি বলিলেন, কুমার শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু বুঝিলেন উঁহারই বিষয় বলিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বালিকা কুটীরের বাহিরে গেল ও একটি বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া গৃহে পুনরায় প্রবেশ করিল। কুমার দেখিয়া বুঝিলেন উক্ত পুরুষটি একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মত। রুগ্না রমণী অতি মৃদুস্বরে কুমারকে নিকটে ডাকিলেন। কুমার নিকটে আসিলে রমণী বলিলেন, "বাবা আমার এই কন্যা ছাড়া এ পৃথিবীতে আপনার বলিবার কেহ নাই, আমি তো এক্ষণে উহাকে একলা ফেলিয়া চলিলাম, তুমি যদি ইহার ভার লও, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি।" কুমার স্তম্ভিত হইলেন, কি উত্তর করিবেন ভাবিতে না ভাবিতে রমণী পুনরায় অধিকতর ক্ষীণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমার আর বেশীক্ষণ নাই তোমার হাতে আমার প্রিয়তমা কন্যাকে সমর্পণ করিয়া চলিলাম।" এই বলিয়া পুরোহিতকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। পুরোহিত আসিলে রমণী ধীরে ধীরে বালিকার ক্ষুদ্র হাত খানি ধরিয়া কুমারের হাত খানিতে মিলাইয়া দিলেন। কুমার কিছু বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কুমার ও বালিকা হস্ত ধারণ করিয়া রহিল পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কুমারের সেই অজানিত অপরিচিত সুন্দরী বালিকার সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গনারী।

কে বলে বঙ্গনারী অসভ্য, মূর্খ? কে বলে বঙ্গনারীর কোন সদ্গুণ নাই, তাহাকে অনেক শিখাইতে হইবে?

হায় রে বঙ্গনারী, তোমার গুণের কথা কি চিরদিনই লুক্কায়িত থাকিবে? অন্য দেশে স্ত্রীলোকের একটা বিশেষ কোন গুণ থাকিলে তখনই তাহা সত্তের হাজার কাগজে ছাপাইয়া তাহার ছবি তুলিয়া জীবনী লিখিয়া কত কাণ্ড করে। বঙ্গে যেন স্ত্রী জীবনের কোনই মাধুর্য্য নাই।

শ্বেতকায়া নর নারী মাত্রেরই বিশ্বাস বঙ্গনারী সকলেতেই অনুপযুক্ত। এমন কি ভারতেরও কোন কোন অংশে পুরুষদের এরূপ বিশ্বাস যে বঙ্গের স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া অসম্ভব।

এ দুর্নাম কবে যাবে? শিক্ষিত লোক মনে করে, বঙ্গনারী তেল মাখে, অসভ্যের মত বস্ত্র পরিধান করে, পান খায় আর ঘুমায়। বঙ্গনারী বর্ণে কাল হইতে পারে কিন্তু তাহাদের জীবনের অনেক সৌন্দর্য্য আছে যাহা কোন জাতীয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না।

কত সাহেব মেমের কত রকম মত। তাহাদের সঙ্গে কথা কহিলে বাস্তবিক কষ্ট হয়। বঙ্গের স্ত্রীলোকদের মূর্খতা বশতঃ যেন দেশের অকল্যাণ হইতেছে এইরূপ অনেকের বিশ্বাস।

শিক্ষা অর্থাৎ কি দুর্নীতি? নিজের দেশকে অমান্য করা? শিক্ষা করিবে, স্ত্রীলোকের; কর্ত্তব্য, সৎ স্ত্রী, সৎগৃহিণী হইয়া সংসারে বাস করা।

আজ কাল অনেকে মনে করেন স্ত্রী কি ভগিনীগণ কি কন্যাদল, পিয়ানো বাজাইলে দুই পাতা ইংরাজি পড়িলে, পুরুষদের সঙ্গে মিশিতে পারিলেই সর্ব্বরূপে শিক্ষিতা নাম পাইল! কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে নীতিশিক্ষা কোমলতা ও লজ্জা প্রভৃতি কোন শিক্ষা হইবে না? যদি বিপরীত দিকে শিক্ষা যায় তবেই দেশের অকল্যাণ, সমাজের ক্ষতি। বঙ্গনারীর ভিতর যে সকল সদ্গুণ আছে, তাহা মার্জ্জিত করিয়া লইলে আমার বিশ্বাস পৃথিবীর মধ্যে তাঁহারা সর্ব্ব উচ্চ স্থান পাইবেন। যদি দুই চারি জন দেশাকাঙ্ক্ষিণী একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পথপ্রদর্শন করেন, অনেক সঙ্গিনী আসিয়া জুটিবে এবং অচিরে একটি মনোনীত সমাজ হইবে; বঙ্গনারীর দুর্নাম চলিয়া যাইবে। বঙ্গে এমন শত শত নারী আছেন, যাঁহাদের জীবন প্রণম্য ও চিরস্মরণীয়া।

প্রকৃত সুখ।

ভগ্নীগণ, তোমরা জীবনে প্রকৃত সুখ কি তাহা জানিয়াছ? তোমাদের জীবনে সময়ে সময়ে কোন না কোন কষ্ট পরীক্ষা আসিয়াছে ইহা কি সত্য নয়? আমরা সংসারের সুখে সুখী হইয়া মনে করি এই বুঝি প্রকৃত সুখ। ধনের অভাব থাকিলে ধন পাইলে, পুত্রের অভাব থাকিলে পুত্র পাইলে এবং

এইরূপ অন্যান্য সংসারের অভাব সকল দূর হইলে আমরা নিশ্চয়ই সুখী হই ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ধন হারাইলে ও পুত্র হারাইলে এতই কষ্ট পরীক্ষায় জীবন আন্দোলিত হয় যে জীবনে সুখ কখনও ছিল তাহাও মনে হয় না। এইরূপে দুই দিনের সুখস্বপ্ন দুই দিনে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতেই আমরা জানিতেছি এই সংসারের সুখ যখন এত অল্পক্ষণ স্থায়ী তখন উহা নিশ্চয়ই প্রকৃত সুখ হইতে পারে না। এমন কি সুখ আছে যাহা চিরস্থায়ী যাহা প্রকৃত সুখ? যাহা সহস্র কষ্ট পরীক্ষায়ও দূর হইবে না? সেই সুখে কি আমরা সকলে সুখী হইতে চাহি না? কে চায় দুই দিনের সুখ দুই দিনে ফুরায়? তবে প্রকৃত সুখেই আমরা যেন সুখী হই, যে সুখ আমাদের চিরকাল ইহকাল পরকালে ও অনন্তকালে সুখী করিবে। ভগ্নীগণ বুঝিলে কি? এ সংসারে হরি-সুখ ভিন্ন প্রকৃত সুখ কোথাও নাই। যদি সেই সুখে সুখী হও তবে কষ্ট রোগ শোক পরীক্ষাও তোমাকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

প্রাপ্ত।

প্রিয় ভগিনি,

আজ অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে আসিলাম। প্রিয় কলিকাতার শুভ সংবাদে শীঘ্র সুখী কর এই ইচ্ছা।

এই উৎসবের সময় শীতের সময় কেবলই কলিকাতার কথা মনে হয়। এ পৃথিবীতে অনেক কাল আসিয়াছি বৃদ্ধা হইয়াছি কিন্তু শৈশবের দৃশ্য কথা এখনও জলন্তরূপে হৃদয়ে জাগিয়া আছে। সেই সুখময় সরল শৈশবের কথা এখনও এ বৃদ্ধ জীবনে কত সুখ দেয়।

যখন শিশু ছিলাম তখন এই মহামাঘোৎসবের উচ্চ ভাব বুঝি নাই। কিন্তু সরল ভাবে, সহজে স্বর্গের সংবাদ বিশ্বাস করে শুনিয়াছি। তখন পৃথিবীর জ্ঞান হৃদয়কে বিকৃত করে নাই। তখন সরল বিশ্বাস, পবিত্র ভাব হৃদয়কে সজ্জিত রাখিয়াছিল।

উৎসবের এক পক্ষ পূর্ব্ব হইতে কলুটোলার ভবনে ধুম ধাম আরম্ভ হইত। ভক্তজনের সমারোহে এই গৃহ পূর্ণ থাকিত। কত ব্রাহ্ম এই উৎসব উপলক্ষে সপরিবারে সমাগমে আসিতেন। কেহ আশ্রমে কেহ নিকেতনে কেহ কলুটোলা ভবনে অবস্থিতি করিতেন। বেশী কিছু বুঝিতাম না, কেবল জানিতাম স্বর্গের দৃশ্য পৃথিবীতে হইতেছে শ্রীআচার্য্য দেব স্বর্গ হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। উৎসবের দিন অতি প্রত্যূষে আলো হস্তে মা জননী ও অন্যান্য আত্মীয়াগণ বরফের মত শীতল জলে স্নান করিতে যাইতেন। সূর্য্য উদয়ের আরম্ভেই সকলেই শ্রীমন্দিরে যাইতেন। আমরাও অল্প বেলা হইলে যাইতাম। উপাসনা বুঝিতে পারিতাম না কিন্তু হৃদয়ে কি

এক অপূর্ব্ব আনন্দ হইত। মন্দির লোকে পূর্ণ, হারমোনিয়মের গম্ভীর, সুমিষ্ট ধ্বনি শ্রীআচার্য্য দেবের স্বর্গীয় মূর্ত্তি হৃদয়গ্রাহী উপাসনা সকলই স্বর্গের, সকলই শান্তি ও সুখপ্রদ। সে দৃশ্য কোথায়? আর কি ফিরিয়া আসিবে না? মহানগর-কীর্ত্তনের দিন সেই কত কত মৃদঙ্গ এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিত। এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের তার গুলও সেই সঙ্গে নাচিয়া উঠিত। কলুটোলার প্রাঙ্গন যেন সীমাহীন মনে হইত, কি লোকের সমাগম। রাজা, প্রজা দাঁড়াইয়া কি দেখিতে, কি শুনিতে আসিত? সেই দেব-মূর্ত্তি সেই স্বর্গীয়-মূর্ত্তি শ্রীআচার্য্য দেব-মূর্ত্তি প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে ভক্তগণ বেষ্টিত যে একবার দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই মুক্তি পাইবে। পুণ্যময়-মূর্ত্তি, শুভ্র কান্তি, যুক্তকরে স্বর্গ পানে তাকাইয়া, যে হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিতেন, সে যে কেহ শুনিয়াছে, তাহার হৃদয়ে স্বর্গ নিঃসন্দেহই বাস করিবে। কেন সে সকল দৃশ্য এমন অকালে লুকাইল? কোথায় গেল, আর কি আসিবে না?

এত দেখিলাম এত শুনিলাম, তবে আজ কেন মনে হইতেছে স্বর্গ দূরে! শৈশবে তো এ কথা মনে হয় নাই! তখন মনে হইত লোকে পাপ কেন করে? পাপ করা অসম্ভব মনে হইত। এখন মনে হয় পৃথিবীতে বেশী দিন থাকিলে লোকে দুর্ব্বলতা বশতঃ অন্যায় করে। কেন এই সকল বিষয় বুদ্ধি সে শৈশবের সহজ, সরল ভাব বিনাশ করিতেছে?

প্রাণ যাহাতে আরম্ভ তাহাতেই কেন বিলীন হবে না? যেখান হইতে উৎপন্ন সেইখানেই আবার মিশিব। পৃথিবীর যেমন এক প্রান্ত হইতে ছাড়িলে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেইখানেই আবার যাওয়া যায় তেমনই আমরাও যেখান হইতে ছাড়িয়াছি সেইখানে আবার মিলিব। এই নিরাকার আত্মা সেই চিন্ময় রাজ্যে নিরাকার শ্রীআচার্য্য দেব উৎসব করিতেছেন দেবী জগন্মোহিনীর "স্নেহাশ্রয়ে আশ্রিত দেবীর শিষ্য, ভক্ত, সন্তানগণ এই মহা উৎসবে এক প্রাণ হইয়া যোগ দান করিয়া সুখী হই,"এই প্রার্থনা।

তোমার…………।

MOTTOES FROM THE BRAHMO POCKET DIARY.

20th January.

I thank Thee, O Lord, that Thou hast dispelled my doubts, and revealed unto me the light of thy gospel with abundant testimony.

২০শে জানুয়ারী।

তোমারি অতুল দয়া করিয়াছে দূর
হৃদয়ের অবিশ্বাস কালো,
তাই কৃতজ্ঞতা পূর্ণ এ হৃদয়-পুর
পেয়ে তব ওই জ্যোতি আলো।

যেথায় সন্দেহ ছিল, বিশ্বাস সেথায়
পাতিয়াছে তাহাঁর আসন,
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ছিল যেথা তমসায়
শুভ্র জ্যোতি সেথায় এখন।
তোমারি মঙ্গল নামে সবি প্রভু হয়
অমঙ্গল ছায়া যায় দূরে.
অবিশ্বাস পলায়েছে. বিশ্বাসের জয়
হইয়াছে অন্ধ হৃদি-পুরে।

21st January.

Grant, my God and my Friend, that I may eternally prosper as I have hitherto prospered under Thy counsel, which is unerring as it is sweet.

২১শে জানুয়ারী।

হে পিতা জগৎপতি শ্রেষ্ঠ বন্ধু মম
এই ভিক্ষা চরণে তোমার,
তোমারি করুণা বলে আমি ভাগ্যবান
সবি ইহা তব করুণার।
এমনি সকলি থাক অভ্রান্ত মধুর
আমি যেন ভুলিনাক আর,
অনন্ত সৌভাগ্যময় হোক এ জীবন
পেয়ে তব কৃপা অনিবার।
তোমার নামের গুণে দুঃখ দূরে যায়
শান্তিপূর্ণ হয় এ জীবনে,
অধীর পরাণ যেন নব প্রাণ পায়
নমি প্রভু তোমার চরণে।

22nd January.

O God of mercy and loving kindness, grant that every grain of favor that comes from heaven may draw my heart nearer and nearer to Thee in faith and love and loyalty.

২২শে জানুয়ারী।

দয়ার আধার পিতা প্রেমসিন্ধু
ওই স্বর্গ পথ হতে ধরার বুকেতে,
ঝরিতেছে দিবা নিশি করুণার বিন্দু
পশিছে আমার এই মুগ্ধ হৃদয়েতে।
তোমারি করুণা যেন শিখাইছে মোরে
অনাথ আতুর জনে করিতে করুণা,
তোমার প্রেমের বলে ভুলে যাই ধীরে
হিংসা, দ্বেষ, আত্মপর, স্বার্থের বাসনা।
তোমার বিশ্বাস যেন নব মন্ত্র বলে
পশিয়া গিয়াছে মোর শিরায় শিরায়,
অবিশ্বাস পলায়েছে, নয়নের জলে
বিশ্বাস জাগায়ে আমি রেখেছি হিয়ায়।
বিশ্বাসে হইয়া নত, প্রেমে করি ভর,
যেন স্বর্গ পথে পিতা হই অগ্রসর।

23rd January.

Grant good God, that I may not be gathered with the wicked and unclean outcasts, but that I may find a place, however humble, among Thine obedient and trustful servants.

২৩শে জানুয়ারী।

এই কর দয়াময় যেন তোমা হতে
কভু আমি দূরে পিতা যাই না চলিয়া,
সংকীর্ণ কণ্টকজালে ধূলি ভরা পথে
ভ্রান্ত চিত্ত যেন দেখি যায় না ভুলিয়া।

আমি যেন পাই প্রভু সরল উদার
দীন হীন হোক, তবু জুড়াবার স্থান,
যেথায় জাগিয়া তব মহিমা অপার
অসীম করুণা যাহে পুলকিত প্রাণ।
জটিল ঐশ্বর্য্যময় আবরণ দিয়া
কুপথ আচ্ছন্ন, যেন যাই না সেথায়,
তোমার সেবকগণ আছে যেথা গিয়া
আমি হব উপনীত তোমার দয়ায়।
এই কর দয়াময় সকল ছাড়িয়া,
তোমাতেই তৃপ্ত যেন হয় এই হিয়া।

24th January.

When Thou speakest I feel no doubt, but confidently listen, for every word of Thine is for my salvation.

২৪শে জানুয়ারী।

অন্তরতম প্রভু অন্তর হইতে
শুনিলে তোমার মধুবাণী,
অবিশ্বাস থাকেনাক মুগ্ধ হৃদয়েতে,
সেই বাক্য বেদ সম মানি।
তোমারি অব্যক্ত কথা দেয় শিখাইয়া
হৃদয়েতে বাঁধিবারে বল,
আমারি মঙ্গল তরে অমন করিয়া
দাও শিক্ষা তুমি সুমঙ্গল।
তব বাক্যে ভর করি পিতা দয়াময়
চলে যাব সংসার ভিতর,
তোমারি করুণা স্নাত সারা এ হৃদয়
প্রতি দিন হোক অগ্রসর।

25th January.

Father of Harmony, deliver me from contradictions and littlenesses, and grant that I may be immersed in the deep sea of Thine eternal harmony.

২৫শে জানুয়ারী।

নিখিল নির্ভয় পিতা তুমি সুমহান
বিশ্ব রাগিণীর এই সুমধুর স্রোতে,
তোমাতেই মগ্ন যেন হয়ে যায় প্রাণ
অন্য ভাব রাশি নাহি জাগে হৃদয়েতে।
পৃথিবীর ধুলি জাল, সীমা ক্ষুদ্রতার
যেন দেব নাহি স্পর্শে চিত্ত দুরবল,
আত্ম দ্বেষ ভুলে তব মহিমা অপার
নির্ম্মল হৃদয়ে যেন ভাবুক কেবল।
অনন্ত অসীম তব করুণা বিস্তার—
যেন সেই পথে যায়, চির লুব্ধ হিয়া,
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি—আহ্বান তোমার
চির দিন থাকে যেন মরমে জাগিয়া।
শুনি ও আহ্বান তব পুণ্য গীত ধারা,
প্রণত চরণে তব এ হৃদয় সারা।

26th January.

Mighty Deliverer, Effulgent Spirit, shine forth before all men and let Thy Word come hourly unto all as a thundering voice.

২৬শে জানুয়ারী।

অনন্ত শকতিময় অনাথের নাথ
তব দয়া বিদিত সংসার,
ব্রহ্মরূপ সনাতন দুর্ব্বলের বল
তুমি পিতা জ্যোতির আধার।
তব জ্যোতি রাশি নাথ স্থির অচঞ্চল
প্রবাহিত হউক এ প্রাণে।

মুক্ত মানবের হিয়া মুগ্ধ হয়ে যায়
অবিরত প্রেমামৃত পানে।
তোমার সুধার বাণী ওই দূর হতে
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভেসে আসে,
দূর বজ্রধ্বনি যেন সুনীল গগনে
সেইরূপ হৃদয় আকাশে।

27th January.

May religion be no longer an exercise with me and may it be as natural and easy and involuntary as breath.

২৭শে জানুয়ারী।

এ আকাঙ্খা দয়াময় মিটাও আমার
ধর্ম্মের লালসা যেন কর্ম্মের সমান,
হৃদয়েতে হয়নাকো যাহা গুরুভার
অবসন্ন হয় নাকো কভু মোর প্রাণ।
আপন মনের ইচ্ছা সরল উদার
আপনার পথ চিনে চলে যাক ধীরে,
প্রত্যহই এক শিক্ষা শিখাতে আমায়
যেন দিন কাটে নাকো জীবনের তীরে।
এ যেন মিশায়ে যায় শিরায় শিরায়
নিশ্বাস প্রবাহ সম বহুক সদাই,
জীবনীর শক্তি যেন মানব হিয়ায়
হয়ে থাক দয়াময় এই শুধু চাই।
পুষ্প-দল-সম হোক শুভ্র এ অন্তর,
প্রতিদিন ধর্ম্ম পথে হয়ে অগ্রসর।

স্বর্ণরেণু।

যথার্থ বৈরাগ্য অন্তরে।

আপনার গুণকে অল্প ও দোষকে বৃহৎ করিয়া দেখিবেক।

ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য, আকাশের ন্যায় অনন্ত তাহার কর্ম্ম।

স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া।

যদি অন্যকে ধার্ম্মিক করিতে চাহ, অগ্রে আপনি ধার্ম্মিক হও।

সংসারের কোলাহল মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রৎ রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

অর্থ ব্যয়ে যে প্রকার বিবেচনা ও যত্ন করা বিধেয়, সময় ক্ষেপণ বিষয়েও তদ্রূপ।

সংসারের কোলাহল মধ্যে আমাদের গুরু অতি গম্ভীরভাবে কথা কহিয়া সকল গোল মিটাইয়া দেন, তাঁহার এক একটী অগ্নিময় বাক্য আমাদের অন্তরের সকল প্রকার ভ্রান্তি এবং পাপ দগ্ধ করে।

২৪ বর্ষ]　　মাঘ, ১৩০৮　　[১০ম সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

24th Year.　　FEBRUARY, 1902.　　No. 10.

সূচী।

কলিকাতা।

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড; আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

এবং ৲২৫ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

়রিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

২৪ বর্ষ] কলিকাতা মাঘ ১৩০৮, ফেব্রুয়ারী ১৯০২ [১০ম সংখ্যা

জীবনে শান্তি।

আমরা কি চাই? সুখ না শান্তি? চাই অর্থে আমি বলিতেছি—পাইতে চেষ্টা করি। জীবন সংগ্রামে অনবরত কাজ কর্ম্মের কল-কোলাহলের ভিতরে কোন্‌টা বেশি বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে? সুখ না শান্তি? আমরা বোধহয় বলিব, শান্তিহীন সুখ চাহি না, সুখহীন শান্তি কখনও হয় না। কিন্তু আমরা যদি একটু ভাবিয়া দেখি সুখ বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহা হইলে আমাদের মনে একটা অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের মনে সুখের সঙ্গে সাংসারিক সুখ ও সুবিধা এত জড়াইয়া গিয়াছে যে সংসারকে বাদ দিয়া আমাদের সুখের কোন ধারণাই হয় না। যে কয়টা দিন বাঁচিব, চারিদিকের অবস্থা যদি আমাদের অনুকূল হয়, কোন অশুভ কারণ আসিয়া যদি আমাদের ব্যথিত না করে, তাহা হইলে হয় তো আমরা বলিব "সুখে আছি।" কিন্তু চারিদিকের অবস্থা আজীবন আমাদের অনুকূল থাকা কতদূর সম্ভবপর তাহা সকলেই জানেন। সংসারে যদি আমরা সুখী হই, সমাজে হয় তো আমরা হইতে পারি না, কি জানি কেন, জড় প্রকৃতিও আমাদের অনেক কল্পিত সুখে বাধা দেয়! খুঁজিলে সংসারে আরাম হয় তো অনেকে পাইবেন—কিন্তু মনের একটা আনন্দময় তৃপ্তি যাহাকে শান্তি বলি, আমাদের সহসা ধরা দেয় না। ভাগ্যের সুখমাত্রা পরিপূর্ণ হইতে অল্পই বাকি আছে—সহসা একটা ঝড় বহিয়া গেল, বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখি অনেক উল্টা পাল্টা হইয়া গিয়াছে। চলিতে চলিতে পথভ্রান্ত হইয়াছি—ভাবিতে ভাবিতে সহসা চিন্তাসূত্রের খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি! সংসারের সুখ সম্ভোগের গতি প্রায় এই রকমেই পরিসমাপ্ত হয়। কেন এমন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর কালের কৃষ্ণাচ্ছাদন ভেদ করিয়া কেহ জানিতে পারিল না।

জীবনের যে শান্তির কথা বলিতেছিলাম, সুখ কিম্বা দুঃখের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সকল অবস্থাতে একটা

পরিপূর্ণ তৃপ্তি, একটা ধৈর্য্যশান্ত দৃষ্টিপাত, হৃদয়ের শান্তির পরিচয় দেয়। বলিতেছি না যে সুখ দুঃখকে একটা অত্যন্ত অবজ্ঞাপূর্ণ ভাবে উড়াইয়া দিতে পারিলেই মনে খুব শান্তি আসে—কিম্বা নির্ব্বানপ্রাপ্ত সিদ্ধার্থ দেবের মত সুখদুঃখাতীত হইতে হইবে। কারণ তাহা অনেক তপস্যার ফল। সকল অবস্থাতে নিজ ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা, নিজেকে দিয়া নিজে তৃপ্ত হওয়া, তাহাকেই শান্তি বলিতেছিলাম। প্রকৃতির ভিতরে আমরা এই অনাবিল শান্তি ও পরিতৃপ্তির ভাব অত্যন্ত দেখিতে পাই। আমাদের অসন্তোষ ও অতৃপ্তির কারণ অনেক সময় অবস্থার বৈষম্যে হইয়া থাকে। আমরা নিজেদের মন্দ ভাগ্যের সহিত অপরের সৌভাগ্যের তুলনা করিয়া ব্যথিত ও হতাশ হই। তুলনায় সমালোচনা করা আমাদের একটা বিশেষ রোগ। কিন্তু প্রকৃতির ভিতরে আমরা কি দেখি! এই জড় পদার্থের ভিতরে যত বৈচিত্র ও বৈষম্য আছে, আমাদের এই অসম্পূর্ণ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে তত আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তবুও এই প্রকৃতির ভিতরে কেমন একটা পরিব্যাপ্ত শান্তি এবং সন্তোষ! ফুলের রাণী নিজের সৌন্দর্য্যে সৌগন্ধে কেমন আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠে, আবার ঘাসের ভিতরে ছোট শুভ্র ফুলগুলি নিজের যতটুকু সৌন্দর্য্য আছে কেমন যতনে তাহা ফুটাইয়া তুলে—এতটুকুও ম্লান বিশুষ্ক ভাব তাহাতে নাই। নির্ম্মল শান্ত নীলাকাশে নিশার কোমল হস্ত কি একটা অসীম শান্তিরস মাখাইয়া দিয়া গেল, আমাদের এই কোলাহলময় সংসার হইতে আমাদের দুই ক্লান্ত চক্ষুকে যদি ক্ষণকালের জন্ম সে দিকে তুলিয়া ধরি, কি একটী স্নিগ্ধ কোমল করস্পর্শ আসিয়া আমাদের তপ্ত ললাটকে জুড়াইয়া দেয়! ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলাইয়া দেয়! দেখ, সে নক্ষত্র লোকেও কত বৈচিত্র্য! একটি নক্ষত্রের আলো ক্ষীণ, একটী দীপ্তিময়, একটির বর্ণ ম্লান, একটির গাঢ়, একটি ছোট, একটী বড়, কিন্তু কোন্‌টী অসুন্দর—কোন্‌টিকে দেখিলে আমাদের এই সংসারী মনে এই তুচ্ছ প্রশ্নটা উদয় হয়, "ও তারাটি অমন না হইয়া এমন হইল কেন?" অগণ্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী কেমন আপন আপন ক্ষুদ্র বৃহৎ জ্যোতি লইয়া অপার সন্তোষে নৈশাকাশকে কি অম্লান সৌন্দর্য্যে ভরিয়া রাখিয়াছে! প্রকৃতির ভিতরে আমরা কোনও স্থানে বিরোধ প্রতিযোগিতা দেখিতে পাই না। আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের ভিতরে তাহারা নিজেদের যথাসম্ভব পূর্ণ এবং সুন্দর করিয়া তুলিতেছে। এ সমস্ত ভাবিলে আর নিজেদের মন্দ ভাগ্য ও প্রতিকূল অবস্থার জন্ম বিলাপ করিতে ইচ্ছা হয় না—ইচ্ছা হয় অবস্থা যেরূপই থাকুক না, তাহারই ভিতরে নিজেকে পরিপূর্ণ এবং সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলি। গাছের ফুটন্ত পুষ্পস্তবকের দিকে তাকাইলে আমাদের সহজেই মনে হয়

উহাদের ফুটিতে নিজেদের কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু মানুষের জীবন অন্যরূপ। সংসারের সাধুতা রক্ষা করিতে গেলে অনেক আত্মনিগ্রহের আবশ্যক, অনেক পরীক্ষা প্রলোভন, আত্মসংযমের ভিতর উত্তীর্ণ হইতে হয়। কিন্তু আমাদের জীবন খানি যদি সংগ্রামময় হইত তাহা হইলে আমাদের ভিতরে একটা হতাশ ও বিষন্নভাব অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। কিন্তু এ বিষয়েও আমরা একটু ভাবিলেই দেখিতে পাই, ফুল যে, তাহাকে সুন্দর করিয়া ফুটিবার জন্য গাছের অনেক খানি রস আকর্ষণ করিয়া লইতে হইয়াছে। তেমনি আমরাও যে মহাপ্রাণের ভিতর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি তাঁহারই নিকট হইতে আমাদের জীবনের সম্বল সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। তিনি প্রেমময়, আমাদের সহিত করুণ সমবেদনায় চিরদিন ব্যথিত এবং অশেষ মঙ্গলের কারণ—তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিলে প্রাণের শান্তি সন্তোষ অশেষ এবং অটুট থাকে।

দেখিতে গেলে, আমাদের প্রত্যেকের একজন বই বন্ধু নাই—একটী বই শত্রু নাই। ভগবানই প্রধান বন্ধু এবং আমরা নিজেরাই আমাদের প্রধান শত্রু। অতএব তুচ্ছ মান অভিমান বিবাদবিদ্বেষ লইয়া নিজেদের অসুখী করা নিতান্ত ভ্রম।

"আমি মর্ম্মের ব্যথা অন্তর কথা—
কিছু নাহি কব,
সুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া—
লহ সব।"

শুষ্ক ফুল।

রয়েছি ভুলে, জাগাতে এলে
বাসনা
করিব একা আঁধার নিশি
যাপনা।
এতেক বড় ধরণী মাঝে,
যে যার ফিরে নিজের কাজে,
কিসের তরে আমার এত
সাধনা
একেলা আমি রয়েছি লয়ে
আপনা।

সবাই এসে বেসেছ ভালো
আমারে
সুবাসহীন ফুটিয়া আছি
আঁধারে।
বুঝিবা ম্লান মুখানি হেরি
পড়েছে সবার নয়নে বারি
তুমিও তাই কাতর প্রাণে
আসিয়া
দেখিছ তাই করুণ চোখে
চাহিয়া।

এখনি হেথা ফুটিবে আসি
জোছনা
শ্যামল পাতে করিব নিশি
যাপনা।
হেথায় মোর চারিটী পাশে
ফুলের কুঁড়ি ফুটিবে হেসে
গন্ধে আকুল, বিভোর হয়ে
চাহিব,

শিশির জলে, নিশির শেষে
ঝরিব।

আমায় তুলে পরিবে গলে
কি আশে?
আকুল প্রাণ জুড়াবে না তো
সুবাসে।
সারাটী দিন রয়েছি ফুটে
ছুঁইলে করে পড়িব টুটে,
আমার লয়ে কোথায় যাবে
কি আশে?
একলা রব আঁধার এই
আবাসে।

প্রভাতে কাল দেখিও চেয়ে
আসিয়া।
তরুর তলে পড়িয়া রব
ঝরিয়া।
সেথা মোর সমাধি তলে,
দুএক ফোঁটা নয়ন জলে,
রাখিয়া যেও স্নেহের ভরে
তা হলে,
স্মৃতি পটে দেখিবে কভু,
এ ফুলে।

কেন গো বৃথা করুণ স্বরে
গাহিয়া,
আজিকে আছ শেষের দিনে
চাহিয়া।
থাক্ হেথায় জোছনা রাশি
সারাটী দেহে খেলায় আসি।
এখনি আমি যেতেছি চির
শয়নে
তোমারি গান পশিবে কাণে
মরণে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

প্রতিদান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা, অসহায় অবস্থার ভিতরে লোকে আত্মবৎ প্রিয় অপর একটী সতেজ স্বাধীন জীবনের উপর নির্ভর করিতে চায়। ভুবন বাবুর শোক দুঃখের মধ্যে সতীশই তাঁহার পুত্রস্থানীয় হইয়াছিল। সতীশের পরামর্শ ব্যতীত তাঁহার কোন বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত না; দুঃখের সময় তাহারই বিনয় মধুর মর্ম্মপ্রসঙ্গে ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতেন; আবার তাহার মুখে যৌবনের উৎসাহপূর্ণ ভাষায় তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সকল শুনিয়া আপনার সকল কথা ভুলিয়া তাহাতে আনন্দিত হইতেন। তাঁহার অট্টালিকা সংলগ্ন ক্ষুদ্র বাটী খানিতে সতীশ তাহার অনাথ শিশুগুলিকে লইয়া বাস করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার দিবসের অনেক সময় ভুবন বাবুর গৃহেই অতিবাহিত হইত। সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার তিনটী প্রাণীই যে তাহার জন্য নিতান্ত ঔৎসুক্য ভরে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তাহা তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না বলিয়াই সে কোন দিন তাহাদের সরল হৃদয়ে নৈরাশ্যের আঘাত দিতে পারিত

না। ভুবন বাবুর সান্ধ্য ভ্রমণের সময়ে সেই একখানি যৌবন তেজপূর্ণ শান্ত পরিচিত মূর্ত্তি আপনার পার্শ্ববর্ত্তী না দেখিলে প্রকৃতির শোভাও অসম্পূর্ণ বোধ হইত, তাঁহার ভ্রমণের আনন্দ উপভোগই হইত না। শিশু কমলও তাহাকে নিতান্ত আপনার বন্ধু করিয়া লইয়াছিল। সতীশের কোন দিন আসিতে বিলম্ব হইলে কোন খেলাই সে দিন তাহার ভাল লাগিত না; কাহারও আদর মিষ্ট হইত না। একাকী উদ্যানের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কমল প্রতিজ্ঞা করিত সে আর কখনও সতীশ মামাকে ভালবাসিবে না; কিন্তু পরক্ষণেই সতীশ নিকটে আসিবা মাত্র শিশু অভিমান ভরে স্ফুরিতাধরে তাহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িত। আর নলিনী যে দিন তাহার পিতার কথায় দিদির মত নিতান্ত স্নেহের সহিত সেই মলিনবেশধারী সঙ্কুচিত বালকের শীর্ণ হস্তখানি আপন হস্তে উঠাইয়া লইয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাহাকে সহোদর ভাইয়ের ন্যায় জানিয়াছিল। তাই তাহার এই দুঃখের সময় সতীশের নীরব সহানুভূতিতে বালিকা অনেক সান্ত্বনা লাভ করিত। নলিনী স্বভাবতঃই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, এবং সচরাচর হিন্দু গৃহের বালিকার ভাগ্যে যেরূপ ঘটিয়া উঠে তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিল। বিদ্যাচর্চ্চায় শোকের তীব্রতা কতক পরিমাণে ভুলিয়া থাকা যায়, এবং অনেক সান্ত্বনা লাভ করা যায় দেখিয়া সতীশের চেষ্টা ও যত্নে সে আবার উৎসাহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

বৈধব্যের তীব্র বেদনা এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে নলিনী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বাল্যসঙ্গী সতীশের সঙ্গে কথোপকথনে মধ্যে মধ্যে সেই কৌতুকপ্রিয়, রহস্যময়ী, অভিমানিনী বালিকার প্রকৃতি যেন আবার জাগিয়া উঠিত। চির দিনই সে স্নেহে যত্নে সতীশের সহিত জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিত, কিন্তু আব্দার আমোদের সময় নিতান্তই বালিকা হইয়া দাঁড়াইত! সম্প্রতি এক নূতন আব্দারে সে সতীশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

সতীশমামার ক্রোড়ে বসিতে না পাইলে বৈকালিক ভোজনটা কমল বাবুর মনঃপুত হইত না। সে দিন সতীশ কমলকে লইয়া তাহাদের গৃহ সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় জলখাবার খাইতে বসিয়াছে; অদূরে তাঁহার বসিবার গৃহে ভুবন বাবু পুস্তকাদি লইয়া হিসাব পত্র দেখিতেছিলেন। নলিনী নিকটে বসিয়া কমল বাবুর আদেশ মত তাহার দ্রব্যাদি যোগাইতেছিল। তাহার বহু দিনের সাধ সতীশ আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হয়। নানা কথার পর আজ আবার সে সেই কথা উত্থাপন করিল। একটী অতি সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছে; সে মেয়েটীকে পছন্দ হইয়াছে; এবং এই বৃহৎ নির্জ্জন অট্টালিকার ভিতরে তাহার সঙ্গীবিহীন জীবন কিরূপ কষ্টকর তাহা

সতীশের একটু বুঝা উচিত; এবং একটী সঙ্গিনী ভ্রাতৃবধূ পাইলে তাহাকে সে কতই স্নেহ আদরে ভরিয়া দিবে, কত আনন্দে তাহার হৃদয় উথলিয়া যাইবে তাহা সে ভাষায় বলিতে নিতান্তই অক্ষম; ইত্যাদি নানা কথা সে কত স্নেহের ছন্দে বাঁধিয়া কত আশার সুরে গাঁথিয়া বলিল; এবং সতীশের উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু সতীশ তখন কমলের বিচিত্র ভাষায় বিচিত্র গল্প শুনিতেছিল। তাহার কথাটা কি এতই তুচ্ছ যে তাহার একটা উত্তর দেওয়াও অনাবশ্যক এই বলিয়া নলিনী অনুযোগ করিলে সতীশ হাসিয়া বলিল, "এদিকে কমল বেচারা যে অনর্গল বকিয়া যাইতেছে তাহার কথায় একটু যোগ না দিলে তার আবার মহা অভিমান হবে; তোমরা দুজনেই যদি আমার উপর রাগ কর তো মাঝখান থেকে আমি বেচারা মারা যাই।" নলিনী স্মিত মুখে বলিল, "আচ্ছা, এখন ভাল মানুষ হয়ে আমার কথাটী শুন।" আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সতীশ বলিল, "কিন্তু এখন দেখ সন্ধ্যা হয়ে এল; তোমার বাবা বেড়াতে যাবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" নলিনী কিন্তু কোন অছিলাই শুনিতে চাহিল না; বিবাহে সম্মতির জন্য সে আজ সতীশকে নিতান্তই ধরিয়া বসিল। মাতুল মহাশয়কে কিঞ্চিৎ গম্ভীর এবং নিস্তব্ধ দেখিয়া তাঁহার নিকট গল্প জমাইবার আশায় নিরাশ হইয়া কমল সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইল। লোহিত রাগরক্ত সান্ধ্যগগনের দিকে চাহিয়া সতীশের আর একটী সন্ধ্যার কথা মনে পড়িতেছিল। সেই রঞ্জিত আকাশ পটে বাল্য সরলতা মাখা একখানি কোমল মুখচ্ছবি যেন অঙ্কিত দেখিতেছিল। যাহার স্মৃতিতে মুগ্ধ হইয়া সে এক সময়ে সেই বিশ্বাসপূর্ণ সরল বালিকা হৃদয়ে তাচ্ছিল্যের তীব্র আঘাত দিয়াছিল তাহারই নিকট হইতে আবার আজ এই অনুরোধ!—কিন্তু সতীশ তাহার মনের সে ভাবকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিল; তাই নলিনীর পিতার অনুরোধ রক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছিল। নলিনী আর এখন তাহার নিকট সে নলিনী নয়; সংসার এখন তাহার নিকট সে সংসার নয়। যাতনা পীড়িত হৃদয়ের অনেক অশ্রু বর্ষণের পর, বহু কঠোর সাধনার পর সে সংসারকে নূতন চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে, জীবনকে নূতন ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। পতিবিরহিতা, অসহায়া ছোট ভগ্নী বলিয়া নলিনীর জন্য তাহার হৃদয় অশেষ স্নেহে পূর্ণ থাকিলেও, এবং হৈমবতীর পবিত্র স্মৃতি তাহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে পূজিত হইলেও সেই প্রথম যৌবনের দুইটী উন্মত্ত প্রেমস্মৃতিই সে নিবৃত্তির স্থির সিন্ধুর অতলে নিমগ্ন করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তুফানতাড়িত তরঙ্গ-ভীষণ সাগর-গর্ভ হইতে একবার যে উদ্ধার লাভ করিয়াছে, তটভূমির নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া জল-

রাশির উন্মত্ত ক্রীড়া দেখিলে যেমন তাহার বক্ষ একবার কাঁপিয়া উঠে; পূর্ব্ব স্মৃতি অন্তরে উদিত হইয়া তেমনি সতীশের হৃদয়কে মুহূর্ত্তের জন্ম একবার আন্দোলিত ও কম্পিত করিল।

সতীশের হৃদয়ের গভীরতা নলিনী এতদূর বুঝিতে পারিত না। যখন দেখিত সংসারে কত পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি আজীবন সুখ দুঃখ ভাগিনী চির সঙ্গিনী পত্নী বিয়োগে পুনর্ব্বার নব সাজে সজ্জিত হইয়া নূতন করিয়া সংসার করিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ বা বেদনা অনুভব করে না, তখন সতীশের শূন্য গৃহ কেন আবার পূর্ণ হইবে না নলিনী তাহা বুঝিতে পারিত না। তাই সতীশের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া বলিল, "আমার একটা কথা আর রাখতে পারলে না, এতই বা কি শক্ত কাযটা বলে-ছিলাম? আমার বড় সাধ তাই এত অনুরোধ কর্‌ছি।" নলিনী বালিকা হইলেও তাহার অসময়ে এই অযথা আব্দারে সতীশ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "তোমার এ তো ভাই বড় অন্যায় অভি-মান; মনে কর দেখি তোমাকে যদি কেউ বলিত এই"—সতীশ আপনার কণ্ঠস্বরে যেন সহসা আহত হইয়া কথা সমাপ্ত করিতে পারিল না! সে যে নিতান্তই মূঢ়ের ন্যায় কথা কহিতেছিল তাহা যেন হঠাৎ তাহার জ্ঞান হইল;— সে কেমন করিয়া নারী হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিবে! পতিহীনার পরিহাস ছলেও এ কথা শ্রবণ করা যে মহাপাপ! নলিনী চমকিত ও ভীত দৃষ্টিতে একবার সতীশের মুখের দিকে তাকাইয়া চক্ষু অবনত করিল, এবং কম্পিত হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন যেন শান্ত করিবার জন্য ক্রোড়-স্থিত শিশুকে বক্ষের নিকটে আরও টানিয়া লইল। তাহার বৈধব্যের স্মৃতি উদ্দীপনকারী কোন কথা সতীশের নিকট হইতে সে কখনও শুনে নাই। অপর আত্মীয়েরা যেখানে বালিকার ক্ষত হৃদয়ে নূতন আঘাত দিয়া, তাহার শোকস্মৃতি জাগরিত করিয়া নলিনীর সাক্ষাতেই তাহার অদৃষ্ট আলোচনা করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, সেখান হইতে শত ক্রোশ দূরে তাহার পলাইতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু সতীশের সস্নেহ ব্যবহার ও তাহার মর্ম্মে যে নীরব সান্ত্বনা ও সহানুভূতির স্রোত অন্তঃসলিলার ন্যায় নিরন্তর প্রবা-হিত থাকিত তাহাতেই সে তপ্ত হৃদয়ে অধিক শান্তি লাভ করিত। তাই সংযত শান্ত সতীশের এই কথায় সে বড় আহত হইয়াছিল। সতীশ তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্যথিত হইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "নলিনী ক্ষমা কর বোন। তোমার এ অনুরোধ রাখতে পারলাম না; কিন্তু প্রার্থনা করি যেন তোমাদের এত ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারি।" নলিনী তখন অবনত মুখে, উচ্ছসিত অশ্রুজল সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতে-ছিল; সতীশ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ভুলে যদি গিয়া থাক।

চির যতনের ধন নয়নের মণি এক কথা সুধাই তোমায়,
ভুলে গেছ শৈশবের খেলা ধুলা এবে সেই সঙ্গে ভুলেছ কি মায়?
ভুলে যদি গিয়া থাক ব'লে পাঠাইয়ো জুড়াইবে জননী হৃদয়,
এত সুখ এত শান্তি কে পেয়েছে কবে এত ভাগ্য ক' জনার হয়?
আঁধারে জ্বালিয়া দীপ আলেখ্য তোমার বার বার করি নিরীক্ষণ,
শৈশবের শত স্মৃতি জেগে ওঠে মনে অশ্রু ভ'রে যায় দু নয়ন,
কত চিন্তা কত ব্যথা কত ভাবনায় নিশি দিন কাঁপিত পরাণ।
বিধাতার করুণায় শত শঙ্কা ব্যথা এবে মোর সব অবসান।
আমার আঁখির তারা ভুলুক আমায় একান্তে করেছি আশীর্ব্বাদ।
বড় সুখ বড় শান্তি পেয়েছি অন্তরে পূর্ণ মোর সেই মহাসাধ।
একটী নয়ন তারা দেব তুল্য জনে সযতনে করিয়াছি দান।
আর একটী দয়া করি সিংহাসন তলে তুলিয়া নিলেন ভগবান।
ভুলে যদি গিয়া থাক ব'লে পাঠাইয়ো জুড়াইবে জননী হৃদয়।
এত সুখ এত শান্তি কে পেয়েছে কবে এত ভাগ্য ক' জনার হয়।

শ্রীউমাশশী দেবী।

দেহ ঘর

ভাঙ্গা শরীরে আর কত জোড়া দিব? যখন গৃহের পুরাতন তৈজস সামগ্রী জীর্ণ হয় তখন গৃহের উপযুক্ত দ্রব্য তাহাকে মনে করিনা, দূরে নিক্ষেপ করি, কিম্বা পুরাতন দ্রব্যের পরিবর্ত্তে নূতন সামগ্রী ক্রয় করি। বস্ত্র যখন পুরাতন হয় তখন আর রিপু করিয়া কতদিন তাহা ব্যবহার করা যায়? ভগ্ন গৃহে কি বাস করা সম্ভব হয়? তেমনই এই দেহ খানি যখন নীরোগ দৃঢ় সুস্থ ও সবল থাকে, তখন তাহার দ্বারা কত কাজ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। কিন্তু যখন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, চলিতে বলিতে অক্ষম হয় তখন কি সে দেহের আদর থাকে? এক সময় এই দেহের কত বল বীর্য্য কার্য্যক্ষম ও উৎসাহ প্রফুল্লতা ছিল। এখন কালের প্রবাহে দেখিতে দেখিতে কোথায় গেল সে বল বিক্রম? কোথায় গেল সে উৎসাহ আনন্দ? হায়! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল দিনও অতিবাহিত হইল। উৎসাহ বলও তেজহীন হইল, সেই দেহ সেই শরীর সেই আমি আছি, কিন্তু সে পূর্ব্বের আমি আর এ আমি অনেক পৃথক।

কোন স্থানে গমন করিলে কোন সুন্দর দ্রব্য দর্শন করিলে সে ভাব সে আনন্দ আর হয় না।

জীর্ণ পুরাতন দেহের পরিবর্ত্তে কবে নূতন দেহ, নূতন জীবন লাভ করিয়া সুখী ও কৃতার্থ হব। অবশিষ্ট জীবন ভগবানের কার্য্যে যেন এ দেহ পতন হয়।

পরিত্যক্তা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা এই অবসরে লীলার বিষয় অল্প একটু বলিয়া লই। লীলা যে জর্জের বাল্য সহচরী তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লীলার এই ক্ষুদ্র জীবন খানি ইতিহাসশূন্য নহে। যদিও সে হৃদয়ে কোন বিষাদের ছায়া এখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব-জীবন, জন্ম-বৃত্তান্ত ঘন অন্ধকারে আবৃত। এ সুকোমল সুন্দর কুসুমটি যেন স্বর্গ হইতে আপনি ধরাতলে অবতীর্ণ। এ কোথা হইতে আসিল কেহই তাহা জানে না। সে আজ বহু দিবসের কথা, একদা মহা প্রলয় উপস্থিত, ঘন কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক অন্ধকারাবৃত, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, জর্জ ও তাঁহার পিতা গৃহ মধ্যে অগ্নি সম্মুখে বসিয়া আছেন, জর্জ এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ দেখিয়া ভয়ে পিতার ক্রোড়ে মস্তক লুকাইয়া ছিলেন, এমন সময়ে বাহিরের প্রাঙ্গন হইতে শিশুর কাতর ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল! প্রথমে জর্জের পিতা মনে করিলেন তাঁহার ভুল হইয়াছে, বোধহয় বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি হইবে; কিন্তু না, ক্রমেই ক্রন্দন ধ্বনি স্পষ্টতর শুনা যাইতে লাগিল। সে শিশুর অস্ফুট কাতর ক্রন্দন শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া মশাল জ্বালাইবার আজ্ঞা দিলেন; সেই দুর্য্যোগ, ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি, বাতাসের মহা-আস্ফালন, অবিরল বৃষ্টিধারা, সমুদয় অগ্রাহ্য করিয়া নিজেই বাহির হইলেন। ক্রমেই শিশুর ক্রন্দন ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল; চারিদিকে ঘন আঁধার কোথাও কিছু দেখা গেল না। বহু কষ্টে কেবল যে দিক হইতে কান্নার শব্দ আসিতেছিল সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন; কিয়দ্দূর গিয়াই একটা শ্বেত পদার্থ দেখিতে পাইলেন; তখন ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহা উঠাইয়া গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একটি ক্ষুদ্র দোলনা মধ্যে একটি লাবণ্যময়ী সুন্দরী শিশুকন্যা শায়িতা। বৃষ্টিতে সমুদয় বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। শীতে মুখখানি পাংশু বর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখনি জর্জের পিতা তাঁহার এক বহু পুরাতন বৃদ্ধা দাসী ছিল তাহাকে ডাকাইয়া তাহার হস্তে শিশুটির তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিলেন। বৃদ্ধা তাহাকে নিজ বক্ষে তুলিয়া লইল এবং

তখন হইতে নিজ সন্তানের ন্যায় তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিল। ক্রমেই শিশুটি বাড়িতে লাগিল, দিন দিন কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। জর্জ এত দিন একা থাকিত, পিতা ভিন্ন কাহাকেও সঙ্গী পাইত না, এবং পিতা কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে জর্জের বড়ই একা একা বোধ হইত। এত দিন পরে এই নূতন খেলনার সামগ্রীটি পাইয়া জর্জের আর আনন্দের সীমা রহিল না। শিশুটির শুভ্র পবিত্র মাধুর্য্য দেখিয়া জর্জের পিতা আদর করিয়া তাহাকে "লিলি" নাম দিয়াছিলেন, জর্জ আরও আদর করিয়া "লীলা" নাম দিলেন; এবং সেই নামই রহিয়া গেল। লীলা যখন বিস্ফারিত নেত্রে জর্জের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত জর্জের মনে ভারি একটা আনন্দ হইত। লীলার কাছে বসিয়া থাকিতে, তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে এক এক পা হাঁটাইয়া লইয়া যাইতে ও তার জন্য দু একটা ফর্ম্মাস্ খাটিতে জর্জের বড়ই ভাল লাগিত। আর মনে মনে সে বড় ভাইয়ের গৌরবটিও বেশ নিজে অনুভব করিত। এই ভাবে কয় বৎসর কাটিয়া গেল; লীলা যখন দশ বৎসরের বালিকা জর্জ সেই সময় অধ্যয়নার্থ বিদেশে গমন করেন। লীলাই তখন জর্জের পিতার এক মাত্র সঙ্গিনী হইল। এবং ক্রমেই তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী হইল। জর্জ লীলাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিতেন; যখন যেটি ভাল সামগ্রী দেখিতেন তখনই তাহা লীলাকে পাঠাইয়া দিতেন। আর লীলা? লীলা তাহার ছোট হৃদয় খানিতে যতটা ভালবাসা ভক্তি ও আদর ছিল সমুদয়ই জর্জকে অর্পণ করিয়াছিল। বালিকার পবিত্র হৃদয়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রতিদান চাহিত না, প্রতিদানের প্রত্যাশাও রাখিত না; অকাতরে সে কেবল ভালবাসিতে জানিত এবং ভালবাসিয়াই সে সুখী হইত। লীলার হৃদয় খানি পুষ্পের ন্যায় সুমধুর ও সুকোমল। যে তাহাকে দেখিত সেই তাহার মধুর সুমিষ্ট স্বভাবে আকৃষ্ট হইত। জর্জের পিতার মৃত্যুর পর লীলা জর্জের এক পিসির নিকট থাকিত। সে শৈশব হইতেই জর্জের পিতাকে "কাকা" অর্থাৎ আঙ্কল্ বলিয়া সম্বোধন করিতে শিখিয়াছিল। তাহার ক্ষুদ্র বিশ্বস্ত হৃদয় খানিতে কখনও কোন সংশয়ের ছায়া পড়ে নাই। সে জানিত তাহার "কাকা" ও "জর্জ"ই এ সংসারে তাহার আপনার। ইহাতেই সে সন্তুষ্ট, আর কিছু অভাব সে জানিত না। কাকার মৃত্যুতে সে জীবনে প্রথম অন্ধকার দেখিল। দুঃখ বিচ্ছেদের কষ্ট যে কি তা সে জানিত না। পিতা মাতার স্নেহ সে কখনও পায় নাই তার আস্বাদও জানে না সুতরাং তার অভাবও কোন দিন অনুভব করে নাই। তাই এ কঠিন আঘাত প্রথমে তার ক্ষুদ্র প্রাণে বড়ই নিষ্ঠুররূপে বাজিয়াছিল। জীবনের এই প্রথম শোকের প্রহারে হৃদয়ে বড়ই ব্যাথা লাগিয়াছিল। কিন্তু তাহার কাকার

কাছেই সে শুনিয়াছিল যে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে সকলেই আবার মিলিত হইবে। কেবল বিধাতার নিয়মানুসারে কেহ আগে কেহ পরে তথায় যায়। সেই আশায় লীলা এই মহাশোক সহ্য করিতে পারিল। এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণার মধ্যেও সে জর্জের দুঃখের কথা ভাবিয়া নিজের কষ্ট চাপিয়া জর্জকে কি করিয়া সান্ত্বনা দিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। কাকা তাহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে একদিন বলিয়াছিলেন, "লীলা, আমি চলিয়া গেলে জর্জকে তুমি দেখো। তাকে সর্ব্বদা যত্ন ও আদর করিও।" এই শোকের অন্ধকারেও লীলা সে কথা ভুলিল না। কাকার শেষ আদেশটি প্রাণপণে পালন করিতে যত্নবতী হইল। লীলাকে সকলেই স্নেহ করিত, কেবল একজনকে সে বশীভূত করিতে পারে নাই। একটি প্রাণ তাহার সরল মধুর স্বভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। পাঠিকা সে আর কেহ নহে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা মার্থা সুন্দরী। লীলা নানা রকমে তাহার সেবা করিতে যাইত, কিন্তু মার্থার তীব্র কটাক্ষ, গর্ব্বিত উগ্রভাব দেখিয়া আর সে অগ্রসর হইতে পারিত না। কতবার কাছে গিয়া আবার নিরাশ অন্তরে আহত শিশুর ন্যায় ম্লান মুখে ফিরিয়া আসিত। জর্জ যে মার্থাকে ভালবাসিত তাহাতে লীলার সরল হৃদয়ে কোন দিন হিংসার উদ্রেক হয় নাই, কেন না সে তো প্রতিদান চাহে না, সে চায় যেমন জর্জকে সে ভালবাসে সেইরূপ মার্থাকেও তাহার আপনার করিয়া লয়। কিন্তু মার্থা তাহা জানিল না। লীলার কোমল প্রাণকে তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহার কতবারই ক্ষত বিক্ষত করিত।

(ক্রমশঃ)

প্রেম।

ওরে পুণ্য প্রেম ধারা!
মহা সিন্ধু পানে যাবি যদি আয়!
আবেশে আপনা হারা,
ভাবে সুগভীর, অশ্রুতে তরল,
চরণে চঞ্চল, নীহার নির্ম্মল
সদা সেবা রত, সুধা সুশীতল
জাহ্নবী স্রোতের পারা!

তুই(ও) এসেছিস নেমে
হৃদয়ের উচ্চ শিখর হইতে,
যাসনে কোথাও থেমে!
কূলে কূলে করি তৃষা-তৃপ্ত-ধরা,
স্থির নভোচ্ছায়া লয়ে বুক ভরা,
করুণার গাথা গাহিয়া গাহিয়া
ধুয়ে যা সবার ধূলি,
ভাসায়ে নিয়ে যা সব স্বার্থ দ্বেষ
প্রাণের জঞ্জালগুলি!

ও স্বচ্ছ সরল হিয়া,
কঠিনে কোমল ক'রে দিয়ে যাক্
আপনা মাঝারে নিয়া!
উর্ব্বর হইবে ঊষর জগত,
তারি মাঝে পাবি নিজ লক্ষ্য পথ,
আত্ম পর তীর লুপ্ত হয়ে হোক্
তোর নীরে একাকার,

ধরারে শুনারে স্বর্গের সঙ্গীত
বিশ্ব এক পরিবার!

ধরার বাহিরে থাকি
অসীম নীলাম্বু কি কায সাধিতে
নদীরে নিতেছে ডাকি।
তেমনি সে মহা প্রেমের সাগর
আপনি নির্লিপ্ত তোদের নির্ঝর
দেছেন খুলিয়া তাঁর উপহার
বিশ্বেরে বিলায়ে যারে!
যাবে সঙ্কীর্ণতা দূর হতে দূরে
দাঁড়াবি অনন্ত দ্বারে।

শ্রীবিনয়কুমারী ধর

গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুমারের ও সেই সুন্দরী বালিকার বিষয় এখন একটু আমাদের জানা আবশ্যক। কুমার এক ধনাঢ্য জমীদারের একমাত্র পুত্র। পিতা মাতা উভয়ের তিনি অতি আদরের। কুমারের ধনের অভাব ছিলনা কারণ তাঁহার পিতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের তিনি একমাত্র অধিকারী, তাঁহার বিদ্যারও অভাব ছিলনা। কুমারের অতি সৎ স্বভাব, পিতার যত্নে ও তাঁহার ইচ্ছায় লেখা পড়া বেশ শিখিয়াছিলেন। কুমারের মত ছেলে অতি বিরল ছিল। এইরূপ ছেলে পাইবার জন্য দলে দলে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা মাতারা কুমারের পিতা মাতার নিকট যথেষ্ঠ উপদ্রব করিতেন। কুমারের পিতা মাতারও ইচ্ছা ছিল পুত্র বিবাহ করে। কুমার প্রথমে কোন মতেই রাজী হইলেন না, পরে পিতার অনুরোধে এক বৎসর পরে বিবাহ করিবেন বলিয়া কথা দিলেন। পিতা মাতা ইহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন ও একটী সৎ পাত্রী ঠিক করিয়া রাখিলেন। কুমার পিতার নিকটে এক বৎসর দেশ ভ্রমণ করিবেন, বলিয়া অনুমতি চাহিলেন, পিতাও সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা প্রদান করিলেন। কুমার ভাবিলেন এই এক বৎসর আপন ইচ্ছা মত সুখ সম্ভোগ করিয়া লইবেন। জলপথে ও স্থলপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, সহসা তাঁহার জীবন পথে কি ঘটনা ঘটিল তাহা আমরা অবগত আছি। আর সেই সরলা বালিকা? বালিকার নাম গোলাপ। সত্য সত্যই তাহার আনন গোলাপের মত ও তাহার সুমিষ্ট স্বভাব সৌরভময় গোলাপ ফুলের মত ছিল। গোলাপও তাহার পিতা মাতার একমাত্র কন্যা। তাহার পিতা এক সময় বেশ ধনী লোক ছিলেন। কিন্তু মদ্যপান ও দুরাচারে তাহা সমস্ত উড়াইয়া দিয়াছিলেন। গোলাপ যখন চারি বৎসরের শিশু তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। অসহায় গোলাপের মাতা গোলাপকে লইয়া বহু কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এক অতি দয়ালু প্রতিবেশী ছিল, তাহাদিগের সাহায্যে তাঁহাদের অনেক দুঃখ দূর হইত। গোলাপের মাতাও এক ধনী ব্যক্তির কন্যা ছিলেন তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে কিছু

বিষয় কন্যার নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে গোলাপের বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মাতার ইচ্ছা ছিল কোন ধনী লোকের সহিত তাহার বিবাহ দেন। কিন্তু গোলাপ কোন মতেই বিবাহ করিতে চাহিত না, সে ভাবিত সে চলিয়া গেলে তাহার মাতার কি দুর্দ্দশা হইবে? গোলাপের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। তাহাদের যে সেই দয়ালু প্রতিবেশী ছিল তাহার একটি পুত্র ছিল। তাহাদের অত্যন্ত ইচ্ছা সত্বেও গোলাপ তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইল না। দেখিতে দেখিতে গোলাপ দ্বাদশ বৎসরের হইল। সকলে গোলাপের মাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহার মাতা গোলাপকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু গোলাপ বিবাহের নাম শুনিলেই ক্রন্দন করে ও পলাইয়া যায়, নয়তো বলে আত্ম-হত্যা করিব। গোলাপের মাতা লোকের লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে দেশ হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়া, অন্য দেশে নির্জ্জনে প্রান্তর মাঝে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মাতা ও কন্যা উভয়ে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। গোলাপের মাতা বিষম রোগে আক্রান্ত হইলেন। গোলাপের জন্য তাঁহার বড় ভাবনা হইতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার সেই দয়ালু প্রতিবেশী পুত্রকে এক পত্র লিখেন ও তাহার হস্তে কন্যাকে দান করিয়া যাইবেন এরূপ স্থির করি-লেন। দিনের পর দিন চলিয়া গেল মাস চলিয়া যায় পত্রের জবাব আসে না। গোলাপ মাতার অস্থিরতা দেখিয়া ব্যাকুল হইত ও ব্যাকুল অন্তরে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিত। এইরূপে মাতা ও কন্যা উভয়ে চিঠির উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন গোলাপ নদীর তীরে গিয়া ভগবানের নিকটে অতি কাতর অন্তরে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার মাতার সে দিবসে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এমন কি তাঁহার ইচ্ছায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার নিমিত্ত পুরোহিত ব্রাহ্মণকে পর্য্যন্ত ডাকাইয়াছিলেন। গোলাপ কাতর অন্তরে যখন ক্রন্দন করিতে লাগিল তখন ভগবান তাহা শ্রবণ করিয়া ঠিক সময়ে সাহায্য পাঠাইলেন। সরলা বালিকা কুমারকে দেখিয়া সহজেই ভাবিল সেই তাহাদের দয়ালু প্রতিবেশী পুত্র স্বয়ং পত্রের উত্তরে আসিয়াছেন। কুমার কিন্তু কিছুই বুঝিলেন না। সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়াই তাহার প্রতি এক অপূর্ব্ব ভাব হৃদয়ে হইয়াছিল, তজ্জন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া অনায়াসে আনন্দের সহিত তাহাকে বিবাহ করি-লেন। বিবাহের পর গোলাপের মাতার মৃত্যু হইল। গোলাপ মাতার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইল। কিন্তু শেষ সময়ে তাহাকে তাহার মাতা সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহা ভুলিল না, প্রাণ-পণে স্বামীর সেবা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে কুমার ও গোলাপ উভয়ে উভয়ের ইতিহাস শ্রবণ করিলেন। উভয়েরই আনন্দ হইল। কুমার পিতা মাতার ইচ্ছা ভুলিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীরে মনের আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। উভয়েই ভাবিতেন তাঁহাদের মত পৃথিবীতে আর কেহ সুখী নাই। কুমারের বোটের মাঝিরা পর দিন বোট চালাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বেলা অধিক হইল তথাপি কুমারের কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া তাহারা বোটের ছোট ঘরের ভিতর খুঁজিতে গেল দেখিল গৃহ শূন্য। কুমার যে জলে ঝাঁপ দিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করিতে তাহাদের কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না। যাহা কিছু কুমারের বস্ত্রাদি ছিল সকলে ভাগ করিয়া লইয়া স্বদেশে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শুভ দিন।

কেন বাজে বীণা বেণু কিসের উৎসব ?
উৎসব ও নহে ওই নিয়ে যায় শব।
ওগো ভাই বন্ধুজন, করি সবে নিবেদন, আমার ও শুভ দিন আসিবে যবে
অমনি করিয়া মোরে সাজায়ো তবে।
এ ছিন্ন মলিন বাসে, ফেলে দিয়ো এক পাশে, দিব্য রক্তাম্বর বাসে অঙ্গ আবরি
শুনাইয়ো হরিনাম শ্রবণ ভরি।
এ অঙ্গ ভূষণহীন, থাকে না যেন শ্রীহীন, পুষ্প মাল্যে অঙ্গ মোর সাজায়ে দিয়ো,
সর্ব্ব অঙ্গে শ্রীহরির নাম লিখিয়ো।
বাজে যেন বীণা বাঁশী, সকলে নিকটে আসি, করি উচ্চ জয়ধ্বনি হরিনাম গায়
সেই শুভ দিন মোর নীরবে না যায়।
ফেলিয়া নয়ন জল, ভিজায়েছি ধরাতল, তখনও অশ্রুর কণা থাকিবে চোখে
মুছিব আঁখির জল আনন্দ লোকে।
যত প্রেম যত আশা, গভীর স্নেহের তৃষা, পুরাবেন প্রেমময় করুণা করি
বহিবে আনন্দ ধারা হৃদয় ভরি।
দীর্ঘ বিরহের শেষে, মহা মিলনের দেশে, মিলিত হইব যবে জুড়াবে পরাণ
নিমেষে সকল ব্যথা হবে অবসান।

শ্রীউমাশশী দেবী।

লুতা বা ডাকাত তুহিতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফরিদপুরে "ঢোল সমুদ্র" নামক এক প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। এই ঢোল সমুদ্রে স্রোত নাই, কিন্তু সর্ব্বদা ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে ও পড়িতেছে। বোধ হয় এই কারণে ইহার নাম "ঢোল সমুদ্র" হইয়াছে। এই হ্রদের চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ইহার দুই পারেই কোন স্থানে সুন্দর শস্য ক্ষেত্র, কোথাও নিবিড় বন, কোথাও বালুকার চড়, কোথাও ছোট ছোট গ্রাম বা মাঠের মধ্যে কৃষকদিগের ছোট কুটীর। স্থানে স্থানে হ্রদের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ ও উপদ্বীপও আছে—সমুদয় সুন্দর ছবির ন্যায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন যুবক ঢোল সমুদ্রে বেড়াইতে যাইতেছিলেন। নৌকাটী ছোট একখানা জেলে ডিঙ্গি, তাহাতে দুই জন বৃদ্ধ মাঝি দাঁড় টানিতেছ ও যুবক হাল ধরিয়া বসিয়াছিলেন। নৌকাখানা ঢোল সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর নাচিতে নাচিতে কিছু দূর গেল, এমন সময় একজন মাঝি বলিল, "মহাশয় যদি হুকুম করেন তো এখন নৌকা ফিরাইয়া লই।" যুবক নীরবে চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ নিস্তেজ শোভা দেখিতেছিলেন, মাঝির কথায় চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিতেছ।" মাঝি পুনরায় বলিল। যুবক বলিলেন, "না আর একটু যাওয়া যাক্, আজ জ্যোৎস্না রাত্রি, একটু 'পরে ফিরিব।" "মহাশয় ঝড় হইতে পারে। ঐ দেখুন দক্ষিণ দিকের আকাশের কাল মেঘ এ দিকে আসিতেছে।" যুবক চাহিয়া দেখিলেন ছোট একটী মেঘ দূরে দেখা যাইতেছে, বলিলেন—"ও কিছু নয়, ও মেঘ আসিতে অনেক দেরী আছে।" বলিয়া পুনরায় চিন্তায় মগ্ন হইলেন। মাঝি দুই জন আবার দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু বারে বারে চিন্তিত ভাবে আকাশ পানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। অবিলম্বে সেই মেঘ ক্রমে নিকটে আসিয়া সমুদয় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিল, ও মৃদু মৃদু বাতাস বহিতে লাগিল। তখন একজন মাঝি বলিল, "মহাশয় আর বিলম্ব করা উচিত নয়, এখনই ঝড় উঠিবে। নৌকা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, ঝড় উঠিলে আজ আর ফরিদপুর ফিরিতে পারিবেন না। এখন শীঘ্র কিনারায় না উঠিতে পারিলে বিপদে পড়িতে হইবে।" মাজিরা সজোরে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তীরে আসিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় উঠিল। এই সকল অঞ্চলে হঠাৎ এইরূপ ঝড় উঠিয়া থাকে। অন্ধকার হইয়া আসিল, তুফান উঠিল, মেঘ গর্জ্জনের সহিত বিদ্যুৎ চমকিয়া সে ঘোর অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য এক একবার আলোকিত করিল। ঢোল সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউগুলি বড় বড় হইয়া উঠিতে ও পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ মাঝি দুজন প্রাণপণে বহু কষ্টে নৌকা চালাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দেখিল আর উপায় নাই। তখন

একজন বলিল, "মহাশয় ডিঙ্গি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এখনি ডুবিয়া যাইবে। আপনি সাঁতার দিয়া কিনারায় উঠিতে চেষ্টা করুন, আমরা——" মেঘ গর্জ্জনে যুবক আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। পুরাতন ডিঙ্গি খানা বায়ুতাড়িত তরঙ্গের আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। যুবক আর উপায় না দেখিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন এবং "মাঝি মাঝি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তিনি প্রাণপণে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। কোন্ দিকে যাইতেছেন সেই গভীর অন্ধকারে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সহসা বিদ্যুতের আলোক মূহুর্ত্তের জন্য চতুর্দ্দিকের দৃশ্য উজ্জ্বলরূপে আলোকিত করিল, যুবক দেখিলেন যে কিনারা নিকটে, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় আমরা যুবকের পরিচয় দিব। নরেন্দ্র নাথ বসু ফরিদপুর নিবাসী বরদা চরণ বসুর একমাত্র সন্তান। বরদা বাবু ফরিদপুরের জজ আদালতের উকিল, তাহার বেশ পসার ও কিছু পৈত্রিক সম্পত্তিও আছে। নরেন্দ্র দশম বৎসর বয়সেই মাতৃহীন হইয়াছিল। বরদা বাবুর বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাঁহার নিকট থাকিতেন ও মাতৃহীন বালককে মানুষ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র মাতৃহীন হইয়াও কখনও মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করেন নাই। নরেন্দ্র নাথ এল্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি এর জন্য কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এখন পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তিনি দেখিতে সুপুরুষ, বয়স একবিংশতি বৎসর—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কান্তি, সরল বুদ্ধিপ্রদীপ্ত চক্ষু, উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ ও সুগঠিত দেহ। নরেন্দ্র বহুক্ষণ সন্তরণ করিয়া কিনারায় উঠিলেন, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন প্রথমে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে ও ঝড় বহিতেছে, তিনি স্থির করিলেন যে নিকটে কোন গৃহস্থের কুটীরে সেই রাত্রি আশ্রয় লইবেন। বিদ্যুতের আলোকে দেখিলেন যে চারিদিকে নীবিড় বন ও তাঁহার সম্মুখেই বনের ভিতর দিয়া এক সরু পথ চলিয়াছে, তিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। বহুদূর গিয়া দেখিলেন বনের প্রান্তে একটা কুটীরের ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে, অবিলম্বে কুটীরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দেখিলেন এক ক্ষুদ্র উচ্চ উন্মুক্ত জানালা দ্বারা আলোক দেখা যাইতেছে। নরেন্দ্র দ্বারে আঘাত করিলেন, দুই তিনবার আঘাত করিবার পর, দ্বার খুলিল, দ্বারদেশে একজন রমণী আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ভিতর হইতে মৃদুস্বরে প্রশ্ন হইল "আপনি কি চান?" নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমার নৌকা ঝড়ে ঢোল সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে, আমি অনেক কষ্টে সাঁতার দিয়া কিনারায় উঠিয়াছি ও অত্যন্ত ক্লান্ত

হইয়া পড়িয়াছি, আজ রাত্রে এখানে আশ্রয় চাহি।" অস্পষ্ট স্বরে উত্তর হইল, "আশ্রয়—আশ্রয়—আসুন।" রমণী দ্বার ভালরূপে খুলিয়া দিল, নরেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। কুটীরের আলোক আসিয়া রমণীর মুখের উপর পড়িল—সেই মূর্ত্তি দেখিয়া নরেন্দ্র নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন এক বালিকা মূর্ত্তি—কিন্তু কি অপরূপ রূপ! গৌরবর্ণ অনিন্দ্য সুন্দর মুখ, দুইটী বড় বড় কাল চোখ আর তাহাতে এক গম্ভীর শান্ত সরল ভাব, নির্ম্মল সুগঠিত ললাট, তাহার উপর ছোট ছোট কেশ, সুদীর্ঘ মুক্ত ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ কটিদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। বনের মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষকের কুটীরে সহসা গভীর রাত্রে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্ময়পূর্ণ নয়নে, মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল জল বায়ু ও বিদ্যুতের সহিত কোন দূর দেশ হইতে কোন পরী উড়িয়া আসিয়াছে। বালিকা পুনরায় মৃদুস্বরে "আসুন" বলিল। নরেন্দ্রের মোহ ভাঙ্গিল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন এক ক্ষুদ্র কক্ষ তাহার এক পার্শ্বে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া এক মনুষ্য মূর্ত্তি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। তাহার মস্তকে ছোট ছোট ঘন কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ চারিদিক ঝুলিতেছে, চক্ষু দুটী জ্বলিতেছে, সুদীর্ঘ প্রকাণ্ড দেহ, বিশ্রী বিকট মনুষ্য মূর্ত্তি, কিন্তু হঠাৎ দেখিলে কোন জন্তু বলিয়া মনে হয়। নরেন্দ্রকে দেখিয়া কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি রে শম্ভু, এত শিগ্‌গির এলি যে।" কিন্তু তখনই বুঝিল যে আগন্তুক অপরিচিত ব্যক্তি, অমনি এক লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "তুই কে রে বেটা? লুতা, এ আবার কে?" বলিয়া কটমট্ করিয়া নরেন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। বালিকা ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা এঁর নৌকা ঢোল সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে, ইনি সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়া আমাদের এখানে আসিয়াছেন, আজ রাত্রের জন্য আশ্রয় চান্।"

"আশ্রয় চান্? হাঃ হাঃ হাঃ!" বলিয়া সেই ব্যক্তি উচ্চ কর্কশ হাসি হাসিল। "তুই বুঝি তাই আদর ক'রে ঘরে এনেছিস্।" বলিকা শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ পথহারা ক্লান্ত পথিককে কিরূপে এই ভয়ানক ঝড়ে, রাত্রে তাড়াইয়া দিবো? ইনি ভোরে উঠেই চলিয়া যাবেন।" তাহার পর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে "আপনার কথা ভুলিবেন না" বলিয়া বালিকা নরেন্দ্রকে একখানা ছোট মাদুরে বসিতে দিল। বালিকা যাহাকে 'বাবা' সম্বোধন করিয়াছিল সেই ব্যক্তি কিছুক্ষণ কটমট্ করিয়া নরেন্দ্র নাথকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিল তাহার পর বালিকার প্রতি চাহিয়া বলিল, "লুতা শম্ভুর আস্‌তে দেরী হচ্ছে, আমায় খেতে দে।" বলিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। লুতা পাশের ঘর হইতে একটা থালায় আহার আনিতে গেল! নরেন্দ্র মাদুরে নীরবে স্বপ্নোবৎ

বসিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন "এ বালিকা কে? সত্যই কি এই ভীষণাকার পুরুষ তাহার পিতা। এ ব্যক্তি নিশ্চয় কোন ডাকাত হইবে। বালিকার কি গম্ভীর শান্ত মুখখানি, কি সাহসপূর্ণ ধীর বাক্য!" ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তি আহার সমাপ্ত করিয়া একটা পাত্রে মদ্য ঢালিয়া পান করিতে লাগিল, এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল, এবং ঘরে আর একটী ছাওয়া পড়িল, নরেন্দ্র চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন আর একজন দীর্ঘাকায় পুরুষ মূর্ত্তি দ্বারে দণ্ডায়মান। কিন্তু এ যুবা পুরুষ, বলিষ্ঠ দেহ, সেইরূপ ঝাঁকড়া কেশ ও আরক্তিম চক্ষু দুটী—নরেন্দ্র বুঝিলেন এই "শম্ভু"। বালিকার পিতা বলিল, "কিরে শম্ভু, কাজ শেষ হলো? আমি এই খেলাম, তুই এখন খা।" "আচ্ছা" বলিয়া যুবা ঘরে প্রবেশ করিয়া "লুতা লুতা" বলিয়া ডাকিল, তখনই নরেন্দ্রর উপর দৃষ্টি পড়িল। কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এ কে, এ ফুল বাবুটী কে, এখানে কেন? লুতা, এ আবার কে?"

"দাদা, ইনি একজন পথিক, ঢোল সমুদ্রে নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে এখানে রাত্রের জন্য আসিয়াছেন, কাল প্রাতে চলিয়া যাবেন।" শম্ভু ক্রোধ ভরে ভয়ঙ্কর স্বরে বলিল, "আমি সেবারে যা বলে ছিলুম তা বুঝি মনে নাই ছুঁড়ী? যা, আমাদের পথিককে অন্য ঘরে নিয়ে রাখ্" বলিয়া বিদ্রূপের কর্কশ উচ্চ হাসি হাসিল। নরেন্দ্র নাথ কাপুরুষ নহেন, তথাপি এই সকল কথা শুনিয়া ও এই ব্যক্তি দুজনের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া ভীত হইলেন—কিন্তু একেলা কি করিবেন, তিনি নীরবে উঠিয়া বালিকার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। বালিকা একটী ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং ধীরে ধীরে চলিল। সে ঘরে পদে পদে পায়ে কি ঠেকিতে লাগিল এবং ঝম্ ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, নরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বুঝিলেন ডাকাতগণের অস্ত্র পড়িয়া আছে। এই ঘর পার হইয়া আর একটী ছোট ঘরে দুজনে প্রবেশ করিলেন, তখন লুতা তাহার হস্তস্থিত প্রদীপ জ্বালিল। নরেন্দ্র দেখিলেন ঘর খানা শূন্য কেবল এক কোনে একখানা প্রকাণ্ড তক্তা দেওয়ালে দাঁড় করান রহিয়াছে। লুতা একটা মাদুর দিয়া বলিল, "মহাশয় আপনি ভয় করিবেন না, আমি আপনাকে রক্ষা করিব।" বালিকা দ্রুত পদে ঘরের বাহিরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। নরেন্দ্র একেলা অন্ধকার কক্ষে বসিয়া রহিলেন। বাহিরে ঝড়ের শব্দ শুনা যাইতেছে, অতি উচ্চে দেওয়ালের কয়েকটা গোলাকার ছিদ্র দিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোক দেখা যাইতেছে। এতক্ষণ এই অসাধারণ সাহসী বুদ্ধিমতী বালিকার গম্ভীর অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি যেন সকল বিপদ ভয় দূর করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে নরেন্দ্রের হৃদয় নানারূপ চিন্তায় পরিপূর্ণ হইল। যদি এই ডাকাত দুজন আসিয়া তাহার প্রাণ বধ করে, তাহা হইলে পিতা ও বৃদ্ধা

পিসিমাতা কিরূপে এই শোক সহ্য করিবেন। কাল সন্ধ্যা হইতে তাহারা না জানি কত ভাবনায় অস্থির হইয়া আছেন। চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন কোন দিকে পলাইবার পথ নাই—কিন্তু বালিকার শেষ কথাগুলি মনে পড়িল, নরেন্দ্র আবার হৃদয়ে বল ও আশা সংগ্রহ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঝড় থামিল, দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া দেখিলেন উষার অস্পষ্ট আলোক দেখা যাইতেছে। সহসা দ্বার খুলিয়া গেল, নরেন্দ্র চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন ডাকাত দুহিতা "লুতা" স্বর্গীয় দূতের ন্যায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, "মহাশয়, আর বিলম্ব করিবেন না। তাহারা দুজনে মদের নেশায় পড়িয়া আছে, শীঘ্র আমার সহিত আসুন।" যে প্রকাণ্ড তক্তা খানা ঘরের দেওয়ালে ছিল তাহা ধরিয়া বলিল, "এটা সরাইতে হইবে।" দুজনে বহু কষ্টে তক্তা খানা সরাইল, তাহার পশ্চাতে তিন হাত উঁচু একটা ছোট দ্বার দেখা গেল। বালিকা তাহার অঞ্চল হইতে একটা চাবি লইয়া দ্বার খুলিল। উষার শীতল নির্ম্মল বাতাস ঘরে প্রবেশ করিল। লুতা মাটিতে উপুড় হইয়া বাহিরে গেল, নরেন্দ্রও তাহাই করিলেন। তিনি বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, মনে হইল যেন কোন নরক হইতে স্বর্গধামে আসিয়াছেন। উষার শুভ্র আলোক, সুনীল বিমল আকাশ, নির্ম্মল বায়ু, পাখীর মধুর গান বৃষ্টি ধৌত বৃক্ষগুলি, সবই যেন সহসা স্বপ্নের ন্যায় মনে হইল। লুতা নরেন্দ্রের হাত ধরিল, "এখন আমাদের প্রাণপণে দৌড়াইতে হইবে। আমি আপনাকে নির্ব্বিঘ্ন স্থানে রাখিয়া আসিব। তাহারা ইহার মধ্যে টের পাইলে আর রক্ষা নাই।" নরেন্দ্র লুতার হাত ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। বন পার হইয়া, দুই একটী মাঠ অতিক্রম করিয়া একটী ছোট গ্রাম এবং ঢোল সমুদ্রের সুনীল জলরাশি দেখা গেল। গ্রামের নিকট আসিলে, বালিকা থামিল ও হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "মহাশয়, এখন আর ভয় নাই, ঐ গ্রামে নৌকা ও মাঝি পাইবেন, নির্ব্বিঘ্নে ঢোল সমুদ্র পার হইয়া ফরিদপুরে যাইতে পারিবেন। বিলম্ব করিবেন না। আর—আর—কখনও এদিকে আসিবেন না, আপনার বিপদ ঘটিবে।"

নরেন্দ্র বলিলেন, "আর তুমি ?"

"আমি? আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব।" একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যেন আপন মনে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "আমার অদৃষ্টে কি আছে জানি না। এই দ্বিতীয় বার তাহাদের কথার অবাধ্য হইয়াছি, যদি মরিতে হয় মরিব, মৃত্যুতে ভয়ও নাই, দুঃখও নাই।" তাহার পর, "আমার আর সময় নাই" বলিয়া ফিরিয়া বিদ্যুৎবেগে দৌড়াইতে লাগিল। নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন এই বালিকা ঐ নিষ্ঠুর পাষণ্ডদিগের নিকট যাইতেছে—ইহার অদৃষ্টে কি যন্ত্রণা আছে। সহসা কি ভাবিয়া নরেন্দ্র উচ্চৈঃ-

স্বরে "লুতা লুতা" বলিয়া ডাকিলেন। বালিকা কিছুদূর গিয়াছিল, তাহার নাম শুনিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্র দ্রুত-পদে তাহার নিকট গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "লুতা, তুমি ঘরে যেও না, আমার সঙ্গে এস।" বালিকা কোন উত্তর করিল না, বিস্ময়পূর্ণ নয়নে নরেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল, যেন তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। নরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "লুতা, ঐ ডাকাতের ঘরে যেও না। তুমি কখন উহার কন্যা হইতে পারো না। ঐ দেখ ঢেউ সমুদ্রের ঐ পারে আমার গৃহ সেখানে চল, জন্মের মত এই জঘন্য স্থান ত্যাগ কর। আমার পিতা ও পিসিমাতা তোমাকে কন্যার ন্যায় ভালবাসিবেন আমি তোমাকে ছোট ভগিনীর ন্যায় চিরকাল যত্ন করিব, তুমি এই অশান্তিপূর্ণ পাপস্থানের পরিবর্তে, সুখ শান্তিপূর্ণ গৃহ পাইবে। তোমার উদ্ধারের জন্য বোধ হয় ভগবান আমাকে তোমার জীবনপথে আনিয়াছেন। ঐ দস্যুগণের নিকট ফিরিয়া গেলে তোমাকে তাহারা মারিয়া ফেলিবে বা যন্ত্রণা দিবে, আমি কিরূপে নিষ্ঠুর কৃতঘ্নের ন্যায় তোমাকে তাহাদের হাতে দিয়া, গৃহে ফিরিবো। এইরূপ করিলে আমি মহাপাপী হইব কখনও হৃদয়ে শান্তি পাইব না। লুতা তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদি তুমি সেখানে ফিরিয়া যাও, আমিও যাইব।" এতক্ষণে বালিকা নরেন্দ্রের কথা বুঝিল, মস্তক নত করিল দর্ দর্ করিয়া কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। নরেন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিল, "লুতা, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার কোন অনিষ্ঠ করিব না— আমার সঙ্গে এসো।" লুতা তাহার অশ্রুসিক্ত সুন্দর মুখ খানি তুলিয়া সরল বিশ্বাসপূর্ণ দৃষ্টিতে নরেন্দ্র নাথের মুখ পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনাকে অবিশ্বাস করিতেছি না। সত্য আমি উহাদের কন্যা নই কিন্তু বাল্যকাল হইতে ডাকাতের ঘরে রহিয়াছি, আমি কিরূপে আপনার গৃহে গিয়া থাকিব।"

"লুতা, সত্য তুমি ডাকাতের ঘরে রহিয়াছ, কিন্তু তোমার ন্যায় সরলা, উচ্চ হৃদয়া বালিকা পৃথিবীতে বিরল। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র এসো।" বালিকা নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল, একবার সভয়ে চারিদিক চাহিল, তাহার পর তাহার হাত নরেন্দ্রের হাতে রাখিয়া বলিল, "আমি আপনার সহিত যাইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্নেহলতা সেন।

আমাদের কর্ত্তব্য।

আমরা এ পৃথিবীতে কি জন্য প্রেরিত হইয়াছি, কি কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছি, কি কর্ত্তব্য পালন করিতে

আদিষ্ট হইয়াছি, ইহা কি আমরা ঠিক জানি? সেই মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁহার ইচ্ছায় এই ভূমণ্ডল সৃজিত যাঁহার ইচ্ছায় এই মানব মণ্ডলীর সৃজন, তিনিই জানেন আমাদের প্রতিজনের কি অভিপ্রায়ে এ ধরায় আগমন। আমাদের প্রতিজনেরই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। তবে আমরা অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইয়া নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাই। আমাদের সকলেরই লক্ষ্য স্থির আছে, ভগ্নীগণ বল দেখি তাহা কি? জীবনে করুণাময়ের মহিমা প্রচার। আমাদের প্রতিজনের কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু আমরা সকলেই সেই এক পিতার সন্তান একই রাজার প্রজা একই মাতার কন্যা এবং তাঁহারই মহিমা প্রচারের জন্য আমরা প্রেরিত। কেন ঐ শিশু অকালে মৃত্যুগ্রাসে পড়িল? উহার কি কোন কার্য্য হইল না, বৃথাই তাহার জীবন এ পৃথিবীতে আসিল এবং অল্পক্ষণেই জল বুদ্‌বুদের ন্যায় অনন্তকাল সাগরে মিশিয়া গেল? উহার জীবনে যে কার্য্য সাধিত হইল তাহা অতি গুপ্ত ও অদ্ভুত। সেই লীলারসময়ের লীলা আমরা কি বুঝিব? তিনি যে তাঁহার অতুল স্নেহে এই সকল মানব আত্মাকে সৃজন করেন তাহা কখনই বৃথায় বিনষ্ট হয় না। ঐ দুরাচার মানব পাপপঙ্কে ডুবিয়াছে উহা দ্বারা কি কোন কার্য্য হওয়া সম্ভব! ঐ একই আত্মা পরমাত্মার হস্ত নির্ম্মিত, কাজে কাজেই তাহার জীবন কখনও বিফলে যাইবে না। আমাদের সকলেরই লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট আছে তবে আর কেন আমরা ভয় পাই, যে উপায়েই হউক না কেন তাঁহার মহিমা প্রচার করি। প্রাণপণে উহা সাধন করি, এক প্রাণ এক আত্মা হয়ে, এস ভগ্নীগণ আমরা তাঁহারই মহিমা প্রচার করি, তাঁহারই সেবায় জীবন উৎসর্গ করি, অচিরে এ ধরায় প্রেমরাজ্য স্থাপিত হবে। রাগ হিংসা লোভ স্বার্থপরতাকে জন্মের মত জলাঞ্জলী দিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করি। ঐ দেখ স্বর্গরাজ্যের পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছে, এস আমরা সকলে মিলে সেই স্বর্গরাজ্য ধরাতলে দেখিয়া নিজেরা ধন্য হই ও সকলকে দেখাই।

ক্ষমা।

To err is human, to forgive divine.

"ক্ষমা" এই দুই অক্ষরের ক্ষুদ্র কথাটীর ভিতর যে অপার্থিব একটী মহৎ ভাব রহিয়াছে তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়া অনেক সময় ইহার অপব্যবহার করি। সংসারের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে "চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, এবং দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত" কিন্তু দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিলে বাম গণ্ড ফিরাইয়া দেওয়া এই অমানুষিক উচ্চ দৃষ্টান্ত জগত সংসারের কোথাও দেখিতে পাই না। কেহ আমার একটু সামান্য অনিষ্ট করিলেও

আমি তাহার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িব কেন? রক্ত মাংসের শরীরে কি এসব সহ্য হয়! ক্রোধ আসিয়া আমার দুর্ব্বল মনকে বলে, "তোমার কি একটুও তেজ নাই? কেন লোকের অত্যাচার সহিয়া থাক? যে এক কথা শুনাইবে তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দাও।" যদি আমি কোন সহজ ক্ষমার পথ অবলম্বন করিতে যাই দুষ্ট ক্রোধ আসিয়া তাহার বিপরীত দিকে সবলে টানিয়া লইয়া যায়।

এমন কার্য্য নাই যাহা ক্ষমা দ্বারা সিদ্ধ হয় না, এমন লোক নাই যাহাকে ক্ষমা দ্বারা বশীভূত করা যায় না। কিন্তু সে লোকাতীত দেবোপম ক্ষমা সংসারে দুর্ল্লভ। যিনি ক্ষমা দ্বারা জগতকে বশীভূত করিয়াছেন তাঁহার শত্রু কোথায়? তাঁহার জীবন শান্তিপূর্ণ। আমার সঙ্কীর্ণ হৃদয় যেন ক্ষমা দ্বারা প্রশস্ত হইয়া যায়। আমার কার্য্য ও বাক্য যেন আর অক্ষমা দ্বারা কলঙ্কিত না হয়—এই প্রার্থনা।

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় দ্বিসপ্ততিতম মাঘোৎসব অতি সুন্দর-রূপে সুসম্পন্ন হইল। এজন্য আমরা তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে কৃতজ্ঞভরে প্রণত হই।

বরণ সঙ্গীত।

আয় লো আয় আর্য্যনারী, সবে মিলে বরণ করি
বীর-প্রধান নববিধানে।
বরণ ডালা লয়ে শঙ্খধ্বনি করে,
সুখী হই সব ভগিনীগণে॥
আনন্দে আনন্দে গাহিতে গাহিতে
বরণ করি সবে বিজয় নিশানে;
আয় লো কুলবালাদলে, স্বর্গ এল যাঁর বলে
ভূতলে, তাঁরে ভাবি মনে॥
চিরজীবী হয়ে থাক, মোদের তব তলে রাখ
চিরজয়ী হয়ে থাক এই ভুবনে,
মা করুন আশীর্ব্বাদ যেন পুরে মন সাধ
এই ভিক্ষা তাঁর চরণে॥

জননীর কৃপা গুণে, মিলিনু সব ভগ্নীগণে
সম্বৎসর পরে পুনঃ, শুভদিনে শুভক্ষণে।
বরিতে বিধান নিশান, মা করেছেন আবাহন
এস সবে ত্বরা করে, পরম আনন্দ মনে।
গেল দুঃখ শোক বিলাপ, বিরহ আঁধার তাপ,
হল স্বর্গ অবতীর্ণ হের সবে প্রেম নয়নে;
লয় তানে মধুর স্বরে, গাহিছেন সমস্বরে
স্বর্গে সুরবালাগণে ঘিরি নিত্য নিরঞ্জনে,
মোরাও সেই সুরে মিলায়ে কণ্ঠস্বরে,
গাহি সবে জয় গান, মাতি তাঁর গুণকীর্ত্তনে।

(আর্য্যনারী সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রচিত)

আহা কি আনন্দ মা অনন্দময়ীর ভবনে
ভাসিছে আনন্দ স্রোতে যত সতী কন্যাগণে
নাহি হেথা অভিমান আত্মপর ভেদজ্ঞান
যেন সবে এক প্রাণ অনন্ত প্রেম প্লাবনে।
ইচ্ছা হয় প্রেমে গলে মা, মা, মা বলে
মিশে যাই জননীর সনে; মা বিনে
আমাদের কে আর জীবনে মরণে,
আমরা মায়ের মা আমাদের জেনেছি
সার মনে মনে।
এই ভাবে অনুদিন প্রেমযোগ হয়ে লীন
সাধি প্রেম ব্রত প্রাণপণে, হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বর্গ নিরখি প্রেম নয়নে।

MOTTOES FROM THE BRAHMO POCKET DIARY.

28th January.

Thou art our sole Lord and our only Husband and we shall give Thee our entire faith and loyalty, our love and allegiance like chaste and devoted wives.

২৮শে জানুয়ারী।

জগতের পতি নাথ নিখিল ঈশ্বর
জাগুক তোমার জ্যোতি এ হৃদয়পর।
সতী রমণীর বুকে পতির চরণ,
ধ্যান ধারণার লক্ষ্য কামনা স্বপন।
তেমনি ভক্তের বুকে ভক্তির আধার
তোমারি মহিমা জ্যোতি থাক অনিবার;
তোমারে বাঁধিয়া রাখি প্রীতির বন্ধনে।
ভকতি কুসুমাঞ্জলি দিব শ্রীচরণে।
নাও প্রীতি নাও প্রেম ওহে প্রেমময়
ভক্তির আসনে থাক ভক্তির আলয়।
সকলি তোমার মায়া তোমার লীলার
আমরা পুতুল যেন তোমার খেলার।
সুপথে খেলাও প্রভু দিও নাকো যেতে
পঙ্কিল মলিন হীন ছার পাপ পথে।

29th January.

Salvation is in the eye, O my God, There fore I beseech Thee purify mine eyes and give me the power of seeing things in their true light.

২৯শে জানুয়ারী।

অজ্ঞান আঁধার হতে মুক্ত হোক আঁখি
এ প্রার্থনা চরণে তোমার
হউক বিমল শুভ্র পবিত্রতাময়
পেয়ে ও কটাক্ষ করুণার
যেন এ নয়ন মম পায় দেখিবারে
সত্যালোক সমস্ত ভুবন
পাপ পথ দূরে রাখি অসীম পুলকে
শুভ্র পথে করে বিচরণ

জ্ঞান সত্যালোকে পূর্ণ হলে এ নয়ন
পাইব তোমায় দেখিবারে
অন্তরের নাথ প্রভু থাকিবে তখন
দিবা নিশি অন্তরে বাহিরে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

২৬এ জুন সম্রাট এডওয়ার্ড সিংহাসনাধিরূঢ় হইবেন। তজ্জন্য এখন হইতেই বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

জার্ম্মনির সম্রাট এরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন যে তাঁহার এক সহস্র ছবি বা প্রতিরূপ জার্ম্মান নাবিকদিগকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।

• জাপান দেশে একটি অতি আশ্চর্য্য গির্জ্জা আছে। উহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় বিংশতি বৎসর লাগিয়াছে। এবং উহাতে ৩০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে!

আমেরিকার প্রদর্শনীর জন্য তথায় একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ঘড়ী নির্ম্মাণ হইতেছে। উহা দৈর্ঘ্যে ৪০ ফিট এবং প্রস্থে ৭৫ ফিট! তাহার ভিতরে গমনাগমনের জন্য সোপান, এবং বিশ্রামার্থে বসিবার স্থান থাকিবে!

ইংরাজ রমণীগণের বিলাসিতার জন্য কত সুন্দর পাখীরই প্রাণ বিনষ্ট হয়। তাঁহাদের মস্তকের শোভা বর্দ্ধনার্থ পক্ষীর বিচিত্র বর্ণের পাখা না লাগাইলে চলে না। শুনা যাইতেছে আমাদিগের দয়ার্দ্র-হৃদয় সম্রাট ও দয়াশীলা সাম্রাজ্ঞী এই প্রথাটি বন্ধ করিয়া দিবেন, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ.করিয়াছেন।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট বাহাদুর লর্ড ডাফারিন্ সাহেব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ভারতবাসীর নিকট বিশেষ পরিচিত। তাঁহার মত রাজনীতিজ্ঞ ও সুদক্ষ ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে তিনি বড়ই আহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ড একটি বিশেষ উপযুক্ত কর্ম্মশীল সুদক্ষ ব্যক্তি হারাইল। ভগবান তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি প্রদান করুন।

স্বর্ণরেণু।

মনুষ্য পাপ করিবে তাহার অন্ত আছে কিন্তু ক্ষমা অনন্ত।

সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিলে বৃথা আমোদের প্রবৃত্তি আপনা হইতেই চলিয়া যায়।

অন্যের বলের উপর আপনার উন্নতি স্থাপিত করা বালুকার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করার সমান।

যিনি সর্ব্বদা এ লোক হইতে অবসৃত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, তিনিই উত্তমরূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন।

২৪ বর্ষ]   ফাল্গুন, ১৩০৮   [১১শ সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

24th Year.   MARCH, 1902.   No. 11.

সূচী।

কলিকাতা।

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড; আর্য্যনারীসমাজ কর্তৃক সম্পাদিত
ও বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত
এবং ১২৫ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৪ বর্ষ] কলিকাতা ফাল্গুণ ১৩০৮, মার্চ্চ ১৯০২ [১১শ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ল্যাঙ্ক্যাসায়ারএ সমুদ্রতীরে একটি গৃহ আছে উহা তিমি মৎস্যের অস্থি ও চর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

ফিলিপাইন্ পুঞ্জের অন্তবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র দ্বীপে এক প্রকার বৃহদাকার পুষ্প হয়, একটি পুষ্প ওজনে প্রায় নয় সের!

সম্প্রতি একটি আশ্চর্য্য হ্রদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার উপরিভাগের জল নির্ম্মল সুস্বাদু কিন্তু নীম্নভাগের জল লবণাক্ত!

সিংহল দ্বীপে এক সময় একটি কচ্ছপ ছিল, উহা এত বড় যে উহার উপর বসিয়া একটি লোক অনায়াসে ভাসিয়া যাইতে সক্ষম হইত।

আমরা দেখিতে পাই অনেক জাতির মধ্যে দন্ত পূজা প্রচলিত আছে। সিংহলদ্বীপবাসীগণ শুনিতে পাই বানরের দন্ত [illegible]জা করে এবং টঙ্গা ও ম্যালাবার-বাসীগণ এমন কি হাঙ্গর ও কুম্ভীরের দন্তও বাদ দেয় না!

মিসর দেশে একটি ধর্ম্মমন্দির আছে উহা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্ট জন্মের ২১০০ বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হয় এবং নির্ম্মাণ করিতে প্রায় সহস্র বৎসর লাগে! মন্দিরটি প্রস্থে ৩৭০ ফিট এবং দৈর্ঘে ১২০০ ফিট হইবে!

আমরা বাইবেল্ গ্রন্থে যে Jacobএর স্বপ্ন দর্শন বিষয়ে শুনিয়া থাকি এরূপ কথিত আছে যে যেকব যে প্রস্তরখণ্ডো-পরি মস্তক রক্ষা করিয়া ঐ স্বর্গীয় স্বপ্ন দর্শন করেন উক্ত প্রস্তরখণ্ড সর্ব্ব প্রথমে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড কর্ত্তৃক স্কট্‌ল্যাণ্ড হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবিতে আনীত হয়। এবং বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত উক্ত প্রস্তরখণ্ড প্রত্যেক রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় ব্যবহৃত হয়।

নব বসন্ত।

একটী সুন্দর বৃক্ষের উপর অতি সুন্দর মনমুগ্ধকারী ফুল ফুটিয়াছে, তাহার অনুপম রূপে চারিদিক আলোকিত করিয়াছে। কে এই পুষ্প রচনা করিল? কার সুন্দর হস্ত এ পুষ্প রচনা করিল? ফল ফুলে শোভিত এ বিশ্বরাজ্য। প্রতি দিন প্রকৃতি সতী ফল ফুলে ডালি সাজাইয়া বিশ্বরাজের চরণে অঞ্জলি দিতেছেন। পবনরাজ বীণা বাজাইয়া সুমধুর স্বরে বিভুগুণ গান করিতেছেন, তাহার সঙ্গে নানা রঙ্গের বিহঙ্গমগুলি সুললিত স্বরে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

আবার বসন্তের সুশীতল সমীরণ বহিল। প্রকৃতি দেবী নব বেশে সজ্জিত হইলেন। বৃক্ষের পুরাতন জীর্ণ শুষ্ক পত্রগুলি ঝরিয়া পড়িল। কোমল নব পল্লবগুলি বৃক্ষের অঙ্গে শোভিত হইল। কে সৃষ্টির অন্তরালে বসিয়া বৃক্ষকে শোভিত করিতেছে? এই সকল শোভা দেখিতে দেখিতে মনে কত ভাবেরই উদয় হয়। এত চিত্র বিচিত্র রং ফলাইতে আর কে পারে? পুষ্পের ভিতর যে এত সৌন্দর্য্য, বৃক্ষের যে এত শোভা এ সকল যিনি সৃজন করিয়াছেন না জানি তাঁর কত মহিমা কত সৌন্দর্য্য! এ সকল ভাবুক ভিন্ন কে বুঝিতে পারে?

ক্ষুদ্র নীচ হীন মানব আমরা প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে মিলে, একবার বিভুগুণ গান করিয়া সুখী হই।

পারিবারিক সৌন্দর্য্য।

মরুভূমি মাঝে পিপাসা-কাতর পথিক কি শীতল জলের আশায় কভু পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন? বৈশাখের দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে দেহ মন ছট ফট করিতেছে, দুইটা সূর্য্যমুখী ফুল হাতে পাইলে কি তাহার সৌন্দর্য্য তেমন প্রফুল্লকর হয়? যেমন শরতের বিস্তৃত আকাশে চন্দ্রালোক বিভাসিত তরুণ কানন, কুসুম দেহ এবং হৃদয়কে স্নিগ্ধ রসে পুলোকিত করে? তেমনি সুখময় সংসারের বিমল আলোক পরিবারকে সমস্ত জগতকে অতুল শান্তিতে সুসজ্জিত করিতে পারে। আমরা দেখিতে পাই প্রজাপতি ভগবান এত প্রকারের সুখের সামগ্রী মানবের জন্য রচনা করিয়াছেন এবং সর্ব্বক্ষণই তিনি এ সংসারে বিরাজিত থাকিয়া মাতা পিতা হইয়া সন্তান সন্ততির সকল অভাব মোচন করিতেছেন তথাপি কেন নর নারী সুখী নয়? প্রায় কোন পরিবারে বিমল আনন্দ পবিত্র আরাম কেন দেখিতে পাই না? কেহ বলেন দরিদ্রতাই সংসারের অশান্তির মূল—আবার কেহ বলেন ধন সম্পদের যথার্থ ব্যবহার না করিতে পারিয়া সংসার ছারখার হইল। কেহ কেহ আরও নানা প্রকারের সন্দেহে উপনীত হইয়া হা হুতাশ করিয়া

পারেন। মিলনই জগতে পূর্ণ সুখ— যখনই দেখি কোন স্থানে অন্ততঃ দুটী প্রাণও মিলিত হয় তথায় কেমন সান্ত্বনা-জ্যোৎস্না খেলা করে। পরিবারে শান্তির মূল কারণ স্বামী স্ত্রীর মিলন। প্রজাপতি ভগবান একেবারে পরকে পরের সঙ্গে কি অপূর্ব্ব একতা সূত্রে প্রেম বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন, পতি পত্নীর মধুর মিলনই সংসারে শান্তির সমাচার প্রচার করে। সর্ব্ব প্রথমে পতির সহিত সতীর যোগ স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বন্ধন খুব দৃঢ় চাই। যে গৃহে পতি পত্নী দুটী আত্মা ভগবানের চরণে এক হইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন ও সংসাধন করেন তাঁহারা পৃথিবীতে অমরলোকের শান্তি উপভোগ করেন এবং নিজ সংসারে তো শান্তির বার্ত্তা বহন করেনই সমুদয় বিশ্ব ভুবনেও তাহার বিমল জ্যোতি বিকীরণ করিতে পারেন। সর্ব্ব প্রথমে দেখা যাইতেছে এই স্বামী স্ত্রীর পূর্ণ মিলনই সকলকে সুখের রাজ্যে লইয়া যাইবার প্রথম সোপান। যে গৃহে দাম্পত্যের সুখ সে গৃহের সকল কার্য্যেই মধুর ভাব প্রকাশিত। স্বামী স্ত্রীর ঐক্যমত না থাকিলে সংসারে এবং জীবনে নিতান্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। আমরা সকলে এ সংসারে আসিয়াছি সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবার জন্য, পরস্পরের সুখ বিধান করিবার জন্য। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যদি ধর্ম্মে কি কর্ম্মে কি জীবনে কোনও বিষয়ে অমিল থাকে তবে কি তাঁহাদের মনে পূর্ণ সুখ শান্তি বিরাজ করিতে পারে? পৃথিবীর আর সমস্ত সুখ সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেও সতীর সে প্রাণের অভাব ও হৃদয়ের অশান্তি তাহা কেহ হরণ করিতে পারে না। ভগবানের পদ সেবাতে জীবন অর্পণ করিতে পারেন, পরসেবা করিতে পারেন নিজ বিষয় সম্পত্তি দুঃখীদিগের জন্য দান করিতেও পারেন কিন্তু প্রাণের একটা অপূর্ণ ভাব নিশ্চয়ই থাকিয়া যায়। অতএব আমরা দেখিতেছি স্বামী স্ত্রী যেখানে ভাবে প্রেমে যোগে ভগবানের চরণ প্রান্তে এক হইয়া আছেন সেই জীবন ও সেই সংসারই ভগবানের চিহ্নিত সুখের নিকেতন। সেখানে যে আসে সেই সুখী হইয়া যায়। যে পতি পত্নী ধর্ম্মসূত্রে বিধাতার চরণে মিলিত, তাঁহাদের যোগ অনন্তকালের। সে রমণী বিধবা হইলেও পূর্ণ সুখ তাঁহার অন্তরের অন্তরে বিরাজ করে এবং অমরাত্মা সনে অমর ধামের পথে দিন দিন জীবনকে ভগবচ্চরণে দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ করে; সেই শান্তির অনুপম জ্যোৎস্না পৃথিবীকেও বিধৌত করিয়া ধীরে ধীরে স্বর্গের দিকে অগ্রসর হয়। যাহাতে আমাদের এই পবিত্র পারিবারিক মিলনের যথার্থ সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া অনন্তকাল সমুদয় জগতে তাহার প্রতিভা প্রকাশ করিয়া নিজেরা ও সকলকে তৃপ্ত করিতে পারি ইহাই বাঞ্ছনীয়। করুণাময়ী মাতা আমাদের সহায় হউন আমরা তাঁহারই কৃপাধীনে ও আজ্ঞাধীনে চির মনোনীত সেবক সেবিকা হইয়া জীবনের গুরুতর

দায়িত্ব পালন করিয়া সেই অনন্ত মিলনে প্রেম পরিবারে মিশে আনন্দে অনন্তকাল গান করিব, "আমরা সকলে সেই এক মায়ের সন্তান।"

পরিত্যক্তা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এ দিকে জর্জ্জের প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আসিয়া উপস্থিত হইল। নানা প্রকার আনন্দ উৎসবে সে দিন কাটিয়া গেল। জর্জ বিদেশ হইতে যে সকল মহামূল্য সামগ্রী ও গহনা মার্থার জন্য আনয়ন করিয়াছেন সেগুলি একে একে বাহির করিয়া মার্থার হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন। সে সময়ে মার্থার মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা কি পাঠিকা ভাই একবার কল্পনা করিতে পার? সেগুলি লইয়া গিয়া নিজ নিভৃত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মার্থা নিজ অঙ্গ সুসজ্জিত করিতে লাগিল। এবং সজ্জা সমাপ্ত হইলে যখন আপন অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া সুবৃহৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল তখন তাহার মধ্যে যে নিজের প্রতিরূপ দেখিতে পাইল তাহাতে সন্তোষের সীমা রহিল না। আপন রূপরাশি দেখিতে দেখিতে যেন আপনিই বিহ্বল হইয়া পড়িল! তাহার তুল্য রূপসী যে সে গ্রামে নাই, তাহা ভাবিয়া হৃদয়ে একটি অতুল আনন্দ অনুভব করিল। তাহার তেজোময় প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্যের নিকটে লীলার শান্তিময়ী সুকোমল লাবণ্য যে নিতান্ত মলিন ও প্রতিভাবিহীন ইহা ভাবিয়া মার্থার মনটা আরও স্ফীত হইয়া উঠিল! আপন রূপরাশি লইয়া মার্থা যখন জর্জের সমক্ষে উপস্থিত হইল তখন জর্জ যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন। সে উচ্ছলিত রূপরাশি দেখিয়া জর্জ যে অন্য সমুদয় চিন্তা ভুলিয়া যাইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? দেখিতে দেখিতে আমোদ আহ্লাদে কয়দিন কাটিয়া গেল। এই আনন্দস্রোত আসিয়া জর্জের হৃদয় হইতে লীলার মুখচ্ছবিখানি যেন একেবারেই অপহৃত করিয়া দিল। হায়! এমনি পৃথিবী! যে চির-আপনার, পর আসিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া আপনি তাহার স্থান অধিকার করে। যে লীলা স্নেহময়ী সহোদরার ন্যায় জর্জের সঙ্গে সঙ্গে সদা থাকিত, প্রাণপণে জর্জের সেবায় রত থাকিত, আপন কষ্ট ভুলিয়া জর্জের সুখেই সুখী হইত, যাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত সেই জর্জ আজ তাহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন? তাহার ম্লান বিশুষ্ক মুখখানি একবারও কি হৃদয়ে উদিত হইল না? কিন্তু যাহা আমরা এ সংসারে নিতান্ত অসম্ভব মনে করি, তাহাই আবার নিতান্ত সম্ভব হইয়া যায়। যাহার প্রতি অচল বিশ্বাস স্থাপন করি অবস্থাচক্রে সেই পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাণে গভীর যাতনা প্রদান করে।

সংসারের নিয়ম যদি এই হয় তবে আর আমরা কি করিয়া জর্জকে দোষী করি? আমরা যে লীলাকে সেই সমুদ্র-তীরে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম চল ভাই পাঠিকা একবার তাহাকে দেখিয়া আসি। মার্থার সেই তীব্র বাক্যবান লীলার কোমল প্রাণে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যখন জর্জ ও মার্থা গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন লীলা সেই একই ভাবে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে সেই দিকে দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ গাড়ীখানি দেখা গেল, লীলা দেখিতে লাগিল, অবশেষে যখন দৃষ্টি পথ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন লীলার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে কি এক গভীর বেদনা উপস্থিত হইল; ঘন নিরাশার মেঘ আসিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া দিল। লীলা মস্তকে হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল! তাহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। বড় আশা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে লীলা আজ তাহার চিরপ্রিয়তম বাল্যসখার অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল, আর সেই আনন্দের পরিবর্ত্তে কি মহা আঘাত পাইল! কি হইল লীলা কিছুই বুঝিল না, বুঝিতে চেষ্টাও করিল না, কেবল সে জানিল যে এখন হইতে তাহার ও জর্জের মধ্যে কি একটা অচ্ছেদ্য ব্যবধান উপস্থিত হইল; যাহা চিরদিন তাহাকে জর্জের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবে। মার্থা যে হিংসা করিয়া বা কোন কু-অভিসন্ধি করিয়া তাহাকে ওরূপ কথা বলিয়াছে এ ভাব মুহূর্ত্তের জন্যও লীলার সরল প্রাণে স্থান পায় নাই। সে স্বর্গের শিশু, সরলা বালিকা, পৃথিবীর জটিলতা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে প্রতিদান তো চাহিত না, সে আপনাকে দিয়াই সুখী হইত, জর্জ ও মার্থাকে ভালবাসিতে পারিলেই আনন্দিত হইত, তাহা হইতেও সে বঞ্চিত হইল? হায় নিষ্ঠুর সংসার, নিষ্ঠুর তব ব্যবহার! এমন সরল সুকোমল প্রাণেও আঘাত দিতে ইচ্ছা হয়? লীলা আর ভাবিতে পারিল না। শুষ্ক মুখে সজল নয়নে অতি ধীরে ধীরে লীলা গৃহাভিমুখে চলিল। সমুদ্রতীর হইতে তাহাদের বাটী প্রায় চারি মাইল হইবে। আসিবার সময় উৎসাহ আনন্দে এত পথ অক্লেশে চলিয়া আসিয়াছিল কিন্তু এখন এ বিষাদভার লইয়া লীলার যেন আর চলিবার শক্তি রহিল না। রাস্তায় লোকের সমাগম লীলা সভয়ে এক পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। প্রতিক্ষণে মনে হইতে লাগিল যেন লোকের দৃষ্টি তাহার অন্তর ভেদ করিয়া তাহার দুঃখ রাশি দেখিয়া ফেলিবে! সে নীম্ন দৃষ্টে এক পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে একটি বিস্তীর্ণ ধান্য ক্ষেত্রের মাঝে উপস্থিত হইল। মাঠ অতিক্রম করিয়া যাইলে তাহাদের গৃহ। সে স্থানে লোকের সমাগম বড় নাই। যা দু এক জন চাষা ছিল তাহারা তখন কার্য্য সমাপন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে গৃহে ফিরিতেছে। লীলা এই অবসর পাইয়া একটা বৃক্ষতলে গিয়া জানু পাতিয়া কর-

যোড়ে ঊর্দ্ধ নয়নে প্রার্থনা করিতে লাগিল। ভগবানের চরণে যে সে নিজ সুখের জন্ম ভিক্ষা চাহিতেছিল পাঠিকা তাহা মনে করিও না, সে নিঃস্বার্থ প্রেমে সরল ভাবে জর্জ ও মার্থার মঙ্গলের জন্ম প্রার্থনা করিল আর নিজে যাহাতে সকল অবস্থা মধ্যে সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে এমন বল ভিক্ষা চাহিল! সরল ব্যাকুল অন্তরের প্রার্থনা কখনও অপূর্ণ থাকে না। লীলার প্রাণে কেমন এক অপূর্ব্ব শান্তি আসিল। লীলা নীরবে বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিল। সূর্য্যদেব তখন অস্তাচলে যাইতেছেন, প্রকৃতি সুন্দরী কেমন একটি সুস্নিগ্ধ শান্তিময়ী শ্রী ধারণ করিয়াছেন, প্রকৃতিবালা লীলাও বাহ্যিক জগৎ ভুলিয়া গিয়া যেন প্রকৃতি মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে ক্রমেই অন্ধকার হইয়া আসিল। হঠাৎ লীলার চমক ভাঙ্গিল, সে তাড়াতাড়ী উঠিয়া গৃহাভিমুখে যাইবার জন্ম যেমন অগ্রসর হইবে কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার হস্ত দুটি ধরিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল! সে অতি বিকৃত স্বর, বিকট হাস্য, লীলা সভয়ে ফিরিয়া দেখিল এক উন্মাদিনী! তাহাকে দেখিয়া লীলার ভয়ে সমুদয় শরীর কাঁপিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

উচ্চ লক্ষ্য

সকল মানবেরই এক একটী লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। লক্ষ্যহীন জীবন এবং কর্ণধার বিহীন তরণী একরূপ। কর্ণধার বিহীন তরণীর যেমন কোন্ দিকে যাইবে তাহা নিরূপিত নাই স্রোতে যে দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে সে যেমন সেই দিকেই ধাবিত হয় লক্ষ্যহীন জীবনও ঠিক সেইরূপ কোন্ দিকে কিরূপ ভাবে চলিবে তাহা ঠিক নাই, অবস্থা তাহাকে যে দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে সে সেই দিকেই চলিয়াছে। একটী লক্ষ্য ভিন্ন জীবন কখনও নিরূপিত হইতে পারে না। পশু পক্ষীর ন্যায় শুধু আহার বিহার করিলেই আর নিদ্রা যাইলেই প্রকৃত মনুষ্য নামের উপযুক্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি শুধু পশুর ন্যায় আহার বিহার করিয়া জীবন যাপন করে সে মনুষ্য নামের কলঙ্ক মাত্র। তাহার জীবনে ও একটী পশুর জীবনে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

বাল্যকাল হইতেই মানবের হৃদয়াকাশে একটী লক্ষ্যকে ধ্রুবতারা করিয়া রাখা উচিত। বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে যাহাতে সেই লক্ষ্যটী পালন করিতে পারে শৈশব হইতে সেইরূপ করিয়া চলা কর্ত্তব্য। চিরদিন একটী লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া কঠিন জীবন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। একবার একটী লক্ষ্য ধরিলাম কিছুদিন সেইরূপ ভাবে চলিয়া সেটী ছাড়িয়া দিলাম পুনরায় আর একটী লক্ষ্য ধরি-

লাম আবার সেই লক্ষ্যটী ছাড়িলাম। এইরূপ অস্থির চিত্ত লইয়া থাকিলে চলে না। যে লক্ষ্যটী একবার ধরিব তাহা সম্পন্ন করিতে যদি শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হয় তাহাতে যদি অশেষ গঞ্জনা ভোগ করিতে হয় এবং নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হয় কিন্তু যদি সেটী সৎ কার্য্য হয় তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবনা প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া থাকিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। একটা লক্ষ্য ধরিলেই হয় না। লক্ষ্য উচ্চ হওয়া উচিত।

যাহার যেরূপ লক্ষ্য তাহা দেখিয়া তাহার হৃদয় কিরূপ তাহা জানিতে পারা যায়। যাঁহার লক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চ তাহা দেখিয়া তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন যাঁহারা স্বীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই লক্ষ্য উচ্চ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উচ্চ লক্ষ্য ছিল বলিয়া তিনি অত্যন্ত হীন অবস্থা হইতেই ধনী হইয়াছিলেন এবং শুধু ধনী নহে জ্ঞানী ও সাধুও হইয়াছিলেন। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের উচ্চ লক্ষ্য ছিল বলিয়া তিনি ভারতবর্ষের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে নবধর্ম্মের স্নিগ্ধ আলোক প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। সতীদাহ নিবারণ করিয়া সমস্ত বঙ্গনারীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্য সাধন করিতে কত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত হইয়া লক্ষ্যচ্যুত হন নাই। শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের উচ্চ লক্ষ্য ছিল বলিয়া তিনি আবার সেই ধর্ম্মকে মার্জ্জিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে কত নর নারী ধর্ম্মের আলোক দেখিতে পাইয়াছে, তাঁহার কৃপায় কত নর নারী উদ্ধারের পথ দেখিয়াছে। আমাদের সম্মুখে এই রূপ কত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। কত দেশ দেশান্তরে এইরূপ কত মহৎ জীবনের কাহিনী রহিয়াছে। এইরূপ আমাদের দেশে এবং সুদূর আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অনেক আদর্শ নারী আছেন এবং অনেক আদর্শ রমণী ছিলেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেল, ভগিনী ডোরা, ইঁহারা আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরসেবামহাব্রতে ব্রতী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া কত আহত সৈনিকের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। কত হতভাগ্য আহত সৈনিক তাঁহাদের সেবায় বাঁচিয়াছে। এখন এই যে ভীষণ বুয়র যুদ্ধ হইতেছে তাহাতে কুমারী গোওয়্যান্ত লেডী হেন্‌রী বেন্‌টিক প্রভৃতি ইংরাজ মহিলাগণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া সৈনিকের সেবা করিতেছেন। কুমারী ফাউলার নব সেবিকারূপে মলকাই কুষ্ঠাশ্রমে যাইয়া হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীদিগের সেবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন এই ভীষণ রোগ যাহার হয় তাহাকে কেহ স্পর্শ করে না ইহা অতি সংক্রামক রোগ কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে উচ্চ লক্ষ্য জাগিয়া উঠি-

য়াছে তিনি রোগকে ভয় করিলেন না এক নব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আনন্দিত চিত্তে এ ভীষণ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন।

আমাদের দেশে অনেক আদর্শ মহিলা আছেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের কথা বলিতেছি। ইঁহার নাম রমাবাই,— ইঁহার উচ্চ লক্ষ্য ছিল তাই তিনি পুণা নগরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং বালিকাদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার যত্নে কত স্ত্রীলোক সুশিক্ষিত হইতেছে ও হইয়াছে। তিনি যে লক্ষ্যকে সম্মুখে ধরিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। আজীবন সেই লক্ষ্য ধরিয়া কার্য্য করিতেছেন। যাঁহারা এইরূপ পরহিত ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা মানব সমাজে ধন্য ও অগ্রগণ্য। এই সকল প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাগণের চরণে আমরা ভক্তিভরে মস্তক অবনত করি।

শুধু লক্ষ্য উচ্চ হইলেই হয় না, তাহার সহিত অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞার বল আবশ্যক। যদি এক ব্যক্তির উচ্চ লক্ষ্য থাকে এবং তাহা পালন করিবার জন্য ইচ্ছা থাকে কিন্তু যদি তাহার চেষ্টা বা যত্ন না থাকে তবে কখনই তাহার লক্ষ্য সফল হয় না। লক্ষ্য পালন করিতে হইলে অত্যন্ত শ্রম স্বীকার করিতে হয়, অনবরত চেষ্টা করিলে তবে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। একবার চেষ্টা করিলাম তাহা সফল হইল না তাহা ছাড়িয়া দিলাম অন্যরূপ লক্ষ্যকে সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিলাম এরূপ করিলে কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, বারংবার চেষ্টা করা উচিত, যে বার বার চেষ্টা করে সে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হয়। উচ্চ লক্ষ্য থাকিলে এবং তাহা পালন করিবার জন্য চেষ্টা থাকিলে ধনী জ্ঞানী ও সাধু হওয়া যায়। পরম করুণাময় পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা এক একটী লক্ষ্য আমাদের হৃদয়াকাশে ধ্রুবতারা করিয়া রাখিতে পারি ও সেইটী পালন করিতে পারি, তবেই আমরা ধন্য হইব।

কুমারী প্রেমবালা দত্ত।

সন্ধান।

অন্তরের তারগুলি ছিঁড়ে তুমি কত দূরে
গিয়াছ চলিয়া ?
অশ্রান্ত অমর ভাবে স্নেহের বীণাটী মোর
উঠেছে ফুটিয়া।
ভালবাসা খেলা ঘরে অতুল স্নেহের ভরে
রাখিতে প্রয়াস,
করিনু বিফলে আহা, জোছনার সুষমায়
ধরিতে উল্লাস।
বাজিছে কনকাসনে সুস্বরে সুতাল মানে
বাজিছে মধুর,
গাহিছে অমর বৃন্দ শুনিছেন ভক্ত সখা
স্তব্ধ স্বর্গপুর।
ডাকিয়া কোমল স্বরে চেয়েছিলে মুখপরে
সুধালে আবার,
চমকি দেখিনু আমি অস্ত গেল সুধা হাসি
ভব অন্ধকার।

আর আসিবে না ফিরে ভব-লীলা কারাগারে
পাব না সন্ধান?
খুঁজিব অনন্তলোকে বিশ্বাসের জ্ঞানালোকে
বিধির বিধান।
যথা সতী সীতা রাণী আমাদের বীণাপাণী
বিরাজে তথায়
স্নেহময়ী মার বলে হেরিব তাঁহারই কোলে
আছে কি সংশয়?

গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। কুমার ও গোলাপ সেই কুটীর মধ্যে সুখে দিন যাপন করিলেন। এ দিকে কুমারের পিতামাতা জানিতেন যে কুমার দেশ ভ্রমণ করিতেছে। এক বৎসর হইল দেখিয়া কুমারের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কুমারের বড় দুর্ব্বল চিত্ত ছিল। তিনি জানিতেন যদি তাহার পিতা বিবাহের কথা শ্রবণ করেন তবে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইবেন হয় তো বিষয়চ্যুত করিবেন সেই ভয়ে তিনি তাঁহার পিতামাতাকে বিবাহের কথা কিছু জানান্ নাই। এত দিন তো সুখে কাটাইলেন কিন্তু সে সুখ স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল। কুমারের চমক ভাঙ্গিল, এত দিন যেন তিনি স্বপ্ন রাজ্যে বাস করিতেছিলেন, হঠাৎ সে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। গোলাপকে ছাড়িতে হইবে! কুমার ভাবিলেন পিতামাতার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গোলাপকে গৃহে লইয়া যাইবেন। ভাবিতে ভাবিতে এক মাস কাটিয়া গেল। কুমার গোলাপকে সমস্ত কথা বলিলেন। গোলাপ তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কুমার বেশী দিন সে স্থানে থাকিবেন না স্থির করিলেন। বিদায়ের দিন সমস্ত প্রকৃতি যেন কাঁদিয়া উঠিল। কুমার ও গোলাপ উভয়েরই মনে হইতে লাগিল কি যেন দুর্ঘটনা ঘটিবে কি যেন হইবে আর হয় তো উভয়ের মিলন হইবে না। কুমার শূন্য হৃদয়ে চলিয়া গেলেন। গোলাপ বনের ফুল একা সেই বনে ফুটিয়া রহিল। গোলাপের এক পুরাতন দাসী ছিল সেই তাহার একমাত্র সঙ্গী। গোলাপ দাসীর সহিত গল্প করিত ও বনে বনে ঘুরিত। পুষ্প বৃক্ষের নিকট মন ব্যথা জানাইত। এ দিকে কুমার গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন বিবাহের সব ঠিক। সকলে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কুমার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন উভয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন এক মাস পরে তাহার বিবাহের দিন ঠিক হইয়াছে। তখন কুমার বলিয়া উঠিলেন, "এত শীঘ্র কেন? আর কিছু দিন দাও?" তাঁহার পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি এক বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইয়া আসিলে আবার দিন চাও?" কুমার যাহা বলিবেন

ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে সাহস পাইলেন না, ভয়ে তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। কুমারের পিতা-মাতার মনে ভয় হইয়াছিল পাছে কুমার বিবাহের পূর্ব্বে পলায়ন করেন তজ্জন্য সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে লোক রাখিতেন। কুমার বন্দীর ন্যায় সেখানে বদ্ধ হইয়া রহিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তাঁহার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। তিনি প্রতিদিন মনে করেন তাঁহার পিতাকে গোলাপের কথা বলিবেন কিন্তু পিতাকে দেখিলেই তাঁহার অত্যন্ত ভয় হয়, পরে ভাবিলেন পত্র দ্বারা জানাইবেন, কিন্তু পত্র পাইলে তাঁহার পিতা কিরূপ ক্রুদ্ধ হইবেন তাহা ভাবিয়া পত্র লিখিতেও পারিলেন না। সহসা একদিন তাঁহার পিতার অত্যন্ত পীড়া হইল। চিকিৎসকেরা ভয় পাইল। বিষম পীড়া, বাঁচিবার কোন প্রকার উপায় নাই। মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া কুমারের পিতা কুমারকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলিলেন, "বাপ্ আমার শেষ কথাটি রাখ্ শীঘ্র বিবাহ কর আমি হয় তো আর বাঁচিব না।" কুমার পিতার কষ্ট দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য গোলাপকে ভুলিলেন, এবং বিবাহতে সম্মতি দিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কথা দিয়াছেন এখন আর তাহা না রাখিলে মহাপাপ হইবে। কিছুদিন পরে কুমারের বিবাহ হইয়া গেল। মেয়েটির নাম চঞ্চলা, দেখিতে তেমন সুন্দরী নয় তবে ধনী লোকের মেয়ে। কুমার ধন গহনা ইত্যাদি অনেক পাইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের আগুণ আরও জ্বলিয়া উঠিল, তিনি যে কি পাপ করিলেন তাহা ভাবিয়া তাঁহার দেহ মন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। গোলাপের সুন্দর মুখখানি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। চঞ্চলা দেবী অত্যন্ত চঞ্চলা ছিলেন পিতামাতার একমাত্র কন্যা বলিয়া তাঁহারা তাহাকে দ্বাদশ বৎসর অবধি অবিবাহিতা রাখিয়াছিলেন। চঞ্চলা অতি অভিমানিনী ছিল, বিবাহের দিবস স্বামীকে বিমর্ষ দেখিয়া রাগ করিয়া রহিল। কুমার সে দিকে দৃকপাৎও করিলেন না, তিনি ভাবিতেছিলেন গোলাপ যদি আমার কথা শোনে তাহার কোমল প্রাণে কতই ব্যথা পাইবে হয় তো সেই আঘাতেই সুন্দর গোলাপ অকালে ঝরিয়া পড়িবে। বিবাহের পরদিনই কুমার গোলাপের কাছে যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহরীগণ এরূপ ভাবে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল যে তাঁহার এক পদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিবাহের কিছুদিন পরে কুমারের পিতার মৃত্যু হইল। কুমার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন। এইরূপে হু হু করিয়া দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। এ দিকে সরলা বালিকা গোলাপ প্রত্যহ আশা করিয়া কুমারের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু প্রতিদিন নিরাশ হয়। মনের কষ্টে বনে বনে ক্রন্দন করিয়া বেড়ায়। দিন দিন তাহার নিরাশার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

একদা দাসীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আর বোধ হয় তিনি ফিরিবেন না, আর বুঝি দেখা হ'ল না তুই তাঁকে বলিস্ আমি রোজ আশা করে যত্ন করে ফুল তুলে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করিতাম, বলিস্ আবার সেইখানে দেখা হবে যেখানে মা গিয়াছেন।" দাসী বলিল, "কেন মা ভাব্‌ছিস্ হয় তো কারু রোগ হয়েছে তাই আস্‌তে বিলম্ব হচ্চে, আস্‌বেন এখন তিনি।" গোলাপের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল সে দাসীর কণ্ঠ আরও দৃঢ় করিয়া ধরিয়া বলিল, "না আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে আর তাঁর সঙ্গে বুঝি দেখা হবে না, প্রাণটা বড়ই কেঁদে উঠ্‌ছে।" এই বলে গোলাপ ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। কি নিষ্ঠুর কুমারের হৃদয় কি নির্দ্দয় তাঁর ব্যবহার। নির্দ্দোষ প্রাণে এত আঘাত দিয়া তার জীবন কি সুখী হইবে? গোলাপ সেই দিবস হইতে রোগাক্রান্ত হইল, দিন দিন তাহার দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল। সুন্দর প্রস্ফুটিত মুখখানি মলিন হইল। কুমারের নির্দ্দয় ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া গোলাপ বুঝি অকালেই ঝরিয়া পড়িবে?

(ক্রমশঃ)

"বনমধ্যে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর কথোপকথন।"

বনমধ্যে পঞ্চ পাণ্ডবের বনবাস কালে একদিন যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে কৃষ্ণা বসিয়া দুঃখিত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন; "এমন দুরাচার নির্দ্দয় দুর্য্যোধন কপটতা করিয়া তোমাদিগকে বনে পাঠাইল। তোমার কিছুমাত্র দোষ ছিল না, তথাপি এ হেন দারুণ কাজ কি প্রকারে সে করিল? তাহার হৃদয় কঠিন লোহাতে গঠিত! তাহার মনে কি তিল মাত্রও দয়া জন্মিল না? হে নরপতি, তোমার এ প্রকার গতি কেন হইল? আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে আর সহ্য হয় না। যাঁর রত্নময় শয্যায় নিদ্রা হইত না, তাঁর এখন এই তীক্ষ্ণ কুশের শয্যায় শয়ন? যে দেহ কস্তূরী চন্দনেতে সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিত এখন সেই দেহ ধূলায় ধূসরিত হইতেছে। মহারাজাগণ যাঁর চতুর্দ্দিকে বসিত, এখন তপস্বীর সঙ্গে তপস্বীর বেশে থাক? লক্ষ লক্ষ রাজা যাঁর স্বর্ণ পাত্রে আহার করিত এখন কি না তুমি অরণ্যের মাঝে ফল মূল ভক্ষণ করিতেছ? এই যে তোমার ইন্দ্রতুল্য ভ্রাতৃগণ, ইহাদের প্রতি দেখিতেছ না, মলিন বদন কষ্ট ও দুঃখেতে বিষণ্ণ। ভীম মহাবল সর্ব্বদা নত মুখে থাকেন। এই সকল দেখিয়া রাজা, তোমার দুঃখ হয় না? এ সকল কষ্ট আমার সহ্য হয় না, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ভীমের সমান পরাক্রম ত্রিভুবনে নাহি, মুহূর্ত্তে সমুদয় কুরুগণকে সংহার করিতে পারে।

তোমার জন্য সকলি ত্যাগ করিল, কিরূপে রাজন্! এ সকল দুঃখ কি দেখিতেছ? এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান, যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পা-

ম্বিত। পৃথিবীতে যত রাজরাজেশ্বর আছে রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহাকে কিঙ্কর করিয়া খাটাইল। মলিন বদনে সর্ব্বদা দুঃখ চিন্তা করে, ইহা দেখিয়া রাজা তোমার মনে কি কষ্ট হয় না?

সুকুমার মাদ্রীসুত দুইজনে দুঃখিত অন্তরে অধোমুখে আছে, ইহা দেখিয়াও রাজা তোমার দুঃখ জন্মায় না? ধৃষ্টদ্যুম্নস্বসা আমি দ্রুপদনন্দিনী, তুমি এখন মহারাজ, আমি তোমার রাণী, আমার দুঃখ দেখে রাজা তোমার কষ্ট হয় না? তোমার মনে ক্রোধ নাই নিশ্চয় জানিলাম। ক্ষত্রিয় হইয়া ক্রোধ নাই এমন কোন লোক দেখি নাই। রাজা তোমাতে ক্ষত্রিয় লক্ষণ নাই। সময়েতে যে বীরত্ব তেজ দেখায় না, হীন জন বলিয়া রাজা তাহাকে প্রহার করে। এই রূপ কথিত আছে, বলি দৈত্যপতির প্রতি প্রহ্লাদ উপদেশ দিবার কালে প্রথমে করযোড় করিয়া পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিল, "ক্ষমা তেজ উভয়ের মধ্যে ভাল কাহারে কহে?" ধর্ম্মাভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি, পৌত্রের প্রতি এইরূপ শাস্ত্র মত কহিতে লাগিলেন, "সর্ব্বদা ক্ষমা করিবে না, কিম্বা সর্ব্বদা তেজোবন্ত হইবে না, যে সর্ব্বদা ক্ষমা করে তার দুঃখের অন্ত নাই। নারী অবজ্ঞা করিয়া বাক্য শুনে না; কার্য্যেতে অবহেলা করে, কিছুই ভয় করে না। অতি ক্ষমাশীল দেখিয়া ভার্য্যা তাহাকে মানে না। অতি ক্ষমাশীল দেখিয়া সকলে অবহেলা করে। সেই জন্য সর্ব্বদা ক্ষমা বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তির উপযুক্ত কার্য্য নহে। শাস্ত্র অনুসারে দোষের উপযুক্ত দণ্ড দিবে, যে সর্ব্বদা ক্ষমা করে সে মহাক্লেশ প্রাপ্ত হয়। হে নরপতি, ক্ষমার কারণ তবে শুন, মূর্খ জনের প্রতি একবার ক্ষমা করিবে। নির্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানে একবার ক্ষমা করিবে। দুইবার দোষ করিলে তাকে দণ্ড দিবে। হে রাজন্ দুইবার ক্ষমা কেহ করে না। তোমার প্রতি কত অন্যায় আচরণ দুর্য্যোধন করিল, সেই জন্য তাহারে ক্ষমা করিও না। রাজা, তেজের সময় তেজ কর, ক্ষমা দূরে ত্যাগ কর।" দ্রৌপদীর বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মনরপতি, ধর্ম্মশাস্ত্র নীতির মত উত্তর দিলেন। "দেবি! ক্রোধের মত পাপ এ সংসারে নাই, প্রত্যক্ষ শুন, ক্রোধ হইতে যত পাপ হয়। ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। লোকে ক্রোধ হইলে অবক্তব্য কথা বলে। অন্যের কথা থাক আত্মা পর্য্যন্ত বৈরী হয়। ক্রোধে লোক বিষ খায়, ডুবিয়া মরে, অস্ত্র মারে। সেই জন্য বুদ্ধিমান লোকে সর্ব্বদা ক্রোধ ত্যাগ করে। অক্রোধী যে লোক, তাহাকে সর্ব্ব লোকে পূজা করে। ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়। ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়। ক্রোধী ব্যক্তির তপ জপ সন্ন্যাস সকলই বৃথা। বিধাতা রজোগুণে ক্রোধী ব্যক্তি সৃজন করিলেন। এই ক্রোধ যে ব্যক্তি জয় করিতে পারে ইহলোক ও পরলোকে অক্লেশে তরিয়া যায়।

সময়েতে সমুচিত তেজ দেখাইবে,

ক্রোধ মহাপাপ কখন করিবে না দেবি! ক্ষমার সমান ধর্ম্ম আর নাই। পূর্ব্বতে কশ্যপ মুনি নির্ণয় করিলেন, যজ্ঞ মতাদান, ধ্যান, ক্ষমাশীল লোকের সর্ব্বদা যশ। ক্ষমাবন্ত জন পৃথিবীতে জয়ী। আমার মত লোক কেমন করিয়া ক্ষমা ত্যাগ করিবে। সেই জন্য কহি দ্রৌপদী, তুমি ক্রোধ ত্যাগ কর। যে জন অক্রোধী হয় শত অশ্বমেধ ফল তাহার হয়। দুর্য্যোধন ক্ষমা করিল না বলিয়া আমিও ক্ষমা করিব না, এই মূহুর্ত্তে কুরু বংশ নষ্ট করিব? দেখ দেবি! কুরু বংশ আমার পুণ্যভার, আমার ক্রোধ হইলে বংশ সংহার হইবে। ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি যখন দুর্য্যোধনকে বুঝাইবে, সকলের কথা যখন দুর্য্যোধন অবহেলা করিবে তখন আপনার দোষে তাহারা সংহার হইবে। পূর্ব্ব হইতে আমি এ সকল জ্ঞাত আছি।

"সংগ্রাম।"

আমরা সংগ্রাম নাম শুনিলেই চমকিত হই। বাহিরের যুদ্ধ বিবাদ শুনিলে মনটা যেন কেমন কাঁপিয়া উঠে। আজ একা বসিয়া বসিয়া নানা কথা মনে হইতেছে। সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে বহিয়া আমার উত্তপ্ত ললাট শীতল করিতেছে; পাখীগণ কলরব করিতে করিতে নিজ নিজ কুলায় গমন করিতেছে। আমি একা ছাদে বসিয়া প্রকৃতির এই সুপ্রশান্ত ভাব দেখিতেছি, এই স্থান হইতে সংসারের গোলমাল যেন বহু দূর বলিয়া বোধ হইতেছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রম গোলমালের পর, সংসারের সহস্র দাবী দাওয়া চুকাইয়া প্রকৃতি দেবীর শান্তিময় কোলে আসিয়া বসিলাম। এখানে তো কোনই বিকৃত ভাব নাই? কেমন সহজ সুনিয়মে সমুদয় কার্য্য প্রণালী সংসাধিত হইতেছে। এখানে তো কাহারও সঙ্গে কাহারও বিবাদ নাই? বিরোধ নাই? কেমন পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিতেছে। কেমন মিলনের ভাব! তবে সংসারে এত বিবাদ এত গোলমাল, রুচির প্রভেদ কেন? "সংগ্রাম" "সংগ্রাম" বলি ইহা তো বাহিরের ব্যাপার নহে। সংসারে যে কেবলই সংগ্রাম চলিতেছে! কত শত সহস্র বিঘ্ন বাধা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া প্রাণটা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। জীবনের সংগ্রাম তো আছেই, অন্তর রাজ্যে তো সে সংগ্রাম নিয়তই চলিতেছে; যে সংগ্রাম বন্ধুরূপে জীবনকে মুক্তি পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সংগ্রামেরও বিরাম নাই। প্রতিক্ষণে দণ্ডে দণ্ডে যে অসংখ্য ঘটনাপুঞ্জ প্রাণ সংহার করিবার জন্য উদ্যত হইতেছে এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত সতত প্রস্তুত থাকিতে হয় ইহা কি সামান্য কথা? তাই ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম এই জীবন অর্থ কেবল সংগ্রাম; আর কিছুই নহে সংগ্রাম বই। কিন্তু কয়জনই বা এই সংগ্রামে জয়ী

হইতে পারে? কয়জনের মধ্যেই বা সেই তেজ, সেই বীরত্ব আছে যাহা সমুদয় অবস্থা মধ্যে মানব জীবনকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়? এই অনন্ত সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া আমার মত দুর্ব্বল জীবন যেন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এক এক সময় অন্তর ভেদ করিয়া কাহার নিরাশ কণ্ঠস্বর বলিয়া উঠে, "আর পারি না, আর এ সংগ্রামের রাজ্যে থাকিতে পারি না; মুক্তিধাম আর কত দূর?" এ মৃদু কাতর ধ্বনি কাহার? এ আর কাহারও নহে, আমারই প্রাণপাখী অস্থির হইয়া অন্তস্থল হইতে এই ভাবে মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু কাঁদিলেই বা কি হইবে; পারি না বলিলেই কি নিষ্কৃতি পাইবে? যত দিন জীবন, তত দিন সংগ্রাম। এই সহস্র প্রতিকূলতা, অবস্থার বিরোধ মধ্যে যে জয়ী হইয়া সকল অবস্থা জয় করিতে পারে সেই জীবনই ধন্য। মুক্তি তাহারই করতলস্থ। "সংগ্রাম থাকিবে না" এ বৃথা প্রবোধ বাক্যে মনকে সান্ত্বনা দিও না, দিও না।

পাক বিধি।

নারী মাত্রেরই যে রন্ধন কার্য্যে নিপুনা হওয়া আবশ্যক আশা করি পাঠিকাদিগকে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মহিলাগণের ইহা একটী অতি সুখের বিষয় যে তাঁহারা আত্মীয় স্বজনকে স্বহস্তে নানা প্রকার সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া আহার করাইয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। আজ কাল মেয়েদের বড় স্মরণ হয় না যে পাচক পাচিকার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে গেলে তাঁহাদের স্বামী পুত্রের সেবা সম্বন্ধে যে কত উদাসীনতা প্রকাশ করা হয় ও তাহারা কিরূপ অতৃপ্তি ও অযত্নের সহিত আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। আশা করি তাঁহারা মুখের "স্বদেশ হিতৈষিতা" নাম লইয়া আর এ সকল পরম মঙ্গলকর গৃহানুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন থাকিয়া স্বজন পরিজনকে সুখী করিতে অবহেলা করিবেন না। আজ আমরা দুটী রন্ধনের বিষয় লিখিতেছি।

১। হরি পিঠা—দুই সের খাঁটি দুধ জাল দিয়া যখন এক সের হইবে তখন আন্দাজ মত সুজী মিশাইয়া পুলীর পানার মত করিয়া লইবে, পরে পুলী গড়িবার মত অল্প অল্প লইয়া ক্ষীর বাদাম পেস্তা কর্পূর এলাচের গুঁড়া মিছরীর বুকনি মিশাইয়া পুর দিয়া গোল অথচ চেপ্টা ধরণে গড়িয়া ঘিয়ে বেশ লাল করিয়া ভাজিয়া রসগোল্লার রসের মত রসে ফেলিতে হয়। ইহারই নাম হরি পিঠা। ইহা প্রস্তুত করা বেশ সহজ অথচ খাইতে সুস্বাদু।

২। আলুর বোমা—প্রথমে খোসা শুদ্ধ আলু জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া খোসাগুলি ছাড়াইবে, পরে গরম থাকিতে থাকিতেই চটকাইতে হইবে, খুব মোলায়েম করিয়া নয় কিন্তু আলু একটু একটু ডুমো ডুমো

থাকিবে। পরে সেই আলুতে কাঁচা লঙ্কা কুচি কুচি করিয়া ও আন্দাজ মত লুন দিয়া গোল গোল লাড্ডু পাকাইবে। পরে খুব মিহি বাটা মটর ডালের গোলাতে সেই লাড্ডু ডুবাইয়া সরিষার তেলে বেশ লাল করিয়া ভাজিয়া তুলিলেই আলুর বোমা প্রস্তুত হইল। এই আলুর বোমা বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক। যাঁহারা ঝাল না খান বা কম খান তাঁহারা সেই প্রকারে অল্প ঝাল বা একেবারে না দিয়া করিতে পারিবেন।

একটি গল্প।

রাজমহলের নিকট একটি সুন্দর গ্রাম। গ্রামটি ক্ষুদ্র কিন্তু ধনী। মা লক্ষ্মী চঞ্চলা, এই কথাই সকলে জানে এবং বিশ্বাস করে, কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে এই গ্রামটি দেখিত বলিত, "মা গো, লক্ষ্মী যেন অচলা হইয়া বসিয়া আছেন।" গ্রামটির নাম বুঝি কোন লক্ষ্মী-ভক্ত বুঝিয়াই "লক্ষ্মীপুর" বলিয়াছিল।

লক্ষ্মীপুর অতি সৌন্দর্য্যশালী গ্রাম। প্রকৃতির শোভা মনোমুগ্ধকারী। সে গ্রামের লোকেরা অন্নকষ্ট কি জলকষ্ট কাহাকে বলে জানে না। দুর্ভিক্ষের অর্থ কি বুঝে না। শস্য ফল ফুল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এই গ্রামের জমীদারের নাম শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ। জমীদারের অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা। যদিও শিবচন্দ্র বহু ধনের অধিকারী, অর্থাৎ কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু গৃহের আচার ব্যবহার এবং পরিবারের পরিচ্ছদাদি সাধারণের মত। ইংরাজি আহার কি পরিচ্ছদ জমীদার গৃহ স্পর্শ করে নাই।

জমীদার গৃহ অতি বৃহৎ ও সুন্দর। তাহাকে লোকে প্রাসাদ বলে। প্রাসাদের সম্মুখে সাদা পাথরের ঘাট। সুন্দর জলে প্রাসাদের ছায়া এত সুন্দর দেখায়, অনেক সময় মনে হয়, যেন জলের নীচে একটি বৃহৎ হর্ম্ম্য নির্ম্মিত। প্রাসাদের অনেকগুলি বিভাগ, সম্মুখে অর্থাৎ পুষ্করিণী সম্মুখের গৃহ ত্রিতল, সেখানে জমীদার পরিবার লইয়া থাকেন। এই গৃহের দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড দেবালয়। দেবালয় একটি পৃথক গৃহ অর্থাৎ বাস করিবার গৃহের সহিত সংলগ্ন নহে, অথচ পরিবারের সদা সর্ব্বদা যাইবার জন্য একটি বারণ্ডার মত যুক্ত পথ আছে। শ্বেত প্রস্তরে দেবালয় অভ্যন্তর নির্ম্মিত এবং দেবালয় উঠিবার সোপানও শ্বেত প্রস্তরের, দেবালয়ের সম্মুখে পুষ্প উদ্যান, গোলাপ, বেল, জুঁই, চাঁপা, রজনীগন্ধ, গন্ধরাজ, স্থল পদ্মের শত শত বৃক্ষ। দেবালয়ে সমস্ত দিন এবং রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধুপ ধুনা, জ্বলিতেছে। কি স্বর্গীয় দৃশ্য। দেখিলে, দেবালয় স্পর্শ করিলেই মনে হয়, "পরিত্রাণ পাইলাম।"

মধ্যস্থলে জমীদারের বাস করিবার গৃহ। ত্রিতল গৃহ। উপর তলে পুত্রগণ থাকে, মধ্য তলের এক দিকে জমীদার ও তাঁহার পত্নী এবং এক দিকে কন্যাগণের পড়িবার ঘর, বস্ত্রাদির ঘর, বসি-

বার ঘর, ইত্যাদি, মধ্যস্থলে দুইটি শয়ন কক্ষ। নীচের তলে ছেলেদের বৈঠকখানা জমীদার মহাশয়ের বৈঠকখানা, আফিস, আমলাগণের আফিস এবং আরও কয়েকটি কুঠারি আছে। এই গৃহের ভিতর দিকে আহারের দালান, আরও দুই চারিটি কক্ষ ও লম্বা বারাণ্ডা। তাহার ভিতর দিকে যুক্ত আর একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ তুল্য গৃহ। সেই মহলে যত আত্মীয় পিসি মাসি, কত রকম সম্পর্কের আত্মীয়া ও কুটুম্বগণ বাস করে, দ্বিতলে এই সকল মহিলা এবং নীচে দাসীদিগের ঘর, বিধবাদিগের রাঁধিবার ঘর বাসনের তরকারী কাটিবার ভাণ্ডার প্রভৃতির ঘর, ইহার অনতিদূরে অতি বৃহৎ রন্ধনশালা। এই মহলকে "অন্দর মহল" বলে। এ মহলে পুরুষের যাতায়াত নিষেধ। দেবালয়ের পশ্চাতে প্রকাণ্ড যজ্ঞের ঘর সেখানে গরীবদের জন্য কিম্বা অন্ন দানের রান্না হয়। তাহারই নিকটে আর এক মহল আছে সেখানে আত্মীয় পুরুষ এবং অতিথিগণ থাকে।

প্রাতঃকালে স্নানের পর গৃহিণী কন্যাগণসহ নিত্য দেবালয়ে পুষ্পাদি রচনা ও ধুপ ধুনা জ্বালাইয়া দেন। পূজাদি সমাপন হইলে, পুত্র কন্যাদিগকে খাওয়াইয়া গৃহিণী সকলের তত্ত্বাবধারণ করেন। পুরুষ মহলের সকলের সংবাদাদি লইয়া অন্দর মহলে যান। সেই সময়ের দৃশ্যটি কি মিষ্ট ও মধুর। বয়োজ্যেষ্ঠাদের গৃহিণী প্রণাম করিয়া ভূরি ভূরি আশীর্বাদ লইয়া দাঁড়াইলে কনিষ্ঠারা দলে দলে আসিয়া পদধূলি লইতে থাকে। সকলের কি আনন্দ! মামী মাসি পিসি কাকিমা জেঠিমা বৌ দিদি দিদিমা বৌমা মা লক্ষ্মী প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া একেবারে সকলে এক সঙ্গে কথা কহিতে চায়। গৃহিণী কাহার কিসের অভাব জিজ্ঞাসা করেন, কাহারও বস্ত্র কাহারও তীর্থ, কাহারও সন্তানের বিবাহের অর্থ, কাহারও কূপ খনন, কাহারও বাড়ী মেরামত ইত্যাদি সহস্র রকমের আব্দার অভাব শুনিয়া গৃহিণী গৃহে ফিরেন। জমীদার মহাশয়ের আহারাদি দেখিয়া আবার সেই অন্দর মহলে আহারের দালানে জন কয়েক সমবয়স্কা লইয়া আহার করেন। প্রাসাদের সকলেরই পূর্ণ সুখ। কাহারও কোন অভাব নাই। দাস দাসী কেহ ছাড়িতে চাহে না। ঔষধের সময় ঔষধ অসুখের সময় সুখ সুবিধা দেখা, এমন আর কোথাও নাই। শীতের সময় বস্ত্র গ্রীষ্মের সময় সরবৎ গৃহিণী নিজ হাতে সকলকে দেন। অন্দর মহল, বাহির মহল সদাই পূর্ণ। পূজার সময় কি সমারোহ, কি আনন্দোৎসব। দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসে, লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীশ্রীতে পূর্ণ।

পূজার সময় লক্ষ্মীপুর ও তৎপ্রাসাদ লোকের ও আনন্দের রোলে পূর্ণ। প্রাসাদের পবিত্র দেবালয়ে ধ্বজা উড়িতেছে, চারিদিকে নহবৎ ও রোসুনচৌকি বাজিতেছে। দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র বিতরণ করিতেছে ছেলেরা দলে

দলে ফুলের মালা গলায় হরিনাম করিয়া স্বর্গের দৃশ্য পৃথিবীতে দেখাইতেছে। প্রাসাদের সকলের মুখে উৎসবের আনন্দ প্রাসাদের সকল মহল পূর্ণ। কর্ত্তার বাস করিবার মহলে কত আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধব কর্ত্তা গৃহিণী পুত্র কন্যা দুই তিনটি ঘর রাখিয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাহির মহল, যুবা বৃদ্ধ বালকে পূর্ণ। ভিতর মহলে যে ঘরে দুই জন থাকিত সে ঘরে ৫।৬ করিয়া থাকে, দাসীরা ঘর ছাড়িয়া বারাণ্ডায় শয়ন করে তথাপি যেন স্থানে কুলায় না, এতই ভিড়। লক্ষ্মীপুরের পূজার মত এমন পূজা আর কোথাও হয় না। কোন ঠাকুর এত বড় নহে এমন সুন্দররূপে সজ্জিত নহে। ছেলে বুড়ো সকলে বলে, "এত ভাল ঠাকুর আর কাহারও না।"

একবার অগ্রহায়ণ মাসে এক ভদ্র বাবু কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রাসাদে অতিথি হন। একদিন থাকিয়া পর দিন গৃহকর্ত্তা জমীদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। গোপনে আলাপাদি করিলেন। সে ভদ্র লোকটি কলিকাতার কোন ধনী দ্বারা প্রেরিত। এই ধনীর স্ত্রীর সম্পর্কের কোন ভগিনী গত বার পূজার সময় আসিয়া কর্ত্তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরমাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার রূপের ও গুণের অতি উত্তম রূপ সুখ্যাতি করিয়া উক্ত ধনীর স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন। উক্ত ধনীর একটি মাত্র পুত্র, অতুল ধনের এক দিনের অধিকারী হবে। সুতরাং পিতামাতার বড় ইচ্ছা পুত্রটির বিবাহ দিয়া শীঘ্র একটি বৌ ঘরে আনেন। কিন্তু পুত্রের কিছুতেই মত হয় না। প্রভাত কুমার পুত্রের নাম। তাহার ইচ্ছা বিলাত যায়, ইংরাজী কথা কয়, এমন কি মেম বিবাহ করিতেও অমত নাই। পিতামাতা যদিও কলিকাতাবাসী সভ্য সমাজে যাতায়াত আছে, তথাপি জাতের ভয়টুকু বিলক্ষণ আছে এবং জাতির জন্য অহঙ্কারও আছে। বড় ভয় ছেলে যদি জাত ভাঙ্গিয়া ফেলে। ছেলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, "সুন্দর যদি পাই আর Love যদি করি তবে জাত বিজাত বিচার করব না।" ধনীর স্ত্রী যখনই সেই ভগিনীর মুখে লক্ষ্মীপুরের জমীদার কন্যার নাম শুনিয়াছেন, তখন হইতেই স্বামীকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বামী বলেন, ছেলের মত লও।" মা তো ছেলেকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন কিন্তু কেমন ভয় করে। যদি বেঠিক সময় কথাটা বলিয়া ফেলিলে ছেলে রাগিয়া মেম বিবাহ করে। নানা কারণে মা বুঝিয়াই সময়ের অপেক্ষা করিলেন। সেই সময়ে প্রভাত কুমারের এক ভগিনী আসিয়া দিন কতকের জন্য প্রভাত কুমারদের বাড়ীতে রহিল। তাহার নাম সুশীলা লোকে তাহাকে বুড়ী বলিয়াই ডাকিত। প্রভাত বুড়ীকে বড় স্নেহ করে নিজের সহোদরার মত আদর যত্ন করে তাহার স্বামীকেও ভালবাসে। বুড়ী আসিবা

মাত্র প্রভাত কুমারের মা তাহার বিবাহের ও সেই লক্ষ্মীপুরের মেয়েটির কথা বলিলেন। বুড়ী বলিল "এ কথাটা আর দাদাকে বল্‌তে সাহস হয় না!" সেই দিন সন্ধ্যার সময় প্রভাত কুমার আহারে বসিলে, মা যখন অন্য পাঁচ রকম কথা পাড়িলেন বুড়ী অমনই বলিল, "দাদা আমার শ্বশুর বাড়ীতে একজন মুক্তার মালা বেচিতে এসেছিল আমি এক ছড়া মামীকে কিন্‌তে বল্‌ছি তোমার বৌয়ের জন্য।" প্রভাত বলিল আমার বৌ! তা বৌ নাই বা হ'ল, মালা তো হয়েছে। তার মানে তুই বুঝি মালাটা চাস্?

বু। না, আমার এ রূপে সে মালা যে খুল্‌বে না, না হ'লে হয় তো চাইতাম।

প্র। কি ক'রে জান্‌লি যে আমার বৌ সুন্দর হ'বে?

এই বিবাহের কথা আরম্ভ মাত্র প্রভাতের মা উঠিয়া গিয়াছেন। কতকটা ভয়ে, কতকটা ভাই বোনের কথা স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য।

বু। আমি জানি। নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে।

প্র। তোর মিথ্যা কথা হ'তে পারে। আচ্ছা কালো গলায় তো মুক্তার মালা বেস দেখাবে!

বু। না দাদা, ঠাট্টা না, বল না, তুমি বিয়ে কর্‌বে না? তবে মালাটা ফিরিয়ে দেব?

প্র। তোর যদি এত ইচ্ছা মালাটা কিনিতে আমি সতীশকে (বুড়ীর স্বামী) না হয় বল্‌ব, আর সে যদি না কেনে আমি মাকে বল্‌ব, তোকে কিনে দিতে।

বু। তোমার মা যে ভাল, তাই তুমি এত স্বাধীন। একটা কথা কখনও বলেন না। তুমি কি ভুলে যাও সকলের মুখ চাওয়া? তোমার জন্য ভেবে মামী কি কম রোগা হচ্চেন? মামীর যদি কিছু হয় দাদা, তোমার কি হবে? কোলের খোকার মত মার কোলে আছ। মামী একখানি কাপড় দেখেন গহনা দেখেন, তোমার বৌয়ের জন্য কিনিয়া তুলিয়া রাখেন।

প্রভাত কুমারের যদিও এদিকে এমন সৈনিক ভাব! ইংরাজ হইবার ইচ্ছা, কিন্তু মার কাছে কোলের ছেলের মত। মার একদিন যদি একটু সর্দ্দি কি সামান্য জ্বর হয় অমনই প্রভাত বাহিরে যাওয়া বন্ধ করে, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা বন্ধ করে মার কাছে চুপ করে বসে থাকে, কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার আনায় নিজের হাতে মাকে ঔষধ দেয়। তাই বুঝি মার নাম লইবা মাত্র প্রভাতের মুখকমল ক্ষণকালের জন্য বিষাদিত হইল। তখনই আবার হাসিয়া বলিল, "বুড়ী তুই যদি তেমন ক'নে আনিস্ তবে বিয়ে কর্‌ব।"

বু। কর্‌বে? নিশ্চয় কর্‌বে?

প্র। হাঁ কর্‌ব, যদি মনের মত হয়।

বু। অবিশ্যি হবে।

প্র। কোথাকার শুনি।

বু। সে মেয়ে এত সুন্দর যে নাকি যখন হাসে মুক্ত ঝরে, কাঁদে হীরা ঝরে।

প্র। ওঃ, সেই রূপকথার ক'নে, আমি খুব রাজি, আজিই কর্‌ব।

বু। না, রূপকথার কনে নয়, সত্য ক'নে। সে যখন হাসে দাঁতগুলি মুক্তার মত শোভা পায় আর যখন কাঁদে চোখের জল সুন্দর গালে পড়ে হীরার মত দেখায়! খুব সুন্দর।

প্র। কোথাকার মেয়ে শুনি।

বু। লক্ষীপুরের।

প্র। (খুব হাসিয়া) সে যে আসল পাড়াগেঁয়ে। তাকে বিয়ে করে ঝিদের কাজ দেব নাকি?

বু। ছি! দাদা, ও রকম কথা বলা বড় অন্যায়। অত বড় ধার্ম্মিকের মেয়ে আর অত বড় ঘরের মেয়েকে কি অমন করে ঠাট্টা করে!

প্রভাত কুমার উপহাস মনে করিয়া লজ্জা হইল। বলিল বুড়ী, তুই কি তাকে জানিস্, দেখেছিস্?

বু। না, শুনেছি।

প্র। না জেনে কেন বল্‌ছিস্।

বু। আমি ঠিক জানি ভাই।

প্র। কি ক'রে দেখাবি?

বু। যদি তোমার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় ঠিক কর্‌ব।

প্র। কি ক'রে?

বু। তাহার মাসি এই কল্‌কাতায় থাকে এ বৎসর নাকি বড় দিনের সময় মাসির কাছে আস্‌বে। আমি তাহার মাসির সঙ্গে কোন রকমে আলাপ করে ঠিক কর্‌ব।

কিন্তু বুড়ীর আর এত কষ্ট করিতে হইল না, প্রভাত কুমার "কথাবার্ত্তা হউক" বলিয়া মত দিয়াছে। এই কথা শুনিয়া প্রভাতের পিতামাতা উক্ত ভদ্র লোকটিকে লক্ষীপুরে পাঠাইয়াছেন।

ভদ্রলোকটির কথা শেষ হইলে ঠিক হইল প্রভাত কুমার দেশ দেখিবার ছলে লক্ষীপুর আসিবে আর সেই সঙ্গে প্রাসাদে ভোজন করিবার ছলে সুরমাকে দেখিবে। সুরমার বয়স হইয়াছে, কুলীন বামুন সুতরাং কেহ কিছু বলে না। সুরমা অষ্টাদশ বর্ষীয়া, পিতামাতা ও ভাই ভগিনীর অতি স্নেহের আত্মীয়ের অতি গৌরবের ধন। সুরমা দেখিতে সুরূপা। গৌরবর্ণা, চক্ষু বৃহৎ, ওষ্ঠ ক্ষুদ্র, হস্ত পদাদি ক্ষুদ্র। সেই বাহিরের সৌন্দর্য্যের ভিতরে একটা যেন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য মিশ্রিত। সুরমা কিন্তু তেমন শিক্ষিতা নহে। ইংরাজী কিছুই জানে না, বাঙ্গলা অল্প স্বল্প জানে। কিছুই জানে না অথচ কিছু কিছু সবই জানে। হারমোনিয়ম্ বাজাইতে দুই চারি রকম সুতার সেলাই করিতে, একটু আধটু Fancy কাজ করিতে সদাই ব্যস্ত। সুরমা গান করে, ভাই বোনেদের সঙ্গে খেলা করে, মার দুধের বাটি, পান আপনি লইয়া গিয়া মা যতক্ষণ না খাই-বেন দাঁড়াইয়া থাকে। পিতার জন্য মাঝে মাঝে তরকারী রাঁধে। অন্দর মহলে গিয়া অল্প বয়স্কদের চুল বাঁধিয়া দেয়, যুবতীদের সঙ্গে একটু জামা, কামিজ কি করিয়া কাটিতে হয় শিখা-ইয়া দেয়, বৃদ্ধাদের সঙ্গে কাগজ পড়া

বিলাতী ভুতের ও ডাকাতদের গল্প বলে, গল্পের সময় অবশ্য সকলেই আসিয়া বসে এমন কি দাসীরাও কাজ ছাড়িয়া আসে। সুরমার অহঙ্কার নাই, স্বার্থ নাই। সে জানে না সে সুন্দর, কেহ সুন্দর বলিলেও তাহার আহ্লাদ হয় না। বিবাহের কথা সে ভাবেই না। তাহার দিবানিশি অতি সুখে কাটে। পবিত্র জীবন পবিত্র গৃহে সুরমা বড় সুখী।

লুতা বা ডাকাত দুহিতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বালিকা ও নরেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া নৌকার যোগাড় করিয়া অবিলম্বে তাহাতে উঠিলেন। ছোট নৌকাখানা বায়ুভরে দুলিতে দুলিতে চলিল। এখন আর ঢোল সমুদ্রের সেই উগ্র মূর্ত্তি নাই, এখন শান্তময় রূপ ধারণ করিয়াছে। নবোদিত সূর্য্য কিরণের স্বর্ণ আভা জলের উপর পড়িয়া চঞ্চল ঢেউয়ের সহিত খেলা করিতেছিল। নরেন্দ্র চারিদিকের নির্ম্মল প্রভাতীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর বালিকার প্রতি চাহিলেন। পূর্ব্বাকাশের গোলাপি বর্ণ লুতার গম্ভীর লাবণ্যপূর্ণ মুখের উপর পড়িয়াছিল বালিকা স্থির দৃষ্টিতে হ্রদের জলের দিকে চাহিয়াছিল। নরেন্দ্র মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "লুতা" কিন্তু উত্তর পাইলেন না, তিনি আরও দুই তিন বার "লুতা" বলিয়া ডাকিলেন, তখন যেন বালিকার চেতনা হইল, চমকিয়া নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে আর লুতা বলিয়া ডাকিবেন না, লুতা ডাকাতের মেয়ে; আমাকে আর কোন নাম ধরিয়া ডাকুন।" নরেন্দ্র বালিকার এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। অসহায় বালিকার করুণ চিন্তাশীল মুখ দেখিয়া হৃদয়ে দয়া ও স্নেহে পূর্ণ হইল। তিনি সস্নেহে বলিলেন, "তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব।" নীরবে ভাবিতে লাগিলেন যে যখন রাত্রে ঝড় ও বাতাসের মধ্যে কুটীরের দ্বারে গিয়া সহসা এই অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকামূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল যে পবন দেব বুঝি কোন দেববালা অজানিত রাজ্য হইতে বহিয়া আনিয়াছেন। নরেন্দ্র গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "লুতা, তোমার নাম 'পবন বালা' রাখিলাম। তোমাকে কাল হঠাৎ দেখিয়া মনে হইয়াছিল তুমি মনুষ্য নও, কোন ঝড় বাতাসের পরী উড়িয়া আসিয়াছ। পবন, এখন তোমার ছেলেবেলার সমস্ত কথা আমাকে বল। তুমি কি সত্য সত্যই ঐ ডাকাতের কন্যা?"

বালিকার সুন্দর উজ্জল মুখে এক বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল "আমার পিতা কে তাহা জানি না। আমার কেবল মনে পড়ে আমি শশুর মাতার নিকট ছিলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার একটি

কন্যা ছিল তাহারই নাম 'লুতা' ছিল। সেই কন্যার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই আমি তাঁহাদের ঘরে যাই, কোথা হইতে আসিয়াছিলাম, কিরূপে আসিয়াছিলাম, কিছুই জানি না। আমাকে পাইয়া তিনি কন্যার শোক ভুলিলেন, আমাকেই 'লুতা' বলিয়া ডাকিতেন।" আমি যখন আট বৎসরের তখন শম্ভুর মাতার মৃত্যু হয়। মরিবার সময় তিনি আমাকে ডাকিয়া বলেন, "লুতা, তুমি আমার সন্তান নও তুমি একজন ভদ্র কায়স্থের কন্যা। শম্ভুর পিতা তোমাকে তোমার আত্মীয়দিগের নিকট——" আর কথা কহিবার শক্তি ছিল না, দুই ঘণ্টা পরে আমার মায়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বালিকার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, দুই কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পুনরায় পবন বলিতে লাগিল, তাহার পর হইতে শম্ভুর নিকট আছি। তিনি যদিও কর্কশ ব্যবহার করেন তবুও আমাকে ভালবাসেন, কিন্তু আমি শম্ভুর চক্ষুশূল। একদিন আমি শম্ভুর পিতাকে বলিলাম, "বাবা আমি কাহার সন্তান, মা বলিতেছিলেন আমি ভদ্র কায়স্থের মেয়ে?" আর কিছু বলিতে পারিলাম না, আমার গালে এক চড় মারিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ তুমি কায়স্থের মেয়ে, কিন্তু তোমার কেহ নাই, সাবধান আর কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করিস্ না।" আজ চারি বৎসর হইল, শম্ভুর মাতার মৃত্যু হইয়াছে, আমার এখন বার বৎসর বয়স। সেখানে প্রায় কখনও কোন মানুষ আসিত না। মাঝে মাঝে শম্ভু ও তাহার পিতার ন্যায় কয়েক জন লোক আসিত, দুই একদিন থাকিয়া চলিয়া যাইত। যদি কখনও দুই একজন পথিক আসিত, তাহারা কখনও ফিরিত না। পাছে ডাকাত দুজনের অনুসন্ধান পাওয়া যায় এই ভয়ে তাহারা পথিককে মারিয়া ফেলিত। আমি ছেলেবেলা কিছুই বুঝি নাই কিন্তু জ্ঞান হইবার পর বুঝিলাম কি জঘন্য স্থানে আছি। শম্ভুর পিতামাতা বোধ হয় পূর্ব্বে ভদ্র ছিলেন। শম্ভুর মাতা স্বামী ও পুত্রের আচরণে অত্যন্ত মনকষ্ট পাইতেন। আপনি আসিবার পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন বৃদ্ধ ভদ্র লোক আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিলেন। পথিকের অদৃষ্টে যে মৃত্যু আছে তাহা জানিতাম। আমি শম্ভুর পিতার নিকট তাহার প্রাণের জন্য অনেক মিনতি করিলাম, অবশেষে তিনি স্বীকার হইলেন কিন্তু শম্ভু অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল আমাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "তোর কি, আমরা যা ইচ্ছা তাই করিব, তুই যদি এ সবের মধ্যে আসিস্ তো ভাল হবে না।" সেই ঠেলায় আমি পড়িয়া গেলাম, মাথায় অত্যন্ত আঘাত লাগিয়া রক্ত বাহির হইল। শম্ভুর পিতা আমাকে যথার্থ স্নেহ করিতেন, তিনি তাড়াতাড়ি কোলে তুলিয়া, অত্যন্ত ক্রোধভরে শম্ভুকে বলিলেন, "সাবধান শম্ভু, তুই যদি কখনও লুতাকে এ রকম মারিস্ বা তাহার কোন অনিষ্ট করিস্ তাহা হইলে তোকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিব না। তোর

মার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে লুতাকে কোন রকম কষ্ট দিব না বা তাহার অনিষ্ঠ করিব না।" সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহ হইতে বাহির হওয়া মাত্র শম্ভু তাহাকে গোপনে মারিয়া ফেলিল। আমি তখন শম্ভুর পিতাকে বলিলাম যে এইরূপ হইলে আমি কোথাও চলিয়া যাইব। আমি তাহাদের ঘরের কাজ ও রন্ধন কর্ম্ম করিতাম, আমি না থাকিলে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইবে, অন্য কাহাকে ঘরে আনিতে তাহাদের সাহস হইত না, আর শম্ভুর পিতার হৃদয়ে যতটুকু স্নেহ ছিল তাহা আমাকে দিয়াছিলেন, তিনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনও পথিকের প্রাণ লইবেন না। কিন্তু তবুও আমি জানিতাম যে শম্ভু কিছু মানিবে না আর তাহাদের নিকট থাকিলে তাহার হাতেই কোন দিন আমার মৃত্যু হইবে। আজই ফিরিয়া গেলে না জানি কি হইত। আপনাকে কাল রাত্রে আশ্রয় না দিলেও আপনার প্রাণ লইত, কুটীরের ভিতরে লইয়াছিলাম বলিয়াই আপনার প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছি।" পবনের কথা শেষ হইল। নরেন্দ্র তাহার কথা শুনিয়া দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার অসীম সাহস ও ধৈর্য্য দেখিয়া এই পাপের মধ্যেও তাহার সরল পবিত্র হৃদয়ের বল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—বুঝিলেন যে এই বালিকা অসাধারণ গুণে পূর্ণ। ইতি মধ্যে নৌকা ঢোল সমুদ্রের অপর পারে পৌছিল। কিনারায় উঠিয়া নরেন্দ্র একজন মাঝিকে পাল্কি আনিতে পাঠাইলেন. অবিলম্বে পাল্কি আসিল। তাহাতে পবনকে লইয়া নরেন্দ্র গৃহাভিমুখে চলিলেন। বাটীতে পৌছিয়া নরেন্দ্র পবনকে লইয়া প্রাঙ্গনে গেলেন ও "পিসিমা" বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন। তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রের বৃদ্ধা পিসিমা বাহিরে আসিয়া "নরেন্ তুই এসেছিস্, কোথা ছিলি বাছা" বলিয়া নরেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। নরেন্দ্র পিসিমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "পিসিমা আমাকে দেখিয়া একেবারে অন্ধ হলে, এই দেখ কাহাকে এনেছি।" পবন এক পার্শ্বে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সুন্দর মুখে এক অপ্রতিভ সঙ্কুচিত ভাব। পিসিমা হঠাৎ একটি পরমা সুন্দরী বালিকা দেখিয়া খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন তাহার পর "এ—কে নরেন্?" বলিয়া পবনের নিকট গেলেন ও তাহার মুখখানি তুলিয়া বলিলেন. "আহা কি সুন্দর মুখখানি।" নরেন্দ্র তখন সংক্ষেপে সমুদয় বলিলেন। নরেন্দ্রের পিসিমাতার স্বভাবতঃ কোমল হৃদয় স্নেহ মায়ায় বিগলিত হইল, তিনি স্নেহভরে পবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "এস বাছা, তুমি আজ থেকে আমাদের কাছে থাকিবে, আর কখনও ডাকাতের ঘরে যেতে হবে না। যেন সত্যি লক্ষ্মী প্রতিমাটি!" পবন কখনও এত আদর স্নেহ পায় নাই, শ্রান্ত শিশুর ন্যায় পিসিমার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইতি মধ্যে নরেন্দ্র তাহার পিতার নিকট

গেলেন। বরদা বাবু তাঁহার এক মাত্র পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, পুত্রকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও তাহার মুখে সমস্ত শুনিলেন। পবনকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাঙ্গনে গেলেন। বালিকার বিষাদপূর্ণ করুণ সুন্দর মুখখানি দেখিয়া তাঁহারও হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ হইল। তিনি পবনকে সেই মুহূর্ত্ত হইতে কন্যার ন্যায় ভালবাসিলেন। তাহাকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মা তুমি আজ হতে আমার কন্যা হইলে। তুমি আমার নরেন্দ্রের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ তাহা ইহ জন্মে ভুলিব না।" ডাকাত পালিতা লুতা বরদা বাবুর গৃহে রহিল। তাঁহার কন্যা ছিল না, এখন এই লক্ষ্মীরূপিণী বালিকাকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। বরদা বাবু অতি যত্নের সহিত পবনকে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। মিসনের মেম রাখিয়া সূচি কর্ম্ম, চিত্র ইত্যাদি শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পবন বুদ্ধিমতী ছিল, অবিলম্বে উত্তম শিক্ষালাভ করিল। বরদা বাবু হিন্দু সমাজের হইলেও স্ত্রীশিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির পক্ষপাতি ছিলেন। নরেন্দ্র কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন, যখন বাড়ী আসিতেন, তখন পবনের লেখা পড়ার ভার নিজ হস্তে লইতেন। এইরূপ সুখে শান্তিতে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। পবন রূপে গুণে যথার্থ লক্ষ্মী হইয়া উঠিল। তাহার বয়স এখন ষোড়শ বৎসর। এখন আর মুখে সেই গম্ভীর বিষাদের ছায়া নাই। নব প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় তাহার উজ্জ্বল হাস্যময়ী মুখখানি বরদা বাবুর গৃহ আলোকিত করিল। তিনি বালিকাকে নিজ সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন, নরেন্দ্রও পবনকে আপন সহোদরার ন্যায় ভালবাসিতেন, তাঁহার এখনও বিবাহ হয় নাই, কিন্তু এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বরদা বাবু বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই সময় কলিকাতায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উৎসাহের সহিত প্রচার হইতেছিল ও যাঁহারা প্রচার কার্য্য হস্তে লইয়াছিলেন তাঁহাদের হৃদয় প্রকৃত ভক্তি ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসে উৎসাহিত ছিল। নরেন্দ্র কলিকাতায় তাঁহাদের দলে মিসিলেন, ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা ধর্ম্ম চিন্তায়, ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। পরোপকার, অন্যের সাহায্য ও সেবা করিতে সর্ব্বদা উৎসাহিত হইতেন। প্রথমে যৌবনের সময় তাঁহার এই নূতন উৎসাহ ধর্ম্মভাব উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমুদয় অত্যন্ত সতেজ হইয়া উঠিল। যখন তাঁহার পিতা বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন নরেন্দ্র একান্ত অনিচ্ছুক। তিনি ভাবিলেন যে একবার সংসারের ঝন্ঝাটে পড়িলে, এই সমুদয় কিছুই করিতে পারিবেন না। নরেন্দ্র পবনকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বালিকা যে তাঁহার, প্রাণরক্ষা করিয়াছিল তাহা কখনও বিস্মরণ হন নাই। তিনি সর্ব্বদা পবনের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন এবং

তাহার সরল হৃদয়ে আপনার ন্যায় প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব, উৎসাহ ও ভক্তিতে পূর্ণ করিলেন। এইরূপ শিক্ষায়, বুদ্ধি বিকাশের সহিত পবনের মনের উন্নতি ও ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গীহীন, সুখহীন বাল্যকালে ডাকাতের ঘরে তাহার প্রকৃতি ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যময় হইয়াছিল। এখন যৌবনের প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার বুদ্ধি-প্রদীপ্ত-মুখে এক অপূর্ব্ব ভাব বিকশিত হইল। একদিন বরদা বাবু পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "নরেন্, তোমাকে এখন বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। তোমারও বিবাহের বয়স হইয়াছে আমিও বৃদ্ধ হইতেছি, তোমার বিবাহ দিয়া, সংসারে বসাইয়া আমি নিশ্চিন্তে মরিতে পারিব। পবন তো শুনিতেছি কায়স্থের কন্যা, আর সে বিষয় আমার অত বিচার নাই, কারণ তাহার কেহ নাই, তাহাকে কেহ জানে না। তাহার ন্যায় এমন সুন্দরী লক্ষ্মী মেয়ে কোথাও পাইব না, আমার বড় ইচ্ছা তুমি তাহাকে বিবাহ কর।" নরেন্দ্রের বিবাহের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, পবনকে ভগিনীর মত দেখিত, বিবাহের কথায় বিরক্ত হইলেন। অবনত মস্তকে লজ্জিত ভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাবা, আমি এখন বিবাহ করিতে চাহি না।" পুত্রের যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ছিল তাহা বরদা বাবু জানিতেন, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সংসার করিলে কি ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না?" নরেন্দ্রের পিসিমাও এখন সর্ব্বদা তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের তাহাতে আরও এ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও জেদ হইয়া উঠিল। বরদা বাবু বহু দিন যাবত জ্বর ও অন্যান্য রোগে ভুগিতেছিলেন, সহসা তাঁহার রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল এবং অল্প দিনের মধ্যে শয্যাগত হইলেন। নরেন্দ্র প্রাণপণে পিতার সেবা ও চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্নেহলতা সেন।

স্বর্ণরেণু

ফাঁকি দিয়া প্রেমিক হইব এই প্রকার অণুমাত্র আশা করা ভক্তি পথের শত্রু।

তাঁহার নিজের মুখের এক একটী বাক্য আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের এক একটী জীবন্ত সত্য।

অন্তরে থাকিয়া সর্ব্বদাই তিনি কথা কহিতেছেন, কেবল অবিশ্বাসী তাঁহার কথা শুনে না।

সংসার-সাগরের উপরে ধর্ম্মপোতে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের সহায়তা লইয়া চলিয়া যাইবে, ইহাতে নিমগ্ন হইবে না।

এই তাঁর বলে আমি বলী হইতেছি, তাঁর জ্ঞানে আমি জ্ঞানী হইতেছি, তাঁর পুণ্যে আমি পুণ্যবতী হইতেছি, এবং তাঁর সুখে আমি সুখী হইতেছি, এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই আমাদের পরিত্রাণ।

২৪ বর্ষ]　　　চৈত্র, ১৩০৮　　　[১২শ সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

24th Year.　　　APRIL, 1902.　　　No. 12.

সূচী।

কলিকাতা।

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড; আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

এবং ১২৫ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৪ বর্ষ] কলিকাতা চৈত্র ১৩০৮, এপ্রেল ১৯০২ [১২শ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

রুষিয়াতে ইহুদীদিগকে জমী বিক্রয় নিষিদ্ধ।

—

কাশির অসুখ যাহাদের তাহাদের পক্ষে উষ্ট্রের দুগ্ধ খুব উপকারী।

এরূপ শুনা যায় শ্বেতবর্ণ অশ্ব অন্য বর্ণের অশ্ব অপেক্ষা দীর্ঘজীবি হয়।

(Hawaiian) হাওইয়ান্ দ্বীপবাসীগণ অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও কখনও ভিক্ষা করে না।

—

পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বৈদ্যুতিক শিখ্ বেভেরিয়াতে আছে। উহা ৩॥০ মাইল উচ্চ।

(Klondyke) ক্লন্‌ডাইকে একটী স্বর্ণ খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা ওজনে প্রায় ৩৮ সের ও উহার মূল্য প্রায় ৪৫০০০ পাউণ্ড।

আফ্রিকাতে একটী Tunnel (টানেল) নির্ম্মাণ হইবার কথা হইতেছে; উহা সমুদ্র হইতে ১৮০০, আঠার শত ফিট্ নিম্নে হইবে এবং ২৫ মাইল দুরব্যাপী হইবে।

—

সুইডেন ও নরওয়ের সম্রাট একজন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ভাষাজ্ঞ। ইনি ইংরাজী, ফরাসী, ইটালিয়ান্, রুষিয়ান্ ও স্প্যানিস্ ভাষায় অতি সহজে কথা কহিতে পারেন।

—

একজন ফরাসী পণ্ডিত বলেন যে বুল্‌বুল্ পক্ষী যখন কোন মধুচক্র আক্রমণ করে, তাহারা কেবল উহার মধ্যস্থিত অলস নিষ্কর্ম্মা মৌমাছি সংহার করে, কিন্তু কর্ম্মশীলকে কখনও আক্রমণ করিতে দেখা যায় না!

সন্তোষ।

সন্তোষের মত সুখ জগতে আর কি আছে? মনুষ্য সহস্র সুখে পরিবেষ্টিত এবং অতুল ঐশ্বর্য্য বিভবে ধনী হই

রাও কেন সুখী নহে? প্রাণের অতৃপ্ত আশা কেন কিছুতেই মিটে না? অথচ এমন জীবনও দেখা যে দরিদ্রতার মধ্যে থাকিয়াও সুখী। শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও তাহার অন্তরের প্রফুল্লতা যায় না; প্রাণের আরাম বিনষ্ট হয় না। যাহার জীবনে সেই সন্তোষ-রূপ পরশমণি আছে সেই কেবল যথার্থ সুখী। তাহার জীবনই অবস্থা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই এক একবার মনে হয় মানুষের মত অকৃতজ্ঞ জীব আর কোথাও নাই। তাহাকে নানা সুখ সচ্ছন্দতা দাও না কেন, ধন মান সম্পদে পরিবেষ্টিত কর না কেন তথাপি কিছুতেই তাহার অতৃপ্তি ঘোচে না? কিছুতেই তো পূর্ণসুখী হয় না? যেখানেই যাক না কেন, যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সকলেতেই যেন অসন্তুষ্ট, আরও যেন কি একটা চায়, যাহার জন্য প্রাণ সদাই তৃষিত হয়। উচ্চ হিমালয় শিখরে লইয়া যাও আরও উচ্চে যাইতে চাহিবে, নানা প্রকার আমোদ-রাশি দাও, আরও আমোদ চাহিবে, স্বজনে রাখ স্বজন ভাল লাগিবে না; বিজনে লইয়া চল তাহাও অতৃপ্তিকর হইবে; কোথায়ও শান্তি আরাম পাইবে না। অথচ প্রাণের পিপাসা আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু কি হইলে যে সে আকাঙ্ক্ষা মিটিবে তাহাও সে বুঝিতে পারে না। কার্য্য করিতেও ইচ্ছা হয় না, স্থির হইয়া থাকিতেও ভাল লাগে না; এরূপ অবস্থায় কি করা যায়? জগতে এমন কোন বন্ধু নাই যে প্রাণের এ অস্থিরতা দূর করিতে পারে; এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে। কিন্তু কত লোকে এই অস্থিরতা, এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালায় অস্থির হইতেছে। কিন্তু ইহার এমন অব্যর্থ মহৌষধ আছে যাহা প্রয়োগে তখনই এই মহা চির বিকারের প্রতিকার হইয়া যাইবে। যাহা সমুদয় মনুষ্যেরই করতলস্থ সহজলভ্য! এই মহারত্ন আর কিছুই নহে কেবল "সন্তোষ"। এইটী জীবনে রাখিতে পারিলে আর কোনই ভয় নাই। সকল অবস্থা সকল প্রতিকূলতা শত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া জীবনতরণী সহজে ভবসংসার উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। প্রাণে আর অস্থিরতা, ব্যাকুলতা থাকিবে না। প্রশান্ত স্থির-ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবে। এক অতুল আনন্দ উৎস হৃদয়ে সতত সঞ্চারিত হইবে। এই সন্তোষরূপ অমূল্য রত্নের এমন গুণ যে ইহা পাইলে দুঃখ কষ্টকেও ফাঁকি দিতে পারা যায়। কিছুতেই হৃদয়কে অবসন্ন করিতে পারিবে না।

যদি এমন ঔষধ আমাদের নিকটেই আছে তবে কেন আর এই অসন্তোষের আগুণে জ্বলি? এস স্বর্গের দূত এস! প্রাণের চির আরাম হইয়া চির দিন এই হৃদয়ে অবস্থিতি কর। অন্তরের সমুদয় অতৃপ্ত বাসনা নির্ব্বাণ করিয়া দাও। তোমায় অবলম্বন করিয়া মুক্তিদ্বারের নিকটবর্ত্তী হই। জগতে দুর্লভ

"সন্তোষ" মহাধন যাহার অন্তরে পৃথিবী তাহার কি করিতে পারে? মুক্তি তো তাহার করতলস্থ!

প্রতিদান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গোধূলির স্নিগ্ধ আলোকে ধরণী বড় সুন্দর সাজিয়াছিল। পশ্চিমাকাশের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা তখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে সম্পূর্ণ বিলীন হয় নাই। সেই কিরণ-রঞ্জিত গগনে ক্ষীণ বঙ্কিম-রজত রেখার ন্যায় শুক্ল পক্ষীর চন্দ্রমার মৃদু আলোক সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তাহার ক্ষুদ্র বাড়ীর ছাদের উপর দাঁড়াইয়া এই সান্ধ্যপ্রকৃতির শোভা দেখিয়া সতীশের অন্তরে শত অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছিল। নিলিমার বক্ষে অস্ফুট ম্লানোজ্জ্বল দীপ্তিতে কোথাও বা একটী নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। সতীশের মনে হইল কত দিন পিতার অনাদরে, আত্মীয় জনের অবহেলা তিরস্কারে ব্যথিত হৃদয় মাতৃহীন বালক ঐ ক্ষীণদীপ্তি শান্তোজ্জ্বল আলোকটীকে জননীর করুণাপূর্ণ নয়নের স্নেহদৃষ্টি ভাবিয়া আগ্রহভরে তাহার দিকে ব্যাকুল বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া দিয়াছে! কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সান্ত্বনাময় স্বপ্নকুহক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ আবার সেই স্নিগ্ধ সুন্দর তারকার দিকে চাহিয়া সেই শৈশব আকাঙ্ক্ষা সতীশের হৃদয়কে অধিকার করিতেছিল। সহসা সতীশের এইরূপ কল্পনাস্রোতে বাধা দিয়া দূর হইতে মুহূর্ত্তের জন্য শিশুকণ্ঠের ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। সতীশ চমকিত হইয়া শব্দের অভিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল। পর মুহূর্ত্তেই আবার চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইল। সতীশের বাড়ীর সমুখস্থ তাহার স্বহস্ত রোপিত, সযত্ন সেবিত ক্ষুদ্র উদ্যানপ্রান্ত দিয়া গঙ্গার স্রোত বহিয়া যাইতেছে। সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছু দেখিতে পাইল না। তাহার বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে নলিনীদের বিস্তৃত উদ্যান। কিন্তু সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে পল্লব সমাকীর্ণ উন্নত তরুরাজি ঘনতর ছায়া রচনা করিয়াছিল, কিছুই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার মুহূর্ত্তের জন্য সেই আকুল চীৎকার শব্দ উত্থিত হইল। সতীশ কমলের কণ্ঠধ্বনি বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইল। যে কমলকে দিবসেও তিলেকের জন্য তাহার মাতা নয়নের আড় করিত না, সে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে নদী সন্নিকটে একাকী!

সতীশ ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার উদ্যান অতিক্রম করিয়া ভুবন বাবুর উদ্যান প্রান্তস্থিত গঙ্গাতটে উপস্থিত হইল। নীবিড় ছায়ায় উদ্যানের অভ্যন্তরে কিছু দেখা যায় না, এবং শব্দও সেদিক হইতে আসে নাই। সতীশ সম্মুখে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী জলরাশির মৃদু লহরী নৃত্যের দিকে ভীত, চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; মধুর কলনাদী এই সেই তাহাদের অতি আদরের আশৈশব পরিচিত স্বচ্ছ নির্ম্মল পুলক-কম্পিত স্রোতধারা। নলিনী

ইহকালের একমাত্র অবলম্বন কি ইহারই অন্ধকার গর্ভে চিরদিনের জন্য লুক্কাইত হইল! মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের অপরাহ্নের কথোপকথন এবং অশ্রুনয়না নলিনীর মুখচ্ছবি তাহার মনে পড়িল। মনে হইল তাহারই কথায় ব্যথিত হইয়া নলিনী অন্যমনা হইয়াছিল। সেই অবসরে চঞ্চল বালক মাতৃহস্তের স্নেহালিঙ্গন শিথিল দেখিয়া, তাঁহার স্নেহদৃষ্টি অসতর্ক দেখিয়া নদীতটে আসিয়া থাকিবে। তাহার পরে কে জানে কেমন করিয়া সেই শীতল সুখস্পর্শ সলিলরাশিকে তাহার ক্ষুদ্র বাহুদ্বয়ে আবদ্ধ করিতে গিয়া কুহকিনীর জীবনশোষক আলিঙ্গনের ভিতরে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। এমন করিয়া এত কথা সতীশ ভাবে নাই। তাহার শুধু মনে হইল, কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আজও নলিনীর মুখে হাসির আলোক ফুটিয়া উঠে; কমলকে বক্ষে ধরিয়া সংসারের সকল কর্ত্তব্যে সে আবার আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছে। তাহার শোকদগ্ধ বক্ষের উপরে সেই একখানি ক্ষুদ্র কোমল শিশু মুখের স্পর্শ বিহনে পতিহীনা বালিকার বিষাদ মলিন অধরের হাসি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে; তাহার সংসারের সকল আশ্রয় ছিন্ন হইবে। সতীশ আর ভাবিতে পারিল না; ঠিক এই সময়ে অদূরে জলের উপর কি একটা পদার্থ তাহার নয়নগোচর হইল। তখনও রঞ্জিত আকাশের লোহিতরাগ গঙ্গার বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া তাহার স্বচ্ছ প্রবাহকে আলোকময় করিয়া রাখিয়াছিল। সহসা সেই আভাময় চিক্কণ-লহরীমালার উপরে ক্ষুদ্র দুইখানি ব্যগ্র বাহু উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার অদৃশ্য হইল। সতীশ আর অনাবশ্যক বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিবার অবসর পাইল না। একবার শুধু মাতৃ সম্বোধনে আহ্বান করিয়া তটিনীর বক্ষে ঝম্প প্রদান করিল।

সতীশ বড় সন্তরণ পটু ছিল না; কিয়দ্দূর গিয়া তাহার শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল। কিন্তু নলিনীর পুত্রকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া সে বাড়ী ফিরিবে কি করিয়া! স্নেহময় শৈশব-ভবন ক্রমেই পশ্চাতে ফেলিয়া সে নদীর স্রোতের প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং জলরাশির নীম্নে একখানি কোমল দেহের সংস্পর্শের আশায় ইতস্ততঃ ব্যাকুল হস্ত চালিত করিতে লাগিল। একবার নিশ্বাস লইবার জন্য সে মস্তক উত্তোলন করিল। তখন অন্ধকার একটু ঘনাইয়া আসিয়াছে; স্পষ্ট কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু সতীশের মনে হইল যেন অনতিদূরে বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় কি একটা শ্বেত পদার্থ ভাসিয়া যাইতেছে। সতীশ সকল শ্রান্তি ভুলিয়া গেল; নূতন আশায় তাহার শরীরে আবার বল পাইল। কিয়দ্দূর যাইতেই মৃদু অতি কোমল কেশগুচ্ছের ন্যায় কিসের স্পর্শ অনুভব করিল। হস্ত দ্বারা অনুভব করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল, কোন মানব দেহের স্পর্শ। সতীশ ব্যগ্র

হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধে তুলিল। এতক্ষণে সে মস্তক উন্নত করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। তখন ভুবনবাবুর বাড়ী হইতে সে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে নদীতীরে বসতি বড় দেখা যায় না। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় প্রান্তর জনহীন বোধ হইতেছিল। তথাপি সতীশ তীর অভিমুখেই যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার দেহ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল; শরীর গ্রন্থি অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। অচেতন শিশুর দেহ এক হস্তে ঊর্দ্ধে ধরিয়া রাখিয়া অপর হস্তের সাহায্যে অতি কষ্টে সে তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু তটের নিকটে পৌঁছিয়া তাহার শ্রান্ত হস্ত পদ আর চলিতে চাহিল না; তীরে উঠিবার আর তাহার ক্ষমতা হইল না। তখনও সে কমলকে ঊর্দ্ধে ধরিয়া রাখিয়াছিল; তাহার ভয় হইল পাছে তাহার শিথিল হস্ত বন্ধন হইতে শিশু আবার জলগর্ভে পড়িয়া যায়! সতীশ আর উপায় দেখিল না; তখন দুই হস্তে শিশুর সিক্ত অচেতন দেহ ঊর্দ্ধে তুলিয়া নদীতীরের কোমল শষ্পাচ্ছাদিত শ্যামল প্রান্তরের উপরে নিক্ষেপ করিল। মুক্ত হস্ত হইয়া সতীশ আর একবার তীরে উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু গুরুভার প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় তাহার হস্তদ্বয় অবনত হইয়া পড়িল, নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল, সমুদয় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন সে সকল চেষ্টায় বিরত হইল; অন্ধকারাবৃত শৈশব ভবনের দিকে, চির-পরিচিত চতুর্দ্দিকের দৃশ্যাবলির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল; তাহার পরে, মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দেয়, শ্রান্ত হস্ত পদ স্থির করিয়া তেমনি নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সতীশ নদীবক্ষে আত্ম সমর্পণ করিল। মাথার উপরে নীলিম আকাশে সন্ধ্যাতারা মৃদু আলোক ঢালিতেছিল। সতীশ সেই মৃদু কম্পিত, নৃত্যমান তরঙ্গগর্ভে জীবন বিসর্জ্জনের সময় ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কে জানে কাহার চির-প্রসন্ন করুণা নয়নের স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখিয়া সকল ভয় যাতনা বিহীন হইয়াছিল। কমলের সম্বন্ধে সতীশ নিশ্চিন্ত ছিল; জানিত বাটীর মধ্যে তাহার অনুসন্ধান ব্যর্থ হইলে অবশ্য নিকটস্থ স্থান সমূহে অন্বেষণ করা হইবে।

সুসময়ে যে সামান্য দুই এক মূহুর্ত্ত আমাদের নিকট তুচ্ছ জীবনে এমন সময় আসে যখন দুই এক মূহুর্ত্তের জন্যই হাহাকার করিতে হয়। মুমূর্ষু সন্তানের শয্যা পার্শ্বে জননী যদি আর এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আসিতেন হয় তো হৃদয় রত্নের সুধা আর একবার মা নাম শুনিয়া শীতল হইতে পারিতেন। এক মূহুর্ত্ত পূর্ব্বে দেখা হইলে হয় তো অভাগিনী বিধবা জীবনসর্ব্বস্বের অন্তিম নিশ্বাস একবার গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু যে এক মূহুর্ত্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার সকল কার্য সকল ঘটনা-রাশিকে অনন্তকাল স্রোতের দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ভুবন বাবুর

ভৃত্যেরা যদি আর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আসিত তাহা হইলে হয় তো সতীশ বাঁচিত। কিন্তু যখন তাহারা তাহার সিক্ত নিস্পন্দ দেহ তীরে উঠাইল, তখন সে জড়দেহ ছাড়িয়া সতীশ কোন চিন্ময় আনন্দলোকে চলিয়া গিয়াছিল, সে রাজ্যের সন্ধান করিয়া ডাকিতে যাইত কে? তাহার পরিত্যক্ত সে সুন্দর দেহ পিঞ্জরের শত শুশ্রূষা যত্ন করিলেও মুক্ত বিহঙ্গ আর পিঞ্জরে ফিরিত কি?

কমলকে অগ্রেই বাটী লইয়া গিয়াছিল। পুত্রহারা নলিনী তনয়ের আর্দ্রবাসলিপ্ত মৃতকল্প দেহ দেখিয়া উন্মত্তার ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। অনেক কষ্টে শিশুকে মাতৃবক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষার পরে বালক চক্ষু মেলিয়া চাহিল। শিয়রের নিকটে অশ্রুপ্লাবিত স্নেহবিগলিত মাতৃনয়নের অনিমেষ দৃষ্টি দেখিয়া বাহু বাড়াইয়া ডাকিল 'মা'। আনন্দাশ্রুধারায় তাহার ক্ষুদ্র কোমল মস্তক সিক্ত করিয়া জীবিত পুত্রকে আবার নলিনী যখন তাহার কম্পিত বক্ষে চাপিয়া ধরিল, তখন তাহার পুত্রের প্রাণদাতার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। পুত্রকে ধীরে ধীরে শয্যায় রাখিয়া নলিনী পিতার মুখের দিকে চাহিল। ভুবন বাবু সে নীরব দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। কিছু বলিলেন না, শুধু নিঃশব্দে তাহাকে পার্শ্বস্থ কক্ষে লইয়া গেলেন।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কমল চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছিল; নলিনী ভাবিয়াছিল সতীশেরও তাহাই হইবে। কিন্তু পিতার সহিত সতীশের গৃহে প্রবেশ করিয়া নলিনী সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। নির্জ্জন অর্দ্ধালোকিত কক্ষে উন্মুক্ত বাতায়ন সন্নিকটে সতীশের দেহ শায়িত করা হইয়াছিল। অদূরে প্রবাহিতা স্রোতস্বিনীর মৃদু কলধ্বনি বিজন সন্ধ্যায় মধুর সঙ্গীত করিতেছিল। তাহার বসিবার চৌকিখানি দীপালোককে অন্তরাল করিয়াছিল; শুধু মুক্ত গবাক্ষ পথে অতি ক্ষীণ অতি ম্লান চন্দ্রালোক আসিয়া সতীশের মুখের উপর পড়িতেছিল। কিন্তু সেই শুভ্র স্থির মুখমণ্ডলে যেন কাহার মহিমাময় অঙ্গুলি স্পর্শে কি এক অব্যক্ত ভাব প্রকাশিত হইতেছিল। সেই জীবন রাগ বিহীন মুখশ্রীতে কি এক অপূর্ব্ব আলোক ফুটিয়া উঠিতেছিল। নলিনী নিস্তব্ধ অবাক হইয়া সে মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নদ্বয় যেন কোন জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যের সংবাদ বলিতেছিল; মৃদু হাস্যে অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিভিন্ন হইয়াছিল। কেহ জানিল না সেই দেহ পিঞ্জরবাসী সুন্দর আত্মা বিহঙ্গ কি আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, বাহার আলোকে পরিত্যক্ত পিঞ্জর তখনও হাসিতেছিল! কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার নিকটে বসিয়া তাহাদের ভালবাসার প্রতিদানের সামর্থ্যের জন্য সতীশ যে আকুল প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা নলিনীর মনে পড়িল কি না কে

জানে! আজ তাহার এ হাসির মর্ম্ম নলিনী গ্রহণ করিল কি? শোকবিহ্বলা বালিকা তাহার এ প্রতিদান বুঝিল কি?

সমাপ্তঃ।

কেরে তুই

কেরে তুই সুরভি মলয়,
আসিয়া ত্রিদিব হতে,
ছড়ালি এ ধরাপথে
মধুর স্বরগ শ্বাস জুড়াতে হৃদয়।

কেরে তুই নন্দনের ফুল,
এই শুষ্ক মরু বুকে,
ফুটিয়া উঠিলে সুখে
ছড়ালে সুবাস ওই অমূল্য অতুল।

কেরে তুই কোন দেব বীণা,
ভাঙ্গা এ হৃদয় যন্ত্রে,
বাজালি মধুর তন্ত্রে
অমিয় বচন সুধা জুড়াতে বেদনা।

কেরে তুই স্নেহ মন্দাকিনী,
ঢালি স্নেহসুধারাশি,
অতীত তিমির নাশি,
সজীব করিলি হিয়া কি মন্ত্রে না জানি।

কেরে তুই বুঝিতে পারি না—
তোরে হেরি শূন্য বুকে
পুণ্য প্রেম জাগে সুখে,
কিছুতে হয় না কভু তোমার তুলনা।

আশীর্ব্বাদ তুই দেবতার,
সেই পুণ্য আলো দিয়া
কর পরিপূর্ণ হিয়া,
তোর স্পর্শে পাই যেন পরশ তাঁহার

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

লুতা বা ডাকাত দুহিতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বরদা বাবু পবনকে নিজ সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন, এক্ষণে রোগ শয্যায় কন্যাসম বালিকাকে চোখের আড়াল হইতে দিতেন না। একদিন বরদা বাবু পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "নরেন্দ্র, আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না, আমার বড় ইচ্ছা তোমার সহিত পবনের বিবাহ হয়। আমার এই শেষ অনুরোধটা রাখ।" পিতা মৃত্যুশয্যায়, নরেন্দ্র কিরূপে তাঁহার এই শেষ অনুরোধ অবহেলা করিবেন, অতএব পবনকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। বরদা বাবু প্রতিদিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন, জানিতেন শীঘ্রই প্রাণদীপ নিভিয়া যাইবে, তিনি বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইলেন। যৎকিঞ্চিৎ যোগাড় করিয়া পর দিনই পুরোহিত আনিয়া নরেন্দ্র ও পবনের বিবাহ দিলেন। দুই একজন আত্মীয় ভিন্ন আর কেহ উপস্থিত ছিল না। বিবাহের পর বরদা বাবু সহসা যেন একটু আরোগ্য লাভ করিলেন এবং নরেন্দ্রের সহিত সংসারের নানা বিষয় আলাপ ও পরামর্শ করিলেন। অনেক কথা বার্ত্তার

পর তিনি সস্নেহে বলিলেন, "নরেন্দ্র, পবনকে বিবাহ করিয়া তুমি আমাকে অত্যন্ত সুখী করিয়াছ, এখন আমি শান্তিতে মরিতে পরিবো।" কিন্তু নরেন্দ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, বাবা, আমার বিবাহে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কেবল আপনার কথায় করিলাম। আমি সুখী হইব না তবে আপনাকে সুখী করিতে পারিয়াছি ইহাতেই আমার যথেষ্ঠ।" নরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। নরেন্দ্র তুমি কি বলিলে! তুমি জানিতে না যে ঐ কয়টি নিষ্ঠুর বাক্যে একটি ক্ষুদ্র কোমল জীবনের সমুদয় সুখ ও শান্তি হরণ করিয়া লইলে!

দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় পবন বরদা বাবুর ঔষধ হস্তে ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। নরেন্দ্রের এই কথাগুলি কর্ণে গেল—এক একটি কথা যেন বালিকার হৃদয়ে কঠিন শেলসম বিদ্ধ হইল। সহসা বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সুন্দর উজ্জ্বল মুখ মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। খানিকক্ষণ নিশ্চল থাকিয়া তাহার পর ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল, বালিকা তাহার নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল। পৃথিবী যেন অন্ধকার হইয়া গেল। পবন নরেন্দ্রকে দেবতার ন্যায় হৃদয় মধ্যে পূজা করিত, তাহাকে দেখিয়া অবধি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। কখনও তাহার প্রণয়ের আশা করে নাই, নীরবে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। ব্যথিত হৃদয়ে বালিকা ভাবিতে লাগিল, "যাহার সুখের জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যাহাকে দেখিয়া অবধি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছি তাহার সুখের পথে কাঁটা হইব। তাঁহার উপর আমার কি দাবী আছে। তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম সে ঋণ এই চারি বৎসরের আদর যত্ন দ্বারা প্রতিশোধ করিয়াছেন। তিনি তো আমাকে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসেন, কিন্তু তাঁহার প্রণয় পাইবার আমার কি অধিকার আছে। হয় তো যে পবিত্র ভ্রাতৃস্নেহ এখন পাইয়াছি তাহাও হারাইব।" এইরূপ অশ্রুপূর্ণ নয়নে মর্ম্মাহত হৃদয়ে পবন বহুক্ষণ বসিয়া চিন্তা করিল অবশেষে ধীরে ধীরে উঠিয়া নয়ন মুছিল।

ইতি মধ্যে বরদা বাবু তাঁহার উইল করিলেন। নরেন্দ্রের বিবাহ হইল, উইল করা হইল, বরদা বাবু বহু দিন পর শয্যায় উঠিয়া বসিলেন—সকলের মনে আশা সঞ্চারিত হইল, কিন্তু হায় বৃথা আশা। সেই দিনই বৈকালে নরেন্দ্রের পিতার পীড়া বৃদ্ধি হইল। দুই দিনের জন্য তাঁহার প্রাণ প্রদীপ শেষবার জ্বলিয়া উঠিয়া চির অন্ধকারে নিভিয়া গেল, রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। নরেন্দ্র পিতাকে জন্মের মত শশ্মানের কোলে রাখিয়া শোকতপ্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন।

রাত্রি দুই প্রহর, গৃহ একেবারে নিস্তব্ধ। নরেন্দ্র পিতার শয়নকক্ষে শোকাতুর হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছেন।

নরেন্দ্রের বৃদ্ধা পিসিমা আর এক কক্ষে, একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিয়োগে ক্রন্দন করিতেছিলেন, আর পবন তাঁহার নিকট বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। বাহিরে ভয়ঙ্কর ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছিল। ঝাউ গাছের সোঁ সোঁ শব্দে, বজ্রধ্বনি ও অবিরত বৃষ্টির শব্দে যেন কর্ণ বধির হইতেছিল। পবন অশ্রু সম্বরণ করিয়া দুই তিনবার মৃদুস্বরে "পিসিমা" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। তখন পবন বলিল, "পিসিমা আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমি চলিয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া পবন উঠিয়া বৃদ্ধার পদধূলি গ্রহণ করিল। পিসিমা চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি বল্‌ছ পবন, বিদায় দেব কেন, কোথায় যাবে?" পবন পুনরায় বলিল, "হ্যাঁ পিসিমা আমি জন্মের মত যাচ্ছি।" পিসিমা চিন্তিত ভাবে বালিকার মলিন মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আহা, বাছা আমার কয় দিন খেটে খেটে বড় কাতর হয়ে পড়েছে। এস পবন একটু ঘুমাবে।" পবন একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "না পিসিমা, আমার কিছু হয় নাই, আমার মাথা ঠিক আছে, তোমাকে সব বলিয়া যাইব।" তখন নরেন্দ্রকে যাহা বলিতে শুনিয়াছিল তাহা বলিল তার পর গম্ভীর স্বরে বলিল, "পিসিমা, তাঁর এখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, আমাকে লইয়া সুখী হইবেন না, আমি কাছে থাকিলে তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইব, ইহা অপেক্ষা আমার চলিয়া যাওয়াই ভাল। তাঁহাকে বলিবেন যে তাঁহার আদর যত্ন কখনও ভুলিব না। আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমি ডাকাতের ঘরে পালিত আমার সাহস আছে, ভগবান আমার সহায় হইবেন। আমি চলিলাম।" এই বলিয়া পবন আর একবার পিসিমাকে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে গৃহের বাহির হইয়া একখানি ছায়ার মত সেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। পিসিমা "পবন, পবন, ফিরে আয়।" বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে ডাকিতে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। বৃদ্ধা অনাহারে, অনিদ্রায় ও শোকে কাতর ছিলেন, প্রাঙ্গন অবধি আসিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। আর পবন এই প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে একাকিনী কোথা গেল। প্রভাত হইলে নরেন্দ্র পিসিমাকে প্রাঙ্গনে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পাইলেন এবং তাঁহার চেতনালাভ হইলে তাঁহার মুখে সমুদয় শুনিলেন। নরেন্দ্র শুনিয়া নির্ব্বাক হইলেন। এখন ভাবিতে লাগিলেন, সত্যই কি পবনকে লইয়া সুখী হইতে পারিতেন না? তাহার কোমল, সরল মুখশ্রী হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, তাহার নব যৌবনসঞ্চারে দেহের লাবণ্য মনে পড়িল, তাহার বুদ্ধি ও হৃদয়ের অশেষ গুণরাশি সমুদয় মনে পড়িল— বুঝিলেন যে কি রত্ন হারাইয়াছেন। তিনি এমন বহুমূল্য রত্ন চিনিতে পারেন নাই কেন? এই জন্য কি বালিকাকে ডাকাতের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া-

ছিলেন। এই কি তাহার নিস্বার্থ ভালবাসার ও প্রাণরক্ষার প্রতিদান। সেই সময়ের তাহার সাহসপূর্ণ বালিকামূর্ত্তি এখনকার তাহার সেই যৌবনের প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্য বার বার মনে পড়িল। নরেন্দ্র বালিকাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন কিন্তু উহা যে কেবল ভ্রাতার ভালবাসা নয় তাহা এত দিনে বুঝিলেন। গভীর আত্মগ্লানি ও অনুতাপ অনুভব করিতে লাগিলেন। পবনের জন্য চারিদিক অন্বেষণ করাইলেন, বহু চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিলেন। কিন্তু সমুদয় নিষ্ফল হইল। পবনকে পাওয়া গেল না।

মনুষ্যহৃদয় রহস্যময়—অসংখ্য ভাবে পরিপূর্ণ। যখন আমাদের কোন বস্তু থাকে তখন তাহার আদর থাকে না, কিন্তু তাহা হারাইয়া গেলে, তাহার মূল্য বুঝিতে পারি, অভাব অনুভব করি, ফিরিয়া পাইবার জন্য অস্থির হই। পবনকে হারাইয়া নরেন্দ্রের তাহাই হইল। বহু চেষ্টার পরও যখন পবনকে পাওয়া গেল না, তখন নরেন্দ্র তাহাকে পাইবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। অনুতাপের তীব্র জ্বালায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। তিনি এত দিন নিজের মন বুঝিতেন না, মনে করিতেন পবনকে কেবল ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতেন কিন্তু এখন যৌবনের প্রথম গভীর প্রেম অজ্ঞাতভাবে কোথা হইতে আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। নানাবিধ চিন্তা আসিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বালিকা সহসা কোথায় অদৃশ্য হইল, সে কি এখন জীবিত? যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কি অবস্থায় আছে? হায়, সরলা বালিকা জানিত না যে সংসারে মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর বিপদ আছে। নরেন্দ্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইলেন কিন্তু বিষয়ের কোন অনুসন্ধান লইতেন না, লেখা পড়া সমুদয় ত্যাগ করিলেন। নরেন্দ্রের পিসিমা পবনকে হারাইয়া অবধি নীরবে মনদুঃখে শূন্য গৃহে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল, এমন সময়ে পিসিমা রোগে আক্রান্ত হইলেন। নরেন্দ্রেরও শরীর অসুস্থ ছিল, পিসিমাকে কলিকাতায় লইয়া চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিয়া ভবানীপুরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া পিসিমাকে লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা যাইবার এক মাস পরে এক দিন সন্ধ্যাবেলা নরেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছিলেন, প্রাঙ্গনে আসিয়া দেখিলেন একজন অবগুণ্ঠনবতী অপরিচিত স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিবা মাত্র নরেন্দ্র সহসা নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোক মুহূর্ত্ত মধ্যে পার্শ্বের এক কক্ষের মধ্যে অদৃশ্য হইল। অপরিচিতা স্ত্রীলোককে দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয় চঞ্চল হইল কেন? তিনি ত্বরাবেগে দ্রুতপদে পিসিমার

নিকট গেলেন। "পিসিমা, একজন স্ত্রীলোককে এখনি প্রাঙ্গনে দেখিলাম তিনি কে?"

পিসিমা তখন গৃহকার্য্যে রত ছিলেন বলিয়া'ই বোধ হয়, নরেন্দ্রের প্রতি না চাহিয়া বলিলেন, "কই আর তো কেহ নাই, আমার ছেলেবেলাকার গোলাপ সইয়ের একমাত্র কন্যা'কে কিছু দিনের জন্য আমার নিকট আনাইয়াছি। তুমি তাহাকে চিনিবে না। আমি তো উহাকে এই প্রথম দেখিলাম।" নরেন্দ্র নীরবে হতাশ হৃদয়ে বাহিরে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার সাত আট দিন পরে, একদিন রাত্রে নরেন্দ্রের সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রাত্রে গোলমাল শুনিয়া তিনি কারণ জানিবার নিমিত্ত শয়ন ঘরের বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন পিসিমা ভীত কম্পিত স্বরে, ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার নিকট আসিতেছেন. নরেন্দ্র বলিলেন, "কি হয়েছে পিসিমা?"

"পবনকে কে লইয়া গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো! নরেন্দ্র পবন——" বৃদ্ধার আর বাক্য বাহির হইল না, উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

"পবন!" নরেন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "পিসিমা কি বলিতেছ, কিছু তো বুঝিতে পারিতেছি না। স্থির হয়ে আমাকে সব বল "

কাঁদিতে কাঁদিতে নরেন্দ্রের পিসিমা তখন বলিলেন যে সাত আট দিন পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা পবন একেলা আসিয়াছিল ও বলিল যে তাঁহাদের দেখিবার জন্য তাহার মন অস্থির হওয়াতে সে গোপনে কিছু দিনের জন্য আসিয়াছে, কিন্তু পিসিমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে নরেন্দ্র বা অন্য কাহাকেও তাহার আগমন জানাবে না নতুবা সে তখনি চলিয়া যাইবে। পিসিমা অগত্যা ইহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন। পিসিমা বলিতে লাগিলেন, "পবন আমার ঘরের পাশেই একটি ছোট ঘরে ঘুমাইত। হঠাৎ আজ রাত্রে তাহার ঘরে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, এবং মনে হইল যেন পবনও মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে, একটা জানালা খুলিবার শব্দ হইল, তাহার পর সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। আমি ভয় পইয়া ঘরে গেলাম দেখিলাম ঘর শূন্য ও বাগানের দিকের ছোট দ্বার খানা খোলা। পবন পবন, বলিয়া অনেক বার ডাকিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না।" এই বলিয়া পিসিমা পুনর্ব্বার কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নরেন্দ্র কাতর স্বরে বলিলেন, "পিসিমা তুমি কি করিলে? পবন আসিয়াছে তাহা আমাকে বলিলে না। যাহার জন্য এই দুই বৎসর পাগলের মত হইয়াছি, যাহার জন্য আমাদের ঘর অন্ধকার হইয়াছে, তাহাকে পাইয়াও পাইলাম না।" "নরেন্দ্র, আমি বড় নির্ব্বোধ। কিন্তু কি করিব? এখন বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তাহাকে অন্বেষণ করিবার সব যোগাড় কর।"

পবন তবে জীবিত! কিন্তু বালিকাকে কে লইয়া গেল? বালিকা সরল পবিত্র, কিন্তু সমস্ত শুনিয়া মনে হইতেছে যে স্বেচ্ছায় চলিয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র স্থির করিল যে শম্ভু ও তাহার পিতার এই কাজ। নরেন্দ্রের অনুমানই ঠিক হইল। নরেন্দ্র একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের হাতে সমস্ত ভার দিলেন, তাহাকে সবিশেষে পবনের আকৃতি, চেহারা ও ডাকাত দুজনের চেহারা সমুদয় বর্ণনা করিলেন। পাঁচ ছয় দিন পরে ডিটেক্‌টিভ আসিয়া খবর দিল যে ডাকাত দুজনের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাবেলা নরেন্দ্রের বাড়ীর চারিদিকে এক ব্যক্তি ঘুরিতেছিল, তাহাকে ধৃত করা হইল ও জানা গেল যে সে শম্ভুর পিতা, এবং স্বীকার করিল যে তাহারাই পবনকে লইয়া গিয়াছে। তাহারা সম্প্রতি শুনিয়াছিল যে নরেন্দ্র পবনকে বিবাহ করিয়াছেন ও কলিকাতায় আছেন। তাহার বাড়ীর অনুসন্ধান পাইয়া সেখানে যায় ও একটি জানালায় পবনকে দেখিতে পাইয়া রাত্রে তাহাকে লইয়া আসে। অর্থের লোভে তাহাকে এইরূপ হরণ করে, এবং পাছে নরেন্দ্র পবনের অনুসন্ধান পায় এই ভয়ে সেও বিনা আপত্তিতে তাহাদের সহিত চলিয়া আসে। নরেন্দ্র তখনি ডিটেক্‌টিভ বাবুর সহিত পবনের অনুসন্ধানে চলিল। তাঁহার বাড়ীর অতি নিকটে একটি ছোট গলির ভিতরে এক ক্ষুদ্র চালা ঘরের সম্মুখে গাড়ী থামিল, দুই জন সিপাহী বাহিরে পাহারা দিতেছিল। কুটীরে দুইটি কক্ষ। দুজনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন এক কক্ষে শম্ভু ও তাহার পিতা ভূতলে বসিয়া আছে, দুজনেরই হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ। নরেন্দ্রকে দেখিবা মাত্র শম্ভু আরক্ত নয়নে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি বলিয়া উঠিল। নরেন্দ্র বলিলেন, "লুত্তা কোথায়?" গর্জ্জন করিয়া উত্তর করিল, "লুত্তা যমের বাড়ী গিয়েছে। হতভাগা, তোর জন্যই আমাদের এই বিপদ।"

ডিটেক্‌টিভ নরেন্দ্রকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "মহাশয়, আগে এই ডাকাত দুজনের বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে বিদায় দিন। আপনার পত্নী ঐ কক্ষে আছেন, পরে তাঁহাকে লইয়া যাবেন। আমার অন্যত্র বিশেষ কাজ আছে। ইহাদের বহু দিন অবধি আমরা অন্বেষণ করিতেছি, ইহারা পূর্ব্ববাঙ্গালার এক বড় ডাকাতের দলের প্রধান দুই জন। আমরা ইহাদের ছাড়িতে পারিব না, কারাগারে দেওয়া কর্ত্তব্য।" নরেন্দ্র এ কথায় উত্তর করিলেন, "আপনি ইহাদের লইয়া যাহা ইচ্ছা করুন, কেবল আমার এইটি অনুরোধ যে উহাদের সহিত আমার পত্নীর কোনরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা যেন প্রকাশ না হয়।"

"আপনি এ বিষয় নিশ্চিন্ত থাকিবেন, যাহাতে এ কথা গোপন থাকে তাহার চেষ্টা করিব—ইহা বিশেষ কিছু

কঠিন হইবে না।" এই বলিয়া ডিটেক্টিভ বাবু মহা আহ্লাদে তাঁহার শিকার দুটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্র আর কখনও উঁহাদের দেখিলেন না, পরে জানিলেন যে দুইজনেরই দ্বীপান্তর হইয়াছে। সকলে চলিয়া গেলে নরেন্দ্র ধীরে ধীরে উথলিত হৃদয়ে অপর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন ঘরের এক কোণে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া অবনত মস্তকে পবন দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলেন তাহার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে নিকটে গিয়া তাহার হাত খানি ধরিলেন এবং প্রেম বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, "পবন, তুমি এই নির্ব্বোধের জন্য অনেক কষ্ট পাইয়াছ, আমাকে ক্ষমা কর।" পবন কোন উত্তর করিল না নীরবে কপোল বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু পড়িতে লাগিল। তখন নরেন্দ্র তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "পবন আমি বড় নির্ব্বোধ। আগে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তোমাকে হারাইয়া অবধি বুঝিয়াছি যে তুমি ছাড়া জীবনে কোন সুখ নাই। তোমার স্মৃতিতে এই দুই বৎসর কাটাইয়াছি। তোমাকে কত খুঁজিয়াছি, এখন পাইয়া সকল দুঃখ দূর হইল, কেবল একবার তোমার মুখে শুনিতে চাহি যে আমাকে ক্ষমা করিয়াছ।" কিন্তু পবন ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের আলিঙ্গন হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনার কি অপরাধ? আমি কখনও আপনার প্রণয় পাইবার আশা করি নাই। আপনি আমাকে ভগিনীর মত স্নেহ করিতেন আমি তাহাতেই সুখী ছিলাম, কিন্তু যখন শুনিলাম যে আপনি আমাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আপনার জীবনের সুখ নষ্ট করিব না। আমি ডাকাত পালিতা, আপনার সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত নই। দেখুন চারি বৎসর আপনার গৃহে সুখে কাটাইয়া, তাহার পর দুই বৎসর অজ্ঞাত ভাবে নিরাপদে লুকাইয়া থাকিয়াও ডাকাতের সম্বন্ধ ছাড়িতে পারিলাম না। আমাকে ছাড়িয়া দিন আমি নিজ পথে যাই। দয়ার বশীভূত হইয়া আমাকে গৃহে লইলে আপনি কখনও সুখী হইবেন না। যিনি অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।"

"পবন, তুমি ভুল বুঝিয়াছ, আমি দয়ার অনুরোধে তোমাকে চাহিতেছি না। কিরূপে বুঝাইব যে তুমি আমার সর্ব্বস্ব তুমি ছাড়া জীবন অন্ধকারময় হইবে।" তাহার পর প্রেম বিগলিত স্বরে সহস্র মুখে নরেন্দ্র কত প্রেমের কথা বলিলেন কত বুঝাইলেন। সেই অনির্ব্বচনীয় প্রেম-যুক্তির কাছে, সেই মহাশক্তির নিকটে বালিকার কোমল প্রেমপূর্ণ হৃদয় হার মানিল। নরেন্দ্র পুনর্ব্বার তাহাকে বলিলেন, "পবন তোকে জন্মের মত হৃদয়ে রাখ্‌বো। এখন চল বাড়ী যাই, আহা পিসিমা বোধ হয় অধীর হইয়া আছেন।" দুজনে গৃহে ফিরি-

লেন। পিসিমা পবনকে পাইয়া বুকে ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল যে নববধুর অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে হইবে—তখন গৃহকর্ম্মে গেলেন। পবন তখন নরেন্দ্রের কৌতুহল নিবারণ করিয়া বলিল যে সে দিন রাত্রে অন্ধকারে ঝড়ে এক গাছ তলায় কাটাইয়াছিল পরে প্রত্যূষে মিসনারী মেমদের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লয়। তাহাদের নিকট অনুরোধ করিয়াছিল যেন তাহার বিষয় গোপন রাখে। দয়ালু হৃদয়া ইংরাজ মহিলাগণ তাহার অনুরোধ রাখে এবং তাহাকে ভিন্ন একটি ছোট ঘর দেয়, সেখানে পবন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, মিসনারীদের কাজ কর্ম্মে সাহায্য করিয়া অতি শান্তিতে দুই বৎসর তাহাদের সহিত বাস করে। একদিন পবন শুনিতে পাইল যে নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছেন। একজন মেম তখন কলিকাতায় যাইতেছিল। তাহার সহিত কলিকাতায় যাইবে স্থির করিয়া, তাহার সাহায্যে নরেন্দ্রের বাড়ীর সন্ধান পাইল। এবং একদিন সন্ধ্যাবেলা সেই মেম পবনকে সঙ্গে লইয়া ভবানীপুরে নরেন্দ্রের বাড়ীতে লইয়া যায়। তাহার পর গোপনে পিসিমার সহিত পরামর্শ করিয়া সেখানে সাত আট দিন থাকিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু একদিন তাহার শয়ন কক্ষের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল হঠাৎ দেখিল শম্ভুর পিতা রেলিঙ্গের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। পবন তখনই তাহাকে চিনিল ও ভয়ে সরিয়া গেল। কিরূপে ডাকাত তাহার ঘরের অনুসন্ধান পাইল কিরূপে বাগানে প্রবেশ করিল কিছুই জানে না। রাত্রে হঠাৎ জানালার নিকট "লুতা দুতা" ডাক শুনিয়া বুঝিল যে শম্ভু বা তাহার পিতা আসিয়াছে, তাহার পর তাহাদের সহিত চলিয়া গেল।

এই সমুদয় ঘটনার এক মাস পরে নরেন্দ্র পত্নীকে ও পিসিমাকে লইয়া ফরিদপুর যাত্রা করিলেন। সেখানে এক খানা সুন্দর নৌকা প্রস্তুত হইল এবং ঢোল সমুদ্রে নির্ব্বিঘ্নে দুজনে তাহাতে বেড়াইতে যাইতেন।

শ্রীস্নেহলতা সেন।

সমাপ্তঃ।

এক যুগ।

এক যুগ কেটে গেল, হয় কি তা মনে!
এ কোন কুহক ছায়, কোন মায়াজালে,
কোন স্বরগের সুধা পবিত্র স্বপনে
কেটে গেল, জানি নাই রয়েছি বিভলে।
যেন সুখ স্বপ্নময় ঘুমের কুহকে
ছাইয়া দিয়াছে এই মোহাচ্ছন্ন আঁখি।
হৃদয় উঠিছে ভরে অসীম পুলকে
কোন সুখ স্বর্গ যেন জাগাইছে ডাকি।
কত শত বাধা দুঃখ, অভাব বেদনা,
এক যুগে কত ঘোর মরমের শূল।
শুধু ও প্রেমের আলো, হারায়ে আপনা
ভুলিয়া রয়েছি আজো যাহাতে সকল।

সবি যাবে দুদিনেতে, সবি হবে লয়
শুধু পুণ্য ভরা এই প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।
কর দয়া দয়াময় মোদের দুজনে,
যে মঙ্গল হাতে বেঁধে দিলে দুজনায়,
চিরদিন বাঁধা থাকি সে প্রেম বন্ধনে,
সুখে দুঃখে তুমি যে গো হৃদয় ছায়ায়।
তোমার অসীম ওই করুণা ধারায়,
পূর্ণ প্রাণ প্রেমময় কি চাহিব আর।
তুমি শুভময় তব মঙ্গল ইচ্ছায়,
যা করিছ তাই শুভ জীবনে আমার।
যদিও অভাব আর বেদনার ভারে
নত প্রভু হয়ে আছি, সহিবার বল
দাও পিতা সয়ে রব, এ জীবন পরে
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা জানিব সকল।
এক যুগ কেটে গেল যে শুভ ইচ্ছায়
জীবনে মরণে যেন মিলি দুজনায়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পরিত্যক্তা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লীলা কি করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কেবল শুষ্ক মুখে, কম্পিত কলেবরে সেই উন্মাদিনীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। উন্মাদিনীর বেশ মলিন, রুক্ষ আলুলায়িত কেশ, বিস্ফারিত নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। পূর্ব্বের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-রাশির ছায়া মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহাকে দেখিতে দেখিতে লীলা আপন ভয় ভুলিয়া কেবল তাহারই কথা ভাবিতে লাগিল। ইহার দুরবস্থা ভাবিয়া লীলার স্বভাবতঃ কোমল হৃদয় দুঃখে অস্থির হইতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। হঠাৎ লীলার এই ভাব দেখিয়া উন্মাদিনী বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল; পরক্ষণে বলিয়া উঠিল, "কেন তুমি কাঁদিতেছ? এস আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া লীলার হস্ত ধরিয়া সে টানিয়া লইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া লীলার ভয় হইল, সে বলিল, "আমাকে কোথায় লইয়া যাবে? বাড়ীতে যে আমার জন্য সকলে ভাবিবেন।"

তখন পাগলিনী একটু বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "এত দিন তোমাকে আমার কাছ হইতে তাহারা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল, আমি একা একা ঘুরি; আর আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না।" লীলা তো তাহার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিল না। তাহার হস্ত এত সজোরে ধরিয়াছিল ছাড়াইবারও যো ছিল না; আর পাগলকে চটাইলে আরও বেশী ক্ষতি হইতে পারে সেই ভয়ে নীরবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং মনে মনে কেবল ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিল। বিজন মাঠ অতিক্রম করিয়া ঘনতর বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কোথাও মানবের বসতি বা চিহ্ন নাই; কেবল ঘন নীবিড় অরণ্য। ক্রমেই রাত্রের আঁধার আসিয়া চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলিল, আর সেই অন্ধকার বিজন পথে লীলা আর সেই উন্মাদিনী!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে জর্জের বিবাহের দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে, সুখের স্বপ্নঘোরে জর্জ ও মার্থার দিন কাটিতে লাগিল। দুঃখিনী লীলার কথা একবার কেহ ভাবিল না। সে যে ম্লান মুখে বিষণ্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া গেল তাহার কথা কৈ জর্জ একবারও মনে করিল না! এই কি সংসারের রীতি? অবশেষে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল, বাদ্য উৎসবে জর্জের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। এ দিকে লীলার পিসিমা অনেকক্ষণ লীলার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া লীলা আসিল না দেখিয়া মনে করিলেন মার্থা হয়তো লীলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। লীলার প্রতি মার্থার কিরূপ ভাব তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না। জর্জ এত দিন নানা গোলমালে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার পিসিমার সহিত দেখা করিতে যাইতে পারেন নাই। বিবাহের একদিন মাত্র পূর্ব্বে তিনি লীলা ও পিসিমাকে লইয়া আসিবার জন্য গমন করিলেন। যাইবার সময় মার্থাকে বলিতে গেলে মার্থা লীলার নাম শুনিবা মাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আর তখন তাহার সুখের পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না সে বিষয় নিশ্চিন্ত বলিয়া কোন বিশেষ আপত্তি করিল না। কিন্তু মার্থা, অদৃষ্টের মোহ অন্তরালে কাহার জন্য কি লুক্কায়িত আছে তাহা কে জানিতে পারে?

জর্জ যখন তাঁহার পিসিমার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার পিসিমা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "জর্জ, লীলাকে সঙ্গে লইয়া আসিলে না?"। এ কথা শুনিয়া জর্জ তো কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "পিসিমা, কি বলিতেছ? লীলা কোথায় আমি তো কিছু জানি না। তাহাকে তো সেই যে দিন প্রথম দেশে আসিয়া পৌঁছিলাম সে দিনের পর আর দেখি নাই?" জর্জের এই উত্তর শুনিয়া তাঁহার পিসিমা তো একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া প'ড়লেন। জর্জের হৃদয়ও ভাবনায় অস্থির হইল। তখন তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার বাল্যসঙ্গিনী লীলার জন্য পূর্ব্ব স্নেহ জাগিয়া উঠিল, এবং তাহার বিষয় পূর্ব্বে অনুসন্ধান করেন নাই ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু আর কাল বিলম্ব না করিয়া তখনই তাহার সন্ধানে বাহির হইতে হইবে স্থির করিলেন ও মার্থাকে সেই মত একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন, এবং তাহাতে এরূপও লিখিলেন যে যদি তাঁহার ফিরিতে কিছু বিলম্ব হয় তাহার জন্য যেন মার্থা কিছু মনে না করেন। চিঠিখানি পাঠাইয়া দুই চারিটি অনুচর সহ ও লীলার একটি বহু পুরাতন বিশ্বাসী কুকুর ছিল তাহাকে সঙ্গে লইয়া জর্জ লীলার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। নানা প্রকার অমঙ্গল ও বিপদ আশঙ্কা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। শৈশবের কত শত ছোট ছোট

হৃদয়ে জাগিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লীলার নিস্বার্থ সরল হৃদয়ের স্নেহ ও ভালবাসার কথা মনে করাইয়া দিতে লাগিল। কত ভাবে লীলা তাঁহার সেবা ও উপকার করিয়াছিল তাহার কত ছোট ছোট প্রমাণগুলি মনে পড়িয়া আর নিজের স্বার্থপরতা ভাবিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। জর্জ লীলার অন্বেষণে বাহির তো হইলেন কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কি জানি কেন দৈব অনুগ্রহে হঠাৎ সেই বিস্তীর্ণ মাঠের কথা মনে হইল; কি আকর্ষণে যেন সেই দিকেই তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মাঠের অপর পার পর্য্যন্ত গিয়া বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন এমন সময় লীলার সেই কুকুরটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং কি যেন বলিবার জন্য জর্জের পায়ের কাছে মাথা দিয়া রহিল, জর্জ নীচু হইয়া দেখিলেন তাহার মুখে কি একটা রহিয়াছে, উঠাইয়া দেখিলেন ছোট একখানি রুমাল তাহার এক কোণে লেখা "লীলা"। দেখিয়া জর্জের হৃদয়ে একটু আশা হইল; তখন যেদিক হইতে কুকুরটা ঐ রুমালখানি কুড়াইয়া আনিয়াছিল সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কুকুরটি আগে আগে চলিতে লাগিল। অনেক পথ গিয়া অবশেষে এক নীবিড় বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সেখানে জনমানবের চিহ্ন না দেখিয়া ফিরিবার জন্য উদ্যত হইলেন; কিন্তু এবারও সেই কুকুর তাঁহার সহায় হইল, আর একটি জিনিষ মুখে লইয়া জর্জের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এবার হাতের একটি দস্তানা! তখন জর্জ আর ফিরিলেন না। সেই পথে অগ্রসর হইলেন। সেই নীবিড় জঙ্গল দেখিয়া আর লীলার কথা ভাবিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া যদি লীলা গিয়া থাকে তাহার জীবিত থাকার আশা অতি অল্প। হয়তো কোন বন্য জন্তুই তাহার প্রাণনাশ করিতে পারে। কোন্ দস্যুর হস্তে পড়িল, কি হইল? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে জর্জের হৃদয় ক্রমেই নিরাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু লীলার কুকুরটি কিছুতেই যেন আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। এক মনে অনেকটা পথ গিয়া জর্জ দেখেন লীলার কুকুর অদৃশ্য হইয়াছে! তাহার নাম ধরিয়া অনেক ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু কোনই সাড়া পাইলেন না। ইহাতে তিনি আরও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি না প্রকাশ করিলেও কুকুরের আঘ্রাণ শক্তির উপরই যে এতক্ষণ নির্ভর করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন কুকুরটিকে না দেখিতে পাইয়া বড়ই ভাবনা হইল। তখন পথও এত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে যে আর অগ্রসর হওয়াও সুকঠিন। তখন জর্জ অত্যন্ত নিরাশ হইয়া অবসন্ন হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার আসা নিষ্ফল হইল ভাবিয়া বড়ই কষ্ট হইল।

কিন্তু আর কোন উপায় না দেখিয়া বাড়ী ফিরিবারই মনস্থ করিতেছেন এমন সময় ববের (ঐ কুকুরের নাম) কণ্ঠরব শুনিতে পাইলেন এবং সে তখনি লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া তাঁহার জামা ধরিয়া টানিতে লাগিল আর তাহার সর্ব্বশরীর যেন আনন্দ উৎসাহে কাঁপিতে লাগিল। ববের এ ভাব দেখিয়া জর্জ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পুনরায় তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

সে জর্জকে পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে বলিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। অনেক কষ্টে জর্জ চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া একটা বাঁশের ফটকের মত দেখিতে পাইলেন। সেটি বহু পুরাতন জীর্ণ, ঠেলিবা মাত্র খুলিয়া গেল। অবশেষে তাহার ভিতর দিয়া গিয়া অদূরে একটি ক্ষুদ্র কুটির দেখা গেল। জর্জ ভৃত্যগণকে পশ্চাতে আসিতে আদেশ দিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, সর্ব্বাগ্রে কিন্তু বব ছিল। কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র বব লাফাইয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। জর্জও গেলেন। গিয়া কি দেখিলেন একটি অত্যন্ত অপরিষ্কার গৃহ, ভূমিতে একখানি চটের উপর একটি মনুষ্য দেহ শায়িত! কাছে গিয়া দেখিলেন; এ কে? লীলা! কিন্তু হায় একি লীলার মৃত দেহ? সভয়ে ধীরে ধীরে জর্জ নিকটে গিয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "লীলা লীলা!" কিন্তু কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই, নিস্পন্দ, নিশ্চল! তখন জর্জ আরও নিকটে গিয়া লীলার হাতখানি ধরিলেন। নাসিকার নিকটে হাত রাখিয়া দেখিলেন, অল্প অল্প নিঃশ্বাস পড়িতেছে! তখন আবার ডাকিলেন, "লীলা, কোন ভয় নাই, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ; জর্জ আসিয়াছে। জর্জের সেই কাতর ধ্বনি লীলার সে ঘোরঘোর ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল; তখন ধীরে ধীরে চক্ষু দুটি খুলিয়া গেল, একবার কাতর দৃষ্টে জর্জের দিকে চাহিল, সেই নীরব দৃষ্টিতে কি যেন কি ব্যথা প্রকাশ করিল। পুনরায় চক্ষু বন্ধ হইয়া আসিল। জর্জ তখন তাঁহার জামার পকেট হইতে একটু ব্র্যাণ্ডি বাহির করিয়া লীলার মুখে ঢালিয়া দিলেন। তখন লীলার সেই পাংশুবর্ণ মুখে অল্প যেন লাল আভা দেখা দিল। চক্ষু খুলিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "জর্জ তুমি এসেছ? আমার বড় ক্লান্ত বোধ হ'চ্ছে।" আর কথা কহিবার শক্তিও যেন ছিল না। জর্জ কেমন করিয়া তাহাকে এই অবস্থায় এই ঘন বন দিয়া লইয়া যাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব না করাই শ্রেয়ঃ, কি জানি আরও কি বিপদ ঘটে, আর এ ভাবে লীলাকে রাখিলে তাহাকে বাঁচানও কঠিন হইবে। কিন্তু অবস্থা প্রতিকূল ক্রমেই রাত্রি হইয়া আসিল সেই দুর্গম পথ দিয়া এরূপ নীবিড় আঁধারে যাওয়া সম্ভব নহে দেখিয়া সে রজনী তথায় কাটাইতে মনস্থ করিলেন। (ক্রমশঃ)

একটি কথা।

একটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিতে পাই। যখনই কেহ কোন পরলোকগত ব্যক্তির জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই পরলোকগত ব্যক্তির ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদের সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ব্যক্তির অপবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না। বর্ত্তমান শতাব্দীতে সভ্যতা ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে এই অভ্যাসটি দূর হইল না দেখিয়া বড় দুঃখ হয়। সম্প্রতি কোন একখানি মাসিক পত্রিকায় আমাদিগের সুপরিচিত স্বর্গগত এক বন্ধুর জীবন-চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অশেষ সদ্‌গুণরাশি বেশ সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা লিখিয়াই লেখক মহাশয় বুঝি ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না? বুঝি একজনের সদ্‌গুণরাশি চিত্রিত করিতে হইলে অপর এক ব্যক্তির অপবাদ না করিলে "জীবনী" লেখা সম্পূর্ণ সমাপ্ত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না? ইহা আমাদের মত অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধির অগম্য। স্বর্গগত মহাপুরুষদিগের নিন্দা করিয়া লাভ কি? কতকগুলি মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঁহাদিগের আদর্শ চরিত্র-জ্যোতি কেহই ম্লান করিতে পারিবে না। বরং ইহাতে কি কেবল লেখকের সঙ্কীর্ণ হৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না?

যাঁহারা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করা কি বড় একটা পৌরুষতার কার্য্য? কিন্তু কেনই যে লেখকগণ এই অভ্যাসটি পরিত্যাগ করিতে পারেন না তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না! আমরা যদি কাহারও জীবন বা চরিত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হই কেন সেই ব্যক্তির বিষয় লিখিয়াই ক্ষান্ত হই না? তৎ সঙ্গে অপর একটি সাধু জীবনের অপবাদ নিন্দা না লিখিলে লেখকের মনস্তুষ্টি হয় না কেন? সাহিত্য সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দোষটি শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে অপসারিত হইয়া যায় ইহাই আমাদের বাঞ্ছনীয়।

গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুমার বন্দীভাবে অনেক দিন নিজ গৃহে মনের কষ্টে ও অনুতাপে কাটাইলেন। পরে এমন দিন আসিল যখন তিনি মুক্ত হইলেন ও গোলাপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সুযোগ পাইলেন। কুমার কতই সুখ কল্পনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যদিও আমি ভয়ানক পাপী তথাপি গোলাপই আমার হৃদয়ের একমাত্র অধিকারিণী তাহাকেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি, কত লোকে তো দুই বিবাহ করে, আমিও গোলাপকে লইয়া আসিয়া গৃহের লক্ষ্মী করিব। কিন্তু কেন জানি না মিলনের সুখ আনন্দ ভাবিয়াও কুমার পূর্ণ সুখী হইতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় হইতে বিষাদের বোঝা যেন নামিল না। যতই দুঃখ চাপিয়া আনন্দ করিতে চাহেন ততই

তাঁহার হৃদয়ে এক মর্ম্মভেদী কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। যে দিন কুমার গোলাপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলেন, সে দিন আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত হইতেছিল, কুমার একাকী পদব্রজে বন পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। পথে ঘোর ঘটায় বৃষ্টি আসিল। তিনি নিজের দিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া, যেন প্রাণের সঙ্কল্প সযতনে বুকে ধরিয়া সকল বিপদকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। নদীতীরে আসিয়া একখানি ক্ষুদ্র বোট ভাড়া করিয়া নদীবক্ষ পার হইলেন। তাঁহার সেই সুখময় দিন মনে পড়িল যে দিন গোলাপের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। মানসপটে কত সুখময় ও আনন্দময় ছবি দেখিতে লাগিলেন। সুখ স্বপ্ন ভরে তিনি সেই বৃক্ষ তলায় আসিলেন, যে স্থলে সেই স্বর্গীয়া বালিকা-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার যেন মনে হইল আজিও বুঝি সে সুন্দরী বালিকা বৃক্ষতলায় তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। কুমার ধীরে ধীরে বৃক্ষতলায় আসিলেন, কিন্তু সে স্থান শূন্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সহসা তাঁহার মনে হইল যদি গোলাপকে আর দেখিতে না পান, তিনি যেন সে কথা ভাবিতেও ভয় করিতেছিলেন, বৃক্ষতলায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইতে না পারিয়া, অস্থির চিত্তে দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল, দেহ অবসন্ন, পরিধান সিক্ত। সেই ভাবে উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িতে লাগিলেন। কুটীরের নিকটে আসিয়া আশা নয়নে বাতায়নের দিকে চাহিলেন। কিছুই দেখিতে পাইলেন না, নিরাশার তীব্র যন্ত্রণা যেন তাঁহার হৃদয়কে বিঁধিতে লাগিল। তিনি গোলাপ গোলাপ বলিয়া ডাকিলেন, সে ডাক প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহা শূন্য। তখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। কতক্ষণ সে ভাবে কাটিল তিনি জানিতেন না, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, নিকটে এক স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছে। কুমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কোথায় আছেন কি হইয়াছে সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন, পরে সকল কথা তাঁহার একে একে মনে পড়িল, তিনি ধীরে ধীরে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তুমি কি আমার গোলাপ?" স্ত্রীলোক মৃদুস্বরে বলিল, "না আমি তাঁর দাসী।" কুমার বলিলেন, "গোলাপ কোথায় শীঘ্র আমাকে তাহার নিকটে লইয়া চল নতুবা আমি আর বাঁচিব না।" দাসী রোদন করিতে করিতে বলিল, "তবে কি আপনি তাঁর চিঠি পান নাই? মা গোলাপ বড় আশা করিয়াছিলেন আপনার সহিত একবার দেখা হইবে।" কুমার ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন তবে কি তাহার সঙ্গে ইহজন্মে আর দেখা

হইবে না? দাসী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "না তিনি দশ দিন আগে আপনার জন্য একটি সামগ্রী রাখিয়া মারা গিয়াছেন।" কুমারের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে দাসীর নিকট হইতে সকল কথা শ্রবণ করিলেন। কুমার নিজ পাপের জন্য দণ্ড পাইলেন। সুন্দরী গোলাপকে যে আঘাত দিয়াছিলেন তাহা হইতে সহস্র গুণ অধিক ভীষণ আঘাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পাপের জ্বালায় জর্জ্জরিত সে হৃদয়ে অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। শোকের তীব্র ছুরিকা তাঁহার অশান্ত হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দাসী বাহিরে গিয়া বসনাবৃত এক সামগ্রী তাঁহার সমক্ষে আনয়ন করিল। গোলাপের শেষ উপহার দেখিবার জন্য কুমার উৎসুক নয়নে সে দিকে তাকাইলেন। দাসী ধীরে ধীরে বসন খুলিল। কুমার বসন মধ্যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। স্বর্গীয় সুন্দর পুষ্পবৎ একটি শিশু সন্তান তাহার মধ্যে শায়িত ও নিদ্রিত। তাহার ক্ষুদ্র মুখ মণ্ডলে গোলাপের মুখচ্ছবি যেন প্রতিবিম্বিত। কুমার চমকিয়া উঠিলেন ও কিছুক্ষণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্থির নেত্রে সেই সুন্দর শিশুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চাহি না ওকে চাহি না, আমার সম্মুখ হইতে উহাকে লইয়া যাও, উহারই জন্য আমার গোলাপকে আমি হারাইয়াছি।" সে চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া নিদ্রিত শিশু জাগিয়া উঠিল। দাসীর ব্যাকুল প্রার্থনায়ও কুমারের হৃদয় গলিল না, তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। সেই রাত্রিতেই কুমার নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দাসীকে শিশুর লালন পালনের ভার দিলেন ও মাসে মাসে সে জন্য অর্থ প্রেরণ করিবেন ঠিক করিয়া চলিয়া গেলেন। কুমারের এক দিনে চেহারা অন্যরূপ হইল। দারুণ শোকের আঘাতে তাঁহার মুখ মলিন, তাঁহার অস্থির নয়নে উজ্জ্বল প্রভা ও তাঁহার বেশ দেখিলেই সহজে তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

গৃহে আসিয়া কাহাকেও মুখ দেখাইলেন না। হৃদয়ের কষ্ট কাহাকেও জানাইলেন না। হয় তো জানাইলে তাঁহার হৃদয়ের গুরুভার লাঘব হইত, কিন্তু সে কষ্ট কে বুঝিবে? তজ্জন্য কাহাকেও জানাইতে সাহস করিলেন না। নিজ পাপের জন্য কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন। কি কষ্টে যে তাঁহার দিন কাটিত তাহা তিনিই জানিতেন।

(ক্রমশঃ)

আশ্চর্য্য মৃত্যু।

এরূপ শ্রবণ করা যায় বহু লোকের অপরিমিত আনন্দে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনা পাঠ করিলে আমরা এই সকল আশ্চর্য্য মৃত্যুর বিষয় অবগত হইব।

একজন কয়েদী বহু দিন হইতে কারাগারে বন্দী ছিল। অনেক দিন পরে তাহার আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের জন্য তাহাকে কারামুক্ত করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইল। উক্ত সংবাদ শ্রবণে বন্দী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল ও কারাগার হইতে বাহির হইবার সময় দ্বার দেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ও অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে তাহার অধিকতর আনন্দেতেই মৃত্যু হইয়াছে!

আর একটি ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক জার্ম্মাণকে নরহত্যা দোষে কারাবদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি প্রথম হইতেই উক্ত পাপ অস্বীকার করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দোষ প্রমাণিত হওয়াতে তাহাকে কারাগারে বন্দী করা হয়। বহু বৎসর পরে প্রকৃত নরহন্তা তাহার নিজ পাপ স্বীকার করে এবং নির্দ্দোষী জার্ম্মাণকে কারামুক্ত করিতে আজ্ঞা দেওয়া হয়। বহু দিনের নিরাশা ও দুঃখ কষ্টের পর উক্ত শুভ সংবাদ শ্রবণে তাহার যার পর নাই আনন্দ হয়। কারাগার হইতে বাহিরে গমন করিবার সময় দ্বারের নিকটে পড়িয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়!!

লণ্ডনে আর একটি অত্যন্ত দুঃখময় ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক দিবস (Thames) টেম্‌স্ নদী হইতে এক যুবার মৃত দেহ পাওয়া যায়, এবং তাহার পকেট হইতে একখানি উকিলের পত্র পাওয়া যায়, উহাতে এরূপ লিখিত ছিল যে উক্ত যুবা সম্প্রতি তাহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে। উক্ত যুবার ইতিহাস অতি দুঃখময়। সে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির একমাত্র সন্তান ছিল। তাহার সুখ ও ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। সঙ্গদোষে তাহার অত্যন্ত অবনতি হয়, এমন কি তাহার পিতা তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। বহু বৎসর দুঃখ ও দারিদ্রের ভীষণ কষ্টে সে দিন যাপন করে। অবশেষে তাহার পিতার মৃত্যুর পর সে উকিলের নিকট হইতে উক্ত পত্রখানি পায় এবং তাহার আনন্দ এত অধিক হয় যে সে Thames নদীতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করে!!!

আলুর ইন্দ্রপুরী।

প্রথমে আলুর খোসা ছাড়াইয়া তিন ভাগের এক ভাগ দুইখানি করিয়া কাটিতে হইবে। পরে বেশী ভাগটীর ভিতর ছুরীর দ্বারা কুরিয়া একটী বাটির ন্যায় কর। ছানা চট্‌কাইয়া অল্প লবণ হলুদ লঙ্কা বাটা মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া লও। পরে উহা ঐ আলুর বাটির মধ্যে পুরিয়া আলুর ছোট ভাগটী ঢাকনি করিয়া উহার উপরে দিয়া সূতা কিম্বা কাটির দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লও। পরে ঘৃতে সকল রকম মসলা (তাহার সহিত পেঁয়াজ ও দধি দিলে আরও ভাল হয়) ভাজিয়া জল দাও, যখন জল ফুটিবে সেই সময়

পূর্ব্বোক্ত আলুগুলি তাহাতে ফেলিয়া দাও। যখন জল খুব কম হইয়া আসিবে (কালিয়ার মতন) সেই সময় উহাতে গরম মশলা দিয়া নামাইয়া রাখ। এই আলুর তরকারী অতি সুখাদ্য। যাঁহারা মৎস্য খান তাঁহারা ছানা না দিয়া মাছের ঐ প্রকার করিতে পারেন।

লঙ্কা বাটা হরিদ্রা বাটা ও চিনি দিয়া উক্ত এঁচোড় ঢালিয়া দাও ও অল্প জল দাও, যখন জল মরিয়া যাইবে অল্প রস থাকিবে তখন ঢালিয়া লও। এই প্রকার কদম ফুলের কুঁড়ি ও ওলকপি প্রভৃতির কোর্ম্মা অতি সুখাদ্য ও মুখ-রোচক।

মাছের কোর্ম্মা।

মাছ বড় বড় করিয়া কাটিয়া তাহার সহিত আস্ত আস্ত আলু রাখিবে। ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া লবঙ্গ দারুচিনি ছোট এলাইচ ফোড়ন দিবে। তাহাতে জিরে মরিচ হলুদ তেজপাতা চিনি (গুড় দিলেও হয়) লঙ্কা দধি আদা পেঁয়াজ (কুচি) খুব ভাজিয়া লইবে। পরে তাহাতে জল দিবে, জল যখন ফুটিবে সেই সময় ভাজা মাছ ও খোলা ছাড়ান আস্ত আলু (কাঁচা) ফেলিয়া দিবে। যে সময় জল মরিয়া আসিবে এবং মাখ মাখ হইবে সেই সময় নামাইয়া রাখিবে। এই কোর্ম্মা ভাল রকমে বাঁধিতে পারিলে খাইতে খুবই ভাল হয়।

এঁচোড়ের কোর্ম্মা।

এঁচোড় ডুমো ডুমো করিয়া কুটিয়া জলে সিদ্ধ কর, পরে ঘৃত বা অল্প তৈল জ্বালে চড়াইয়া তেজপাতা দারুচিনি লবঙ্গ এলাইচ ফোড়ন দাও, তার সঙ্গে পেঁয়াজ ও আদার কুচি দিয়া ভাজিয়া লও, দধি

MOTTOES FROM THE BRAHMO POCKET DIARY.

30th January.

Mighty God, destroy infidelity and make the world wholly Thine.

৩০শে জানুয়ারী।

পাপ তাপ দূরে যাক পাপীর শরণ
ভ্রমহীন হউক পুণ্যময় নয়ন।
তোমার মঙ্গল নাম প্রচারি এ পুরে
যেন অমঙ্গল রাশি যায় চলি দূরে।
পবিত্র তোমার স্পর্শে সারা এ হৃদয়
পাপের পরশ তাহে কখন না হয়।
অনাথের নাথ পিতা পাপীর শরণ
তোমারে আকাঙ্খা করে মোর প্রাণ মন।
ছার জগতের আশা দূরে তেয়াগিয়া
যেন লীন হয় পিতা ও চরণে গিয়া।

31st January.

Grant O Thou Infinite Holiness, that we may learn to desire Thee and realise Thee in all things.

৩১শে জানুয়ারী।

দয়া কর দয়াময় পুণ্যের আধার,
এই শিক্ষা দাও দেব মোরে
বাসনা কামনা হোক, তুমিই আমার,
তোমাতে মিলাক প্রেম ভরে।
প্রতি কর্ম্ম-জ্ঞান আর প্রতি দ্রব্য রাশি
মোর আঁখে হোক তুমিময়,
এই শোক তাপে ক্লিষ্ট হৃদয়েতে আসি
দিবা নিশি থাক দয়াময়
এ প্রার্থনা চরণেতে নিশিতে দিবসে
তব নাম যেন প্রাণে জাগে।
দুঃখ হোক সুখ হোক যাহা কিছু আসে
সকলি সহিব অনুরাগে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

স্বর্ণরেণু।

সাধুজনের সংসর্গে মনের শূন্যতা বিদূরিত হয়।

জীবন্মুক্ত সাধুগণ সাংসারিক সুখ দুঃখে নিমগ্ন হয়েন না।

অন্তঃশীতলতা লাভ করিলে সমুদয় জগৎ শীতল হয়।

যিনি শত্রু মিত্রে সমান দয়াবান্, সরল ও নিত্য কর্ত্তব্য-পরায়ণ, তিনি কদাপি সংসারে দুঃখ ভোগ করেন না।